

# “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে  
পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী,  
আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার

আবুল বারকাত

“অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি:  
বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে  
পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার

আবুল বারকাত





“অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি:  
বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে  
পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার

আবুল বারকাত





মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

“অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি:  
বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার

[Political Economy of Unpeopling:  
Family Farming, Rural Women, Indigenous Peoples and Land Reform in the  
50 Years of National Budget of Bangladesh]

স্বত্ব ২০২৩ © আবুল বারকাত

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

প্রকাশক

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে অরনি বারকাত  
(ফোন: ৫৮১৫০৩৮১, ০১৭১৯ ৭৩১৫৭০, ০১৭৫৬ ১৪২৩১৫)

ই-মেইল: [info@muktobuddhi.com](mailto:info@muktobuddhi.com)

ওয়েবসাইট: [www.muktobuddhi.com](http://www.muktobuddhi.com)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ: সব্যসাচী হাজারা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং  
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ  
(ফোন: ০১৯৭১-১১৮২৪৩)

ই-মেইল: [agami.printers@gmail.com](mailto:agami.printers@gmail.com)

ISBN: 978-984-95689-7-1

এই গ্রন্থের কোনো অংশ গ্রন্থকারের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না।  
আলোকচিত্র, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

এই গ্রন্থ বিনির্মাণে গবেষণা সহায়তা দিয়েছে “হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার”; আর মাঠপর্যায়ে বাজেটের সম্ভাব্য সুফলভোগী দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের সাথে বৈঠকে সহায়তা করেছে “এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট”। তবে গ্রন্থে বিবৃত সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-এর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থকারের, সহায়ক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নয়।



মূল্য: ১০০০ টাকা, ইউএস ৩০ ডলার, ইউরো ২৫, ব্রিটিশ পাউন্ড ২০

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০২৩), “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি:  
বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার।

ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

## উৎসর্গ \_\_\_\_\_

যারা “অ-জনগণ”কে জনগণকরণে  
লড়াই-সংগ্রাম করছেন



## সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা	xv
মুখবন্ধ	xvii

### অংশ ১

#### “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি: একটি বিভাবনা

অধ্যায় ১: “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি: মর্মকথা	৩
১.১. অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি: মর্মবস্তুর প্রারম্ভিকথা	৩
১.২. এ গ্রন্থে ‘অ-জনগণ’ কারা?	৭
১.৩. ‘অ-জনগণ’ = ডিসপোজেবল পাবলিক	৮
১.৪. ‘জনগণ’-‘অ-জনগণ’: ‘নাগরিক’ বনাম “দাসসম মানুষ”	৯
অধ্যায় ২: ‘অ-জনগণ’-সংবিধান অমান্য-উদ্ধৃত মানুষ; নির্দিষ্ট শর্তাবিষ্ট মানুষ। কোথায় পাবো তারে?	১১
২.১. সংবিধান অমান্য-উদ্ধৃত অ-জনগণ	১১
২.২. মানুষ কখন-কোন শর্তে ‘অ-জনগণ’ হয়?	১৪
২.৩. আমাদের দেশে ‘অ-জনগণ’-কোথায় পাবো তারে?	১৬
অধ্যায় ৩: পারিবারিক কৃষি ও অ-জনগণ	২১
৩.১. পারিবারিক কৃষি: ধারণা এবং বিস্তৃতি মাত্রা	২১
৩.২. পারিবারিক কৃষি খামারি: অ-জনগণকরণের মর্মার্থ	২২
অধ্যায় ৪: গ্রামীণ নারী- “মহা অ-জনগণ”	২৫
৪.১. ‘গ্রামীণ নারী’- মহা অ-জনগণ কেন?	২৫
৪.২. ‘মহা অ-জনগণ নারী’—জনগণকরণে যা-কিছু অন্ধকারে থেকে যায়	২৭
৪.৩. নারীর ক্ষমতায়নবাদীরা মহা অ-জনগণ নারী নিয়ে যা বলেন না	২৯
৪.৪. ‘মহা অ-জনগণ নারী’ নিয়ে সীমাহীন আত্মপ্রবঞ্চনার স্বরূপ	৩১
৪.৫. তাহলে ‘মহা অ-জনগণ’ নারীর জনগণকরণ নিয়ে কীভাবে ভাববো?	৩৪
অধ্যায় ৫: “আদিবাসী মানুষ”: অ-জনগণ-এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ	৩৭
৫.১. আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণ: বিশ্বজুড়ে দুর্বলের সম্পদে সবলের নিরন্তর জোর-জবরদস্তি	৩৭



৫.২. বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণ: জমি-জলা-জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্নকরণ	৪০
<b>অধ্যায় ৬: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ-অ-জনগণ কেন?</b>	৫৩
৬.১. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—কেন?	৫৩
৬.২. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—ধারণাগত বিষয়াদি	৫৩
৬.৩. কৃষি সংস্কার কেন-কীভাবে নন ইস্যু হয়ে গেল	৫৪
৬.৪. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “অ-জনগণকরণ”—নির্দেশক ও ক্ষেত্রসমূহ	৫৮
৬.৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণ-এ উত্তরণ ও রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে	৭২
<b>অধ্যায় ৭: “দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা”: দাস ‘অ-জনগণ’-তো বটেই ‘মানুষ’ কি? আধুনিক দাসত্ব</b>	৭৫
৭.১. বিশুদ্ধ “দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা” প্রসঙ্গ কেন?	৭৫
৭.২. দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা—একটি সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ	৭৭
৭.৩. দাস মানুষ—আফ্রিকা কেন? ইউরোপীয়রা আফ্রিকাকে দাসত্বে বাঁধলো কীভাবে? এসবের ফলে কী হলো?	৭৭
৭.৪. ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজীয় দাসবাণিজ্য	৭৯
৭.৫. ‘আমেরিকায় দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা’	৮২

## অংশ ২

বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরের বাজেটে ‘অ-জনগণ’-পরিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী,  
আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ

<b>অধ্যায় ৮: রাষ্ট্রের বাজেট—কী, কেন, কোন উদ্দেশ্যে, কীভাবে প্রণীত হয়</b>	৮৯
<b>অধ্যায় ৯: বিগত ৫০ বছরের জিডিপি ও বাজেট প্রবণতা: ১৯৭২/৭৩-২০২১/২২</b>	৯৩
<b>অধ্যায় ১০: অ-জনগণকৃত খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ—হিসাবের পদ্ধতিগত বিষয়াদি</b>	১০৯
১০.১. জাতীয় বাজেটে “অ-জনগণ”—গুণগত ও পরিমাণগত দিক	১০৯
১০.২. বাজেটে পরিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা—হিসেবের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি	১০৯

১০.৩. ‘পারিবারিক কৃষি’, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ ও ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’ বর্গসমূহে বাজেট বরাদ্দ: প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং মোট হিস্যা	১২০
<b>অধ্যায় ১১:</b> বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”: ‘অ-জনগণকরণের’ অন্যতম নিদর্শন	১২৭
১১.১. কী অনুসন্ধান করলাম	১২৮
১১.২. কী পেলাম? কী বুঝলাম?	১২৮
১১.৩. ‘কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায্যসঙ্গত? কী হলে বলব অ-জনগণকৃত পারিবারিক কৃষিকে জনগণকরণ করা হয়েছে?	১৪৮
<b>অধ্যায় ১২:</b> বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে “গ্রামীণ নারী”: অ-জনগণকরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন	১৫১
১২.১. কী অনুসন্ধান করলাম?	১৫১
১২.২. কী পেলাম? কী বুঝলাম?	১৫২
১২.৩. কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায্যসঙ্গত? কী হলে বলব অ-জনগণকৃত গ্রামীণ নারীর অ-জনগণকরণ হচ্ছে/হয়েছে?	১৭৩
<b>অধ্যায় ১৩:</b> বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে “আদিবাসী মানুষ”: অ-জনগণকরণের নিকৃষ্টতম নিদর্শন	১৭৭
১৩.১. কী অনুসন্ধান করলাম?	১৭৭
১৩.২. কী পেলাম? কী বুঝলাম?	১৭৯
১৩.৩. কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায্যসঙ্গত? কী হলে বলব অ-জনগণকৃত আদিবাসী মানুষের জনগণকরণ হচ্ছে/হয়েছে?	১৯৯
<b>অধ্যায় ১৪:</b> বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার”: যেখানে হাত-ই দেয়া হয়নি	২০৩
১৪.১. কী অনুসন্ধান করলাম?	২০৩
১৪.২. কী পেলাম? কী বুঝলাম?	২০৫
১৪.৩. কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায্যসঙ্গত? কী হলে বলব অ-জনগণকৃত কৃষি-ভূমি-সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জনগণকরণ হচ্ছে/হয়েছে?	২২৭
<b>অধ্যায় ১৫:</b> বিগত ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, ভূমি সংস্কার: অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে জনগণকরণে উত্তরণ প্রসঙ্গে	২৩৩

## সারণি তালিকা

সারণি ১:	২০০৮ ও ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী মানুষের উন্নয়নসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি	৪৫
সারণি ২:	কার্যত ভূমিহীন ও নিজস্ব বাস্তুভিটাহীন সমতল আদিবাসী খানা	৪৮
সারণি ৩:	বাংলাদেশে ভূমির ধরনভেদ ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য	৫৮
সারণি ৪:	ট্রান্স-আটলান্টিক পথে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাস-এর সংখ্যা (১৪৫০-১৯০০)	৮১
সারণি ৫:	জাতীয় বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): বিগত পঞ্চাশ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	৯৫
সারণি ৬:	জিডিপি ও জাতীয় বাজেট (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগে): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১০০
সারণি ৭:	জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)—নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে: বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১০২
সারণি ৮:	বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ (জাতীয়) উৎপাদন (জিডিপি), জাতীয় বাজেট, (জাতীয় বাজেটে) পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার: বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২) বার্ষিক (গড়) (প্রকৃত) প্রবৃদ্ধির হার	১০৮
সারণি ৯:	১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ৫০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা: মোট প্রকল্প/কর্মসূচি, পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট, গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট, আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট	১১৭
সারণি ১০:	উন্নয়ন বাজেট/বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প/কর্মসূচিতে ‘পারিবারিক কৃষি’, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ ও ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’-এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দকৃত অংশের হিস্যার হিসেবপত্র: কিছু নমুনা	১২৩
সারণি ১১:	১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের চারবর্গে বিভাজন (সংখ্যা ও %)	১২৫
সারণি ১২:	জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১২৯
সারণি ১৩:	জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৩৩

সারণি ১৪:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে পারিবারিক কৃষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৩৭
সারণি ১৫:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে পারিবারিক কৃষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৪১
সারণি ১৬:	বিগত পাঁচটি আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এবং পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট মানুষের (হিসেবকৃত আনুমানিক) জনসংখ্যা	১৪৬
সারণি ১৭:	জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৫৪
সারণি ১৮:	জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৫৮
সারণি ১৯:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে গ্রামীণ নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৬২
সারণি ২০:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে গ্রামীণ নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৬৬
সারণি ২১:	জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৮০
সারণি ২২:	জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৮৪
সারণি ২৩:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে আদিবাসী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৮৮
সারণি ২৪:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে আদিবাসী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	১৯২

সারণি ২৫:	জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	২০৭
সারণি ২৬:	জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	২১১
সারণি ২৭:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	২১৬
সারণি ২৮:	জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা	২২০
সারণি ২৯:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-২০২২) জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যাবস্থা	২৩
সারণি ৩০:	বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষিউদ্দিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষকে অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরের একটি প্রস্তাব	২৩৯

### লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র ১:	সমতলের আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার, ২০০৯ (%)	৪৬
লেখচিত্র ২:	সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনা সূচক	৪৯
লেখচিত্র ৩:	কৃষিতে (জমি-জলা-জঙ্গলে) দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পথরেখা	৫৬
লেখচিত্র ৪:	‘রেন্টসিকিং’ সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে ভূমি-উত্তিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম	৫৭
লেখচিত্র ৫:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবণতা: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)	১০৭
লেখচিত্র ৬:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং জাতীয় বাজেট-এর প্রবণতা: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)	১০৮
লেখচিত্র ৭:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং পারিবারিক কৃষির বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়; ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)	১৪৫

লেখচিত্র ৮:	জাতীয় বাজেটে “পরিবারিক কৃষির” জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং বৈষম্য বিমোচনউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর বাজারমূল্যে টাকা)	১৪৯
লেখচিত্র ৯:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং গ্রামীণ নারীর বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)	১৭০
লেখচিত্র ১০:	জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর বাজারমূল্যে টাকায়)	১৭৪
লেখচিত্র ১১:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেট এবং আদিবাসী মানুষউদ্দিষ্ট বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজারমূল্যে)	১৯৬
লেখচিত্র ১২:	জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর অর্থবছরের বাজারমূল্যে, টাকায়)	২০০
লেখচিত্র ১৩:	বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং ভূমি সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)	২২৪
লেখচিত্র ১৪:	জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ অর্থবছরের বাজারমূল্যে, টাকায়)	২৩০
লেখচিত্র ১৫:	বাজেট বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণ-এ রূপান্তরপ্রক্রিয়া (শোভন বাজেট)	২৪২

#### চিত্র তালিকা

চিত্র ১:	নিগ্রো দাস বিক্রয়কেন্দ্র	৮৩
চিত্র ২:	জাহাজে গাম্বিয়ার দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৮৩
চিত্র ৩:	নিগ্রো দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৮৩
চিত্র ৪:	সুঠামদেহী নিগ্রো দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৮৪
চিত্র ৫:	দাস অত্যাচারের নমুনা	৮৪
চিত্র ৬:	দাস আইন	৮৪
চিত্র ৭:	দাসকথন: আমি কি মানুষ এবং ভ্রাতা নই?	৮৫

ম্যাপ ১:	ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভূজীয় দাসবাণিজ্য	৮০
----------	---	----

## ছক তালিকা

ছক ১:	সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের নিরঙ্কুশ অ-জনগণ-এর সাথে চার বৃহৎ বর্গের (পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ) সম্পর্ক জাল	xxiii
ছক ২:	জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ এবং ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’উদ্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ হিসেবের ধাপসমূহ	১১১
ছক ৩:	প্রচলিত খাতওয়ারী জাতীয় বাজেটে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেট মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবিসমূহ) পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ আমরা কোথায় খুঁজেছি (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় বরাদ্দের জন্য)	১১২
ছক ৪:	জাতীয় বাজেটে কী এবং কীভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে	১১৩
ছক ৫:	জাতীয় বাজেটে ‘অ-জনগণকৃত’ খাতসমূহের অংশ (হিস্যা)	১১৪
ছক ৬:	জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “পারিবারিক কৃষির” অংশ—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি	১১৫
ছক ৭:	জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “গ্রামীণ নারী”র অংশ—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি	১১৫
ছক ৮:	জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “আদিবাসী মানুষের” অংশ—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি	১১৬
ছক ৯:	জাতীয় বাজেটে উপেক্ষিত (অ-জনগণকৃত) খাত “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” (উদ্দিষ্ট মানুষ)—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি	১১৬
ছক ১০:	বাংলাদেশের কৃষিখামারের শ্রেণিবিন্যাস	১২৮
তথ্যপঞ্জি		২৪৩
নির্ঘণ্ট		২৫৫

## কৃতজ্ঞতা

অ-জনগণ ধারণাটি (Unpeople as concept) সামাজিক গবেষণায় এখনও পর্যন্ত খুব একটা সু-বিশ্লেষিত এবং স্বীকৃত ধারণা নয়। “অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি” বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে তেমন কিছুই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে অ-জনগণকরণ ধারণাটি সুসংহত করার ক্ষেত্রে অন্তত তিনজনের চিন্তাকর্ম যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে: (১) মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা বিশ্লেষণভিত্তিক কার্ল মার্কস-এর “বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব” (Theory of alienation), (২) কর্তৃত্ববাদী-স্বৈরাচারী নিপীড়ক রাষ্ট্রের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের “ব্যক্তিসত্তার নন-করণ” (unperson)-এর ধারণা, এবং (৩) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের যুগে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ নোয়াম চমস্কির অ-জনগণ (un-people) ধারণা। “অ-জনগণসংশ্লিষ্ট” জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়াদি কিছুটা খোলসা করার জন্য কার্ল মার্কস, জর্জ অরওয়েল ও নোয়াম চমস্কির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অ-জনগণ এবং তার রাজনৈতিক অর্থনীতি—সুনির্দিষ্ট এসব বিষয়ে গবেষণার্থী তেমন কোনো রচনা বা গ্রন্থ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকে বছর দশেক আগে আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুধাবনে একটি গবেষণার কাজ হাতে নিই। ওই গবেষণাকাজটি এখন থেকে সাত বছর আগে (২০১৬ সালে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, যে গ্রন্থের শিরোনামে “অ-জনগণ” ধারণাটি ব্যবহার করি (গ্রন্থের শিরোনাম, Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh)। গ্রন্থ গবেষণাকাজে সহযোগিতা করেছেন দেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ এবং আদিবাসী মানুষের ন্যায় অধিকার রক্ষা-উদ্দিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন। আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এখন থেকে বছর দশেক আগে আদিবাসী মানুষ নিয়ে উল্লিখিত গবেষণাকাজটি করার সময় মনে হয়েছিল যে, আমাদের দেশে শুধু আদিবাসী মানুষই অ-জনগণ নন আরও অনেক অ-জনগণ আছেন, যারা যতটা না ‘সিটিজেন’ বা ‘নাগরিক’ তার চেয়ে অনেক বেশি ‘সাবজেক্ট’ বা ‘প্রজা’। তখন থেকে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি—তাহলে কারা অ-নাগরিক প্রজা এবং তা কীভাবে বুঝব? পরবর্তীকালে অন্তত দুটো গবেষণায় এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। কাজ দুটি হলো: (১) বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত জাতীয় বিকল্প বাজেট, যেখানে বিভিন্ন বৃহৎ বর্গের অ-জনগণ মানুষের জন্য জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি। এসব বৃহৎ বর্গীয় অ-জনগণ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আদিবাসী মানুষ, দরিদ্র নারী, ভূমি সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ, ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে কৃষক সমাজ, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মেহনতি মানুষ ইত্যাদি। (২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)-এর সহায়তায় প্রণীত জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবনা দলিল যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ভূমি সংস্কার, পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারীর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে (২০২০ ও ২০২১ সালে গবেষিত ও জাতীয়পর্যায়ে উত্থাপিত)। এ প্রক্রিয়ায় আমরা অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. জামালউদ্দিন আহমেদ ও ড. মোঃ আইনুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি), জনাব রাশেদ খান মেনন (রাজনীতিবিদ এবং সংসদ সদস্য), জনাব শামসুল হুদা (নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি), অধ্যাপক ড. শফিক উজ্জামান (অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), জনাব সঞ্জীব দ্রং (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম),



মিজ য়েন য়েন (চাকমা সার্কেলের রাণী), এবং জনাব গাজী মো. সোহরাওয়ার্দী, মো. ইরফানুর রহমান, নুরুন্নাহার, অলিউল ইসলাম (সহ-গবেষক, এইচডিআরসি)।

এই গ্রন্থে একই সাথে বড় মাপের দু'টো কাজ করতে হয়েছে। প্রথম কাজটি হলো “অ-জনগণ” ধারণাটি সুসংহত করা, এবং তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সারবত্তা উদ্ঘাটন করা। ধারণা হিসেবে অপ্রচলিত বিধায় কাজটি জটিল। এ জন্য গ্রন্থ রচনার প্রক্রিয়ায় তা বহুবার পরীক্ষা-নীরিক্ষাপূর্বক পরিবর্তন-পরিমার্জন করতে হয়েছে। আর দ্বিতীয় কাজটি হলো বিভিন্ন বৃহৎ বর্গের অ-জনগণ মানুষকে (আমাদের ক্ষেত্রে ৪ বর্গ: পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, ভূমি সংস্কার) রাষ্ট্র-সরকার কোন দৃষ্টিতে দেখেন সেটা উদ্ঘাটন করা। এ কাজটি সম্পন্ন করতেই মনে হলো ওইসব মানুষের জন্য রাষ্ট্র-সরকার তাদের জাতীয় বাজেটে কী বাবদ-কতটুকু (কী পরিমাণ) ব্যয়-বরাদ্দ দেয় সেটা দেখা দরকার। একপর্যায়ে মনে হলো, এসবের প্রবণতা দেখা জরুরি। আর সে ক্ষেত্রে কোনো এক/দুই বছরের জন্য নয় বিষয়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদে দেখা দরকার। এভাবেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে সম্ভব হলে স্বাধীনতাপরবর্তী বিগত ৫০ বছরের জন্য এসব দেখব। এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় জানতাম যে প্রযোজ্য পদ্ধতিতত্ত্বসহ ৫০ বছরের হিসেবপত্রের কাজটিই হবে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কাজে নেমে দেখলাম যে বিগত ৫০ বছরের সংশ্লিষ্ট সব বাজেট দলিল-দস্তাবেজ পাওয়াটাই এক দুর্লভ কাজ। এ কাজে শেষপর্যন্ত সহযোগিতা করলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এবং তার একান্ত সচিব জনাব মঈনউদ্দিন আহমেদ রাসেল—এদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে আমরা অ-জনগণকৃত চারবর্গের মানুষের জন্য বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় হিসেবপত্র উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছি। এ ক্ষেত্রে পর্বতসমান চ্যালেঞ্জ দেখা দিল তখন, যখন আমরা বিগত ৫০ বছরের বাজেটে প্রত্যেক বছরের জন্য উন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি ধরে ধরে এসবের কোনটা-কীভাবে-কতটুকু আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারবর্গের (পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, ভূমি সংস্কার) সাথে সম্পর্কিত সেসব হিসেবপত্রে হাত দিলাম। এ সম্পর্কে পদ্ধতিগত কোনো প্রাক-ধারণা না থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট ধারণা বিনির্মাণে একমাত্র উপায় ছিল নিজের মস্তিষ্ক। গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে সহায়তা করেছেন জনাব অজয় কুমার সাহা (পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, এইচডিআরসি), জনাব ফয়সাল এম আহমেদ (গবেষণা পরিচালক, এইচডিআরসি), এবং মো: অলিউল ইসলাম (গবেষণা সহযোগী, এইচডিআরসি)। আমি এদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি একাধিকবার টাইপ করে সহযোগিতা করেছেন জনাব মোজাম্মেল হক, সাবেদ আলী; পাণ্ডুলিপির সাথে টাইপ মিলিয়ে দেখাসহ প্রকাশনাবিষয়ক সমন্বয়ে কাজ করেছেন জনাব সেলিম রেজা (সবাই এইচডিআরসি-র সহকর্মী); পাণ্ডুলিপির বানানরীতি দেখে দিয়েছেন জনাব এস এম তারিকুল ইসলাম (গবেষণা সহকারী, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি); গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং অলঙ্করণের কাজটি সৃজনশীলতা দিয়ে সম্পন্ন করেছেন শিল্পী সব্যসাচী হাজার; আর ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং-এর শাহীন আহমেদ ও তার নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীরা। এদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের পাঠকমহলকে আগাম কৃতজ্ঞতা।

## মুখবন্ধ

০১. এই গ্রন্থের দু'টি অংশ (Two Parts)। প্রথম অংশের (Part-I) শিরোনাম “অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি: একটি বিভাবনা” (Political Economy of Unpeopling: An Introductory Thoughts)। গ্রন্থের এই অংশটিকে অ-জনগণকরণ-এর রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণের পদ্ধতিতত্ত্ব (methodology) বলা চলে। মানুষের “অ-জনগণকরণ” (unpeopling of people) বলতে যা বুঝি সেসবের শব্দব্যবচ্ছেদই গ্রন্থের প্রথম অংশের মর্মবস্তু।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে “অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি”-সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনায় যুক্তিপরিম্পরা যেসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ক. অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু;
- খ. অ-জনগণ হলো সংবিধান অমান্য-উদ্ধৃত মানুষ;
- গ. পারিবারিক কৃষিকাজে নিয়োজিত কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষ-অ-জনগণ;
- ঘ. গ্রামীণ নারীরা অ-জনগণ (এর অর্থ এই নয় যে শহর/নগরের নারী অ-জনগণ নয়);
- ঙ. আদিবাসী মানুষ-অ-জনগণ;
- চ. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-উদ্দিষ্ট মানুষ-অ-জনগণ;
- ছ. প্রত্যক্ষ ‘দাস’ ও দাসতুল্য মানুষ-‘অ-জনগণ’; তারা ‘মানুষ’ পদবাচ্য কি-না সেটাও প্রশ্ন।

০২. এই গ্রন্থের প্রথম অংশে “অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি” নিয়ে যা বলতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাই-ই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের (Part-II) পদ্ধতিতত্ত্বীয় ভিত্তি বা কাঠামো (methodological framework)। বাস্তব জীবনে “অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি” কোথায়, কতটুকু, কীভাবে বিদ্যমান ও দৃশ্যমান সেসবই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এবং সেটা করা হয়েছে বাংলাদেশের শ্রেণ্যপটে। আর তা করা হয়েছে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) বাজেটে কয়েকটি বড় বর্গের (broad categories) অ-জনগণকে মাথায় রেখে। এসব বড় বর্গের মধ্যে আছেন পারিবারিক কৃষির (household agriculture অথবা family farming অথবা subsistence agriculture) সাথে সম্পর্কিত মানুষ, গ্রামীণ নারী (rural women), আদিবাসী মানুষ (indigenous peoples) এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ (people representing agrarian-land-aquarian reform)। চারবর্গের এসব মানুষ-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ—দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ।

উল্লিখিত চারটি বড় বর্গের এসব মানুষকে রাষ্ট্র কীভাবে কোন চোখে ‘দ্যাখেন’—সেসব অনুসন্ধানে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বা বাৎসরিক জাতীয় বাজেটে এসব মানুষের জন্য ব্যয় বরাদ্দকে নির্দেশক

(indicator) হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি যেহেতু স্থির-অনড় (static অর্থে) নয় তা গতিশীল-নিয়তপরিবর্তনশীল (dynamic)—সেহেতু চেষ্টা করা হয়েছে তথ্যপ্রমাণসহ বিগত ৫০ বছরের গতিধারা দেখবার। কিন্তু এসব তথ্য আদৌ সহজলভ্য নয় কারণ “অ-জনগণ” বর্গের মানুষদের নামে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো খাত নেই, যেসব খাতের ব্যয়-বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে তুলনামূলক সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপলব্ধি করা যেতো।

০৩. ধারণা হিসেবে “অ-জনগণ” (unpeople as concept) এখনও পর্যন্ত কাজিঙ্কত মাত্রায় স্পষ্ট ধারণা নয়। সমাজ বিশ্লেষণে “অ-জনগণ” ধারণাটি এখনও পর্যন্ত খুব একটা স্বীকৃত নয়। অথবা বলা চলে ব্যাখ্যায়িত নয়। এসবের বিপরীতে আমাদের ধারণা হলো সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-এর বিবর্তন ও বিকাশ বিশ্লেষণে সমাজবদ্ধ মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা (deprivation-inequality-alienation)-র বহুমুখী রূপ ও মাত্রা অনুসন্ধান বেশ কার্যকর ফল দিতে পারে। এসব বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা যে সমাজে বিধিবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে, সে সমাজে সংশ্লিষ্ট মানুষ—ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে—জনগণ নন। তারা অ-জনগণ। আর “অ-জনগণকরণ” অথবা একই কথা “অ-জনগণীকরণ” হলো সে প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা বিধিবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে এবং এসবের গতি হয় উর্ধ্বমুখী (সরকারি-আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান যাই-ই বলুক না কেন)।

সেইসব মানুষ এবং গোষ্ঠী অ-জনগণ, যারা রাষ্ট্রের রেডারের বাইরে “বহিষ্কৃত”, “অন্যজন” (“excluded”, “others”), যারা হিসেবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত নন, যারা গণনার বাইরে, যারা নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন-উচ্ছেদিত, সমূলে উৎপাটিত, নির্বংশ। ঐতিহাসিকভাবে এহেন অ-জনগণ-এর “বিশুদ্ধতম রূপ” হলো দাসব্যবস্থার “দাস”; পরবর্তীকালে অ-জনগণ হলো সামন্তবাদী ব্যবস্থায় “প্রজা কৃষক”, আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় “মজুরি শ্রমিক”। দাসব্যবস্থার “দাস” হলেন “বিশুদ্ধতম অ-জনগণ” (pure un-people) আর আধুনিক যুগের এখনকার “অ-জনগণ” হলেন “মুক্তির প্রলেপযুক্ত দাস” (slave with semblance of liberty)।

০৪. উদ্ভবসূত্রে মানুষ অ-জনগণ ছিল না। বিভিন্ন শর্তে মানুষ অ-জনগণ-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অ-জনগণীকরণ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এখন থেকে ১৫-২০ হাজার বছর আগে মানুষ যখন জীবন-জীবিকার লক্ষ্যে প্রধানত নির্ভর করতো শিকারবৃত্তিক ও সংগ্রহভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর, তখন তাদের অ-জনগণ হবার কোনো শর্তই কার্যকর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ যখন থেকে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে, তখন থেকেই মানুষ উদ্বৃত্ত খাদ্য (surplus food) উৎপাদনে সক্ষম হয় এবং একসময় তা কিছু ব্যক্তি মজুত (accumulation and store of surplus food) করা শুরু করে। এভাবেই সৃষ্টি হয় উপর-নিচ অধীনস্থ ক্রমভিত্তিক সমাজ। এই সমাজে নিচতলার বাসিন্দারাই হলেন “প্রজা”—অ-জনগণ। এ সমাজের গুটিকয়েক মানুষ, যারা উপরতলার বাসিন্দা (অর্থাৎ রাজা) তাদের কাজ হলো—নিচতলার মানুষদের জন্য এমনসব শর্ত সৃষ্টি করা, যে শর্তে নিচতলার মানুষদের ওরা যখন-যা-যেভাবে করতে বলবে—তারা (নিচতলার বাসিন্দারা) তখন তা সেভাবেই প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবে। এ হলো শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার “বৈধ বিধান” (!)। এসব “বৈধ বিধান”-এর অবাধ্য হওয়া “অবৈধ”, যা নিচতলার মানুষের জন্য

পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য; কারণ তারা অ-জনগণ। নিচতলার এসব অ-জনগণ জনসংখ্যায় সংখ্যাগুরু মানুষ হলেও কোনো ধরনের গণতন্ত্রবচন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ ওরা “ওয়ানটাইম ডিসপোজেবল পাবলিক”; আর তন্ত্রমন্ত্র আবিষ্কারের দায়িত্ব উপরতলার, যারা সমাজখেলার বিধিবিধান-আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে এবং একই সাথে ওই খেলার রেফারিরও দায়িত্ব পালন করবে। আর নিচতলার অ-জনগণ মানুষের জন্য বিনির্মিত “অজ্ঞতার ঘোমটা” (veils of ignorance) প্রতিনিয়ত এমন শক্ত-পোক্ত করা হবে যে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় কালোমানুষের “আমি কি মানুষ নই” (?) জাতীয় আর্চিৎকারও কেউ শুনতে পাবেন না।

০৫. আনুষ্ঠানিক অর্থে আমরা স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশে অ-জনগণ প্রসঙ্গ কেন? কেনই বা স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে অ-জনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রসঙ্গ আসছে? ১৯৭১ সালে যে ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল “বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম”। আর ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি-দলিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ”; রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে”; “মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে”; “রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা”; রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা”; “মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন”; “জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন”; “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মাস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না”। সংবিধানের এসব বিধান বাস্তবে রূপ নিলে সমাজের চেহারা যা হতো আর বাস্তবে যা—এ দু’য়ে ফারাকটা আকাশ-পাতাল। আর এ কারণেই এদেশে যেসব মানুষ বা গোষ্ঠী শোষণমুক্ত হননি, যারা মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ পাননি, যাদের জন্য জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি, যারা সুষমভাবে বন্টিত সম্পদ পাননি, যারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার—সেসব মানুষ বা গোষ্ঠী সাংবিধানিকভাবে “জনগণ” (যারাই “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক”) এবং “নাগরিক” হলেও আসলে তারা বিভিন্ন মাত্রায় অ-জনগণ (জনগণ নন) এবং প্রজাসম (নাগরিক নন)। অবস্থাটা এ রকমই কারণ, আমরা মতাদর্শগতভাবেই সাংবিধানিক চেতনাকে অগ্রাহ্য করে সচেতনভাবেই নব্য-উদারবাদী (নিও-লিবারেল) মতাদর্শভিত্তিক মুক্তবাজার উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছি। আর যদি তাই-ই হয় সেক্ষেত্রে সংবিধানের যে ধারা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে

হবে তা হলো, “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে”।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী দলিল হিসেবে আমাদের সংবিধান সবধরনের বঞ্চনা (deprivation) থেকে মানুষকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হলে মানুষের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অসমতা দূর হবার কথা। কিন্তু গত ৫০ বছরের সমাজ ইতিহাস বলে—তা হয়নি। বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসমতা। এমনকি সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিসেবকৃত ক্রমবর্ধমান গিনি সহগ এবং পালমা অনুপাত দিয়ে এসবের পরিমাণগত দিকও উপলব্ধি করা যায়।

বঞ্চিত মানুষ মাত্রই অ-জনগণকৃত নয়, তবে অ-জনগণকৃত মানুষ মাত্রই বঞ্চিত। কারণ মানব-বঞ্চনা যদি তুলনামূলক স্বল্পকালীন এবং অস্থায়ী প্রকৃতির হয় সেক্ষেত্রে তা হবে সাধারণ বঞ্চনা, কিন্তু ওই বঞ্চনা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তা বিধিবদ্ধ নিয়মে রূপান্তরিত হয় তাহলে সেটা হবে তুলনামূলক স্থায়ী বঞ্চনা, যা “বঞ্চনার ফাঁদ” সৃষ্টি করে—যেখানে বঞ্চনাটি আর্থসামাজিক কাঠামোগত (যাকে বলে structural)। শেযোক্ত দীর্ঘস্থায়ী ও কাঠামোগত বঞ্চনার শিকার যেসব মানুষ তারা নিঃসন্দেহে অ-জনগণ। আর সম্পূর্ণ এ প্রক্রিয়াটাকে বলা চলে বঞ্চনাগ্রস্ত মানুষের অ-জনগণে রূপান্তর (transformation of deprived people into unpeople)। আমাদের দেশে এটাই ঘটেছে (এবং তা চলমান)—যখন মোটামুটি সবধরনের বঞ্চিত মানুষই ক্রমাগতই অ-জনগণ সত্তায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। অ-জনগণকৃত এসব মানুষই হলেন “মুক্তির প্রলেপযুক্ত দাস”, যার স্রষ্টা হলো সুনির্দিষ্ট ধরনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কাঠামো। আমাদের ক্ষেত্রে ওই ব্যবস্থাটি হলো পরজীবী-লুটেরা-রেন্ট-সিকিং পুঁজিবাদ। এই কাঠামো জিইয়ে রেখে একদিকে “মুক্তির প্রলেপ” দূর করা যাবে না; আর অন্যদিকে এ কাঠামোর মধ্যে নয়া-উদারবাদী উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করলে (যেটাই আমাদের বাস্তব অবস্থা) “মুক্তির প্রলেপ” আরো বেশি শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে। ফলে মানুষের অ-জনগণকরণ-এর গভীরতা ও তীব্রতা বাড়বে। এতকিছুর পরেও এ কথা অমূলক নয় যে যেহেতু অ-জনগণ মানুষের জনগণীকরণ প্রক্রিয়াটা নিরন্তর লড়াই-সংগ্রামের বিষয়, সেহেতু প্রচলিত কাঠামোতেও মানুষের অ-জনগণকরণের তীব্রতা কিছুটা হলেও উপশম সম্ভব। বিষয়টি স্ব-বিরোধমূলক নয়।

০৬. ধারণা হিসেবে “রাষ্ট্র” (State as concept) হলো যথেষ্ট মাত্রায় অ্যাবসট্রাকট বা বিমূর্ত, আদর্শ এবং ধোঁয়াটে। আর ধারণা হিসেবে “সরকার” (Government as concept) হলো কংক্রিট বা মূর্ত ও দৃশ্যমান। আদর্শ অবস্থায় (ideal state) রাষ্ট্রের দর্শনকে বাস্তবায়ন করার কথা সরকারের। তবে সচরাচর তা ঘটে না; কারণ আদর্শ অবস্থাটা আদর্শই। যেমন রাষ্ট্র বলে “জনগণ—আপনারাই প্রজাতন্ত্রের বা রাষ্ট্রের মালিক”, আর রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার যা করে তাতে ফল দাঁড়ায় এ রকম যে “জনগণ—আপনারা ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা মেনে নিয়েই রাষ্ট্রের মালিক”। শেযোক্ত ক্ষেত্রে কোনো অর্থেই জনগণ—প্রজাতন্ত্র বা রাষ্ট্রের মালিক নন। তাহলে কি ধারণা হিসেবে “রাষ্ট্র” ও “সরকার” স্ব-বিরোধমূলক? আপাত স্ব-বিরোধমূলক মনে হলেও বাস্তবত স্ব-বিরোধমূলক নয়। কারণ রাষ্ট্রের ধারণাটা অ্যাবসট্রাকট ও আদর্শ ধরনের, আর

সরকারের ধারণাটা কংক্রিট। এমন রাষ্ট্র বিরল যা বলে না যে আমি (রাষ্ট্র) জনগণের কল্যাণ চাই। আবার এমন সরকারও বিরল যা বলে না যে আমি (সরকার) জনগণের কল্যাণ চাই। তাহলে তো রাষ্ট্র আর সরকার—এ দু'য়ে কোনো স্ব-বিরোধ নেই। আবার স্ব-বিরোধ নেই এ জন্যও যে দেশনির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দরিদ্র মানুষ আছে, আছে বহুমুখী দারিদ্র্য, আছে বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, আর আর্থিক-সম্পদগত-স্বাস্থ্য-শিক্ষা অসমতা (inequality অর্থে) ক্রমবর্ধমান। আসলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার জন্ম ইতিহাস রাষ্ট্র ও সরকারের জন্ম ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন। ইতিহাসটা সম্ভবত এ রকম যে মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাকে সংগঠিত-বিধিবদ্ধ রূপ দেবার জন্যেই জন্ম হয়েছে রাষ্ট্র ও সরকার অথবা মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সুসংহত-কাঠামোবদ্ধ করার জন্যেই প্রয়োজন হয়েছে রাষ্ট্র ও সরকার নামক প্রতিষ্ঠান। আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা চিরতরে উচ্ছেদ করতে রাষ্ট্র ও সরকারকেই উচ্ছেদ করতে হবে অথবা রাষ্ট্র-সরকার নামক যন্ত্রপাতিতে মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদউদ্দিষ্ট যন্ত্রপাতিতে রূপান্তর করতে হবে। যেহেতু শেষের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে, সেহেতু এই গ্রন্থে একদিকে আমরা বুঝতে চেয়েছি যে রাষ্ট্র-সরকার তাদের আর্থিক আয়-ব্যয়ে অ-জনগণকৃত বিভিন্ন বর্গের মানুষকে কী চোখে দ্যাখেন এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন-রূপান্তর সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তাহলে সম্ভাব্য করণীয় কী হতে পারে?

০৭. দেশের মানুষের মধ্যে যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিরন্তর বঞ্চিত-বৈষম্য-অসমতার শিকার একই সাথে যা দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোসৃষ্ট—তারা অ-জনগণ প্রক্রিয়াভুক্ত। এ দৃষ্টিতে গুটিকয়েক লুটেরা-পরজীবী-রেন্টসিকার ও তাদের সহযোগীরা ছাড়া সবাই সম্ভাব্য অ-জনগণ। আর সম্ভাব্য অ-জনগণদের মধ্যে সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও গোষ্ঠীই হবেন নিরঙ্কুশ অ-জনগণ (absolute un-people)। নিরঙ্কুশ অ-জনগণকৃত এসব মানুষের কোনো তালিকা নেই, তবে তা হবে অনেক দীর্ঘ-বিস্তৃত। নিরঙ্কুশ অ-জনগণকৃত এসব মানুষের মধ্যে আছেন তারা, যারা আয়-দরিদ্র, ক্ষুধা-দরিদ্র, কর্মসংস্থানহীন, স্বল্প মজুর, কৃষি-শিল্প-সেবাখাতের শ্রমিক, আবাসনহীন, দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার, চর-হাওর-বাওর-মঙ্গা-ঘূর্ণিঝড়-সাইক্লোন-নদীভাঙন-বন্যাপ্রবণ-খরা-উপকূলীয় এলাকার মানুষ, নারীপ্রধান খানা, প্রতিবন্ধী, ভাসমান মানুষ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক, বস্তিবাসী এবং স্বল্প আয়ী সেটেলমেন্ট, জলবায়ু ও পরিবেশ বিপর্যস্ত মানুষ, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের মানুষ, ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত, পশ্চাদপদ পেশার মানুষ, গৃহকর্মী, গ্রাম থেকে গলাধাক্কা অভিবাসিত মানুষ, রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য-শিক্ষা সুযোগ-বঞ্চিত মানুষ, কৃষিক্ষেত্র ফেরত না দিতে পেরে যারা সার্টিফিকেট মামলার শিকার, সুপেয় খাওয়ার পানিবঞ্চিত মানুষ, বিচারহীনতার শিকার মানুষ, নিরাপত্তাহীন মানুষ, সহিংসতার শিকার নারী-শিশু-প্রবীণসহ আরো অনেকে। আমাদের গবেষণাকাজের সুবিধার জন্য নিরঙ্কুশ অ-জনগণকৃত এত ব্যাপক, বিস্তৃত ও বহুমুখী অ-জনগণকৃত মানুষদের আমরা চারটি বৃহৎ বর্গে শ্রেণিবদ্ধ করেছি: (১) পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, (২) গ্রামীণ নারী, (৩) আদিবাসী, (৪) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ। উল্লেখ্য সুনির্দিষ্ট ধরনের নিরঙ্কুশ অ-জনগণ মানুষ আমাদের প্রস্তাবিত চার বৃহৎ বর্গের এক বা একাধিক-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সম্পর্কজালটি (relationship net) জটিল (ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। আমাদের হিসেবে এই চারবর্গের মানুষই হবেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৯০% মানুষ। আমরা



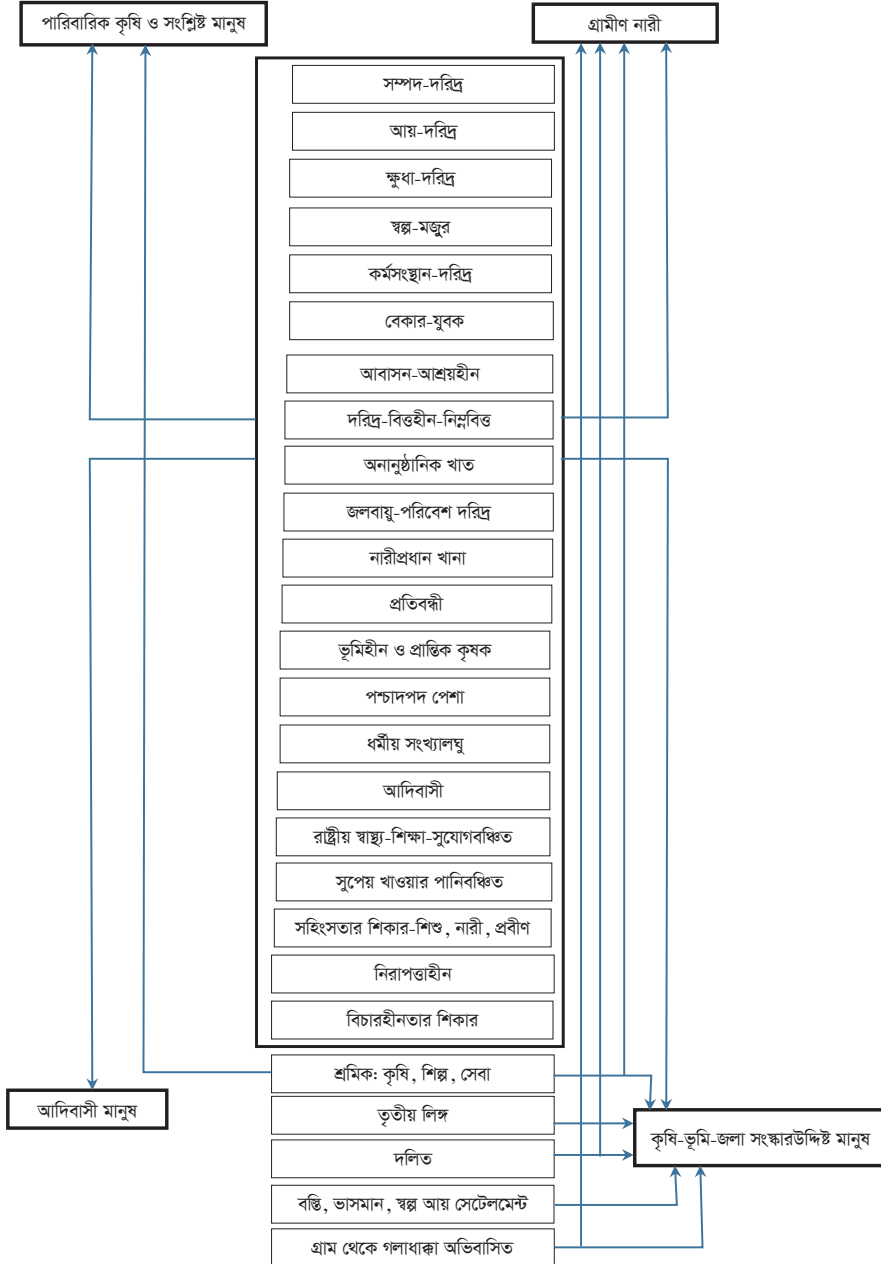
হিসেবপত্তর করে বোঝার চেষ্টা করেছি যে বিগত ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) বাজেট এই চারবর্গের মানুষকে কী চোখে দেখেছে? আমরা এও বুঝতে চেয়েছি যে চারবর্গের অ-জনগণকৃত এসব মানুষের জনগণ-এ রূপান্তর সম্ভব কি'না? যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা কীভাবে? এসবই উল্লিখিত চারবর্গের অ-জনগণকৃত মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়।

০৮. “পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ”—বৃহৎ বর্গীয় এসব মানুষের জন্য আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় বাজেটে তাদের স্বনামে লাইন আইটেমভিত্তিক কোনো ব্যয় বরাদ্দ (budget allocation) দেয়া হয় না (সম্ভবত পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের বাজেটেই তা থাকে না)। আর এসব হিসেবপত্তরও এর আগে কখনও করা হয়নি। পদ্ধতিগতভাবে (methodologically) যথেষ্ট মাত্রায় জটিল ও দুর্ক্লহ এ কাজটি সম্পন্ন করতে আমরা চেষ্টা করেছি। সেটাও করা হয়েছে বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২ অর্থবছর) প্রতিবছরের জন্য।

জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” ও “কৃষি-ভূমি সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের” হিস্যা নিরূপণের কাজটি শুরু করা হয়েছে উন্নয়ন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme, ADP)-সহ অন্যান্য (প্রধানত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক) যেসব প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হিস্যা নিরূপণের কাজটি শুরু করা হয়েছে জাতীয় বাজেটে প্রকল্প/কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিগত ৫০ বছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত মোট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ১,০৬,৫৩৫টি। এসব প্রকল্প/কর্মসূচিতে আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারটি বৃহৎ বর্গের—পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—প্রতিটিতে প্রতি বছর কী পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে প্রকল্প/কর্মসূচির সাথে অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারবর্গের সম্পর্ক। যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে (তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেটাই হোক না কেন) সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মসূচিটি আমাদের হিসেবভুক্ত করা হয়নি। এর পরে বাদ-না-পড়া প্রত্যেক প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-সুফলভোগী-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ড অনুসন্ধান করে প্রথমেই বর্গভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ-হিস্যার প্রাথমিক হিসেবপত্তর (primary estimations) করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসেবপত্তর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির দলিল-দস্তাবেজ রিভিউ ও বিশ্লেষণ-এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক এসব হিসেবপত্তর চূড়ান্তকরণের (final estimations) ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির সুফলভোগীদের (অর্থাৎ অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারবর্গের মানুষ) সাথে মাঠপর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এসবই হলো বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সুনির্দিষ্ট বৃহৎ বর্গীয় খাতের হিস্যা (যা বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের হিস্যা)। সবশেষে উন্নয়ন বাজেটে সুনির্দিষ্ট বৃহৎ বর্গীয় খাতের আনুপাতিক হিস্যার সমানুপাত বিবেচনা করে অনুন্নয়ন বরাদ্দের সংশ্লিষ্ট অংশ ওই খাতে যোগ করে সংশ্লিষ্ট বর্গের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ নিরূপণ করা হয়েছে।

ছক ১: সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের নিরঙ্কুশ অ-জনগণ-এর সাথে চার বৃহৎ বর্গের (পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ) সম্পর্কজাল

বিভিন্ন ধরনের নিরঙ্কুশ অ-জনগণ মানুষ





০৯. বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২ অর্থবছর) আমাদের দেশের জাতীয় বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ-বাবদ মোট ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরের মূল্যমানে) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে কতটি, মোট বাজেট বরাদ্দের কী পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পারিবারিক কৃষি (ও সংশ্লিষ্ট মানুষ), গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের স্বার্থানুকূল এবং প্রবণতাসমূহ কেমন— হিসেবপত্তরসহ এসব প্রশ্নের আমাদের উত্তরের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(ক) **পরিবারিক কৃষির** সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬৩% (এ নিয়ে সরকারি কোনো পরিসংখ্যান নেই)। অথচ গত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ১৩.৩৪% ছিল পরিবারিক কৃষিউদ্দিষ্ট, আর তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ১০.৭৭%। জনসংখ্যানুপাতে পরিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ শুধু নগণ্যই নয়, বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারও নগণ্য (জাতীয় বাজেটের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার যেখানে ৭.৯৭%, সেখানে পরিবারিক কৃষি বাজেটে তা মাত্র ৪.৯৭%)। এসবের পাশাপাশি পরিবারিক কৃষি বাজেটে ‘বরাদ্দ-বৈষম্য’ (allocation inequality)/‘বরাদ্দ-ফাঁক’ (allocation gap) ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যানুপাতে বাজেট বরাদ্দে “অন্যায়তার মাত্রা” (degree of injustice) (যেখানে জনসংখ্যানুপাতিক সমান বরাদ্দ হলে বলা হবে “ন্যায্য বরাদ্দ”) অথবা (একই কথা) “বঞ্চনামাত্রা” (degree of deprivation) অথবা “বৈষম্যমাত্রা” (degree of inequality) হলো ৪০৩.৩৫%। দেশের মোট বাজেট থেকে পরিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষেরা পেয়েছেন তাদের ন্যায্য হিস্যার বড়জোর ২০% আর বাদবাকি ৮০% তারা কখনও পাননি—তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। উপরে যা বললাম তা গত ৫০ বছরের সাধারণ প্রবণতা। এসবই জাতীয় বাজেটের নিরিখে পরিবারিক কৃষির সাথে সম্পর্কিত দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের নিরন্তর অ-জনগণকরণ নির্দেশ করে।

(খ) **গ্রামীণ নারী**— দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০.৭৭%। কিন্তু বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ১৩.৩৫% ছিল গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট, আর তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ১২.২৮%। গ্রামীণ নারীর জন্য এ বরাদ্দ জনসংখ্যানুপাতে শুধুই নগণ্যই নয় তাদের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারও তুলনামূলক স্বল্প (জাতীয় বাজেটে যেখানে বার্ষিক গড় বরাদ্দ প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯৭%, সেখানে গ্রামীণ নারীর জন্য তা ৬.৯%)। একই সাথে গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে বাজেটে “বরাদ্দ-ফাঁক” ক্রমবর্ধমান। গ্রামীণ নারীর বাজেট “বঞ্চনামাত্রা” অথবা “বৈষম্যমাত্রা” ২৩১.৯৫%। দেশের মোট বাজেট থেকে গ্রামীণ নারীরা পেয়েছেন তাদের ন্যায্য হিস্যার বড়জোর ৩০% আর বাদবাকি ৭০%-এর সমপরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবই ঘটেছে নিরন্তর—বিগত ৫০ বছরব্যাপী। ফলে অন্তত জাতীয় বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারী নিরন্তর বঞ্চিত, অন্যায়তার লক্ষবস্তু, বাধাহীন অ-জনগণকৃত মানুষ।

(গ) আদিবাসী মানুষ হবেন আমাদের হিসেবে দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৯৪% (তবে সরকারি হিসেবে ১%-এর কম)। বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির ৫.৩৭% কোনো না কোনোভাবে আদিবাসীউদ্দিষ্ট (কতটুকু আদিবাসী কল্যাণউদ্দিষ্ট তা তর্কাতীত নয়) তবে তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেট বরাদ্দের বড়জোর ১.৬৭%। আবার এসব বরাদ্দের ৬৩% অনুন্নয়ন বরাদ্দ। বাজেটের উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দের নিরিখে আদিবাসী মানুষের বাজেট বণ্ডনামাত্রা অথবা বৈষম্যমাত্রা ৩৭৬%। গত ৫০ বছরের বাজেটে এ বৈষম্য হ্রাসের কোনোই লক্ষণ দেখা যায় না। আদিবাসী মানুষ এমনিতেই প্রান্তস্থ; আর বাজেট তাদের প্রান্তস্থতর করেছে— এসব নিয়ে কোনো দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই। আর তাই আদিবাসী মানুষ অ-জনগণই থেকে যাচ্ছেন।

(ঘ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—এসব মানুষ হবেন দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭%। এসব মানুষের মধ্যে আছেন গ্রামের প্রায় সবাই; আর সাথে আছেন শহর-নগরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষ (অন্তত নিজমালিকানাধীন আবাসহীন সবাই)। দেশের জনসংখ্যার ৮২.৭% মানুষ হলেও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট এসব মানুষের জন্য বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ০.৪৯% ছিল এদের উদ্দিষ্ট, আর তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ০.২৭। শুধু তাই-ই নয়, অতিনগণ্য বরাদ্দের পাশাপাশি এ বর্গের বরাদ্দের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক, - ১.৭৪% যেখানে মোট বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ৭.৯৭%। এসবের ফল হলো এ বর্গের কল্পনাতীত উচ্চহারের “বাজেট বৈষম্যমাত্রা” অথবা “বণ্ডনামাত্রা”, ৩০,৭৬৩%। আমাদের হিসেবে বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষকে দেয়া হয়েছে জনসংখ্যানুপাতে তাদের ন্যায্য হিস্যার মাত্র ০.৩২% আর বাকি ৯৯.৬৮% দেয়া হয়নি— আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবই হয়েছে বাধাহীনভাবে, গত ৫০ বছর ধরে। আর তাই এ কথা বললে কোনোই অত্যাঙ্কি হবে না যে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট গ্রাম-শহরের মানুষ শুধুই উপেক্ষিতই নয়, তারা নিরন্তর অ-জনগণকৃত।

পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ (ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষ, দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত, খুদে খামারি), গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—এসব বর্গের প্রতিটির ক্ষেত্রে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ জনসংখ্যানুপাতে নগণ্য; প্রকৃত বরাদ্দ “স্বল্প বরাদ্দ ফাঁদ”—এ পড়ে আছে; বরাদ্দ বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। এই চারটি বর্গের মানুষই হলেন অ-জনগণ। এদের সম্মিলিতভাবে দেখলে এরা হবেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, মোট জনসংখ্যার ৯০%। অথচ বিগত ৫০ বছরের বাজেটে এদের সম্মিলিত বরাদ্দ হবে জনসংখ্যানুপাতে ন্যায্য হিস্যার বড়জোর ১৩%, আর বাদবাকি ৮৭% তাদের বরাদ্দ দেয়া হয়নি, তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে সম্মিলিতভাবে এসব মানুষের জন্য বাজেট “অন্যায্যতার মাত্রা” অথবা “বৈষম্য মাত্রা” হবে ৬৬৯%। সুতরাং জাতীয় বাজেট বরাদ্দের নিরিখে এসব মানুষ একক বর্গের মানুষ হিসেবে এবং সম্মিলিতভাবে অ-জনগণ। তাহলে প্রশ্ন—“জনগণই যদি প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক” হন, সেক্ষেত্রে এই চারবর্গের মানুষ কী জনগণ?

বিগত ৫০ বছরে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটীয় বরাদ্দে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮০-র দশকের শুরু দিক থেকে জনসংখ্যানুপাতিক প্রকৃত বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে; আর যখনই একটু-আধটু বাড়ছে, তখন তুলনামূলক বাড়ছে অনুন্নয়ন বরাদ্দ (উন্নয়ন বরাদ্দ নয়)। এসবই সম্ভবত নির্দেশ করে যে আমরা ১৯৮০-র দশক থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে নব্য-উদারবাদী উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করে বাজারমুখী হবার চেষ্টা করছি, তবে পরজীবী-লুটেরা-রেন্টসিকার নিয়ন্ত্রিত অপরিণামদর্শী সর্বগ্রাসী বাজারব্যবস্থা দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে অ-জনগণ সত্তায় রূপান্তরিত করছে। আর এ রূপান্তরে অন্যতম অনুঘটকের কাজ করছে রাষ্ট্রীয় বাজেটব্যবস্থা।

১০. বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের হিস্যার হিসেবপত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ যেসব প্রবণতা আমরা দেখছি তা এককথায় হতাশাজনক। এসব থেকে উল্লেখিত চারবর্গের মানুষ (যারা দেশের ৯০% মানুষ)-এর নিরন্তর অ-জনগণকরণের-এর এক “হতাশ চিত্র” বা “ক্ষোভ-বিক্ষোভ চিত্র” বা “আক্ষেপ চিত্র” বিনির্মাণ সম্ভব। আমরা প্রশ্ন করেছি অ-জনগণকৃত এসব মানুষের জনগণে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব কিনা? রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে তা সম্ভব কিনা? আমাদের উত্তর—সম্ভব। কীভাবে? পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণে উত্তরণ-রূপান্তরে আমরা এক প্রাক্-সিদ্ধান্তে (axiom অর্থে) উপনীত হয়েছি। এই প্রাক্-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যা করতে হবে তা হলো—প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ দিতে হবে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ-গড়ের তুলনায় বেশি এবং তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যাপী অনুসরণ করতে হবে। এটাকেই বলা চলে “বাজেটের গণতন্ত্রায়ণ” অথবা “বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ”। আমাদের প্রস্তাবিত এই নীতিকৌশল হলো দুটি বিষয়ের সম্মিলন: (১) সংশ্লিষ্ট চারবর্গের প্রতিটি বর্গের ক্ষেত্রে বাজেটীয় বরাদ্দ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে তাদের মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দপর্যায়ে নেয়া, (২) ক্রমপুঞ্জীভূত বরাদ্দ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করা। এইসব নীতি-কৌশল অবলম্বনে সংশ্লিষ্ট চারবর্গের মানুষকে অ-জনগণ অবস্থা থেকে জনগণ-এ রূপান্তরে বাজেটীয় দৃষ্টিতে আমাদের প্রস্তাবিত হিসেবপত্রের দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ:

- (ক) পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ—এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় ২৭.৪% বেশি (এখন তারা পান জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের মাত্র ১৭%)। প্রস্তাবিত বরাদ্দের ৮৭%-ই অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা এখনকার বাজেটে অনুপস্থিত (৬৫% বিদ্যমান “বরাদ্দ ফাঁক” দূর করার জন্য; আর ২২% “ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য” দূর করার জন্য)।
- (খ) গ্রামীণ নারী—এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় ২৩% বেশি (এখন তারা পান জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের ৩০.২%)। প্রস্তাবিত বরাদ্দের প্রায় ৭৬%-ই অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা এখনকার বাজেটে অনুপস্থিত (৫৭% “বরাদ্দ ফাঁক” দূর করার জন্য আর ১৯% “ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য” দূর করার জন্য)।

(গ) আদিবাসী মানুষ—এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১১.২% বেশি (এখন তারা পান জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের ৬৬% এর সমপরিমাণ)। প্রস্তাবিত বরাদ্দের ৪১%-ই অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা এখনকার বাজেটে দেয়া হয় না (৩১% “বরাদ্দ ফাঁক” দূর করার জন্য আর ১০% “ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য” দূর করার জন্য)।

(ঘ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় ৩২.৯% বেশি (এখন তারা পান জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দের মাত্র ০.৩২% এর সমপরিমাণ)। প্রস্তাবিত বরাদ্দের ৯৯.৭৫%-ই নতুন বরাদ্দ বা অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা এখনকার বাজেটে অনুপস্থিত (৭৫% “বরাদ্দ ফাঁক” দূর করার জন্য আর ২৪.৭৫% “ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য” দূর করার জন্য)। উল্লেখ্য দেশের ৮২.৭% মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সুফলভোগী হতে পারেন। কিন্তু তাদের জন্য এখন জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ দেশের মাথাপিছু গড় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪০৭ গুণ কম। আসলে এ দেশে কখনও কোনো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার হয়নি।

উল্লেখিত চারবর্গের মানুষের অ-জনগণকৃত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে জনগণকৃত অবস্থানে রূপান্তরে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাজেট হতে পারে অন্যতম মাধ্যম। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ হতে হবে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় বেশি। বিষয়টি শুধু জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনই নয় তা বাজেটের আয় উৎসে পরিবর্তনসংশ্লিষ্টও (যেমন বর্ধিত হারে সম্পদ করারোপ, বর্ধিত আয়কর, কালোটাকা উদ্ধার, অর্থপাচার রোধ ইত্যাদি)। মূল কথা হলো রাষ্ট্রীয় বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ ও আয়—উভয় কাঠামোকেই বৈষম্য নিরসনউদ্দিষ্ট হতে হবে। এর অন্যথা মানুষের অ-জনগণকরণের গভীরতা ও তীব্রতা বাড়াবে। ফলে অনিবার্য হবে সামাজিক সংঘাত-সংঘর্ষ। সমাধানউদ্দিষ্ট পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক।

১১. রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার বিষয়টি শেষবিচারে বৈষম্য নিরসনউদ্দিষ্ট বাজেট বিনির্মাণ ও তা বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট। আর এটাই সে প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তর সম্ভব, যে জনগণই হলেন “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক”। তবে, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করলেই মানুষের অ-জনগণকরণ নিমিত্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসলে এ সংস্কার হলো ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় শর্ত, পর্যাপ্ত শর্ত নয়। পর্যাপ্ত শর্ত পূরণে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পাশাপাশি আরো যেসব সংস্কার করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো—বস্তুগত উৎপাদন খাত (অর্থনীতির শিল্প ও সেবা খাত) এবং নৈতিক দ্রব্য উৎপাদন খাতে (সামাজিক—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি খাত) জনকল্যাণমুখী সংস্কার। অর্থাৎ সংস্কারকাজটি হতে হবে আংশিক নয়—পূর্ণাঙ্গ-সামূহিক-সামষ্টিক। আর এ সংস্কারে রাষ্ট্রের বাজেট হবে অন্যতম ফলপ্রদ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতিকৌশলিক হাতিয়ার।

১২. এই গ্রন্থে তত্ত্ব ও বাস্তবজীবনে অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অ-জনগণকৃত মানুষকে জনগণকরণ করার সম্ভাব্য প্রক্রিয়া নিয়ে সুপারিশ-প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনা নেই। তা সত্ত্বেও ওইসব প্রস্তাব-সুপারিশ উত্থাপন করেছি এ জন্যই যে নীতি-নৈতিকতার নিরিখে তা যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়াও যেহেতু ‘অ-জনগণ’ মানুষের ‘জনগণে’ রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষাটা প্রাকৃতিক (natural desire) এবং নিরন্তর অনুশীলন-সংগ্রামের বিষয়, সেহেতু ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদও সুপারিশ উত্থাপনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। ভবিষ্যতে ন্যায্যভিত্তিক শোভন সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে এসব কিছুটা হলেও পথনির্দেশক হতে পারে।

# অংশ ১

“অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি:  
একটি বিভাবনা



## অধ্যায় ১

### “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি: মর্মকথা

#### ১.১ অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি: মর্মবস্তুর প্রারম্ভিকথা

“জনগণ” (people) হলেন সমাজবদ্ধ মানুষ এবং একমাত্র তারাই হলেন “সার্বভৌম” (sovereign)। আর এককথায় “অ-জনগণ” হলেন তারা-যারা যাই-ই হোক না কেন “জনগণ নন” (not people)। মানুষকে—ভৌত এবং প্রাকৃতিক (physical and natural) ন্যায়্য প্রাপ্য কোনো কিছু থেকে দু-একবার বঞ্চিত করা, আর ওই বঞ্জনাকে রীতিতে রূপান্তর অথবা বিধিবদ্ধ রূপ দেয়া—এককথা নয়। প্রথমটি হতে পারে সাধারণ বঞ্জন (ordinary deprivation), আর দ্বিতীয়টি বিধিবদ্ধ বঞ্জন (deprivation by rule) এবং তা অ-জনগণকরণের প্রতিফলন। “অ-জনগণ” হলেন তারা, যাদের জোর করে নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়—যারা উচ্ছেদিত; যারা সমূলে উৎপাটিত; যারা নির্বংশ; যারা হিসেবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা গণনার বাইরে।

‘অ-জনগণ’ (unpeople অথবা unperson)-এর সাথে রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও বিচারব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি কখন-কেমন আচরণ করে এবং কেন তা করে—এসবই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। তবে শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে অ-জনগণের কয়েকটি শ্রেণি বা বর্গকে এক বা একাধিক বছরের জাতীয় বাজেটের নিরিখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটা এক অসম্পূর্ণ-উপলক্ষ বা উদাহরণমাত্র। আর তা মূল বিষয়বস্তুর মর্মার্থ অনুধাবনে ইঙ্গিতবহ। তা বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ বিশেষত করোনাকালীন মহামারি এবং মহামারি পরবর্তীকালে এবং একবিংশ শতকের চলমান বৈশ্বিক আর্থসামাজিক সংকটকালে।

‘অ-জনগণ’-এর নিখুঁত চিত্রায়নের কোনো ভাষা আবিষ্কার হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি তা থেকেও থাকে সেটা আমার জ্ঞানের আয়ত্তাতীত। এসবের একটা কারণ হলেও হতে পারে এমন যে অবস্থা-অবস্থানগত কারণে আমি নিজেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে ‘অ-জনগণ’ মনে করি না অথবা তা বিচারে অক্ষম। সামাজিক বিজ্ঞান আর তার শাখা অর্থশাস্ত্র তো নয়ই এমনকি আমার জানামতে বিগত ৪-৫ হাজার বছরের দর্শনশাস্ত্রেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার অনুসন্ধান ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে বলতে পারি যে আমি কোথাও ‘অ-জনগণ’-এর কোনো রকমের সঠিক-নিখুঁত চিত্র খুঁজে পাইনি। তবে এ নিয়ে যতটুকু আছে তা পাওয়া যায় জর্জ অরওয়েলের ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত “Nineteen eighty-four” গ্রন্থে (দেখুন, Orwell 1949) এবং কিছু পাওয়া যায় আধুনিক জ্ঞানজগতের গুরু নোয়াম চমস্কির গ্রন্থে (দেখুন, Chomsky & Vltchek 2013; Chomsky 2003, 2005)।

মানুষকে তার নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অথবা উৎখাত করার অথবা সমূলে উৎপাটিত করার অথবা নির্বংশ করার অর্থাৎ এককথায় ‘অ-জনগণকরণ’ অথবা “অ-জনগণীকরণ” (Unpeopling)—এই রূপান্তরপ্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়। এই প্রক্রিয়া সরলরৈখিকও নয়। বিষয়টি সম্ভাব্য বড় পর্দায়



ঐতিহাসিকতার নিরিখে দেখা দরকার। অবশ্য এসব নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা অনেক ধরনের প্রশ্ন করে; অনেক ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করায়; অনেক ধরনের কার্য-করণ (causality) অনুসন্ধানের চেষ্টা করে; অনেক ধরনের—সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী উপসংহারেও উপনীত হয়। যেমন প্রশ্ন করে—ইউরেশিয়ানরা (ইউরোপ ও এশিয়ার সম্মিলিত নাম), বিশেষত ইউরোপ গত ১৩ হাজার বছর অন্য সবার ওপর কর্তৃত্ব করল কেন? অথবা কর্তৃত্ব করতে পারল কেন? কেনই বা আফ্রিকানরা অথবা আদি আমেরিকানরা (native Americans) অথবা চৈনিকরা অথবা ভারতীয়রা তা পারল না? এ প্রশ্নে জীববিজ্ঞানীদের (Biologist) বড় অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্ভূত উত্তরটা প্রধানত ‘বর্ণ’ (“European’s superior intellect”; “Wise Europeans”)-কেন্দ্রিক (race)। তারা এ নিয়ে যা বলেন সেসবে “ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব” (European supremacy), “ইউরোপীয়দের বুদ্ধি বেশি”; “শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব” (White supremacy)—এসব পদবাচ্য আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে অতিসংক্ষেপে বিগত ১৩ হাজার বছরের ইতিহাসের কথায় আসা যাক। বলে রাখা দরকার যে যেহেতু অতিসংক্ষেপে বলছি, সেহেতু কিছু ফাঁকফোকর থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে যা বলতে যাচ্ছি তা যথেষ্ট মাত্রায় সত্য-নির্দেশক। বিগত ১৩ হাজার বছরের মানব ইতিহাসে মানুষকে অ-জনগণকরণ অথবা নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা নিম্নরূপ (পরবর্তীতে এসব আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি):

- ১। বিগত ১৩ হাজার বছরে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করল পশ্চিমা; পূর্ব দিকের মানুষেরা নয় কেন (Why West not East)? এক্ষেত্রে ঘটনাক্রম পরম্পরা (chain of events) যা বলে তার ভিত্তিতে এককথায় বলা যেতে পারে যে বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা আধিপত্যের মূলে আদৌ কোনো ধরনের সরলচিত্র অথবা অকপটতা ছিল না—যা ছিল তা হলো “সুযোগ” (opportunity) এবং “অপরিহার্যতা” অথবা “প্রয়োজনীয়তা” (necessity)।
- ২। আদিবাসী নিধন-উচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির শুরু ঠিক তখন থেকে, যখন থেকে কৃষির উদ্ভব। আদিবাসী মানুষ যে অর্থনীতি-সমাজে বাস করতেন তা ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-বিশ্বাস-সম্মান-আনুগত্যনির্ভর। এই মানুষ কখনও কোনোদিনও প্রকৃতিকে তার নিজ-নিয়মে চলতে বাধা দেয়নি। আদিবাসী মানুষ যে সমাজ-অর্থনীতিতে বাস করতেন সেটা হলো প্রথমে ‘শিকারবৃত্তি’ (hunting) ভিত্তিক, তারপরে “সংগ্রহবৃত্তি” (collection from nature) ভিত্তিক। আদিবাসী মানুষ তাদের ক্ষুধা নিবারণে প্রথমে ‘শিকারবৃত্তি’ (পশুপাখি, নদী-সাগরের মাছ) করেছে এবং পরে প্রকৃতিতে পড়ে থাকা খাদ্য (গাছের ফল, তৃণলতা) সংগ্রহ করে বেঁচেছে। এ জন্য তাদের পক্ষে কখনও স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বাস করা সম্ভব হয়নি। ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রতিদিন-প্রতি সপ্তাহেই তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছোট্টাছুটি-দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। এ কারণে আদিবাসী মাকে তার ছোট শিশুকে পিঠের সাথে বেঁধে নিরাপদে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো, যা কোনোভাবেই দুটি শিশু পিঠে বেঁধে সম্ভব ছিল না। এ কারণেই এ পর্যায়ে আদিবাসী মহিলাদের এক গর্ভধারণ থেকে পরবর্তী গর্ভধারণে একটু গ্যাপ বা বিরতি দিতে হতো (যাকে আধুনিক জনমিতিশাস্ত্রে বলা হয় “birth spacing”; প্রকৃতি ওদের “পরিবার

পরিকল্পনা” করতে বাধ্য করেছে)। আর এসব কারণেই আদিবাসী মানুষ যতদিন পর্যন্ত শিকারবৃত্তি আর সংগ্রহবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল ততদিন ওদের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল কম এবং সঙ্গত কারণেই মোট জনসংখ্যাও ছিল কম। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে ছিল মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার; ৩ লক্ষ বছর আগে তা ছিল ১০ লক্ষ; ২৭ হাজার বছর আগে তা ছিল ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার; আর এখন প্রায় ৮০০ কোটি (দেখুন, Cohen. 1996)। আদিবাসী মানুষ কখনোই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু করেনি।

- ৩। এসব কিছু গুলট-পালট হয়ে গেল ঠিক তখন থেকে, যখন থেকে কৃষিকাজ হয়ে দাঁড়াল ক্ষুধা নিবারণের প্রধান বৃত্তি। অর্থাৎ যাকে বলা চলে শিকার ও সংগ্রহবৃত্তিক জীবনধারণ পদ্ধতি থেকে কৃষিভিত্তিক জীবনধারণ পদ্ধতির শুরু। কৃষিকাজভিত্তিক অর্থনীতি-সমাজের পত্তন মানে হলো—খাদ্যের জন্য ছোট্টছোট্ট-দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া; এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া; এক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে শস্যদানা-ফসল পাবার কারণে জন্মদান প্রক্রিয়ায় জন্ম বিরতিকাল (‘birth spacing’) ৪ বছর থেকে কমে ২ বছরে নেমে আসা (অর্থাৎ মোট প্রজনন হার অথবা যাকে বলে total fertility rate বেড়ে যাওয়া)—ফলে আদিবাসী মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু কৃষিকাজভিত্তিক জীবনধারণ ব্যবস্থা একই সাথে আদিবাসী মানুষের জীবনকে গুলট-পালট করে ছাড়লো—এমন গুলট-পালট যে—বাধ্য হলো তারা নিজভূমে উচ্ছেদিত হতে, বাধ্য হলো নির্বংশ হতে, বাধ্য হলো উৎখাত হতে, বাধ্য হলো সমূলে উৎপাটিত হতে, বাধ্য হলো লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মানুষ চিকেন পক্স, জল পক্স আর ইনফ্লুয়েঞ্জাতে মরতে। কমে যেতে থাকল তাদের জনসংখ্যা; কোনো কোনো অঞ্চলে-এলাকায় এমনই কম যে দু-চারজন বন্দুকধারী সাদা বর্ণের মানুষের সামনে এসব বীর আদিবাসী মানুষ হয়ে পড়ল অসহায়।
- ৪। শিকারবৃত্তি আর সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে যখনই কৃষিকাজ হয়ে দাঁড়াল আদিবাসী মানুষের জীবন পরিচালনের পদ্ধতি, তখন থেকেই একদিকে যেমন শস্য-ফসল চাষ, গাছপালা-তৃণলতা চাষ শুরু হলো তেমনি অন্যদিকে ভোগ করার পরেও খাদ্য উদ্ধৃত থাকা শুরু হলো। আর উদ্ধৃত খাদ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও আবিষ্কার হয়ে গেল। একপর্যায়ে এদের মধ্যেই কেউ কেউ যথেষ্ট পরিমাণ উদ্ধৃত খাদ্যের মজুতদারে রূপান্তরিত হলো। আর এখান থেকেই শুরু হলো কিছু মানুষের বিলাসী জীবন; প্রতিষ্ঠিত হলো নগর। এরাই আবার তাদের উদ্ধৃত ফসল রক্ষার জন্য কিছু আইনকানুন-নিয়মনীতি প্রবর্তন করল। এসব করতে প্রয়োজন পড়লো একদিকে কিছু মানুষের যারা ওইসব আইনকানুন-নিয়মনীতি রচনা করবেন (অর্থাৎ আধুনিককালের আইনজ্ঞ), আর যারা ওইসব আইনকানুন-নিয়মনীতি বাস্তবায়ন করবেন (অর্থাৎ আধুনিককালের আমলা), আর এদের সবকিছু রক্ষার জন্য ঢাল-তলোয়ারসহ এক বাহিনী (অর্থাৎ আধুনিককালের সেনাবাহিনী)। কেউ কেউ গড়ে তুললেন স্থানীয় রাজত্ব—হয়ে গেলেন রাজা। আর এসব স্থানীয় রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ ঠেকাতে দু-একজন আবিষ্কার করলেন নতুন ধরনের শাসনপদ্ধতি; যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের সংঘবদ্ধ করে রাজত্ব সংহত করে তারা গড়ে তুললেন সাম্রাজ্য (empire)—বনে গেলেন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাধর সম্রাট (emperor)। ক্ষমতার (Power অর্থে) এই

বিবর্তন-ইতিহাস থেকে এ উপসংহার অমৌজিক নয় যে “ক্ষমতা” অবৈধ অথবা “ক্ষমতা ততক্ষণ অবৈধ যতক্ষণ না তার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে, আর ওই বৈধতা প্রমাণের দায়িত্ব ক্ষমতাধরদের” (“Power is illegitimate unless its legitimacy is proven, and the burden of proof lies with the power holder”) ক্ষমতার অবৈধতার বিষয়টি অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। “ক্ষমতা” যদি অবৈধ হয় সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনেরা যেসব আইন-কানুন-নীতি-বিধি প্রণয়ন করে তা তাদেরই স্বার্থানুকূলে হতে বাধ্য। আর তা হলে ওইসব বিধি-বিধান ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অধীনস্থ প্রজায় রূপান্তরিত করবে—এ হলো সাধারণ যুক্তির কথা।

- ৫। তবে উপরে যা বললাম এবং ইতিহাসটা যেভাবে বললাম আপাতদৃষ্টি তা যতটা সরল মনে হয় বাস্তবে ততটা সরল নয়। সমাজব্যবস্থা যখন শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক অর্থনীতি থেকে কৃষিভিত্তিক-এ রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন অনেক কিছুই করতে হয়েছে। যেমন—প্রথমেই খুঁজতে হয়েছে এমন খাদ্য-শস্য যা পুষ্টির যোগান দেয় (অর্থাৎ food—rich in nutrition); তারপরে বের করতে হয়েছে খাদ্য মজুতের পদ্ধতি (food storage), কারণ তা না-হলে উদ্বৃত্ত খাদ্য (surplus food) কোথায় রাখবে? আর খাদ্য উদ্বৃত্ত না করতে পারলে অন্য সবার ওপর কর্তৃত্ব করবে কী দিয়ে। এরপরে যা একান্ত প্রয়োজন ছিল তা হলো এমন অনুকূল জলবায়ুযুক্ত (climate) স্থান-এলাকা-অঞ্চল খুঁজে বের করা, যা খাদ্য শুষ্ক (dry) রাখার উপযোগী (অর্থাৎ বিষয়টি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক)। এর পরে প্রয়োজন পড়ল জীবজগতের এমনসব জীবজন্তু খুঁজে বের করা, যাকে একই সাথে পোষ মানানো যাবে (অর্থাৎ domestication of animals), কৃষিকাজে লাগানো যাবে (যাতে একদিকে যেমন কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ে আর অন্যদিকে জমি চাষে লাঙ্গল টানার জন্য মানুষের বিকল্প হতে পারে এমন সব জীবজন্তু—গরু, মহিষ, ষাঁড়, ঘোড়া, গাধা) এবং একই সাথে যা খাওয়াও যাবে। উল্লেখ্য জীবজগতে পোষ মানানোর মতো ১৪৮টি জীবজন্তু থাকলেও যুক্তিসঙ্গত কারণেই মানুষের চোখ পড়ল ১৪ ধরনের পশুর ওপর, যার মধ্যে ছিল—গরু, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, উট, হরিণ, কুকুর ইত্যাদি। আর যখনই কৃষিকেন্দ্রিক এতসব ঘটে গেল, তখনই নিয়ন্ত্রণটা (control) চলে গেল কিছু ব্যক্তির হাতে, যাদের কাছে থাকবে “উদ্বৃত্ত খাবার” যা দিয়ে অনেক মানুষকে খাওয়ানোও যাবে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্বও করা যাবে। ফলে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক তাগিদ বাড়লো এবং বিভিন্ন বিষয় জানা-বোঝা-শেখার তাগিদও বাড়লো (যাকে বলে innovation, technology ইত্যাদি), অন্যদিকে তেমনি সমাজ হয়ে উঠল উপর-নিচ অধীনস্থক্রমভিত্তিক (যাকে বলে social hierarchy)। এসবের রেশ ধরে গড়ে উঠল রাজনৈতিক কাঠামো (political structure) এবং জাতিরাত্রি (nation state) গঠনপ্রক্রিয়া। পুরো এ-প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিল ইউরোপ।

- ৬। অন্য সবার ওপর ইউরোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আরো একটা বিষয় অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। আর তা হলো রোগবালাই (disease)। পর্তুগিজ, স্প্যানিস, ডাচ, ব্রিটিশ—এরা যেখানেই উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে গিয়েছে, সেখানেই নাবিকেরা (যাদের গায়ের

রং সাদা, মুখ লালচে, চেহারা বিভৎস-নিষ্ঠুর, এবং চুল লম্বা) জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছে বন্দুক ও গান পাউডারসহ দাস নির্যাতনের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু: জল পক্স, চিকেন পক্স, হলুদ জ্বর (yellow fever)। আর দাসদের জোর করে ধরে এনে যেখানেই বাগিচা চাষ (plantation farming)-সহ চাষবাস-এ অথবা বাণিজ্যিক গবাদিপশু পালন (commercial livestock)-এ নিযুক্ত করেছে, সেখানেই পোষ মানানো জীবজন্তুর সাথে একত্রে (close contact) বসবাসের কারণে ওই দাসেরা প্রাণিবাহিত রোগ-শোকে ভুগেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে (যেমন স্মল পক্স, চিকেন পক্স, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা)। ইউরোপের মানুষ কিন্তু শত শত বছর এসব রোগে ভুগবার কারণে তাদের দেহে এসবের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে, যা আফ্রিকা অথবা অন্যত্র থেকে আনা দাসদের ছিল না। সুতরাং তারা সহজেই মৃত্যুবরণ করেছে—সংখ্যাটা হবে কোটি কোটি মানুষ।

- ৭। ইউরোপের মানুষ কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার (অর্থাৎ আজকের মধ্যপ্রাচ্য) জীবজন্তু ও তৃণলতা-শস্য এবং কৃষি-প্রযুক্তি জ্ঞান (agricultural techniques) কয়েক হাজার বছর ধরে রপ্ত করেছে। ইতিহাস বলে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তারা এসব পূর্ণমাত্রায় রপ্ত করে ফেলেছিল। আর যেহেতু ইউরেশীয় সমাজ বিশেষত ইউরোপ ইতিমধ্যে ‘উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন’ এবং নগর গড়ে তুলতে পেরেছিল, সেহেতু মৌলিক অস্তিত্বের (survival) প্রসঙ্গ অর্থাৎ জীবনধারণের মৌল বিষয় সমাধা করে তারা বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে দক্ষতা (skill) বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে পেরেছিল—যেমন হস্তশিল্প ও লিপিলেখনি (craftsmen and scribes), যা তাদের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ দ্রুততর করেছে; যেটা শিকারবৃত্তিক-সংগ্রহবৃত্তিক সমাজ-অর্থনীতিতে (যেমন আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায়) আদৌ সম্ভব ছিল না। এসবের ফলে ভৌগোলিকভাবে ইউরেশিয়ার একাংশকে—ইউরোপকে বিশ্বজয়-দখলে উদ্বুদ্ধ করে, যেটা করতে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় বন্দুক ও স্টিল (Guns and Steel)। শেষতক অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এমন যে অতীতের যেকোনো সমাজের তুলনায় আজকের অনেক বেশি বিশ্বায়িত পৃথিবীতে (যাকে বলা হচ্ছে ‘গ্লোবালাইজেশন’) ‘সম্পদ’ (wealth) ও ‘শক্তি’র (power) নিরিখে অন্যসবার তুলনায় পশ্চিম ইউরোপ বংশোদ্ভূত কিছু মানুষ এগিয়ে। এসবই এক অর্থে বলা চলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা-অবস্থান এবং পরিবেশ-ভাগ্যের পরিণাম।

## ১.২. এ গ্রন্থে ‘অ-জনগণ’ কারা?

অ-জনগণ—অনেকেই (যা পরে বলছি)। ‘অ-জনগণ’—ঐতিহাসিক কাল বিবেচনায় কখনও কখনও হয়তো বা প্রায় সবাই, আর আর্থসামাজিক ব্যবস্থার স্বরূপ বিবেচনায় কোথাও কোথাও সংখ্যাগুরু মানুষ। তবে এ গ্রন্থে আমরা অ-জনগণের বিশেষ কয়েকটি আর্থসামাজিক অংশ বা বর্গ নিয়ে কথা বলব। সেইসব অ-জনগণের মধ্যে আছেন:

- (ক) পরিবারভিত্তিক ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে কৃষক (household-based landless-marginal-small farmers),

- (খ) নারী—বিশেষত গ্রামের নারী (rural women)। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় গ্রামের দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত-বহিষ্কৃত-দুর্দশাগ্রস্ত কঠোর পরিশ্রমী নারী, যারা সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন আর সবার পরে ঘুমুতে যান; অথচ তারা প্রায়শই অভুক্ত-অর্ধভুক্ত অথবা পরিবারের উচ্ছিন্ন খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন,
- (গ) আদিবাসী মানুষ (indigenous peoples)—পাহাড়ের এবং সমতলের,
- (ঘ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (Agrarian-Land-Aquarian Reform) এবং ওই সংস্কারউদ্ভিষ্ট মানুষ, যাদের মধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন বর্গ ও শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে আছেন পরিবারভিত্তিক ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে কৃষক (মৎস্যজীবীসহ), গ্রামীণ নারী (শহরের দরিদ্র নারীসহ) এবং আদিবাসী মানুষ।

‘অ-জনগণ’ নিয়ে যেসব বর্গের কথা উল্লেখ করলাম তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে সমাজের ব্যাপকংশ মানুষকে কীভাবে-কী পদ্ধতিতে মনুষ্য পদবাচ্যের নিচে-অনেক নিচে নামতে বাধ্য করা হয়, যা একই সাথে সুনির্দিষ্ট ধরনের আর্থসামাজিক কাঠামোর স্বাভাবিক কারণ এবং পরিণতিও বটে।

অ-জনগণকৃত উল্লিখিত বর্গের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রগতি (সরকারি ভাষ্যে “জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন”) নিশ্চিত করতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু সে সংস্কার আমাদের দেশে এখন শুধু কল্পনাজগতে বাস করে-বাস্তবে এসব নিয়ে রাষ্ট্র-সরকার একচুলও কার্যকর ভাবনা ও বাস্তবায়ন চিন্তা করে না (এ বিষয়ে পরে আসব)। এসব বিষয় এখন সরকারি ভাষ্যমতে: উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অকার্যকর বিষয় অথবা আদৌ কোনো বিষয়ই নয়।

### ১.৩. ‘অ-জনগণ’ = ডিসপোজেবল পাবলিক

বহু বর্গের উল্লিখিত ‘অ-জনগণ-মানুষ’ পরিচয়সূত্রে অথবা অবস্থানসূত্রে অথবা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র-পেশাসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ সত্তা, কিন্তু এদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য অথবা সমধর্মী বৈশিষ্ট্য (commonness অর্থে) আছে। আর তা হলো: এরা সবাই ‘ডিসপোজেবল-জনগণ’ (disposable people)। এরা হলেন “ওয়ানটাইম ডিসপোজেবল পাবলিক” অর্থাৎ একবার ব্যবহার করে ছুড়ে দেয়া যায় এমন পাবলিক (people for one time use only)। এরা জনসংখ্যার নিরিখে ‘সংখ্যাগুরু’ কিন্তু বাস্তবে ‘সংখ্যাশূন্য’। এসব সংখ্যাগুরু ‘অ-জনগণ’ হলেন তারা, যারা শোষকদের শোষণকাজ অব্যাহত রাখার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এসব অ-জনগণ মানুষকে জনগণ-মানুষে রূপান্তরে অনেক কিছুই করা দরকার। তবে সর্বাত্মে কমপক্ষে যা দরকার তা হলো—

- (ক) এসব অ-জনগণকে— জনগণ এবং নাগরিক হিসেবে পূর্ণ ও কার্যকর স্বীকৃতি প্রদান করা (এ বিষয়ে পরে আসব), এবং
- (খ) এদের প্রগতি নিশ্চিতে নির্মোহ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বাস্তবায়ন করা (এ বিষয়ে পরে আসব)।

### ১.৪. ‘জনগণ’-‘অ-জনগণ’: ‘নাগরিক’ বনাম “দাসসম মানুষ”

‘জনগণ’ বা people হলো তারা—যাদের হিসেবপত্তর নথিভুক্ত করা হয়, যারা হিসেবের খাতায় স্থান পায়, যাদের কোনো না কোনোভাবে মূল্যায়ন করা হয় অথবা করতে হয়। কিন্তু ‘অ-জনগণ’ হলো তারা, যারা থাকে হিসেব আর মূল্যায়ন নথির বাইরে। অ-জনগণের থাকে না কোনো প্রকৃত জন্মসনদ, জাতীয় পরিচয়সনদ, এমনকি মৃত্যুসনদও— এসবই রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ‘অ-জনগণের’ জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়। তবে রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব নিয়ে কাজ করে। যার প্রধান উদ্দেশ্য অ-জনগণের অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়া সুপরিষ্কৃতভাবে অব্যাহত রাখা; অ-জনগণের মধ্যে “অজ্ঞতার ঘোমটা” (veils of ignorance) উত্তরোত্তর শক্তিশালী করা; অ-জনগণকে “বেয়াড়া” হতে না দেয়া অথবা একই কথা “বিশ্বস্ত-অনুগত হতে বাধ্য করা”। কারণ ওরা “বেয়াড়া” হলে শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করে ছাড়বে। অ-জনগণ—এসবের কতটুকু বোঝেন তা আমার জানা নেই, তবে এ কথা নিশ্চিত বুঝি যে রাষ্ট্র পরিকল্পকেরা এসব বুঝতে বিশেষ পারদর্শী। এ পারদর্শিতা তাদের থাকতেই হবে; কারণ এটা তাদের অস্তিত্বেরই শর্ত।

‘অ-জনগণ’ হলেন তারা যাদের নিয়ে যখন যা ইচ্ছে এবং যেভাবে ইচ্ছে, তখন তাই-ই এবং সেভাবেই করা যায়; এদের দিয়ে অথবা এদের ব্যবহার করে যখন যা ইচ্ছে, তখন তাই-ই করা যায়। কারণ এদের মোবাইল ফোন সবসময়ই ‘mute mode’ অথবা বড়জোর ‘silent mode’-এ রাখা হয়। রাষ্ট্র এদের কাছে কোনো বিষয়েই জবাবদিহি নয়, কিন্তু এরা রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র যেভাবে এবং যখনই চাইবে সেভাবেই এবং তখনই জবাবদিহি প্রদর্শনে বাধ্য।

এসবের কারণ কী? কারণ তারা জনগণ নন। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বা সিটিজেন (citizen) নন। যেহেতু তারা নাগরিক নন, সেহেতু নাগরিক অধিকার (citizens rights) তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাহলে এসব অ-জনগণ আসলে কী? আসলে এরা হলেন ‘subject’—দাস যুগের দাস, সামন্ত যুগের কৃষক-প্রজা, উপনিবেশে সাবজেক্ট-ভৃত্য (subject-servant), আর এখনকার “নয়া-উদারবাদী স্বর্ণযুগে”—মহাদাস, যাদের একমাত্র স্বাধীনতা হলো তাদের শ্রমশক্তি মজুরির বিনিময়ে মালিকের কাছে একপক্ষীয় চুক্তিতে বিক্রি করা। আর ওই চুক্তি হবে অসম। কারণ চুক্তিদাতা নিজেই চুক্তি লিখবে আর গ্রহীতা তা মানতে বাধ্য হবে। একই সাথে চুক্তি-উদ্ভূত বিক্রয়লব্ধ অ-জনগণের শ্রমফল দিয়ে মালিক কী করবে তার বিচারের কোনো ধরনের স্বাধীনতা অ-জনগণের থাকবে না—এটাই চুক্তির মর্মকথা, এটাই অ-জনগণের সাথে চুক্তির আইন।





## অধ্যায় ২

### ‘অ-জনগণ’—সংবিধান অমান্য-উদ্ধৃত মানুষ; নির্দিষ্ট শর্তবিষ্ট মানুষ। কোথায় পাবো তারে?

#### ২.১. সংবিধান অমান্য-উদ্ধৃত অ-জনগণ

আসলে ‘অ-জনগণ’-এর রূপ নয় (not form) মর্মবস্তু (essence) কী? এই গ্রন্থে ‘অ-জনগণ’ এবং তার রাজনীতি ও অর্থনীতির মর্মার্থ উদ্ঘাটনে আমরা যা বুঝিয়েছি তা বলা দরকার। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু—অ-জনগণ অর্থাৎ ভূমিহীন, প্রান্তিক, খুদে সমাজ যারা পারিবারিক কৃষিকাজে মেধা ও শ্রম প্রদান করেন; গ্রামীণ নারী-দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত-বহিষ্কৃত (excluded অর্থে) নারী; আদিবাসী মানুষ যাদের সরকার মার্জিত ভাষায় বলেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (!) এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে যারা উদ্দিষ্ট হবার কথা সেসব মানুষ। এসব মানুষ জনগণ নন—এরা অ-জনগণ। কারণ তারা যদি জনগণ হতেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা হতেন ‘নাগরিক’ (citizen) যাদের জন্য সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যা যা পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য হতো তার মর্মবস্তু হলো এ রকম:

- বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১০ এপ্রিল ১৯৭১; দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ৮০)
- “আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা— যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে” (দেখুন, সংবিধানের প্রস্তাবনা)।
- “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ” [সংবিধান প্রথম ভাগ-প্রজাতন্ত্র; সংবিধানের প্রাধান্য, অনুচ্ছেদ ৭।(১)]।
- “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসমঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭।(২)]।
- “জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে” [সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ— রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ৮।(১)]।



- “মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১০]।
- “প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ... এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১]।
- “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৪]।
- “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:
  - (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
  - (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
  - (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
  - (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ষিক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ভাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫]।
- “সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৯।(১)]।
- “মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৯।(২)]।
- “জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৯।(৩)]।
- “সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২১।(২)]।

- “রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৩।(ক)]”
- রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক “নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ... সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৫।(গ)]।
- “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী” [সংবিধান, তৃতীয় ভাগ—মৌলিক অধিকার, অনুচ্ছেদ ২৭।]।
- “কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৮।(১)]।
- “রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৮।(২)]।
- “কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৮।(৩)]।
- “নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেন না” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৮।(৪)]।
- “প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৯।(১)]।
- “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে ... রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৯।(২), (৩)(ক)]।
- “চিত্ত ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। ... প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ... নিশ্চয়তা দান করা হইল” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩৯।(১), (২)(ক)]।
- “আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাত্মের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে” [সংবিধান, চতুর্থ ভাগ—নির্বাহী বিভাগ, ৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসন, অনুচ্ছেদ ৫৯।(১)]।

এতক্ষণ যে দীর্ঘ কথাবার্তা বললাম তা হলো প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানে বিধৃত প্রতিশ্রুতি। আর প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন (Supreme Law of the Republic) অনুযায়ী জনগণ এবং একমাত্র জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক; জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম—অন্য কেউই নন। যদি তাই-ই হয় সেক্ষেত্রে জনগণের সে অংশ যে বা যারা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার পান না তিনি বা তারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা (Proclamation of Independence 1971) অনুযায়ী অ-জনগণ। আনুষ্ঠানিক-নাগরিক বা নাগরিকদের যে অংশ শোষণের লক্ষ্যবস্তু এবং/অথবা আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত এবং/অথবা মৌলিক মানবাধিকারবঞ্চিত এবং/অথবা স্বাধীনতাবঞ্চিত এবং/অথবা মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবঞ্চিত এবং/অথবা অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের সবধরনের মৌলিক উপকরণবঞ্চিত এবং/অথবা কর্মের অধিকারবঞ্চিত এবং/অথবা যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানবঞ্চিত এবং/অথবা সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারবঞ্চিত এবং/অথবা অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারবঞ্চিত এবং/অথবা সুযোগের সমতাবঞ্চিত এবং/অথবা সম্পদের সুখম বণ্টনবঞ্চিত এবং/অথবা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণের ও সুযোগের সমতাবঞ্চিত এবং/অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নিগৃহীত অথবা ঘৃণিত এবং/অথবা বর্ণবৈষম্যের শিকার এবং/অথবা নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নবঞ্চিত এবং/অথবা বা রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার এবং/অথবা অনগ্রসরতার কারণে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বহীনতার শিকার—উল্লিখিত এসব ব্যক্তি—একক সত্তা হিসেবে এবং/অথবা যৌথসত্তা হিসেবে সংবিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক হলেও আসলে এরা সবাই-ই অ-জনগণ। আর তাই-ই যদি হয় সেক্ষেত্রে এ দেশে ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের ধনাত্মক ফল-প্রাপ্তিযোগ্য মানুষ—সবাই একবাক্যে সন্দেহাতীতভাবে অ-জনগণ।

## ২.২. মানুষ কখন-কোন শর্তে ‘অ-জনগণ’ হয়?

আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে দেশের সংবিধান (Constitution) অমান্য করে কীভাবে মানুষকে ‘অ-জনগণ’ করা হয়। সংবিধান তো সবসময় ছিল না। আধুনিক পৃথিবীতে সুসংহত সংবিধানের বয়স বড়জোর ৪০০-৫০০ বছর। কিন্তু সংবিধান যখন ছিল না, তখন কি সব মানুষ ‘জনগণ’ ছিল? নিঃসন্দেহে ছিল না। কারণ দাস যুগে একদিকে ছিল দাস মালিক আর অন্যদিকে দাস-অ-জনগণ; সামন্ত যুগে একদিকে ছিল সামন্ত প্রভু আর অন্যদিকে প্রজা-অ-জনগণ; পুঁজিবাদ বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে একদিকে আছে পুঁজির মালিক আর অন্যদিকে পুঁজিহীন মালিক-শ্রমের মালিক-মেহনতি শ্রমিক অ-জনগণ। তাহলে কখন, কোন অবস্থায়, কোন সময়ে, কোন ক্ষেত্রে, কোন শর্তে একজন মানুষ, একটি মানবসত্তা, গোষ্ঠীকে আমরা তখনই অ-জনগণ (unperson অথবা unpeople) বলব—

- যখন মানুষ নিরন্তর বিচ্ছিন্নতার (alienation in perpetuity) শিকার হবেন,
- যখন মানুষ ক্রমাগত বহিষ্কৃত (excluded) থেকে যাবেন,
- যখন মানুষ তাদের শ্রমে সম্পদ সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তারা তাদের শ্রমফলের মালিক হবেন না; মালিক হবেন তাদের শ্রমফল আত্মসাৎকারীরা,
- যখন লাগাতারভাবে বলা হবে এবং মানুষের মনজগতে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল করা হবে যে তোমার দারিদ্র্য-বৈষম্য-দুর্দশা এসবই জন্মসূত্রীয় অপরিবর্তনীয় বিষয়; এসব সৃষ্টিকর্তা

- কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত বিধান, যা তোমাকে বংশপরম্পরা মেনে নিতে হবে (অথচ দারিদ্র্য-বৈষম্য এমন অপরাধের শাস্তি, যে অপরাধ দরিদ্র মানুষ কখনও করেননি),
- যখন এসব মানুষ হবেন শৃঙ্খলে আবদ্ধ-পায়ে-গলায় বেড়িপরা মানুষ, যা থেকে বেরুনোর চেষ্টা শুধু বৃথাই নয়, তা রাষ্ট্রদ্রোহী বিষয় (ক্ষমতার বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে বিষয়টি এমনই হবার কথা),
  - যখন বলা হবে তোমরা তো অসুখী নও; কারণ তোমাদের যা আছে তা নিয়েই সম্ভ্রুত থাকারটাই তো সুখ। আসলে তোমরা ভুলেই যাও যে ‘সুখ’ হলো ভোগান্তি বা sufferings এর স্বল্পতা বা ভোগান্তিমাত্রার স্বল্পতা আর আমরা তো সদা-সর্বদা সে লক্ষ্যই কাজ করছি [অবশ্য অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনকারী-লুটেরা-পরজীবী-দুর্ভৃতদের ভোগান্তিমাত্রা (extent of suffering) কম নয়, যখন রাষ্ট্রিকালীন সুখনিদ্রার জন্য তাদের প্রাত্যহিক-নিয়মিত ঘুমের বড়িসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় মদ-মাদক না হলে চলে না]],
  - যখন মানুষকে নীতি-নৈতিকতার নিরিখে সমমর্যাদাবান বিবেচনা করা না হবে,
  - যখন একজন মানুষ মানুষ হিসেবে তার ও তার পরিবেশের জন্য শোভন যা, কিছু তা থেকে বঞ্চিত হবেন,
  - যখন সব মানুষ সমান; কিন্তু সংখ্যাগুরু মানুষ নিয়মবদ্ধভাবেই অসমান অথবা সমানের অনেক নিচে এবং তা নিরন্তর চলমান (less than equal; and less than equal in perpetuity),
  - যখন মানুষ হন ভৃত্য, প্রজা, বা ভৃত্যসম সত্তা,
  - যখন মানুষের সাথে ইজ্জত করে কথা বলা হয় না অথবা ইজ্জত-আচরণ করা হয়,
  - যখন জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষ পদে পদে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের লক্ষ্যবস্তু হন,
  - যখন মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-নৃগোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভাজিত করে মানববিরোধী ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল করা হয়,
  - যখন দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ তার নিকটজনের মৃত্যুর পরে এমনকি দাফন-কাফন- সৎকারে নিঃস্ব হয়ে যান,
  - যখন একজন দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ পরিবারের কোনো একজনের অসংক্রামক রোগব্যাধির (non-communicable diseases) চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে দরিদ্রতর-নিঃস্বতর হন,
  - যখন একজন দরিদ্র অভিবাবক-পিতা-মাতা কন্যা দায়গ্রস্ত হন।

তাহলে ‘জনগণ’ কোথায়? কে জনগণ? আছে—জনগণ। ওরা সমাজের শ্রেণি মইয়ের উপরতলার মানুষ—শ্রেণিমইয়ের মাথার সর্বোচ্চ ৫% মানুষ। তাহলে তো দেশের জনসংখ্যার ৯৫%-ই অ-জনগণ। আমার এসব হিসেবপত্রে কোনো যুক্তিহীনতা নেই, নেই কোনো গৌঁজামিল-এসবই নিরঙ্কুশ সত্য, ধ্রুবসত্য (absolute truth)। এর অন্যথা হলে যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। আর প্রমাণে ব্যর্থ হলে ‘অ-জনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতি’টা হয়ে দাঁড়ায় আসলে “বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি”। আর বড় পর্দায় তা হয়ে দাঁড়ায় “বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতি”।

### ২.৩. আমাদের দেশে ‘অ-জনগণ’—কোথায় পাবো তারে?

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে রাষ্ট্র-সরকার দেশের যেসব মানুষ বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধান অমান্য করে অথবা মানার প্রয়োজন বোধ করে না এবং যেসব শর্তে একজন একক মানবসত্তা অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ আর জনগণ থাকেন না—তখনই সৃষ্টি হয় অ-জনগণ। আর সেক্ষেত্রে দেশের গুটিকয়েক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যারা আছেন রাষ্ট্রের আইন সভায়, এবং/অথবা বিচার বিভাগে এবং/অথবা নির্বাহী বিভাগে এবং সবধরনের লুটেরা-পরজীবী-রেন্টসিকার ছাড়া প্রায় সকলেই তো হবেন অ-জনগণ। আর সেক্ষেত্রে অ-জনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু বুঝতে হলে সকল অ-জনগণের তালিকা প্রণয়ন জরুরি। রাষ্ট্রের হাতে এ ধরনের কোনো তালিকা নেই, কারণ রাষ্ট্র তো মনে করে না “জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক”, “জনগণই সার্বভৌম”। আর সে কারণেই আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা—বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস নির্মোহতার সাথে বলতে পারবেন না বিভিন্ন ধরনের অ-জনগণ কারা, কোথায় তাদের বাস, কী তাদের কাজ, কেমন তাদের জীবন, কী তাদের পরিচয়, কেমন আছেন তারা—এসবের কোনো কিছুই তাদের টার্মস অব রেফারেন্সে নেই। ঠিক একই অবস্থা আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের যারা দেশের “উন্নয়ন পরিকল্পনা”(?) প্রণয়ন করছেন। অনুরূপ রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগের অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানই এসব বলতে পারবেন না। কারণ তাদের কাজই হলো—মানুষের বড় অংশকে শুধু অ-জনগণকরণই নয়, অ-জনগণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, শক্তিশালী করা, এবং মানুষকে তা বুঝতে না দেয়া। এসব বুঝতেই প্রয়োজন ‘অ-জনগণ কারা’—এ প্রশ্নের সদুত্তরের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রণয়ন করা। তাহলে আসলে অ-জনগণ কে বা কারা?

আমাদের রাজনৈতিক অর্থনীতিটাই হলো এ রকম যে এতসব মানুষের কোনো খোঁজখবর নেয়া হবে না, কিন্তু রাষ্ট্র তোতাপাখির মতো বলতেই থাকবে “আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক” (inclusive), বলতেই থাকবে “আর কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না” (no one will left behind —যা সাম্রাজ্যবাদ তুষ্টি-পুষ্টি নিও-লিবারেল বক্তব্যের ভাষ্য)।

আমাদের দেশে অ-জনগণ-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে পারে নিম্নরূপ (তালিকাটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ-জনগণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য)। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে একদিকে যেমন এ তালিকা অসম্পূর্ণ বা এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা জরুরি; আর অন্যদিকে তালিকাভুক্ত একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তালিকার একাধিক স্থানে জায়গা পেতে পারেন (শেষোক্তটি অ-জনগণের গভীরতা নির্দেশ করে):

- আয়দরিদ্র সব মানুষ;
- ক্ষুধাদরিদ্র সব মানুষ;
- কর্মজীবী অথচ দরিদ্র সব মানুষ;
- কর্মসংস্থানহীন সব মানুষ;
- স্বল্প মজুরির সব মানুষ;
- নিজস্ব মালিকানায় আবাসহীন সব মানুষ;

- রাষ্ট্রীয় ব্যয়-বরাদ্দে সুযোগবঞ্চিত সব মানুষ;
- রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না এমন সকল মানুষ;
- দরিদ্র-বিভূহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সকল শিশু, নারী, প্রবীণ মানুষ;
- দেশের (বিশেষত গ্রামের) সব নারীপ্রধান খানার সবাই;
- সকল ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক;
- সকল বস্তির সব মানুষ;
- স্বল্প আয়ের সেটেলম্যান্টের সব বাসিন্দা;
- গ্রামাঞ্চলের রাস্তার ধারে অথবা বাঁধের পাশে নিরাপত্তাহীনতাসহ বসবাস করা প্রতিটি মানুষ;
- সব ভাসমান মানুষ—যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে রাতের বেলায় ঢাকা শহরের (অন্যান্য শহরসহ) বাসস্ট্যাণ্ডে, লঞ্চঘাটে, ফেরিঘাটে, রেলস্টেশনে, শীত-বর্ষানির্বিশেষে সব ঋতুতেই খোলা আকাশের নিচে;
- প্রতিবন্ধিতার ধরননির্বিশেষ প্রায় সকল প্রতিবন্ধী মানুষ;
- মাজার-দরগাহ-মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গোরস্থান-মহাশ্মশানের আশেপাশের প্রায় সব মানুষ;
- মঙ্গা এলাকার প্রায় সব মানুষ;
- চর-হাওর-বাওরের প্রায় সব মানুষ;
- ঘূর্ণিঝড়-সাইক্লোন-নদীভাঙন-বন্যাপ্রবণ-খরা এলাকার প্রায় সব মানুষ;
- উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সব মানুষ;
- লোনা পানিতে চিংড়িচাষ এলাকার সকল দরিদ্র মানুষ;
- পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার সব মানুষ;
- জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার সব মানুষ;
- অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে (informal sector) কর্মরত সব মানুষ;
- ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রায় সব মানুষ;
- জাতিগত অথবা “ক্ষুদ্র” নৃগোষ্ঠীর সব মানুষ;
- পাহাড় ও সমতলের প্রায় সকল আদিবাসী মানুষ (indigenous peoples);
- ধর্মনির্বিশেষে সকল নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষ;
- দলিত সম্প্রদায়ের সকল মানুষ;
- তৃতীয় লিঙ্গের সকল মানুষ;
- যেকোনো ধরনের সহিংসতার শিকার সকল নারী-শিশু-প্রবীণ মানুষ;
- ‘পশ্চাদপদ’ পেশার মানুষের সবাই—মেথর, মুচি, ডোম, নাপিত, মুটে, ভিক্ষুকসহ সমধর্মী সকল স্বল্প আয়ী মানুষ;

- সকল রিকশা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ি চালক;
- দারিদ্র্যের কারণে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত সকল নারী এবং তাদের পরিবারের সকল মানুষ;
- কোর্ট-কাছারির বারান্দার বেশির ভাগ মানুষ;
- পুলিশ থানায় যাওয়া-আসা করা এবং/অথবা তার আশেপাশে যারা ঘোরাঘুরি করেন তাদের প্রায় সবাই;
- ডাস্টবিনের আশেপাশে যাদের প্রতিনিয়ত দেখা যায় তাদের সবাই (এদের ‘টোকাই’ নামে অভিহিত করা হয়);
- গৃহকর্মী (আসলে এরা ‘গৃহভৃত্য’ অথবা ‘গৃহদাস’) হিসেবে নিয়োজিত প্রায় সকল নারী-শিশু-পুরুষ;
- সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির জন্য যেসব অসুস্থ মানুষ যান তাদের প্রায় সবাই;
- দেশের হাটবাজারে ঘোরাঘুরি করা মানুষ;
- এনজিওদের থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ফেরত না দিতে পারা সকল নারী-পুরুষ এবং তাদের পরিবারের সব মানুষ;
- ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে না পারার কারণে “পালিয়ে-বেড়াতে-বাধ্য” সকল মানুষ এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্য;
- সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ—কৃষি ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে না পারার কারণে যেসব কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা এবং ‘বডি ওয়ারেন্ট’ জারি করা হয়—পরিবার-পরিজনসহ তাদের সবাই;
- সার্টিফিকেট মামলায় যেসব দরিদ্র কৃষককে দিনদুপুরে মাজার দড়ি বেঁধে থানা-হাজত-জেলখানায় চালান করা হয় পরিবার-পরিজনসহ তাদের সবাই (অথচ জনগণের আমানতের হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ মেরে দেয়া ঋণ খেলাপীদের এসব কিছুই করা হয় না—এই-ই হলো ‘ন্যায্যতার’ অন্যতম নিদর্শন; অবশ্য এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ এরাই তো প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায় চালকের আসনে আসীন);
- সেইসব মানুষ যারা আগে গ্রাম থেকে গলাধাক্কা অভিবাসিত হয়ে ভাগ্যাশেষে শহরে আসতেন আর পরে কভিডকালীন (আমাদের ইতিহাসে প্রথম) উল্টো-শহর থেকে গ্রামের দিকে অভিবাসিত হয়েছেন (reverse migration) এবং কবে যে আবার শহরে ফিরতে পারবেন তা জানেন না—এসব মানুষের সংখ্যা ইতিমধ্যে ১ কোটি অতিক্রম করেছে;
- সব মানুষ, যারা দূষিত খাবার পানি পান করছেন—যেমন আর্সেনিকযুক্ত পানি (দেশের সর্বত্র)—সরকারই তো পরিকল্পনা কমিশনের দলিলে স্বীকার করেছেন যে দেশের ৫০% মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কার মধ্যে বাস করছেন এবং লবণাক্ত পানি (বিশেষত উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে);



- সকল মানুষ, যারা পান করছেন সাপ্লাইয়ের দূষিত পানি যেখানে পানির লাইন আর ময়লা-আবর্জনা লাইন (যাকে বলে sewerage pipe line) একাকার;
- শত্রু ও অপিত সম্পত্তি আইনের জাঁতাকলে পিষ্ট হিন্দু ধর্মান্বলম্বী মানুষদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ মানুষ যারা নিরন্তর পঞ্চভুজ-বধুনার শিকার—ক্ষমতাহীনতা, ভঙ্গুরতা, শারীরিক দুর্দশা, দারিদ্র্য এবং বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা;
- আনুষ্ঠানিক বিচার (যেমন কোর্ট) এবং অনানুষ্ঠানিক বিচার (যেমন গ্রামের সালিশ) ব্যবস্থায় ন্যায়-বিচার প্রত্যাশী বছরের পর বছর অপেক্ষমাণ ১৭ কোটি মানুষের দেশে ৮-১০ কোটি মানুষের সবাই (এদের মধ্যে আছে বাদী-বিবাদী-সাক্ষীসহ তাদের পরিবার-পরিজন);
- জাল টাকার নোট নিয়ে ধরা পড়ে যারা এখন জেলখানায় আছেন—তাদের কমপক্ষে ৯০% মানুষ (ওদের কেউই জাল টাকার নোট তৈরির সাথে জড়িত নন);
- জেলে আছেন এমন ব্যক্তিদের বৃহদাংশ, এমনকি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের অনেকেই (কয়েক বছর পরে দেখা যাবে ওরা নির্দোষ);
- দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যারা নিরন্তর বিচারহীনতার সংস্কৃতির শিকার;
- কৃষি-শিল্প-সেবাখাতের মেহনতি শ্রমিকদের পরিবার-পরিজনসহ সবাই;
- যেসব মেহনতি মানুষের প্রকৃত অর্থে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই—তাদের সবাই;
- সরকারি-বেসরকারি যেকোনো সেবা নিয়ে যেসব মানুষ অস্বচ্ছতার শিকার—তাদের সবাই;
- যেসব নারী-পুরুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন—তাদের সবাই;
- সকল মানুষ, যারা “ভীতির সংস্কৃতির” কারণে মনের কথা জনসম্মুখে বলেন না;
- যেসব মানুষ রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকদের অবিশ্বাস করেন—তারা সবাই;
- যেসব মানুষকে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক কারণে রাষ্ট্র নিগৃহীত করে—তাদের সবাই। (এসব সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০২০ক, ২০২০খ, ২০২০গ, ২০২০ঘ, ২০১৮, ২০১৭, ২০১৬ক, ২০১৬খ, ২০১৫, ২০১১, ২০১০; বারকাত ও সোহরাওয়ার্দী ২০১৯; বারকাত ও অন্যান্য ২০০৯; Barkat 2019, 2016b, 2014a, 2014b, 2014c; 2012a, 2012b, 2010a, 2010b, 2010c, 2008, 2007; Barkat and Akhter 2001, 2003; Barkat and Roy 2004; Barkat & Hussam 2008; Barkat, Zaman and Raihan 2001; Barkat, Roy & Khan 2007; Barkat, Munir & Akhter 2001; Barkat & Huda 1988; Barkat et. al 1997, 2000, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2010, 2015, 2017, 2019a, 2019b, 2020b)।



অ-জনগণের দীর্ঘ এই তালিকা নেহায়েত একটি তালিকা নয়। আসলে এ তালিকা হবে আরো ব্যাপক, বিস্তৃত ও বহুমুখী। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই আসলে অ-জনগণ। আর সেক্ষেত্রে এ দেশে “অ-জনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতি”টা প্রকৃত অর্থে হলো সমগ্র “বাংলাদেশেরই রাজনৈতিক অর্থনীতি”। অ-জনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতিটাই যখন সত্য, তখন রাষ্ট্র-সরকারের নব্য-উদারবাদী মতাদর্শভিত্তিক তথাকথিত “অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন” (inclusive development) আর “টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের—কাউকে পেছনে রাখা যাবে না” (no one left behind)—এসবই নেহায়েত শ্লোগানমাত্র, যার সাথে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা-ভাগ্য উন্নয়নের কোনোই সম্পর্ক নেই। আর সম্পর্ক নেই দেখেই বিষয়ের বাহ্যিকতা নিয়ে (appearance of things) এত লক্ষ্যবাম্প—যেখানে “বিষয়ের মর্মবস্তু” (essence of things) গোপন করে জনগণকে প্রতিনিয়ত ঘুম পাড়িয়ে রাখার “পবিত্র দায়িত্বটি” সরকারতুষ্টি গণমাধ্যম এবং রাষ্ট্রীয় আইন-বিচার-নির্বাহী বিভাগ বেশ দক্ষতার সাথেই পরিপালন করে। আসলে দেশের মানুষের ৯০-৯৫% যারা অ-জনগণ, তাদের জীবনের উন্নতির প্রসঙ্গটা সরকার বা শাসকদের রেডার এর বাইরের বিষয়। এসব দেখা যাবে গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে, যেখানে রাষ্ট্রীয় বাজেটে চারটি বৃহৎবর্গীয় অ-জনগণের হিস্যার অর্ধশতকের হিসেবপত্তরসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করা হবে।

এতক্ষণ যা উল্লেখ করলাম অবস্থাটা যদি তাই-ই হয় সেক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭।(২) অনুচ্ছেদের কী হবে যেখানে লেখা: “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” তাহলে বাংলাদেশের মানুষ যারা “প্রজাতন্ত্রের মালিক” [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭।(১)] তাদের যারা বা যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা অ-জনগণ করে রাখে তার কী হবে? এ প্রশ্নের সহজ-সরল উত্তর নেই। তবে সঠিক উত্তরটি নিঃসন্দেহে হবে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট; পুরো ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট।

## অধ্যায় ৩

### পারিবারিক কৃষি ও অ-জনগণ

“পারিবারিক কৃষি” বা “Household-based agriculture” বা “Family farming”—এ নিয়ে বিগত ৫০ বছরে আমাদের সরকারি পরিসংখ্যান গ্রন্থসহ পরিকল্পনা কমিশনের কোনো দলিল দস্তাবেজে কোনোই উল্লেখ নেই। অথচ এরা মোট কৃষি খানার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিয়ে কোনো তথ্য প্রমাণ না থাকাটা তাদের অ-জনগণকরণের অন্যতম পদ্ধতি। কারণ অ-জনগণ হলেন গণনার বাইরের মানুষ।

#### ৩.১. পারিবারিক কৃষি: ধারণা এবং বিস্তৃতি মাত্রা

গ্রন্থের এই অধ্যায়ে আমরা পশ্চিমা জ্ঞান ধার করে বলেছি “পারিবারিক কৃষির কোনো বৈশ্বিক, একক সংজ্ঞা নেই” (দেখুন, Garner & Campos 2014)। তবে যেসব কারণে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। আসলে রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে পারিবারিক কৃষির ধারণা স্পষ্ট করা সম্ভব। একটি কৃষি খানা (agriculture household) কতটুকু কৃষি জমি চাষাবাদ করেন (land holding—land ownership নয়) তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সব দেশের কৃষি খানাকে কমপক্ষে তিনটি বৃহৎ বর্গে বিভক্ত করা সম্ভব—(১) বড়-বৃহৎ কৃষি খানা (large land holding households), (২) মাঝারি কৃষি খানা (medium land holding households), এবং (৩) ক্ষুদ্র কৃষি খানা (small land holding households)। [সরকারি পরিসংখ্যান গ্রন্থে ‘শিল্পের’ (Industry অর্থে) ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভাজন আছে; কৃষির ক্ষেত্রে নেই]। এই তিন বৃহৎ বর্গের প্রতিটি বর্গকে আবার আরো বেশি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন বড়দের মধ্যে অতি বড়; মাঝারিদের মধ্যে বড় এবং মাঝারি; ছোটদের মধ্যে মাঝারি; আর ক্ষুদ্রদের মধ্যে একদম নিচে অতিক্ষুদ্র (micro) ইত্যাদি।

পারিবারিক কৃষি হলো প্রধানত কোনোভাবে বেঁচেবর্তে টিকে থাকার লক্ষ্যে (subsistence) কৃষিব্যবস্থা, যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভূমিহীন, প্রান্তিক, খুদে কৃষক (landless, marginal, small land holding farmers)—দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের ভরণপোষণ-উদ্দিষ্ট কৃষি (subsistence agriculture) অথবা কৃষিতে শ্রম নিয়োগ-বিনিয়োগ করে সারা বছরের মধ্যে যত বেশি সম্ভব তত বেশি সময়ের জন্য পরিবারের বা খানার সদস্যদের খাদ্য, খাবার জোগাড়ের নিশ্চয়তা বিধান বা ক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসমাত্র।

দেশের সর্বশেষ কৃষিশুমারির প্রিলিমিনারি রিপোর্টে (২০১৯) যদিও “পারিবারিক কৃষি” বলে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই তথাপি এ বিষয়ে হিসেব কষে প্রয়োজনীয় যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা হলো এ রকম (উৎস: Bangladesh Bureau of Statistics 2019, পৃ. ২, ২০):

আমাদের গ্রামাঞ্চলে (পরিসংখ্যান গ্রন্থের ভাষায় ‘পল্লী’) মোট “সাধারণ খানার” সংখ্যা ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৭৫। এসব খানার মধ্যে কৃষি খানার সংখ্যা ১ কোটি ৫৯ লক্ষ

৪৫ হাজার ১৯। অর্থাৎ দেশের পল্লী এলাকার মোট খানার মধ্যে কৃষি খানার তুলনীয় পরিমাণ ৮১.২%। এসব কৃষি খানার মধ্যে মোটামুটি খুদে কৃষি খানা বলা যেতে পারে সেসব খানাকে যাদের সরকারি পরিসংখ্যানের নির্দেশক হিসেবে বলা হয়েছে—(১) কৃষি-শ্রমিক খানা (মোট ৮৯,৭৪,৩৪৬ খানা), (২) নিজস্ব মালিকানাধীন জমি নেই এমন খানা (মোট ২৩,২৩,২৭০ খানা), (৩) অন্যের নিকট হতে জমি নিয়েছে এমন খানা (মোট ৬৫,৩৪,২৪২ খানা), এবং (৪) মৎস্যজীবী খানা (মোট ৯,৬৪,০৪৮ খানা)। এই চার ধরনের কৃষি খানা মূলত পারিবারিক কৃষি খানা— খুদে কৃষি খানা। আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে পারিবারিক কৃষি খানার (খুদে খানার) মোট সংখ্যা হবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯০৬টি। আর যদি ধরে নিই যে এসব খানার মধ্যে ৫০% খানা একই সাথে উল্লিখিত ৪টি নির্দেশকের মধ্যে যেকোনো ২টি নির্দেশক-এর প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে আমাদের পল্লী এলাকার মোট খুদে কৃষি খানা অথবা দরিদ্র পারিবারিক কৃষি খানার সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৯৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৫৩; যা দেশের পল্লী এলাকার মোট কৃষি খানার প্রায় ৬০%, এবং মোট ‘সাধারণ খানা’র ৪৮%। তাহলে সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিসেব করে এ কথা নির্দিষ্ট বলা চলে যে বাংলাদেশের গ্রামে মোট কৃষি খানার ৬০%, যারা খুদে খানায় পারিবারিক কৃষির প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সবাই-ই অ-জনগণ (অবশ্য পল্লী এলাকায় এদের বাইরেও অনেক অ-জনগণ আছেন)।

সরকারি পরিসংখ্যানভিত্তিক “খুদে পারিবারিক কৃষি খানার” হিসেবপত্রের (অর্থাৎ গ্রামের মোট কৃষি খানার ৬০%) বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন নাও হতে পারে। বাস্তবে তুলনীয় সংখ্যাটি আরো বেশি হতে পারে। এক হিসেবে দেখা যায় যে খুদে-প্রান্তিক পারিবারিক কৃষি খামারিরা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে (GDP) কৃষি খাতের অবদানে প্রধান খাত, আর এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট খানার সংখ্যা হবে মোট কৃষি খানার ৮৪.৪% (দেখুন, Barkat, et.al, 2021, p. 134)।

### ৩.২. পারিবারিক কৃষি খামারি: অ-জনগণকরণের মর্মার্থ

পরিবারিক খুদে কৃষি খামারের অ-জনগণ সদস্যদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্যতম মর্মবস্তু নিম্নরূপ:

- (ক) এদের সম্পর্কে সবধরনের তথ্য গোপন করা হয়। সরকারি তথ্যভান্ডার তা প্রকাশ করে না;
- (খ) গবেষণায় প্রমাণিত যে পারিবারিক চাষাবাদের খুদে খানায় পরিবারের সব সদস্য মিলেমিশে শ্রম দেন; বিধায় শ্রমের তীব্রতা (intensity of labour) অন্যান্য খামারের তুলনায় (অর্থাৎ বৃহৎ ও মাঝারি) বেশি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্ব-বিরোধ (paradox অর্থে) হলো-শ্রমের তীব্রতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও এসব খানার বহুমুখী দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রাটি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি;
- (গ) এসব পারিবারিক খুদে কৃষি খানা তাদের চাষাবাদকৃত কৃষিজমিতে অন্যদের তুলনায় বেশি জৈবসার ব্যবহার করেন এবং পোকামাকড় মারার রাসায়নিক ওষুধপত্রের কম ব্যবহার করেন—ফলে একদিকে যেমন তারা পরিবেশবিনাশী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারবিরোধী; বিধায় ওইসব মাল্টিন্যাশনাল ব্যবসাবিরোধী, আর অন্যদিকে এরা কৃষিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সৃষ্টিকারী;

- (ঘ) এসব খানার সদস্যদের কত শতাংশ সরকারি স্কুলে মোটামুটি মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পান—তা কারো জানা নেই;
- (ঙ) এসব খানার প্রায় সবাই বিদ্যুতের পূর্ণ সুবিধাবঞ্চিত;
- (চ) এসব খানার প্রায় সবাইই সুপেয় পানি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও পায়খানা-স্থান সুবিধে থেকে বঞ্চিত;
- (ছ) এসব খানার ‘উন্নয়ন প্রবণতা’য় বিশেষ লক্ষণীয় যে এদের উত্তরোত্তর অধিক হারে পুঁজিবাদী কমার্শিয়াল কৃষির দাস শ্রমিকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে চলছে;
- (জ) এসব খানায় অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটা নিরন্তর চলমান;
- (ঝ) বাজারের অধীনস্থ এসব পারিবারিক খুদে খামারের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তারা যতই পরিশ্রম করুক না কেন তাদের নিজস্ব শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রির তেমন কিছু নেই, কিন্তু তারা সারা বছরই বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য—বাজার টেনেহিঁচড়ে এদের ‘বাজারের দাস’-এ রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। আর ওই বাজারের মালিক হলেন রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবী-শোষক, যারাই ওদের সামনে রাষ্ট্র-সরকারের প্রতিনিধি;
- (ঞ) পারিবারিক খুদে এসব কৃষি খামারের সদস্যদের ‘স্বাস্থ্য’ পুরো মাত্রায় বাজারনির্ভর (যা সংবিধান অনুযায়ী দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্রের)। শুধু তাই-ই নয় ওই নির্ভরশীলতা ওদের নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর এবং তারপর ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করে। বিষয়টি এ রকম:

পারিবারিক খুদে খামারি খানার কোনো একজন সদস্য-সদস্যর যদি এমন কোনো অসুখ হয়, যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ঔষধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন; তখন আসলে অবস্থাটা কী হয়? প্রথমেই তাদের যা করতে হয় তা হলো—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারাজীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) একনিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদেরা বলেন ‘দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি’, distress sale, যে বিক্রিতে বাজারদামও পাওয়া যায় না); আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধারদেনা করতে হয়। এ হচ্ছে অনেকটা নদীভাঙনে একরাতে সবকিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার মতো। এরপর ওই মেহনতি খামারির কাজ থাকলেই কি না-থাকলেই কি। বিষয়টি হলো স্বাস্থ্য খাতের প্রাইভেটাইজেশন— ব্যক্তিমালিকানাकरणের। এসবের অর্থ হলো তুলনামূলক ব্যয়বহুল অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা অথবা দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয় করতে গিয়ে এসব পরিবারের আর্থিক ভঙ্গুরতা হয় এ রকম: প্রথমে পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করতে হয়, তারপরে দীর্ঘদিনের সঞ্চয় ভেঙে তা প্রাইভেট চিকিৎসা-সিস্টেমে হস্তান্তর করতে হয়, তারপরে দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ফল এবং/অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়, তারপরে পরিবারের সবধরনের ব্যয় কমিয়ে ফেলতে হয় (সন্তানদের শিক্ষা ব্যয়সহ), তারপরে পরিবারটি হয় নিঃস্ব, তারপরে শুরু হয় ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া। এসবই যদি সত্য হয় তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন—‘স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি’ যদি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র কী করছে/করে? ব্যাপারটি বেশ সোজাসাপটা। তা হলো এ রকম যে, যতদিন রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা বিত্তবান কালোটাকার মালিকেরা

আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, ততদিন এসবে কার্যকর তেমন কিছু হবে না। তারাই মালিক হবেন অথবা স্বার্থ দেখবেন সেসব হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের, যেখানে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধ্য হবেন। কারণ এখানেও কাজ করে রেন্ট-সিকারদের বাজারসম্মুখ, যে সম্মুখে সরকার ও রাজনীতি ‘রেন্ট-সিকার’দের অধীনস্থ সহযোগী (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০২০ক, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)।

## অধ্যায় ৪

### গ্রামীণ নারী—“মহা-অ-জনগণ”\*

#### ৪.১. ‘গ্রামীণ নারী’—মহা-অ-জনগণ কেন?

গ্রামীণ নারী বা গ্রামের নারী—আসলে “মহা অ-জনগণ”। অর্থাৎ “অ-জনগণ”—এর ক্ষেত্রে যদি কোনো উপর-নিচ মই বানানো যেত (“un-people’s ladder”) তাহলে তাদের অবস্থান হতো নির্দিধায় ওই মইয়ের নিচে। কারণ গ্রামীণ নারী কমপক্ষে চারমাত্রিক অ-জনগণকৃত সত্তা। **প্রথমত**, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী হিসেবে অ-জনগণ। **দ্বিতীয়ত**, দরিদ্র-বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ হিসেবে অ-জনগণ। **তৃতীয়ত**, নারীদের জীবনচক্রে শিশু হিসেবে এবং শিশুর মা হিসেবে মহা-অ-জনগণ। গ্রামীণ নারী জন্মপরম্পরা ক্ষুধা, অপুষ্টি-পুষ্টিহীনতা, বিশ্রামহীনতা, জন্মদাত্রী হিসেবে অতি সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত। **চতুর্থত**, (শহরের তুলনায়) সবধরনের নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষ হিসেবে অ-জনগণ।

নারীর ক্ষমতায়ন (women’s empowerment) বিষয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের অনেকেই পুরো বিষয়কে “feminization of poverty” বা “দারিদ্র্যের নারীকরণ” জাতীয় প্রপঞ্চ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন—যা আমার মতে, গ্রামীণ নারীর “মহা অ-জনগণকরণ” বিষয়কে লক্ষ্যকরণ অ্যাপ্রোচ মাত্র।

“মহা অ-জনগণ”—গ্রামীণ নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটা শুরু করা যেতে পারে পরস্পরসম্পর্কিত দুটো ধারণা (concept অর্থে) দিয়ে—(১) নারীর ক্ষমতায়ন (women’s empowerment) ও (২) শিশুর বিকাশ (child development)।

‘নারীর ক্ষমতায়ন’ ও ‘শিশুর বিকাশ’—ধারণা হিসেবে দুটোই স্বাধীন (independent as concepts)। কিন্তু তারা একদিকে যেমন পরস্পরসম্পর্কিত-পরস্পরনির্ভরশীল আর অন্যদিকে এখানে গভীর এক কার্যকরণ সম্পর্ক (causality) কাজ করে, যে সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রে যথেষ্টমাত্রায় অনুচ্চারিত। কার্যকরণ সম্পর্কটি এ রকম: শিশুর বিকাশের মান ও মাত্রা নির্ভর করে নারীর ক্ষমতায়নের মান ও মাত্রার ওপরে। কারণ শিশুর বিকাশের শুরুটা হয় তার জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভের পুষ্টিহীনতা শিশুর কোষের সুস্থ বিকাশে প্রতিবন্ধক, যার নেগেটিভ প্রভাব চলে বংশপরম্পরা। এ দুশ্চক্র ভেঙে ফেলার একমাত্র উপায় হলো, বিশ্বে খাদ্য সরবরাহের বস্টনব্যবস্থা ন্যায্যতর করা। মনে রাখা জরুরি যে “জীবনে বেড়ে ওঠার সুযোগ শিশুদের থাকে মাত্র একবার”—মাতৃগর্ভে আর পরবর্তীকালে পরিবার-প্রতিবেশ-পরিবেশে। যখন বলা হয় যে ‘আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ’, তখন এর যৌক্তিক মর্মার্থ হলো আগামীর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাইলে আজকের নারীকে ক্ষমতায়িত করতেই হবে। এ হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে এবং বড়-ছোট পর্দানির্বিশেষে নিরঙ্কুশ সত্য। সুতরাং গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীর ক্ষমতায়নসংশ্লিষ্ট ‘অধিকার’ (empowerment-related rights) নিয়ে যখন

\* গ্রন্থের এ অংশের অধিকাংশ যে সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে তা হলো: বারকাত, আবুল ২০২০ক, পৃ. ৩৮৮-৪০২।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ নৈতিক মানদণ্ডীয় যুক্তির কথা বলা হয়, তার সাথে নিঃসন্দেহে যোগ করতে হবে ‘প্রাকৃতিক মানদণ্ডে’ (nature as reason) নারীর ক্ষমতায়নের যুক্তি।

আজকাল উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভুক্তি (inclusion approach) এবং অংশগ্রহণের (participation) কথা বলাটা শাসকগোষ্ঠীর এবং তাদের তাবেদারদের জন্য ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচলিত শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো জিইয়ে রেখে এসব ‘অন্তর্ভুক্তি’তে আসলে খুব গভীরভাবেই প্রতিফলিত হয় সামন্ত মানসিকতা ও পিতৃতান্ত্রিক আচরণ। আর তাই নারীর ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট বাস্তব কর্মকাণ্ড শেষপর্যন্ত দয়া-দাক্ষিণ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

মা’য়ের জন্য জীবন দিতে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নেই; কিন্তু একইসাথে পাশাপাশি নারীকে ‘মেয়ে মানুষ’ (“মেয়েরাও মানুষ” অর্থে) বলতে কুষ্ঠা বোধ করেন না এমন পুরুষের সংখ্যাই খুব বেশি। পিতৃতান্ত্রিকতা ও সামন্ত মানসিকতা আমাদের মনের গভীরে এতটাই প্রোথিত-গ্রথিত যে সম্ভবত নারী নিয়ে পুরুষসমাজে ব্যবহৃত ‘ভাষাজগৎ’ অর্থাৎ ‘linguistic world’টাও ভিন্ন—কর্দমাক্ত-কলুষিত। বড় পর্দার গভীরের এ বিষয়টি অনুধাবন না করলে গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীর ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট সব কর্মকাণ্ড দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক হতে বাধ্য। বাস্তব জীবনে হচ্ছেটাও তাই।

আগেই বলেছি, গ্রাম-শহরনির্বিশেষে দরিদ্র নারী অন্ততপক্ষে চারমাত্রিক বঞ্চিত—বহুমাত্রিক তাদের বঞ্চনা। এসব বহুমাত্রিক বঞ্চনা (সম্পত্তিতে অধিকারহীনতাসহ) সম্পর্কে বলার আগে সামগ্রিক উন্নয়নপ্রক্রিয়া অনুধাবনে এ দেশের নারীর সংখ্যাভিত্তিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। আমার হিসেবে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট নারী-জনসংখ্যা ৮ কোটি ৫০ লক্ষ, যারা ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭২ হাজার খানায় বাস করেন। হিসেবপত্রের করলে দেখা যায় যে কভিড-১৯-এ লকডাউনের মাত্র প্রথম ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত সময়ে) দেশের মোট জনসংখ্যায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে (দেখুন, বারকাত ২০২০ক, পৃ. ১২৮-১৩৯)। আর তা দরিদ্র নারীর বঞ্চনার ক্ষেত্রে একদিকে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছে, আর অন্যদিকে পুরাতন-প্রচলিত চারমাত্রার তীব্রতা বাড়িয়েছে।

আমার হিসেবে এখন ৩ কোটি ৪০ লক্ষ নারী মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ নিরক্ষর দরিদ্র খানার (Absolute poor household) অধিবাসী। দরিদ্র এসব খানা দেশের মোট খানার ৪০ শতাংশ, কিন্তু তাদের হাতে আছে (সরকারি পরিসংখ্যানভিত্তিক হিসেবে) দেশের খানার মোট আয়ের মাত্র ৬.১২ শতাংশ। আর আর্থসামাজিক শ্রেণিমইয়ের সবচেয়ে নিচে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ‘চরম বঞ্চিত, চরম বহিঃস্থ ও চরম প্রান্তস্থ’ খানায় (যাদের বলা হয় হতদরিদ্র বা চরম দরিদ্র) বাস করেন ২ কোটি ১৩ লক্ষ নারী। চরম দরিদ্র এসব খানার সংখ্যা দেশের মোট খানার ২৫ শতাংশ, কিন্তু তারা এতই দরিদ্র যে তাদের হাতে আছে (সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিসাব করলে) দেশের খানার মোট আয়ের মাত্র ১.৫১ শতাংশ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ৪০ শতাংশ দরিদ্র নারী খানায় দেশের মোট আয়ের ৬.১২ শতাংশ আর চরম দরিদ্র ২৫ শতাংশ নারী খানায় দেশের খানার মোট আয়ের ১.৫১ শতাংশ—এ তথ্য ভুল। কারণ এসব তথ্যের ভিত্তিটাই ভুল। এসব তথ্যের মূল ভিত্তি হলো সরকারি পরিসংখ্যানের ‘খানার আয়-ব্যয় জরিপ’ যে জরিপে কালোটাকার হিসাব নেই; যে কালোটাকা দরিদ্রদের মধ্যে নেই, তার পুরোটাই আছে ধনীদের হাতে। এসবের পাশাপাশি জরিপে অংশগ্রহণকারী অপেক্ষাকৃত ধনী খানার আয় ও সম্পদসংশ্লিষ্ট তথ্য গোপন করার স্বাভাবিক প্রবণতা তো আছেই। আমার হিসেবে, দরিদ্র নারী



খানার হাতে দেশের খানার মোট আয়ের ৬.১২ শতাংশ আয় নেই, আছে বড়জোর ৩ শতাংশ; আর হতদরিদ্র বা চরম দরিদ্রদের হাতে ১.৫১ শতাংশ নেই, আছে বড়জোর ০.৭৫ শতাংশ। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট অধিকার—তা জন্ম-সম্পত্তিতে হোক, উত্তরাধিকারসূত্রের সম্পদ-সম্পত্তিতে হোক, খাদ্য পরিভোগে হোক, জাতীয় আয়ে হিস্যার নিরিখেই হোক, উন্নয়ন অংশীদারিত্বের প্রশ্নে হোক, শ্রমের মজুরির নিরিখেই হোক, গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রেই হোক—এমনিতেই খর্বিত আর কভিড-১৯-এর অভিজাত এবং অর্থনৈতিক মন্দার কবলে এখন তা সম্প্রসারিত-বর্ধিত।

তাহলে শুরুতেই যে সত্য স্বীকার করতে হবে তা নিম্নরূপ: দরিদ্র খানার নারী একই সাথে নারী, বহুমুখী দরিদ্র এবং কার্যত অ-জনগণ। সরকারি পরিসংখ্যান এসব নারীদের দারিদ্র্যাবস্থা নিয়ে যা বলে প্রকৃত দারিদ্র্য তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। আর কভিড-১৯ মহামারির লকডাউনের সময় এবং অবশ্যই লকডাউনপরবর্তী সময়ে দরিদ্র খানার ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ কর্মসংস্থানহীনতার দারিদ্র্য, সম্পদহীনতার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ধৃত দারিদ্র্য, মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক দুশ্চিন্তা-উদ্ধৃত দারিদ্র্য—এসবই অনেক বেড়েছে। নিকট-ভবিষ্যতে তা আরো বাড়বে। আর বহুমুখী এসব দারিদ্র্যের বোঝার (*burden of impoverishment*) বড় অংশই বইতে হবে নারীকে। নিকট-অতীতের দরিদ্র (এমনকি এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত) খানা এখন দরিদ্র থেকে নিঃস্বায়িত হয়ে ভিক্ষুকায়নের পথে। এ অবস্থা রোধ করতে না পারলে দেশের অধিকাংশ মানুষ হবে চরম বিপদাপন্ন। আজকের এবং আগত শিশুরা হবে নিঃসন্দেহে সমাজদোষে-অসুস্থ, বিপন্ন, মহাবিপন্ন। এসব দুর্ভাবনা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিবিদ-নাগরিক সমাজের নেতাদের গভীরভাবে সক্রিয় ভাবে হবে—সভা-সেমিনারে নয়, টেলিভিশনের লোকদেখানি আত্মপ্রচারসর্বস্ব টক শোতে নয়, নেতৃত্বের স্তুতি গেয়ে নয়—বাস্তব সক্রিয় কর্মকাণ্ডে যখন প্রত্যেক দিনই দৃশ্যমান হবে যে দরিদ্র মানুষের, দরিদ্র নারীর, দরিদ্রঘরের শিশু-প্রবীণ-কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ-সমৃদ্ধ শোভন জীবন নিশ্চিত হচ্ছে। অন্যথায় মহাবিপর্ষয় অনিবার্য। তখন ক্ষুধার্থ মানুষ ক্ষুধার উৎস নির্মূলের লক্ষ্যে বিদ্রোহ করলে, তা হবে ন্যায়সঙ্গত।

## ৪.২. ‘মহা অ-জনগণ নারী’—জনগণকরণে যা-কিছু অন্ধকারে থেকে যায়

গ্রাম-শহরনির্বিশেষে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ (সংজ্ঞা যাই-ই হোক না কেন) যে অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত এ কথা গুটিকয়েক উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ছাড়া কেউই সম্ভবত প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন না। তবে এ বিষয়ে সরকারি কাণ্ডজে স্বীকৃতি আর বাস্তবে ফারাক ব্যাপক।

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতেই হবে। কারণ এ দেশের জন্মটাই হয়েছিল নারী-পুরুষনির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নেরই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যে আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো সৃষ্টি। আকাঙ্ক্ষার এই অর্থে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রকৃত উন্নয়ন মানে শুধু মাথাপিছু গড় আয় নয়। প্রকৃত উন্নয়ন হলো শোভন জীবনব্যবস্থার লক্ষ্যে মানবিক উন্নয়ন (*humane development*)। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ নারীকে বাদ দিয়ে, নারীকে অ-ক্ষমতায়িত রেখে বিশেষত দরিদ্র-বধিষ্ট-বিপন্ন নারীকে অ-ক্ষমতায়িত রেখে উন্নয়নের মানবিকীকরণ কল্পনাভীত। কল্পনাভীত এ কারণে যে আমাদের দেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা-উদ্দিষ্ট প্রকৃত এ উন্নয়নের অর্থ হতে হবে (সাংবিধানিক চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে) নিম্নরূপ:



- (ক) মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণ (ensuring opportunities for a full life)—এদিক থেকে নারীরা পিছিয়ে আছেন—নারীদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে। নারীকে এখনও কেন “মেয়ে মানুষ” বলে ‘ওরাও কিন্তু মানুষ’ বোঝানো হয়? রাষ্ট্র কি কখনও বিভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণির নারীকে জিঙ্কেস করেছে—তাদের প্রত্যেকের কাছে পরিপূর্ণ জীবনের অর্থ কী?
- (খ) (উন্নয়নপ্রক্রিয়ায়) বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তকরণ (inclusion of the excluded)—গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীরা বহিঃস্থই ছিলেন, বহিঃস্থই আছেন (তথাকথিত ‘সচলতা’ বা mobility যতই বাড়ুক— না কেন)। আগামীতে নারীর দারিদ্র্য-ক্ষুধা উদ্ভূত ‘সচলতা’ ছোটোছোটো কি বাড়বে না?
- (গ) মানুষের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ সম্প্রসারণ (ensuring full freedom that people shall enjoy), যেখানে থাকবে—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থে), রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা—এসব স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অ-স্বাধীন। অ-জনগণ নারীকে এসব অ-স্বাধীনতা মুক্ত করার কথা রাষ্ট্র কোথায় ভাবছে? উল্টো রাষ্ট্র তো ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বানিয়ে ছেড়েছে!
- (ঘ) মানুষ তার নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন, সে জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ (expanding choices to lead lives people value)—এক্ষেত্রেও নারীকে অবশ্যম্ভাবীভাবেই পিছিয়ে রাখা হয়েছে। নারীকে কি কখনও জিঙ্কেস করা হয়—নিজের জন্য কেমন জীবন সে মূল্যবান মনে করে?
- (ঙ) অ-স্বাধীনতার সকল উৎস তিরোহিত করা (removal of all sources of unfreedom)—নারীর জন্য কোথায় এ প্রক্রিয়া? নারীর জন্য অ-স্বাধীনতার উৎসমূলে হাত দেবার কথা কি রাষ্ট্র ভাবে? রাষ্ট্র যে এসব নিয়ে আসলেই ভাবে তার দৃশ্যমান প্রমাণ কী?
- (চ) সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকারকে শ্রদ্ধা করা (respecting constitutional and justiciable rights)—নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আদৌ মান্য করা হয়-কি? প্রসঙ্গটি এভাবে উত্থাপন করলে শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই বলেন, প্রশ্নটি সঠিক নয়; কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো নারী! যারা এসব বলেন, তারা কিন্তু বেমালুম ভুলে যান যে বহু দেশেই নারী প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন অথবা রাষ্ট্রপরিচালক হয়েছেন, যারা নিজেরাই ছিলেন মহা দুর্নীতিবাজ এবং/অথবা দেশের অতুলনীয় ক্ষতি সাধন করেছেন।
- (ছ) সকল ধরনের দারিদ্র্য উচ্ছেদ-নির্মূল-হ্রাস (!) করা (eradicating poverty)—কোথায় এ প্রক্রিয়া? রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার কেউ কি নারীর হাতে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা হস্তান্তর করে?
- (জ) বঞ্চনার ফাঁদ ভেঙে ফেলা (breaking deprivation trap)—দারিদ্র্য-উদ্ভূত বঞ্চনা, সন্তানকে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত রাখার বঞ্চনা, সন্তানের বেকারত্ব-উদ্ভূত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা-উদ্ভূত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-একাকীত্ব-উদ্ভূত বঞ্চনা, শারীরিক-স্বাস্থ্যগত দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা, মানসিক বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা—এসবের কোন বঞ্চনা থেকে

নারী মুক্ত? অথবা এ মুক্তির লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়ারই বা অস্তিত্ব কোথায়? রাষ্ট্র এসব নিয়ে কী ভাবে—কোথায় ভাবে এবং কী করে—কোথায় করে?

আসলে শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা-উদ্দিষ্ট মানবিক উন্নয়নের উল্লিখিত মর্মবস্তু এ দেশে বাস্তব জীবনে স্বীকৃত নয়। গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীর জন্য তা আরো বেশি অস্বীকৃত। আর দরিদ্র-প্রান্তস্থ-বহিঃস্থ নারীর ক্ষেত্রে এসব সবচেয়ে বেশি অস্বীকৃত। কারণ, তারা তো অ-জনগণ।

### ৪.৩. নারীর ক্ষমতায়নবাদীরা মহা অ-জনগণ নারী নিয়ে যা বলেন না

‘নারীর ক্ষমতায়ন’-এর কথা বলেন না, এমন আর কেউ এ দেশে আছেন বলে মনে হয় না—দেশের প্রত্যন্ত পল্লীর বেসরকারি সংস্থা থেকে শুরু করে একদম নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তর পর্যন্ত, স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন এককের পরিকল্পনা থেকে জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী হয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা পর্যন্ত, ছোট নেতা থেকে সর্বোচ্চ স্তরের নেতা পর্যন্ত, নারী অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তৃণমূলের কর্মী (নারী-পুরুষনির্বিশেষে) থেকে একদম জাতীয়-আন্তর্জাতিকপর্যায়ের নেতৃস্থানীয় পর্যন্ত। আর এ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে একেকজন-একেক সংস্থা-একেক সংগঠন-একেক ধরনের কথাবার্তা বলেন। আবার অনেকেই বলেন একটা, আর বাস্তবে করেন অন্যটা। আর সে কারণেই যৌক্তিক প্রশ্ন—আসলে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ বলতে কী বুঝবে?

নারীর—বিশেষত দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত গ্রাম-শহরের নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝবে? আমার ধারণা, এটা নির্ভর করবে কে এ বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করছেন, কে এ নিয়ে বলছেন—তার ওপর। যেমন শাসকগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্টরা যা বলেন তা এ রকম: “নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমরা বাজেটে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি, আমরা আইনকানুন নারীবান্ধব করেছি—ওরা অনেক ক্ষমতায়িত হয়েছে, অনেক দ্রুতই সবকিছু হচ্ছে, আর বেশি বাকি নেই—সামনে এসডিজি (সহস্রাব্দ উন্নয়নউদ্দিষ্ট) সময় শেষ হবার আগেই আমরা এ কাজ শেষ করে ছাড়ব—ইনশাআল্লাহ”। তবে শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টরা কখনও বলছেন না (অথবা চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কোথাও বললেও হরহামেশা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন) যে নারীর দরকার (অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে) খাস জমির মালিকানা, নারীর দরকার নিজস্ব সমবায় সমিতি যেখানে নারীরাই সিদ্ধান্ত নেবেন আর রাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তা বাস্তবায়নে অর্থের জোগানদার হবে এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে কিনবে।

‘নারীর ক্ষমতায়ন’ নিয়ে লড়াকু নারীবাদী এক এলিট গোষ্ঠী আছে, তারা যা বলেন তা এ রকম: “নারীরা খুবই পিছিয়ে আছে। ওদের বেশি বেশি সামনে আনতে হবে, দেরি করা যাবে না, কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। আর এ জন্য নারীকে বেশি বেশি করে সরকারে আনতে হবে, রাষ্ট্রের উচ্চপদে বসাতে হবে, মন্ত্রী বানাতে হবে, সচিব-মহাসচিব বানাতে হবে, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ-আইনসভা-বিচার বিভাগ সর্বত্র নারীকে আরো আরো আরো বেশি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে”—এটাকে নাম দেয়া হয়েছে “অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেল”।

ক্ষুদ্র ঋণের নোবেল বিজয়ীরা আর সাথে উন্নত বিশ্বের দাতাগোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ (মুদ্রা) সংস্থা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক দলবলসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যা বলছেন তা এ রকম: “নারীকে ঋণ দাও, ক্ষুদ্র ঋণ, আরো বেশি ঋণ। ঋণ না পাওয়াটাই ওদের বড়

সমস্যা। ওদের ঋণী করে ছাড়া। ওদের ঋণজালে আবদ্ধ করে। চিরস্থায়ী আবদ্ধ। ঋণ ঠিকমতো ফেরত দিতে না পারলেও অসুবিধা নেই। আরো ঋণ দাও। দেখবে একসময় নারীরা অটোমেটিক্যালি ক্ষমতায়িত হয়ে যাবে, যাকে বলে ‘অটোনমি’—দেখবে ওরা দৌড়াদৌড়ি করছে, ছটফট করছে, ছুটোছুটি করছে (যাকে বলে “মবিলিটি”)। ওদের দৌড়াদৌড়ি বাড়িয়ে দাও, ওদের ছটফটানি বাড়িয়ে দাও—দেখবে একসময়ে ওরা ক্ষমতায়িত হয়ে গেছে।” নারীর ক্ষমতায়নসংশ্লিষ্ট এই গোষ্ঠীটি খুবই চঞ্চল, অতি সক্রিয়, এদের হাতে আছে নারীর ক্ষমতায়নের ‘আলাদিনের চেরাগ’—না হলে এদের এত কদর কেন? এরাও প্রথম গোষ্ঠী অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাবেদারদের মতো কোনোদিনই বলবে না যে দরিদ্র নারীরা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্রই থেকে যাবে, চিরস্থায়ীভাবে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে, বেরুতে পারবে না, এসব ‘জাটকা জালে’ এমনভাবে আটকাবে যে কোনো ধরনের সামাজিক মৌলিক পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে ওদের শক্তি-সামর্থ্য-ক্ষমতা-সময়—কোনোটাই আর থাকবে না (সম্ভবত বড় মাথাওয়ালা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসায়ীদের পরম অভীষ্ট সেটাই!)।

ওরা কখনও বলে না, বলবেও না যে বড়-বৃহৎ ঋণ পাওয়া (এমনকি তা নিয়ে ঋণখেলাপি হলেও অসুবিধা নেই) যদি বড়দের-ধনীদের অধিকার হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষুদ্র-ছোট অংকের ঋণ পাওয়াটাও ক্ষুদ্রদের-ছোটদের-গরিব মানুষের (নারী-পুরুষনির্বিশেষে) অধিকার; আর এ অধিকার—মানব অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার। সুতরাং রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হবে ক্ষুদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া, আর যেহেতু এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেহেতু আগামীকাল থেকে আমরা আর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবসার মধ্যে নেই—আমরা বিদায় নিচ্ছি, রাষ্ট্র—আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন। যখন দেখি ওরাও রাষ্ট্রকে এসব বলছে না (ওরা কিন্তু সরকারকে এক পয়সাও ট্যাক্স দেয় না) আর রাষ্ট্রও ওদের কিছু বলছে না, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এসব ‘মহৎ কাজ’ (!) হচ্ছে যৌথ প্রয়োজনায় আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির—রেটসিকিং পুঁজির আদেশ-নির্দেশ—ওই পুঁজির জীবনের আয়ুষ্কাল চিরস্থায়ী করতে! এসব ফাঁকিজুকি দিয়ে আর যাই-ই হোক, নারীর ক্ষমতায়ন হবে না। আসলে এসব করে যা হয় এবং হবে, তা হলো—গ্রামীণ নারীসহ সকল দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত নারী জন্ম-জন্মান্তর অ-জনগণই থেকে যাবেন।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে নারীবাদী এলিট গোষ্ঠী এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে শাসকগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ঋণ বাহিনী যা বলছে ও করছে তার বিপরীতে আমি-আমরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কিছু ‘বোকা মানুষ’) যা বলছি, তা এ রকম: “নারীকে উৎপাদনের উপায়ের ওপর (জমি, জলা, জঙ্গল, কল কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য) মালিকানা দিতে হবে; নারী নিজে এবং যৌথ উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করবে—ব্যবসা-বাণিজ্য করবে আর রাষ্ট্র তার দায়িত্ব হিসেবে (কোনো ধরনের দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে নয়) ওদের ঋণ দেবে, উৎপাদন-উপকরণের জোগান দেবে—ভর্তুকি মূল্যে, বাজারজাত করবে ওদের উৎপাদিত পণ্য (রাষ্ট্র-সরকার নিজেই তো বড় মাপের ক্রেতা); রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে ওরা যেন কোনো পর্যায়ে না ঠকেন এবং কারো দ্বারা প্রতারণিত না হন; রাষ্ট্র দায়িত্ব নিক ওদের সম্ভান-সম্ভতিদের শিক্ষা—প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত; ওদের পরিবারের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নিক রাষ্ট্র; ওদের পরিবারের শিশু ও প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য-পুষ্টি-নিরাপত্তার দায়িত্ব নিক রাষ্ট্র; রাষ্ট্র দায়িত্ব নিক ওদের চারিপাশের সামাজিক ও প্রকৃতি-প্রতিবেশ-পরিবেশ সুরক্ষার”। নারীকে অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরে রাষ্ট্রকে এসব দায়িত্ব নিতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো নারীর ‘প্রকৃত ক্ষমতায়ন’ (‘real empowerment’, ‘empowerment as essence’) আর ‘ক্ষমতায়ন-সদৃশ্যতা’ (‘empowerment as appearance’) এক বিষয় নয়। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন বললে যদি পরিবার-পরিজনসহ তার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বোঝায়, তবে ওসবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-অভীষ্টের মধ্যেই ‘প্রকৃত ক্ষমতায়ন’ (empowerment as essence not as appearance) সম্ভাবনা নিহিত আছে। আর তা বাস্তবে রূপ দিতে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে-নির্মোহতার সাথে সংজ্ঞায়িত এবং বাস্তবায়িত করতে হবে—বিষয়টি আদৌ শ্রেণিনিরপেক্ষ নয়, বিপরীতে তা গভীর শ্রেণিস্বার্থীয় বিষয়।

### ৪.৪. ‘মহা অ-জনগণ নারী’ নিয়ে সীমাহীন আত্মপ্রবঞ্চনার স্বরূপ

শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে, যা-কিছু আত্মস্থ করা ও স্বীকার করা অপরিহার্য তা আমরা করি না, কখনও করিনি। অনেক বিষয়ের মধ্যে এ প্রশ্নেও আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা অসীম। এ মর্মে হাজারো উদাহরণের কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। প্রয়োজনীয় কিছু উদাহরণ নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম:

- (ক) এ দেশে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের স্ববিরোধ লক্ষণীয়। আমাদের ব্যক্তিজীবনে নারী জননী হিসেবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র। মায়ের জন্য জীবন দিতে পারে না এমন পুরুষ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ওই জননীই তার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রক হবেন—এ কথা কি আমরা আসলেই ভাবি? এ কথা বাস্তবায়নে আসলেও কি আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত?
- (খ) কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি উৎপাদনে নারীর অবদান যে ৫০ শতাংশ—এর স্বীকৃতি কোথায়? ফসল চাষ, ধান ঝাড়াই, তুষ ছাড়ানো-শুকানো, ধান সেদ্ধ করা, ধানের বীজ সংরক্ষণ, খাবার পানি সংগ্রহ করা, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল পালন, দুধ দোয়ানো, জ্বালানি সংগ্রহ, রান্নাবান্না—এসবই তো নারী করেন। নারী যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে এসব করেন—তা কি আমরা বুঝি? আমাদের মানসকাঠামো কি এমন নয় যে আমরা ধরেই নিই যে এসব কাজ করার জন্যেই তো নারীর জন্ম; আমরা কী ধরেই নেই না যে নারীর জন্য এসব কাজই স্বাভাবিক, কারণ তা প্রাকৃতিক শ্রম বিভাজন-উদ্ভূত?
- (গ) আমাদের পরিবারের মা, যিনি সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সবার পরে ঘুমাতে যান অর্থাৎ পরিবারের জন্য যিনি সারা বছর দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ১৮ ঘণ্টা শ্রম দেন—তার স্বীকৃতি কি এই যে তিনি পরিবারে সবার শেষে, সবার চেয়ে কম এবং উচ্ছিন্ন খাওয়ার জন্যেই জন্মেছেন?
- (ঘ) যে জননী উচ্ছিন্ন খেয়ে অপুষ্টি-পুষ্টিহীনতার দুঃস্থচক্রে জীবন চালিয়ে দিতে বাধ্য হন তার এ প্রক্রিয়ার শুরু নারী হিসেবে জন্মগ্রহণের দিন থেকে নয় জন্মগ্রহণের আগেই মাতৃগর্ভে প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টির অভাব নিয়েই তার জন্ম; আর এভাবেই পেরিয়ে যায় তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—অর্থাৎ পুরো জীবনচক্র। আর মা হিসেবে তার ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম যে ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন এবং সন্তানদের মস্তিষ্ক কোষের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে—এটাই তো স্বাভাবিক। বংশপরম্পরা মহাবিপর্ষয়কর এ চক্র রোধে আমাদের সক্রিয় ভাবনাটা কোথায়?

- (ঙ) আমরা কি কখনও ভেবেছি যে এ দেশে দরিদ্র-বিভূহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক-স্বল্প আয়ী পরিবারের প্রায় সকল পরিণত নারীর ওজন ৫০ কেজির কম, যা মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ; যা গর্ভপাত, মাতৃত্বজনিত অসুখ-বিসুখ রূপগণতার অন্যতম কারণ এবং যা শেষাবধি নারীর জীবনের সুস্থ আয়ু (healthy longevity) কমিয়ে দেয়?
- (চ) আমাদের পরিবারের মেয়েদের শৈশব কাটে বাড়ির বয়স্ক ও ছোটদের দেখাশোনা-সেবায়ত্ন করে। তাদের এ সেবা-শ্রমের শ্রদ্ধামূল্য অথবা অর্থমূল্য নিরূপণ করা হয় কি?
- (ছ) আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের মেয়েরা কর্মস্থলে যাওয়া-আসা মিলে বছরে ২৪০ কোটি কিলোমিটার হেঁটে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে-বিদেশে অন্যের হাতে তুলে দেন—এ শোষণ ও অবদানের স্বীকৃতি কোথায়? ওই মেয়েরা তো অর্ধভুক্ত থাকেন—এ কথা কে ভাবে?
- (জ) নারী যদি পুত্র সন্তান উপহার দিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ‘পুরুষ বেটা’ যে এক বা একাধিক বিয়ে করে ফেলেন—এ নিয়ে বিজ্ঞানসন্মত চিন্তা-উদ্ভূত কোনো ধরনের চিন্তাভাবনার প্রচার-প্রসার আছে কি?
- (ঝ) অসুস্থ হলে ছেলে সন্তানের তুলনায় মেয়ে সন্তানকে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হয় নেয়া হয় না, অথবা কম নেয়া হয় অথবা দেরিতে নেয়া হয়—এ মানসিকতার উৎস নিয়ে আমরা কখনও কি ভাবি, ভেবেছি কি?
- (ঞ) এ দেশে আনুমানিক ৮০ শতাংশ নারী কার্যকর প্রসূতিসেবা এবং প্রসবোত্তর সেবা থেকে বঞ্চিত। যদি তা-ই হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের দায়দায়িত্ব বোধের এ দৈন্য কেন? সরকারই বা কী করেন, কী করছেন, কী ভাবছেন? সরকার মানে কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাজেরো জিপ, বড় বড় কথা, বড় বড় প্রকল্প উদ্বোধনে অকর্মণ্যের মতো ফিতেফাতা কাটা, আর আখের গোছানো? অবশ্য সরকারে যারা থাকেন, তাদের খুব বেশি কিছু করার নেই। কারণ, সরকার (government) ও ক্ষমতা (power) এখন বিচ্ছিন্ন—সরকারে যারা থাকেন, ক্ষমতা তাদের কাছে থাকে না—ক্ষমতা এখন সরকার থেকে অভিবাসিত হয়েছে; ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু অন্যত্র—বিশ্বব্যাপী তা অর্থকেন্দ্রিক-আর্থিকীকরণকৃত অবিনিয়োজিত পুঁজিকেন্দ্রিক।
- (ট) নারীরা যেখানে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী, সেখানে সরকারের ক্রীড়া খাতের উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা কেন মোট ক্রীড়া বাজেটের মাত্র ১৫ শতাংশ? দেশের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা কি জানে যে দেশে ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কলেজ আছে? এসব তাদের না জানানোটাই নিয়ম—বলা যায় ‘অঘোষিত বিধি’। আমাদের দেশের মেয়েরা কিন্তু ইদানীং ফুটবল-ক্রিকেটে ভালো করছে। তবে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মননের সাম্প্রদায়িকীকরণ আর অর্থনীতির অধিকতর বৈষম্য-দুর্বৃত্তায়ন যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামওয়ালার ঝাণ্ডাবাহীদের সে সুযোগ করে দেবে, যখন ‘অঘোষিত বিধি’টি ‘ঘোষিত বিধিতে’ রূপান্তরিত হবে—এ নিয়ে সন্দেহের তেমন অবকাশ নেই।

- (ঠ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার আলাদা বাজেট-বরাদ্দ নেই কেন? সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিঙ্গ-বৈষম্যপূর্ণ ধারণা হলো জনগণতভাবেই ছেলেদের চেয়ে মেধা ও মননের দিক দিয়ে মেয়েরা কমজোরি এবং মেয়েরা অংকে দুর্বল। রাষ্ট্র ও সরকারি নীতিনির্ধারকেরাও কি তাই ভাবেন?
- (ড) সরকার এখন বলছেন ১০০ শতাংশ নারী নির্যাতনের কেস রিপোর্ট করা হবে। ১০০ শতাংশ নির্যাতিত নারী মানে বছরে কত নারী নির্যাতিত হন সরকার কি তা জানেন? আমি জানি যে রাষ্ট্র-সরকার তা জানেন না; কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের সংখ্যা বছরে মাত্র ১২-১৫ হাজার (বিগত কয়েক বছরে)। আর আমার হিসেবে এ দেশে বছরে আনুমানিক ২৩ লক্ষ নারী এমনসব গুরুতর নির্যাতনের শিকার হন, যার জন্য আইনগত, স্বাস্থ্যগত ও কাউন্সিলিং সেবা প্রয়োজন। নারীর প্রতি সহিংসতা দমনে সরকারি বাজেটসংশ্লিষ্ট মোট চাহিদার মাত্র ৩.৭৫% পূরণ করে অর্থাৎ প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অপরূপ চাহিদা ৯৬.২৫%—বিষয়টি অসভ্য ও লজ্জাকর (দেখুন, বারকাত ২০২০ক, পৃ. ৩৯৮)। যে কারণে আমরা মনে করি, নারীর প্রতি সহিংসতা দমনসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩০ গুণ বাড়ানো দরকার (যদিও জানি এ কথা যাদের শুনবার কথা তারা শুনবেন না)।
- (ঢ) আমাদের মায়েরা ৩০-৪০ বছর ধরে বসা অবস্থায় রান্নাবান্নার কাজে ব্যয় করার কারণে বাতজ্বর থেকে শুরু করে বন্ধ রান্নাঘরের ধোঁয়া-উদ্ভূত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন। ফলে তাদের জীবনে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ক্রমিক রূপ নেয়, তেমনি তাদের জীবনের সুস্থ আয়ুষ্কাল হ্রাস পায়। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এই দেশে যদি রান্নার কাজে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে (কোনোভাবেই ব্যক্তিগত নয়) গ্যাস সরবরাহ করে হেঁসেল ঘরে নারীকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় নেয়া যায়, তাহলে তো নারীর গড় সুস্থ-আয়ু কমপক্ষে ৫ বছর বাড়তে পারে। আর সেইসাথে হেঁসেল-উদ্ভূত বাতজ্বরসহ ধোঁয়া-উদ্ভূত জটিল অসুখ-বিসুখও কমে যাবে। আমরা কি আমাদের মেয়েদের-মায়েদের জীবনের গড় সুস্থ আয়ু পাঁচ বছর বাড়ানোর বিপক্ষে? ‘হেঁসেলের অর্থনীতির’ এসব নিয়ে কে ভাবছে?
- (ণ) মোট দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয়ে নারীর প্রকৃত অবদান কত এ কথা কি আমরা জানি? পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত-মানসিকতাপ্রবণ বাংলাদেশে (অন্যান্য অনেক দেশের মতোই) অর্থনীতিতে নারীর প্রকৃত অবদান কখনও হিসেবপত্তর করা হয়নি; সংশ্লিষ্ট সরকারি দলিল-দস্তাবেজেও এসবের স্বীকৃতি নেই। যা স্বীকৃত তা হলো মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপিতে নারীর অবদান মাত্র ২০ শতাংশ। অর্থাৎ জিডিপি সৃষ্টি করেন মূলত পুরুষ (বলা হয় জিডিপিতে পুরুষের অবদান ৮০ শতাংশ)। আসলে এ হিসেবটি ভ্রান্ত এবং সম্ভবত ইচ্ছে করেই এ ভুল জিডিপি—‘পুরুষ-জিডিপি’ বের করা হয়। মূল কথা হলো, যা-কিছু ‘কল্যাণ’ সৃষ্টি করে (welfare producing)—সবই জাতীয়/দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। যে নারী শিল্প, সেবা খাত ও কৃষিতে মজুরি অথবা বেতনের বিনিময়ে শ্রম বিনিয়োগ করেন শুধু তার শ্রমমূল্য (অর্থাৎ যার বাজার আছে এবং বাজারমূল্য আছে) জিডিপিতে হিসেব করা হয়। কিন্তু যে নারী শত ধরনের গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে শ্রম দেন,



যে নারী গ্রামে বাড়ির উঠানে ধান শুকানোসহ বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত কৃষিকাজে শ্রম দেন, যে নারী পরিবারের শিশু ও প্রবীণদের যত্ন-আত্তি করেন—এসব সময়ের অর্থমূল্য কেন জিডিপিতে যোগ করা হয় না? বলা হয় নারীরা তো এসব কাজ করবেনই; এসব কাজ করার জন্যই তো নারীর জন্ম। বলা হয়, নারীরা এসব করেন ‘ভালোবেসে’—এই হলো ‘ভালোবাসার অর্থনীতি’ (Economics of Love); আর এ যুক্তির ভিত্তিতেই বলা হয় ‘ভালোবাসার অর্থনীতির’ অর্থমূল্য নিরূপণ করা ঠিক নয়। আমি উচ্চকণ্ঠে এ অর্থোক্তিক বক্তব্যের বিরোধিতা করে ‘ভালোবাসার অর্থনীতি’র অর্থমূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। এ প্রয়াসের প্রধান হিসেবটি হলো ‘ভালোবেসে’ বাংলাদেশের ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী নারীরা গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে বছরে ব্যয় করেন ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি শ্রমঘণ্টা, যার বার্ষিক অর্থমূল্য (২০০৮ সালের মূল্যমানে) হবে আনুমানিক ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা। আর সরকারি হিসেবের জিডিপির সাথে ‘ভালোবাসার অর্থনীতির’ আর্থিক মূল্য যোগ করলে নব-হিসেবকৃত যে জিডিপি হবে তার প্রায় ৪৮ শতাংশই হবে নারীর অবদান। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর অবদান ২০ শতাংশ নয়, প্রকৃত অবদান কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ (দেখুন, বারকাত ২০২০ক, পৃ. ৩৯৯)। এতক্ষণ যা বললাম আসলে ঠিকমতো হিসেবপত্তর করলে জিডিপিতে নারীর অবদান কমপক্ষে ৪৮ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি—এমনকি তা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। কিসের ভিত্তিতে এই হিসেব? আমরা ‘শোভন অর্থনীতি-সমাজব্যবস্থা’র কথা বলছি। যা-কিছু মানবকল্যাণ সৃষ্টি করে তার সবটুকুই ‘শোভন-জিডিপি’তে যোগ করতে হবে। আর যা-কিছু জিডিপিতে যোগ করা হয়, কিন্তু মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট নয় তা আসলে জিডিপি থেকে বিয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ‘পুরুষ-জিডিপি’ কমবে, ‘নারী-জিডিপি’ বাড়বে। ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থপাচারসংশ্লিষ্ট যা-কিছু জিডিপিতে যোগ করা হয়েছে তা বিয়োগ করতে হবে—সেক্ষেত্রে পুরুষের অংশ কমবে (কারণ ওইসব কাজ মূলত পুরুষেরাই করেন)। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত ‘শোভন-জিডিপি’তে নারীর অবদান বাড়তে বাধ্য। সেসবের সাথে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে এতকাল জিডিপিতে নারীর অবদান অবমূল্যায়ন করে সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে; পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা-উদ্ভূত ইচ্ছকৃত এসব ভ্রান্তি অকপটে স্বীকার না করার অর্থ হলো—বিদ্যমান সমাজে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ প্রসঙ্গটি আসলে বড় মাপের সামাজিক-রাজনৈতিক জালিয়াতি, আর অন্যদিকে তা “শোভন সমাজব্যবস্থা” ধারণার সাথে পুরোপুরি বিপরীতমুখী।

#### ৪.৫. তাহলে ‘মহা অ-জনগণ’ নারীর জনগণকরণ নিয়ে কীভাবে ভাবব?

ইতিমধ্যে নারীর শ্রেণিগত অবস্থান নিয়ে যে সংখ্যাতত্ত্ব দেখানো হয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাপক বিস্তৃত এবং সুগভীর। কারণ আমার ধারণা ১৭ কোটি মানুষের এ দেশে আমরা যখন নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলব, তখন প্রথমেই ৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের অর্থাৎ ১ কোটি ৬৭ লক্ষ খানার (দেশে মোট খানা ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭২ হাজার) ৩ কোটি ৪০ লক্ষ নারীর জীবন নিয়ে ভাবব। এই ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন নারী কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। দেশের দরিদ্র-বিত্তহীন এ নারীদের ৭০ শতাংশ আছেন গ্রামে; আর ৩০ শতাংশ শহরে। দরিদ্র-বিত্তহীন এসব নারী

আছেন ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক পরিবারে; আছেন গ্রামের প্রায় সকল নারীপ্রধান খানায় এবং শহরের অনেক নারীপ্রধান খানায়; এরা আছেন বেকার-কর্মচ্যুত খানায়; এরা আছেন সেসব খানায় যেখানে আছে শিশুশ্রমিক; এরা আছেন শহরের বস্তিতে; এদের অনেকেই ভাসমান মানুষ; এদের অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করেন; এদের মধ্যে আছেন বয়োবৃদ্ধ-শিশু-কিশোরী-যুবতী; এদের অনেকেই আছেন হাওর-বাওর-চরে; এদের মধ্যে আছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রায় সকল নারী; এদের অনেকেই আদিবাসী নারী, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের নারীসহ সকল প্রান্তিক নারী। সুতরাং এ দেশে গ্রাম-শহরনির্বিশেষে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যত রূপ থাকতে পারে তা দূর করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথম উল্লিখিত ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিভূহীন নারীর কথা ভাবতেই হবে। এ ভাবনা বাদ দিয়ে ‘শোভন সমাজ’ চিন্তা করা বাতুলতা।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের প্রধান পূর্বশর্ত। তবে তা একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনও হবে না এবং তা টিকবেও না যদি-না ক্ষমতায়নের অন্য উৎসগুলো একই সাথে কাজ না করে। আর এসবের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সম্পদ-সম্পত্তিতে ন্যায্য হিস্যা-উখিত ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন, মানসিক-মনস্তাত্ত্বিকসংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন। আর এসব ক্ষমতায়ন-উদ্ভিষ্ট পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লিখিত ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিভূহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তস্থ নারীকে। কোথায় সে জাতীয় পরিকল্পনা, যেখানে ওই ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিভূহীন-প্রান্তস্থ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সময় বেঁচে দিয়ে ক্ষমতায়িত করার কথা বলা হয়েছে? আমার জ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং শুধু তা-ই নয় এ দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতারা বিষয়টি কোনো দিনই গভীরভাবে ভাবেননি।

মূল কথা হলো সরকার এখন যে উন্নয়নদর্শন মাথায় রেখে পরিকল্পনা করেন, সেখানে এ ভাবনার কোনোই অবকাশ নেই। কারণ দর্শনটি মুক্তবাজার অর্থনীতির নয়া-উদারবাদী দর্শন, যা দরিদ্রবান্ধব নয়, যা নারীবান্ধব নয়, যা প্রকৃতিবান্ধব নয়। অথবা সঠিকভাবে বললে বলতে হয় যা দরিদ্রবিদ্বেষী, যা নারীবিদ্বেষী, যা প্রকৃতিবিদ্বেষী। এ দর্শনানুযায়ী সবকিছুর মতো নারীও হলো পণ্য (commodity)—যা কেনা-বেচার বস্তু। নির্লজ্জ-অসভ্য নব্য-উদারবাদী এ মতাদর্শ সরাসরি বলে “ওদের বাজারে ছেড়ে দাও—বাজারই ওদের দেখবে।” উন্নয়নের এ মতাদর্শটি আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তো নয়ই—বরঞ্চ ওই ভিত্তির সাথে বিরোধাত্মক। কারণ আমাদের সংবিধানের ভিত্তি হলো “জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক”, ভিত্তি হলো “নারী-পুরুষের সমানাধিকার”, ভিত্তি হলো “নারী-পুরুষের সম-সুযোগের অধিকার”। আর সংবিধানে অধিকারভিত্তিক (rights-based) যে উন্নয়নদর্শনের কথা আছে তদানুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা-দর্শন যেহেতু সাংবিধানিক উন্নয়নদর্শনের বিপরীত এবং বিরোধাত্মক, সেহেতু গোড়াতেই গলদ। আর গাছের গোড়ায় গলদ রেখে মাথায় পানি ঢেলে লাভ নেই।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যারা জাতীয় পরিকল্পনা বিনির্মাণ করেন/ করছেন এবং যারা বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন তাদের সবার কাছে আমার কয়েকটি সনির্ভব প্রশ্ন—এ দেশের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিভূহীন-প্রান্তিক নারীর (যারা দেশের মোট নারীর ৪০ শতাংশ আর দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ) মধ্যে কতজন জানেন যে—(ক) সংবিধান নারী-



পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে? [অনুচ্ছেদ ২৮ (২)]; (খ) সংবিধানে নারী-পুরুষের সম-সুযোগ স্বীকৃত? [অনুচ্ছেদ ১৯ (১)]; (গ) সংবিধান বলছে “জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক”? [অনুচ্ছেদ ৭ (১)]; (ঘ) সংবিধানমতে, নারীর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার অধিকার আছে? [অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]; (ঙ) “কাজ পাবার অধিকার”—সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫ (খ)]; (চ) “যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার”—সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫ (গ)]; (ছ) “সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ষিক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার”—সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ)]; (জ) “জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা”—রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব? [অনুচ্ছেদ ১৪]; (ঝ) “আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা—রাষ্ট্রের দায়িত্ব”? [অনুচ্ছেদ ১৭ (গ)]; (ঞ) “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী”? [অনুচ্ছেদ ২৭]; (ট) দেশে যে ২ কোটি বিঘা খাসজমি-জলা আছে তা কৃষি বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র নারী-পুরুষেরই ন্যায্য হিস্যা? [অনুচ্ছেদ ১৬]।

এসব সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার সম্পর্কে যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে—নিঃসন্দেহে সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে—ওই দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন কীভাবে ঘটতে পারে? কোন প্রক্রিয়ায়? এ দেশে সরকারিভাবে গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন নীতি-কৌশল পঞ্চবার্ষিকী দলিলে কথা অনেক আছে তবে এসব কথা নেই।

এতকিছুর পরও এ বিশ্বাস অমূলক হবে না যে এ দেশে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক ৩ কোটি ৪০ লক্ষ নারীর অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তা ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবায়নে একমাত্র পথ হলো ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা—যে প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক অগ্রাধিকার হিসেবে ওই ৩ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর (যে সংখ্যা ক্রমবর্ধমান) সাংবিধানিক অধিকার ও ন্যায়-অধিকারসংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন (conscientization) বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজটি যার-তার কাজ নয়। এ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে শুধু এ দেশের মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ধারণকারী সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব—অন্য কেউ নয়, অন্য কোনোভাবে নয়। বিষয়টি শেষবিচারে রাজনৈতিক এবং কাঠামো-পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট।

## অধ্যায় ৫

### “আদিবাসী মানুষ”: অ-জনগণ-এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ

“আদিবাসী মানুষ”—অ-জনগণ-এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। ইতিহাসে কখনও এসব মানুষকে ‘মানুষ’ হিসেবেই গণ্য করা হয়নি। অনেকেই হয়তো বা বলবেন আদিবাসী মানুষদের শুধু অ-জনগণ বলেই তো হলো, তারা ‘মানুষ’ কী—এ প্রশ্ন করাটা ‘সুন্দর’ হলো কি? বিষয়টা আসলে ‘সুন্দর’-‘অসুন্দর’-এর নয়, বিষয়টি ঐতিহাসিক নির্মোহ সত্য-অসত্যের।

আদিবাসী মানুষ যে শুধু অ-জনগণই নয়, মনুষ্য সত্তাবিশিষ্টও নয়—এর পেছনে কমপক্ষে তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম কারণ, পৃথিবীর সর্বত্রই সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ—উর্বরজমি-জলা-জঙ্গল-প্রাণবৈচিত্র্য-কয়লা-গ্যাস-খনিজসম্পদ—এর মালিক ভৌগোলিকভাবেই আদিবাসী মানুষ। আর এসব সম্পদ জোরপূর্বক দখলে নিতে হত্যা-খুন-ধর্ষণসহ এমন কোনো গণহত্যা এবং/অথবা সমাজাতীয় কোনো কিছুই নেই যা করা হয়নি (এখনও হচ্ছে)। দ্বিতীয় কারণ, আদিবাসী মানুষকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজভূমে পরবাসী করা হয়েছে বংশপরম্পরা। বিভিন্ন কায়দা-কৌশল পদ্ধতিতে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ-উৎখাত করে পরবাসী করা হয়েছে। লুট-জবরদখল করা হয়েছে তাদের উর্বর জমি, সোনাদানা, খনিজসম্পদ, জলাধার, বন-জঙ্গল—সবকিছু। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, ধর্ম, এমনকি রোগের জীবাণু। তৃতীয় কারণ, এমনকি দেশ স্বাধীন হবার পরও আদিবাসী মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

#### ৫.১. আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণ: বিশ্বজুড়ে দুর্বলের সম্পদে সবলের নিরন্তর জোরজবরদস্তি

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালন পদ্ধতিটাই এমন যে একদিকে ভৌগোলিকভাবেই তাদের বসবাসের এলাকা জলজসম্পদ, বনসম্পদ ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ আর অন্যদিকে তারা সবসময় ওইসব সম্পদ লালন করে এসেছে—কখনও তা বিনষ্ট করেনি, অন্য কেউ করলে তা প্রতিহত করেছে। আর “অন্য-বহিঃস্থ” (“others”-“externals”) অনাদিবাসীরা সম্পদ কুম্ফিত করা এবং ক্ষমতা-শক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আদিবাসীদের ওইসব সম্পদ লুট করেছে—প্রয়োজনে তাদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং খুন-হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এসবই হলো নির্মোহ ইতিহাস। আদিবাসী মানুষকে অ-জনগণের এই বিচিত্র ইতিহাস সংক্ষেপে নিম্নরূপে:

- ক) ইংরেজ-প্রভাবিত এলাকায় অর্থাৎ “অ্যাংলো স্ফেয়ার” (Anglosphere) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অ-জনগণে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থেকে যারা ওইসব দেশ দখল করেছে, তারা কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শাসন করেনি (‘rule’ অর্থে), শাসনের

চেষ্টাও করেনি। তারা আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বসতি-বন জঙ্গল সব দখল করে আদিবাসীদের খেদিয়ে দিয়েছে, উচ্ছেদ করেছে, নির্বংশ করেছে, খুন-হত্যা করেছে। আর আদিবাসী মানুষদের মধ্যে যারা জীবন বাঁচাতে চেয়েছে, তারা গভীর বন-জঙ্গলে পালিয়ে থেকেছে (দেখুন, Chomsky and Vltchek 2013: 4)।

- খ) ক্রিস্টোফার কলম্বাস যে সময়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সমুদ্রপথে পশ্চিম গোলার্ধে হাজির হন<sup>১</sup> সমসাময়িককালে ওই গোলার্ধের জনসংখ্যা ছিল ৮-১০ কোটি, যাদের ছিল উন্নত সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর ইত্যাদি। পশ্চিম গোলার্ধের ওই ৮-১০ কোটি মানুষের অধিকাংশই ছিলেন আদিবাসী মানুষ, উপজাতি এবং স্থানীয় বাসিন্দা (indigenous peoples, tribes and natives)। এর কিছুকাল পরে ওই মানুষদের ৯৫ শতাংশই হারিয়ে যায় (disappeared অর্থে)। এখন থেকে পাঁচশত বছর আগে কলম্বাস যখন আমেরিকায় পৌঁছান, তখন এখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১ কোটি, কিন্তু ১৯৯০ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় তাদের জনসংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষ (দেখুন, Chomsky and Vltchek 2013: 2)।
- গ) ১৯১০ সালের দিকে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড-২ তার উপনিবেশিক শাসনামলে আফ্রিকার কঙ্গোতে গণহত্যা সংঘটিত করেন। কঙ্গোতে ১ কোটি মানুষ গণহত্যার শিকার হন, যাদের অধিকাংশই আদিবাসী মানুষ। বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজ দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি মানুষ আফ্রিকাতে খুন করেছে।
- ঘ) ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসকেরা কোথাও কোথাও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করেছিল। যেমনটি ঘটানো হয়েছিল গ্লেনাডা দ্বীপে। যাদের তারা হত্যা করতে পারেনি তাদের অধিকাংশই পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল (দেখুন, Chomsky and Vltchek 2013: 18)।
- ঙ) জার্মান ঔপনিবেশিক শাসকেরা আফ্রিকার নামিবিয়াতে হেরেটো উপজাতি মানুষদের অধিকাংশকেই হত্যা করেছিল (দেখুন, Chomsky and Vltchek 2013: 5)।
- চ) আফ্রিকার রুয়ান্ডা ও উগান্ডাতে হুটু ও টুটসি উপজাতির ১ কোটি মানুষ গণহত্যার শিকার হন। এদের সবাই-ই আদিবাসী, উপজাতি এবং স্থানীয় বাসিন্দা। আর এসব গণহত্যার

১ বলা হয়ে থাকে যে কলম্বাস ১২ অক্টোবর ১৪৯২ সালে আমেরিকা (এখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) “আবিষ্কার” করেন। কলম্বাস আসলে কিছুই “আবিষ্কার” করেননি। কারণ যে এলাকা ভৌগোলিকভাবেই অস্তিত্বমান তা ‘আবিষ্কার’ করা যায় না। কলম্বাসকে স্পেনের রাণিমাতা এশিয়া তথা ভারতবর্ষে আসা-যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম সহজতম সমুদ্রপথ খুঁজতে অর্থায়ন করেছিল। সমুদ্রপথে ঘুরতে ঘুরতে কলম্বাস ভারতবর্ষে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি পৌঁছেছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার এখনকার ডোমিনিকান রিপাবলিক অঞ্চলে। ওখানে পৌঁছে তিনি যেসব মানুষের দেখা পেলেন, তাদের চেহারা কালো বা তামাটে নয়—লাল, যে কারণেই তিনি বললেন “Red Indian” (লাল ইন্ডিয়ান)। আর তার ধারণার ভারতবর্ষের ধনদৌলত স্পেনের রাণিমাতাকে দেখানোর জন্য সাথে নিয়ে গেলেন সোনাদানা, স্থানীয় পাখি এবং ছোট গাছগাছালি-তৃণলতা (plants)। সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ খুঁজতে গিয়ে কলম্বাস পৌঁছালেন ল্যাটিন আমেরিকার এখনকার ডোমিনিকান রিপাবলিক অঞ্চলে; দেখলেন আদিবাসী মানুষদের (যাদের নাম দিলেন “রেড ইন্ডিয়ান”)। আমেরিকা এখন ঘটা করে “কলম্বাস দিবস” উদ্‌যাপন করে। ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন-ইতিহাস রচয়িতারা ‘কলম্বাস দিবস’ পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (দেখুন, Howard Zin, 2009. A People’s History of the United States of America)।

মূলে ছিল পশ্চিমাদের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ (দেখুন, Chomsky and Vltchek 2013: 7)।

- ছ) “সাহারাও” আদিবাসী মানুষেরা আফ্রিকার পশ্চিম সাহারার অধিবাসী। তারা আফ্রিকার সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক উপনিবেশ। এসব মানুষকে উপনিবেশমুক্ত অবস্থায় দেখভালের দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘের। ১৯৭৫ সালে যখন সাহারাও আদিবাসী মানুষের অঞ্চলকে উপনিবেশমুক্ত ঘোষণা করা হলো, ঠিক তখনই উপনিবেশকারী ফ্রান্সের দোসর রাষ্ট্র মরক্কোকে লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম সাহারার স্বাধীন সরকারের পতন ঘটানো হয়। এরপর মরক্কো-আদিবাসী সাহারাও অঞ্চলে মরক্কোর নাগরিকদের আমদানি করে (এ হলো “জনমিতিক ইঞ্জিনিয়ারিং”, যা আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও ঘটেছে)। এসব করা হয় এ জন্য যে যদি কখনও গণভোট বা রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয় (যেটা জাতিসংঘ দাবি করে আসছিল) তাহলে যেন সাহারাও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মরক্কোর বিজয় নিশ্চিত হয়।
- জ) মালয়েশিয়ার বর্নিয়োতে আদিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠী জঙ্গল নিধনকারী কাঠ ব্যবসায়ীদের ক্যাম্প এ যুক্তিতে পুড়িয়ে দেয় যে ওইসব ব্যবসায়ী জঙ্গল-কাঠ আর পাম তেলের শিল্প প্রসারণে আদিবাসীদের এলাকা নিশ্চিহ্ন করছে (ঘটনাটি ২০০৭-এর এপ্রিল মাসে) (দেখুন, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Vocies 2007)।
- ঝ) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা তাদের যেসব জমি-জলা দাবি করছেন সেখান থেকে দু-তিন দশক আগে তাদের উচ্ছেদ করে সেখানে জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে (দেখুন, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Vocies 2007)।
- ঞ) ইন্দোনেশিয়ায় আছে পৃথিবীর প্রায় ১০ শতাংশ বন সম্পদ, যার উপর আনুমানিক ৩ কোটি আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। আদিবাসী মানুষ অধ্যুষিত ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের মধ্যে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টরই কাঠ-কোম্পানির দখলে, আর বাদবাকি “বাণিজ্যিক প্লানটেশনের” প্রক্রিয়াভুক্ত (দেখুন, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Vocies 2007)।
- ট) পূর্ব আফ্রিকা এবং কঙ্গো বেসিন-অঞ্চলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টি করে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ উচ্ছেদ এবং তাদের জীবিকা অনিশ্চিত করা হয়েছে (দেখুন, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Vocies 2007)।
- ঠ) হন্ডুরাসের গারিফুন আদিবাসী গোষ্ঠীকে কয়েক দশক ধরে তাদের বসবাস-অঞ্চলের সার্বজনীন জমি-জমা থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে এসব অঞ্চলে খনি, তেল উত্তোলন এবং পাম তেল চাষ করা হচ্ছে। আর ইদানীং এসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপকূলীয় সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং মেগা প্রকল্প হিসেবে “মডেল শহর” নির্মাণ করা হচ্ছে (Grant 2015: 123)।

- ড) দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলের ইকুয়েডর অংশে অনেক আদিবাসী ও উপজাতির বসবাস, যাদের মধ্যে অন্যতম আচুয়ার, জাপারোস্, কিচুওয়া, শুয়ার, হুয়াত্তরানি, শিওয়ান। মার্কিন সেনাবাহিনীর সমর্থনে মার্কিন বহুজাতিক তেল কোম্পানিরা এসব অঞ্চলে নির্বিচার তেল উত্তোলন করে একই সাথে আমাজন জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য এবং আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করছে (দেখুন, Perkins 2006: xvi-xvii)। আর এসব কারণেই আমাজনের আদিবাসী-মানুষের অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা বলছেন, “আমরা এখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা দেখেছি তোমাদের সেনাসমর্থিত তেল কোম্পানি হুয়াত্তরানি আদিবাসী-উপজাতিদের কীভাবে নির্মূল করেছে” (দেখুন, Kane 1995)।
- ঢ) আদিবাসী মানুষের প্রথাগত জ্ঞানসম্পদও (traditional knowledge) চুরি করে তা উচ্চ-মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক লক্ষ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিবাসী মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে অর্জিত তাদের মূল্যবান জ্ঞানসমূহ থেকে বিচিহ্ন করে আরো বেশি বেশি অ-জনগণকৃত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শত শত উদাহরণের দু’টো উদাহরণ এ রকম: (১) দক্ষিণ আফ্রিকার সান জনগোষ্ঠী হোদিয়া নামক একটি গাছের রস পান করেন যখন তারা দীর্ঘদিনের জন্য পশুশিকারে জঙ্গলে যান। হোদিয়া গাছের এই রস ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণে ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল (CSIR: South African Council for Scientific and Industrial Research) এটা প্যাটেন্ট করে। প্যাটেন্টটি পরে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হয়, যা তারা “Slimming pill” (শরীর চিকন/পাতলা হওয়ার বড়ি) বানাতে ব্যবহার করে। সান জনগোষ্ঠী এসব জানার পর সংগঠিত হয়ে CSIR-এর বিরুদ্ধে এ মর্মে মামলার হুমকি দেয় যে তাদের অর্জিত প্রথাগত জ্ঞানসম্পদ চুরি করে ব্যবসা করা হচ্ছে। পরে মামলার দু’পক্ষ এ মর্মে সমঝোতায় এসেছে যে ওষুধ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মুনাফার একাংশ সান জনগোষ্ঠী পাবেন। (২) ব্রাজিলের আদিবাসী মানুষেরা “ব্যাঙের বিষ” (frog poison) থেকে একধরনের বেদনানাশক বড়ি বানায়, যা মরফিনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি এটা চুরি করে ইতিমধ্যে ২০টিরও বেশি প্যাটেন্ট করে ফেলেছে (দেখুন, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Vocies 2007; Barkat 2016b: 31-32)।

## ৫.২. বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণ: জমি-জলা-জঙ্গল থেকে বিচিহ্নকরণ

বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার রাষ্ট্র নয়। এতকাল সরকারি হিসেবমতে এ দেশে জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) ৩২টি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। আর এখন, এই ২০২১ সালের জনশুমারি বলছে দেশের, মোট জনসংখ্যার (১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬) সর্বোচ্চ ১% (১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯ জন) হলেন ৫০টি জাতিসত্তার (“আদিবাসী” বলা হয়নি) মোট জনসংখ্যা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে তারা “আদিবাসী মানুষ” হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নন। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট বিচিহ্নতা নিরন্তর চলমান।

আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ওই ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণযোগ্য। অন্যের দ্বারা এদের ভূ-সম্পত্তির জবরদখল যথেষ্ট বিস্তৃত। সমতলের সাঁওতালদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে জোর তালে চলে। সাঁওতালদের ৭২ শতাংশ এখন ভূমিহীন। আর পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের অবস্থা আরও খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর আমদানি করা সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫ শতাংশ, আর এখন তা মাত্র ৪৭ শতাংশ। পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (১৯৯৭ সালে) তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তিচুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কোনো ভূমি কমিশন নেই। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিতে আমরা আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা-সমাজ-অর্থনীতি-মূল্যবোধ-সংস্কৃতি-সম্পদ নিয়ে ভাবতে ব্যর্থ হয়েছি। উন্নয়নের যেকোনো মানদণ্ডেই—পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে—এ দেশের আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্য-বিচ্ছিন্নতার শিকার। হরণ করা হয়েছে আদিবাসী মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, ন্যায় অধিকার, জন্মগত অধিকার, ঐতিহ্যগত অধিকার, প্রথাগত অধিকার, সামাজিক অধিকার ও গোষ্ঠীগত অধিকার। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এ অধিকারহরণসহ বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার মাত্রা ও গভীরতা বাড়তেই থাকবে। দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার যত রূপ আছে সবই আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য, যা উত্তরোত্তর তীব্রতর হবে।

আদিবাসী মানুষের ক্রমবর্ধমান অধিকার হরণ ও উদ্ভূত বহুমাত্রিক দারিদ্র্য, বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উৎসে আছে পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক সিস্টেম গঠনের প্রাথমিক কালপর্বে একধরনের কেন্দ্র-প্রান্ত (centre-periphery) সম্পর্ক, যেখানে মুক্তবাজার কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে ‘প্রান্তকে’ শোষণ করে এবং ওই শোষণে অগ্রাধিকার পায় দুর্বল প্রান্ত।<sup>২</sup> আদিবাসী মানুষ ওই প্রান্তের দুর্বলতম মানুষ। অতএব বিভিন্ন উপায়ে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি জবরদখল পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম। এ প্রক্রিয়ায় প্রান্ত প্রান্তস্থতর হবে—এটা স্বাভাবিক। তবে তা একই সাথে এক মারাত্মক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। কারণ এ জন্য শেষপর্যন্ত সমগ্র সমাজকেই অনেক বেশি বিরূপ মূল্য দিতে হবে। বিষয়টি মূলত কাঠামোগত (structural অর্থে)।

বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, “জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক” [অনুচ্ছেদ ৭(১)]। কিন্তু আদিবাসী মানুষ কি “জনগণ”? ইতিহাস নিরীক্ষণে এমন প্রশ্ন করা সম্ভবত অমূলক হবে না—আদিবাসী মানুষ কি মানুষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন? সংবিধান অনুযায়ী এর পরের মৌলিক কথাটি হলো “নাগরিক যেই হোক না কেন—তার/তাদের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না”—এ কথা আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য? অর্থাৎ সোজা কথা হলো বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠী অথবা ধর্মগোষ্ঠী অথবা নৃগোষ্ঠী যদি বংশপরম্পরা খাদ্যবঞ্চনা, বাসস্থানবঞ্চনা, শিক্ষাবঞ্চনা, স্বাস্থ্যবঞ্চনা,

২ এ বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণসহ তত্ত্বকাঠামো প্রসঙ্গে দেখুন, Barkat, Abul (2016b), “Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh”.



বস্ত্রবধুনা, সুযোগবধুনা, সম্পত্তির অধিকারবধুনা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য রক্ষা না করতে পারার বধুনা, নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট-বধুনা নিয়ে জীবন চালাতে বাধ্য হন—সেক্ষেত্রে এ-কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে ওই গোষ্ঠীসমূহের জীবন পরিচালন সংবিধানের বিধি মোতাবেক চলছে না। এত গেল সাংবিধানিক ‘হালকা ধারা’র কথা। এর চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সংবিধানের ৬ (১)-এর “নাগরিকত্ব” সংশ্লিষ্ট ধারার প্রথমাংশ, যেখানে বলা হচ্ছে “বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী...বলিয়া পরিচিত হইবেন”। চাকমা, মারমা, লারমা, সাঁওতাল, গারোসহ কমপক্ষে ৪৯টি আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর মানুষ কীভাবে কোন যুক্তিতে জাতি হিসেবে “বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন”? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর যৌক্তিক কারণেই থাকার কথা নয়।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভাষায় এসব বধুনার প্রধান কারণ হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এক ধরনের কেন্দ্র-প্রান্ত (centre-periphery) সম্পর্ক যেখানে কেন্দ্র প্রান্তকে অধিকতর প্রান্তস্থ করার জন্য নিরন্তর কাজ করে-শোষণ করে; যা বৈষম্য বৃদ্ধির রূপমাত্র। অথবা কেন্দ্রের উন্নয়ন গতি হবে প্রান্তের চেয়ে অধিক হারে-অধিক দ্রুত। এসবই ঘটে থাকে পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক সিস্টেম গঠনের প্রাথমিক কালপর্বে প্রধানত দুর্বল জনগোষ্ঠীর সম্পদ জোরদখল-বেদখল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ও হুদা, ১৯৮৮)। এক্ষেত্রে মানব-কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে উন্নয়নের সাংবিধানিক মর্মার্থ যাতে ওই সকল গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত ও প্রতিপালিত হয় তা নিশ্চিত করা। আর বিষয়টি যদি এমন হয় যে বধুনার প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে বধুনা-বৈষম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করা। আর ওই বধুনাপ্রক্রিয়া যদি রাষ্ট্রসৃষ্ট ও রাষ্ট্র পরিতোষিত হয়—তাহলে কি ভাবব? বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়, তবে তা মারাত্মক এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ।

এ দেশে আদিবাসী<sup>৩</sup> জনগোষ্ঠী—পাহাড়ের এবং সমতলের—এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে উল্লিখিত বধুনা-বৈষম্য-বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়াটির শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের সময়, যখন অমুসলিমদের অনেকেই দেশান্তরিত হতে বাধ্য হন, আর আদিবাসীদের (বিশেষত সমতলের) অনেকেই দেশান্তরিত হতে বাধ্য হলেন। পরবর্তীতে চলমান এ প্রক্রিয়ার গতি বেড়েছে ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। অর্থাৎ প্রক্রিয়ার শুরু আজ থেকে ৭৫ বছর আগে, যা গত ৬০ বছরে প্রকট হয়েছে। আর এ প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কারণ হলো কেন্দ্রের নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার দর্শন। পাহাড়ি আদিবাসী-পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বলা চলে ১৯৫০-এর দশক থেকে যখন পার্বত্য আদিবাসী মানুষের সবচেয়ে উর্বর এক-তৃতীয়াংশ কৃষিভূমি বিনষ্ট করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলো, আর সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আনুমানিক একই সময় থেকে তাদের সার্বজনীন-সামাজিক-প্রথাগত মালিকানাধীন জমি-

৩ ইদানীং এদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অথবা উপজাতি বলা হচ্ছে। এ নিয়েও বিতর্ক আছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণে এ গোষ্ঠীকে “আদিবাসী” বলার পক্ষে। বিতর্ক আছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ে। আমার হিসেবে এসব গোষ্ঠীর সংখ্যা কমপক্ষে ৪৮টি। সরকারি হিসেবে এ দেশে মোট আদিবাসী ২০১৫ সালে (২০১১-এর আদমশুমারি প্রক্ষেপণ করে) হতে পারে বড়জোর ২০ লক্ষ, অথচ আমার হিসেবে ওই সংখ্যা ৪০ লক্ষের কম নয়। সরকারি হিসেবেই আমাদের দেশে আদিবাসী মানুষের জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এ বছর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত “জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২” অনুযায়ী দেশে মোট ৫০টি জাতিসত্তার (আদিবাসী বলা হয়নি) মোট জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯ জন।

জলা-জঙ্গল বেদখলের মাধ্যমে। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষের বধুনা-বৈষম্য প্রকটতর হওয়ার ইতিহাস কমপক্ষে ৬০ বছর। সেইসাথে পাহাড়ি-পার্বত্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ-বধুনার দৃষ্টিকটু নতুন এক রূপ দেখা গেছে মধ্য ১৯৭০-এর দশক থেকে—যখন থেকে পরিকল্পিতভাবে “পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং”-এর আওতায় “ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং” প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য—সংখ্যাগুরু আদিবাসী মানুষকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরের মাধ্যমে আদিবাসী মানুষের জীবন-সম্পদ জমি-জলা-জঙ্গল-এর উপর তাদের জন্মগত, প্রথাগত ও ঐতিহাসিক অধিকার চিরস্থায়ীভাবে হরণ করা। একই প্রক্রিয়া সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে—তবে রূপটি একটু ভিন্ন। সারার্থ অভিন্ন।

প্রচলিত “উন্নয়ন” ধারণার নিরিখে আদিবাসী মানুষ অ-জনগণ। উন্নয়ন বলতে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞে “বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ” (inclusion of excluded) বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এ-প্রক্রিয়া আমার মতে, আসলে কখনো শুরুই হয়নি। ‘উন্নয়ন’ বলতে যদি সাংবিধানিক-অধিকার (constitutional rights) নিশ্চিত করা বোঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ন্যায়-অধিকার (justiciable rights) প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বোঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি জাতিগত উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়ার কার্যকর রোধ বোঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের প্রতি সম্মান বোঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে বৈষম্য-বধুনা হ্রাস প্রক্রিয়া বোঝায়—সেক্ষেত্রে এ-কথা নির্দিধায় বলা যায় যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে এখনো পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যকর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এবং আমার ধারণা সেটা সচেতনভাবেই করা হয়েছে। কারণ মুক্তবাজারে কেন্দ্রের স্বার্থে প্রান্তকে প্রান্তস্থ করে জিইয়ে রাখা দরকার; মুক্তবাজার দরিদ্রবান্ধব হয় না, হয় না তা প্রান্তস্থ মানবকল্যাণমুখী; মুক্তবাজার—বৈষম্য-বধুনা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে—আর এসব কারণেই অসমতা-বৈষম্যের জন্য সমাজকে অনেক বিরূপ মূল্য দিতে হয়।<sup>৫</sup>

আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার ২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিন বদলের সনদ “রূপকল্প ২০২১”-এর পক্ষে জনগণের অকুণ্ঠ সম্মতি-সমর্থন নিয়ে ‘মানবিক উন্নয়ন’ বিনির্মাণে পূর্ণ ম্যাণ্ডেট পেয়েছিল। একই সরকার ২০১৪ সালে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের সুস্পষ্ট রায় হলো—মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র; ২০২১-এর বাংলাদেশ হবে স্বল্প-বৈষম্যের মধ্য আয়ের দেশ; ২০২১-এর বাংলাদেশ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মানুষের বাংলাদেশ (যাকে বলে ‘ডিজিটাল’ বাংলাদেশ)। এ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে দেশের সকল বধিগত-দূর্দশাগ্রস্ত-দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর

৪ এর ফল শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এমন যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে একসময়ের সংখ্যালঘুরা এখন সংখ্যাগুরু হবার কারণে ভোট দিয়ে বিভিন্ন স্তরে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন। আমার ধারণা ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তত্ত্বটি যাদের মাথা থেকে এসেছিল তারা অন্যান্য অভিঘাতের সাথে সাথে অন্যায় এ বিষয়টিও ভেবেছিলেন (দূরদর্শী বটে!!!)।

৫ বিষয়টির সুদূরপ্রসারী সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য দেখুন, Stiglitz, 2013. The Price of Inequality. নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূলত যা বলেছেন তা এ রকম: বাজার অর্থনীতি যেভাবে কাজ করার কথা ছিল তা পারেনি—বাজার অর্থনীতি ফলপ্রদও (efficiency অর্থে) নয় স্থিতিশীলও (stable অর্থে) নয়; রাজনৈতিক সিস্টেম বাজারের ব্যর্থতাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম মূলত অন্যায়; সমাজে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য একই সাথে রাজনৈতিক সিস্টেমের কারণ ও পরিণাম; এবং ওই বৈষম্যই অর্থনৈতিক সিস্টেমের অস্থিতিশীলতার (instability অর্থে) কারণ, যেটাই আবার বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ—এভাবেই বাজার অর্থনীতিতে এক দৃষ্টচক্র কাজ করে চলেছে।



প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, তাদের সাংবিধানিক ও ন্যায়, অধিকার নিশ্চিত করাসহ উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় তাদের পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা জরুরি।

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন) আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী ইশতেহার পেশ করেছিল এবং একই দল ২০১৪ সালের যে নির্বাচনী ইশতেহার পেশ করে, সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বিষয়টি জরুরি হিসেবেই স্বীকৃত [ইশতেহার ২০০৮, অনুচ্ছেদ ১৮.১, ১৮.২; এবং ইশতেহার ২০১৪, অনুচ্ছেদ ২২.১, ২২.২]। এ-বিষয়ে নির্বাচনী ইশতেহারদ্বয়ে স্পষ্ট যা উল্লেখ ছিল তা সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, যে ক্ষমতাসীন সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক কিছুই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবে ২০০৮-এ যাদের আদিবাসী বলা হয়েছে ২০১৪-তে তাদেরই (ক্ষুদ্র) নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং উপজাতি বলা হচ্ছে। এ পরিবর্তন নেহায়েত সংজ্ঞাগত কিনা তা নিয়ে ভাবনা অযৌক্তিক হবে না।

আসলে আদিবাসী মানুষ—পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে নিরন্তর বস্বিত। পার্বত্য হোক আর সমতল হোক—আদিবাসী মানুষ মানুষ হিসেবে উন্নয়নের কোনো মানদণ্ডেই ভালো নেই। জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের মালিকানা বা অভিগম্যতা (সামাজিক, প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত)—এ-মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের হয়েছে অধোগতি। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় শাসন—কোনো কিছুতেই তাদের এখনো মূলধারায়<sup>৬</sup> অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি; করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে (০২ ডিসেম্বর) ‘শান্তিচুক্তি’ খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ২৫ বছর পরেও এখনও পর্যন্ত পার্বত্য আদিবাসী মানুষের মধ্যে বঞ্চনা-বৈষম্য-হাসকারী জনকল্যাণকামী কোনো স্থায়ী উন্নয়নের সুলক্ষণ প্রতিভাত হয়নি।

আদিবাসী মানুষ—মানুষ হিসেবে কেমন আছেন এ-নিয়ে সরকারিভাবে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এমনকি এ দেশে মোট কতটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা কত এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন মানদণ্ডে তারা কে কেমন আছেন—এসব বিষয়ে সরকারিভাবে প্রকাশিত গ্রহণযোগ্য তেমন কোনো তথ্য নেই। তবে নির্মোহ গবেষণা বলছে—আদিবাসী মানুষ ভালো নেই। উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের নিরিখে দেশের মানুষের গড় অবস্থার তুলনায় আদিবাসী মানুষের গড় অবস্থা অনেক খারাপ। শুধু তা-ই নয়—উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে এমনকি নিম্নগামী প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে পাহাড়ের ও সমতলের আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণালব্ধ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা যেতে পারে<sup>৭</sup>। তথ্যসহ বিশ্লেষণসমূহ নিম্নরূপ:

৬ অবশ্য ‘মূলধারা’ যে কি তা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। মূলধারা যদি জনকল্যাণকামী হয়, তাহলে এককথা; আর যদি তা জোসেফ স্টিগলিজের ধারণার বৈষম্য সৃষ্টিকারী-অসমতা পুনরুৎপাদনকারী মুক্তবাজার হয়, তাহলে কথা হবে ভিন্ন। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াটি হয়ে যাবে কেন্দ্রকে শক্তির করার জন্য প্রান্তকে প্রান্ততর করা। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এ বিষয়টি নিয়ে সমাজচিন্তকদের আরো গভীর ভাবনার সুযোগ আছে।

৭ মূল তথ্য উৎসসমূহ নিম্নরূপ: Barkat, Abul (2016b), Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh; Barkat, Abul. et al. (2009b). Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts, CHTDF; Barkat. et al. (2009a). Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh; Barkat. et al. (2010). Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

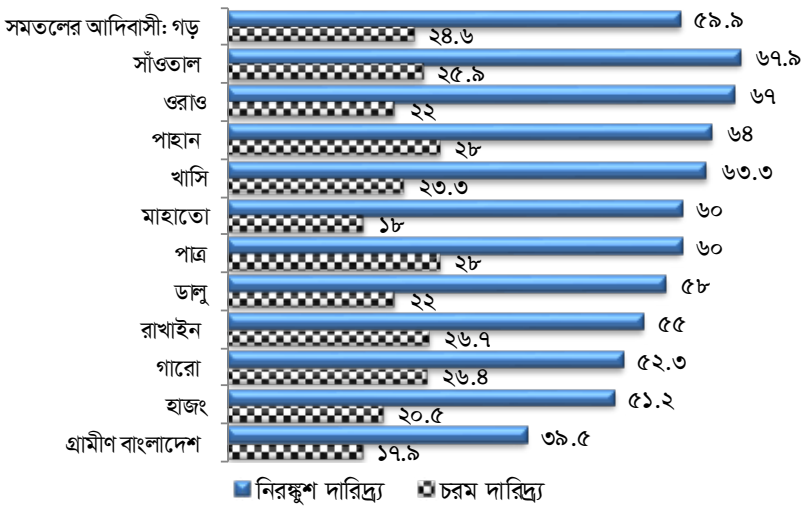
সারণি ১: ২০০৮ ও ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী মানুষের উন্নয়নসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি

২০০৮-এর নির্বাচনী ইশতেহার	২০১৪-এর নির্বাচনী ইশতেহার
<p>অনুচ্ছেদ ১৮.১:</p> <p>ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।</p>	<p>অনুচ্ছেদ ২২.১:</p> <p>সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতিদের অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ধর্মীয় ও নৃ-জাতিসত্তাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দৃঢ়ভাবে সমন্বিত থাকবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষা করা হবে। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।</p>
<p>অনুচ্ছেদ ১৮.২:</p> <p>পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাভাবিক সংরক্ষণ ও তাদের সুখম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।</p>	<p>অনুচ্ছেদ ২২.২:</p> <p>পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অবশিষ্ট অঙ্গীকার ও ধারাসমূহ বাস্তবায়িত করা হবে। পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে এবং তিন পার্বত্য জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণ করে তোলা হবে। এই তিন জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। [২২.১ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে “সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে আওয়ামী লীগ ‘৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।]</p>

১. সমগ্র বাংলাদেশে যখন নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের (absolute poverty) হার ৪৪ শতাংশ (গ্রন্থকার কর্তৃক “বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০” এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত; সরাসরি ক্যালারি পরিভোগ পদ্ধতি), তখন একই সময়ে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ; আর সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের

এ-হার কয়েকটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনকি ৭০ শতাংশ অথবা তারচে’ বেশি— যাদের মধ্যে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই, চাক, খিয়াং, পানখুয়া এবং বম; আর সমতলের সাঁওতাল, ওরাও এবং পাহান। আর চরম দারিদ্র্যের (hardcore poverty) হার সমগ্র বাংলাদেশে যখন ২২ শতাংশ তখন তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ এবং সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ। চরম দারিদ্র্য হারের নিরিখে সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে পাহান (২৮ শতাংশ), পাত্র (২৮ শতাংশ), রাখাইন (২৬.৭ শতাংশ), গারো (২৬.৪ শতাংশ), এবং সাঁওতাল (২৫.১ শতাংশ) (লেখচিত্র ১)। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যই হোক আর চরম দারিদ্র্যই হোক—কোনোটাই কমছে না আদিবাসী মানুষের। এ তো শুধু খাদ্য পরিভোগের মাপকাঠির দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের অন্যান্য রূপ হিসেবে নিলে অবস্থা হবে আরো বিপর্যয়কর।

লেখচিত্র ১: সমতলের আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার, ২০০৯ (%)



উৎস: Barkat. et al. (2009a), পৃ. ২৬৫

- পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি ও ভূমি মালিকানার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, যা কোনো অর্থেই আদিবাসী মানুষের স্বার্থানুকূল নয়। যেমন ত্রিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) পার্বত্য পাড়ার (গ্রামের) নিয়ন্ত্রণাধীন (পাড়া কর্তৃক ব্যবহারকৃত) ভূমির পরিমাণ কমেছে ৫১ শতাংশ। একই সময়ে মোট জমিতে পাহাড়ি জুম চাষের জমির অংশ ১৯৭৮-এর ৭৩ শতাংশ থেকে কমে ২০০৯-এ দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশে। আর একই সময়ে লাঙ্গল চাষের জমি বেড়েছে ১০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে। জমির মালিকানা ধরনে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো সামাজিক (প্রথাগত/ঐতিহ্যগত) মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তর : গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) সামাজিক

(প্রথাগত/ঐতিহ্যগত) মালিকানার আওতায় জমি মালিকানা কমেছে ৮৩ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে, আর তার বিপরীতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি বেড়েছে ১৭ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে। অর্থাৎ কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কের আওতায় মুক্তবাজার গ্রাস করেছে আদিবাসীদের ভূ-সম্পত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি গ্রাসের সর্বশেষ চিত্র দেখি এখন বহুজাতিক কোম্পানির তামাক চাষে।

৩. গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত জুম চাষের পরিমাণ দিন দিন কমেছে আর বেড়েছে বাণিজ্যিক চাষাবাদ। প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ গত ৩০ বছরে যে হারে কমেছে সেই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বাণিজ্যিক চাষাবাদ। তামাক এবং রাবার চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বাড়ছে। বাণিজ্যিক চাষাবাদের কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি হ্রাসের সাথে সাথে প্রকৃতিতে লালিত বিভিন্ন প্রজাতির গাছগাছালি-পশুপাখিসহ জীববৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুক্তবাজারের অধীন বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুধু আদিবাসী মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করছে না, তা বিনষ্ট করছে হাজার বছরের জীববৈচিত্র্য যা আদৌ নবায়নযোগ্য নয়।
৪. জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের মালিকানা ও অভিগম্যতাসংশ্লিষ্ট মানব উন্নয়নবিরোধী এসব পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে সম-স্বার্থবাদী নানা পক্ষ—বন বিভাগ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বসতি গড়ে তোলা বাঙালি অভিবাসী, রোহিঙ্গা ও শান্তি বাহিনী সকলেই এই প্রক্রিয়ায় জড়িত। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিসংক্রান্ত জটিলতা বহুমাত্রিক হয়ে পড়েছে। জমি ইজারা (লিজ) দেয়ার প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জমি ইজারা দেয়ার কারণে ব্যাপকসংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি হারানোর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে ভূমি হারানোর কারণে বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা। লক্ষণীয় যে, আদিবাসীদের সাথে আদি বাঙালিদের জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধ খুব একটা নেই বললেই চলে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদি বাঙালিরা বসতি স্থাপনকারী আমদানিকৃত বাঙালি অভিবাসীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের দ্বারা জমি দখল ছাড়াও সরকারি বন বিভাগের ব্যাপক হারে জমি অধিগ্রহণ পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। জীবনধারণের একমাত্র উপায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আদিবাসীরা এখন নিজভূমে পরবাসী। এর ফলে আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির অধোগতি ঘটেছে।
৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) আদিবাসীদের ২২ শতাংশ খানা অন্তত একবার ভূমিচ্যুত অথবা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। খানাপ্রতি গড় ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ১১৫ ডেসিমেল। আর বেদখলকারীদের ৮২ শতাংশই অনাদিবাসী বাঙালি। অর্থাৎ ‘পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর আওতায় ‘ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং’ বেশ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) মোট ৩৮ শতাংশ আদিবাসী খানা কমপক্ষে একবার তাদের স্থায়ী ঠিকানা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের আগে ১৩ শতাংশ খানার কমপক্ষে ১ জন সদস্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময়ের জন্য বাড়ি থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির এ এক অভূতপূর্ব অসভ্য উদাহরণ।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৭ শতাংশ খানা ভূমিহীন (জমির রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তি মালিকানা অর্থে। এ ছাড়াও আছে ঐতিহ্যগত-প্রথাগত মালিকানা, এবং সার্বজনীন মালিকানা অধিকার)। আর

সমতলের আদিবাসীদের ৬৯ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন। সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে যাদের ভূমিহীনতার মাত্রা অত্যুচ্চ তাদের অন্যতম পাত্র (৯২ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন), পাহান (৮৫ শতাংশ), সাঁওতাল (৭৫ শতাংশ) (দেখুন সারণি ২)। ভূমিভিত্তিক জীবনকেন্দ্রিক জনসংখ্যার এত বড় অংশ ভূমিহীন রেখে জীবন-সমৃদ্ধির বিবেচনা অমূলক।

৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের ৬২ শতাংশই “ডেমোগ্রাফিক ও পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং”-এর মাধ্যমে গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছেন। পার্বত্য আদিবাসী মানুষকে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরের এ এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যাকে অভিবাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতির “কালো অধ্যায়” বলা চলে।

সারণি ২: কার্যত ভূমিহীন ও নিজস্ব বাস্তুভিটাইন সমতল আদিবাসী খানা

সমতল আদিবাসী গ্রুপ	কার্যত ভূমিহীন* খানা (%)	নিজস্ব বাস্তুভিটাইন খানা (%)
গারো	৬৬.৭	৫৭.০
হাজং	৬৫.০	৫৬.৬
ওরাও	৫৬.০	৫৬.১
রাখাইন	৬৬.৭	৫৫.৪
ডালু	৬০.০	৫৪.২
খাসি	১২.০**	৪৬.৩
পাত্র	৯২.০	৪৮.৪
পাহান	৮৫.০	৫১.৯
মাহাতো	২৫.০	৫১.৩
সাঁওতাল	৭৫.০	৫১.৩
মোট (গড়)	৬৮.৮	৫৪.৫

উৎস: Barkat. et al. (2009a), পৃ. ২৮০-২৯১।

\* “কার্যত ভূমিহীন” খানা হলো সেই খানা যার ভিটের জমির বাইরে নিজস্ব মালিকানায কোনো জমি নেই অথবা সর্বোচ্চ ৫০ ডেসিমেল পর্যন্ত জমি আছে।

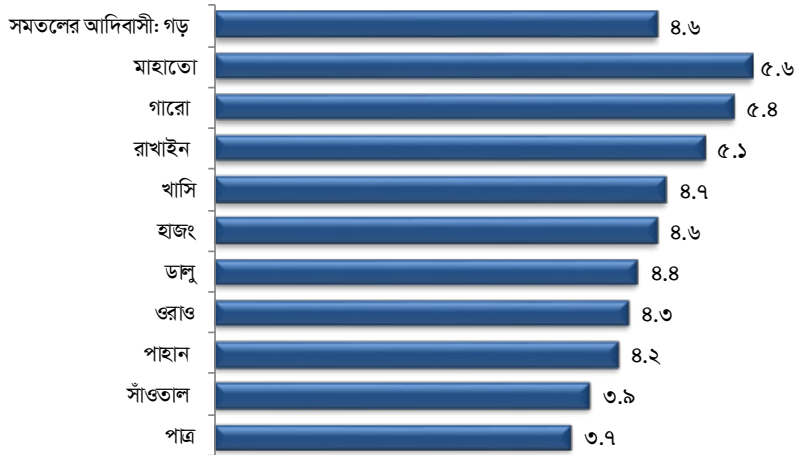
\*\* খাসি আদিবাসী খানার মালিকানাধীন ভূমির গড় পরিমাণ ২১৯ শতাংশ। এ থেকে বাস্তুভিটার পরিমাণ বাদ দিলে কার্যত ভূমিহীন খাসি আদিবাসী মানুষের খানা হবে শতকরা ১২ ভাগ। খাসি আদিবাসী খানার ভূমি মালিকানার তুলনামূলক আধিক্যের কারণে খাসিদের বসবাস এলাকার পাহাড়ি ভৌগোলিক প্রকৃতি। অবশ্য ওইসব পাহাড়ি এলাকায় বাংলাদেশের সমতল এলাকার চেয়ে জমির ব্যবহারিক মূল্য অনেক কম।

৯. গত ত্রিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে আদিবাসী মানুষ যারা ত্রিশ বছর আগে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এখন আর সংখ্যার হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেই (জোর তালে এ পরিবর্তন শুরু হয়েছে ১৯৭৯ সাল থেকে মূল ভূমি থেকে “জনসংখ্যা স্থানান্তর” এর কারণে)—হয়েছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ; আর অন্যদিকে

আদমশুমারির গণনাতে আদিবাসী মানুষদের অনেককেই গণনার আওতায় না আনার কারণে গণনাকৃত প্রকাশিত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে কম। মানুষের অ-জনগণকরণের নিরিখে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। গবেষণায় দেখা যায় যে ২০০১ এর আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ৪ হাজার ৪২৬টি পাড়ার (গ্রাম) মধ্যে ৩১.৩ শতাংশ পাড়ায় জনসংখ্যা গণনাই করা হয়নি। বাদ পড়া পাড়ার জনসংখ্যা গণনা হলে ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা হতো ২৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৪৮, যা আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৪০১। অর্থাৎ আদমশুমারির গণনাকৃত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার তুলনায় ৪৪ শতাংশ কম। সুতরাং এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার তুলনায় হিসেবে অনেক কম দেখানো হয়েছে। এটা আদিবাসী মানুষ নিয়ে ডেমোগ্রাফিক পলিটিকস-এর নিকৃষ্ট রূপ, যা মুক্তবাজারের কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কে প্রান্তকে প্রান্তস্থতর করার অন্যতম পদ্ধতিও বটে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামের মতোই সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনাসূচক (deprivation index) অত্যুচ্চ। এ বঞ্চনাসূচক মান যাদের মধ্যে অতি উচ্চ তাদের অন্যতম হলো পাত্র, সাঁওতাল, পাহান, ওরাও, ডালু, হাজং এবং খাসি (লেখচিত্র ২)। এ অত্যুচ্চ মাত্রার বঞ্চনাসূচক যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তা হলো বঞ্চনার প্রতিটি সূচকেই আদিবাসীদের অবস্থা খারাপ।
১১. সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে শুধু ভূমিহীনতাই নয় নিজস্ব মালিকানায় বাস্তুভিটাহীন খানার তুলনামূলক সংখ্যাও অনেক। সমতলের আদিবাসীদের প্রায় ৫৫ শতাংশ খানার নিজস্ব মালিকানায় বাস্তুভিটা নেই। এ হার যাদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি তাদের অন্যতম গারো (৫৭ শতাংশ), হাজং (৫৬.৬ শতাংশ), ওরাও (৫৬.১ শতাংশ), রাখাইন (৫৫.৪ শতাংশ) এবং ডালু (৫৪.২ শতাংশ) (সারণি ২ দেখুন)।

লেখচিত্র ২: সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনা সূচক \*  
(স্কেল ০-৮, ০ = সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, ৮ = সবচেয়ে কম বঞ্চিত)





\* সূচক নির্ধারণের মানদণ্ডসমূহ: একই কক্ষে পাঁচ বা ততোধিক মানুষ বাস করেন না; খানার সকল সদস্যদের রাতে ঘুমানোর ঢৌকি আছে; খানায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে; তথ্যের উৎসের প্রতি (রেডিও, টিভি, পত্রিকা) খানার অভিজ্ঞতা আছে; খানার সকল সদস্য সারা বছর তিনবেলা খাবার খান; ৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শিশুরা স্কুলে যায়; সকল শিশু সকল টিকা পেয়েছে; খানার সব সদস্য নিয়মিত আর্সেনিক মুক্ত খাবার পানি খাচ্ছেন।

১২. সমতলের ১০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী গত ত্রিশ বছরে মোট ভূমি হারিয়েছেন (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজ ভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ) ৬ লক্ষ ৭ হাজার বিঘা, যার বর্তমান বাজারমূল্য হবে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা। আদিবাসী মানুষ ভূমি হারালেন—পেল কে? এসব ভূমির ৯০ শতাংশই বেদখল করেছে অনাদিবাসী জোরদখলকারী বাঙালিরা, আবার তাদের সংখ্যাও বেশি নয়। এরা হলেন মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈষম্য সৃষ্টিকারী এজেন্ট-রেন্টসিকার যারা অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বাহক শ্রেণিভুক্ত।

তাহলে যা দাঁড়ালো তা হলো এ রকম যে বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার রাষ্ট্র নয়। সর্বশেষ সরকারি “জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২” অনুযায়ী এ-দেশে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শতাংশ মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) অর্থাৎ ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ মানুষের দেশে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ ৫০টি বিভিন্ন “জাতিসত্তার” মানুষ (এদের আদিবাসী বলা হয়নি)। আর আমার হিসেবে ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ মানুষের এ দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা হবে আনুমানিক ৫০ লক্ষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ আর সুনির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠী সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৫০টি।<sup>৮</sup> কিন্তু আরো গুরুতর বিষয় হলো—দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে “আদিবাসী মানুষ” হিসেবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। আর এ কথাও সত্য যে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে “এক-শতাংশ-মানসিকতা” (আদিবাসী স্বার্থবিরোধী মানসিকতা) বেশ প্রবল। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের ভূমি-বনসংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা ও সংস্কার প্রশ্নে এ কথা স্বীকার করা উচিত যে তাদের ভূমি-বন মালিকানা বিশেষত “সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার” (common property rights) অনিশ্চিত ও নিরন্তর লঙ্ঘিত। আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ওই ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের ভূমি-অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণযোগ্য। অন্যের দ্বারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূ-সম্পত্তির জবরদখল যথেষ্ট বিস্তৃত।

আদিবাসী মানুষ—পাহাড় সমতলনির্বিশেষে—বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে ভূমি ও বন থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণসংশ্লিষ্ট এসবের বেশকিছু কারণ-প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। যদিও বিভিন্ন কারণে সময়ভিত্তিক উচ্ছেদের হিসেবপত্র দেয়া দুষ্কর। তারপরেও সঙ্গত কারণে আরো একবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। এসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে: প্রথমে ১৯৪৭ সালে দেশান্তর, তারপরে অনেকবার, যেমন ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় (মূলত সমতল আদিবাসী অঞ্চলে) জোরপূর্বক দেশান্তরের কারণে ভেঙে পড়া অর্থনীতি; ১৯৫০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই হ্রদ নির্মাণ; ১৯৬৪-র পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কার শত্রুসম্পত্তি আইন, যা পরবর্তীতে অর্পিতসম্পত্তি আইন খ্যাত; তারপর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে দেশান্তর এবং

৮ এসব হিসেবপত্রের পদ্ধতিগত বিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul (2016b), Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh.

পরবর্তীতে আরো অনেকবার জোরপূর্বক দেশান্তর ও ভূ-সম্পত্তি দখল; ১৯৭৫ পরবর্তী (যদি আগেও ছিল) পরিকল্পিত “ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং” বা পপুলেশন ট্রান্সফার; ভূমিদস্যুচক্রের জাল দলিল; ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ; ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ও ব্যবহৃত ভূমিকে আদিবাসীদের সম্মতি ব্যতিরেকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণাসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাস হিসেবে ঘোষণা; আদিবাসীদের মতামত না নিয়েই আদিবাসী জমি-বনে জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক ও অবকাশকেন্দ্র নির্মাণ এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্প ঘোষণা; উচ্ছেদ নোটিশ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি; জমিজমাসংক্রান্ত আইনকানুন, খাজনা, খারিজ ইত্যাদি সম্পর্কে আদিবাসী মানুষের অজ্ঞতা; প্রজাসত্ত্ব আইন বাস্তবায়ন না হওয়া; জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট ভূমি-অফিসে আদিবাসী কর্মকর্তা না থাকা; সরকারি ভূমি অফিসের বহুমাত্রিক দুর্নীতি এবং আদিবাসী মানুষবিরোধী মনোভাব; ভূমি জরিপে দুর্নীতি, ঘুষ না দিলে জমি খাসকরণ; আইনের আশ্রয় না পাওয়া, এমনকি মামলায় জয় হলেও জমির দখল না পাওয়া; ভূমি মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নিঃশ্বয় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।<sup>৯</sup>

সমতলের আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে অনেক জোর তালে চলে। গত চার দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল, আর সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যায় আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫ শতাংশ, আর এখন তা মাত্র ৪৭ শতাংশ। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তিচুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কার্যকর কোনো ভূমি কমিশন থেকেও নেই বললেই চলে। কমিশনের মূল কাজ হবার কথা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির; কিন্তু কমিশন জোর দিচ্ছে ভূমি জরিপের ওপর। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

প্রান্তিকতা (marginalization অর্থে) ও বিচ্ছিন্নতার (alienation অর্থে) যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে বিভিন্ন রূপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। আর এসবে সরকার-রাষ্ট্র কখনও প্রভাবক কখনও নির্বিকার। এসবই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আদিবাসী মানুষের অ-জনগণকরণ নির্দেশ করে।

জমি-জলা-জঙ্গল থেকে আদিবাসী মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়লে বিপর্যয় অনিবার্য—এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায়। আদিবাসী মানুষের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এক কথায় “নিরন্তর বধুণা-বৈষম্য-বিচ্ছিন্নতার রাজনৈতিক অর্থনীতি”, “নিরন্তর অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি”।

পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের জন্মগত অধিকার, ঐতিহ্যগত অধিকার, সামাজিক অধিকার, গোষ্ঠীগত অধিকার ও ন্যায় অধিকার হরণ করা হয়েছে। এ হরণের মূলে আছে মুক্তবাজার দর্শন যা দরিদ্রবান্ধব নয়, যা আদিবাসীবান্ধব নয়। এ অধিকার হরণ—রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানবপ্রগতির যেকোনো মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি

৯ বিস্তারিত দেখুন: বারকাত (২০১৫, ২০১৬ক); Barkat (2014c, 2016b); Barkat. et al. (2000, 2001, 2009b, 2010, 2015); Barkat and Roy (2004); Raihan, et al. (2009); Adnan (2004); Adnan and Dastidar (2011).



নিশ্চিত করা যায়নি। আদিবাসী মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার। নিরন্তর এ বিচ্ছিন্নতা আদিবাসী মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাস-অনাস্থা-বিদ্বেষ-ঘণাবোধ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে ও করছে। পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লক্ষ্যে এ অধিকার হরণ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পদ্ধতিগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংসহ যা-কিছু মনুষ্য অধিকার হরণের মাধ্যম হতে পারে সব কিছুই। পার্বত্য-সমতলনির্বিশেষে আদিবাসী মানুষের জীবন নিয়ে এ দেশে যা হয়েছে তা সাধারণ কোনো ঐতিহাসিক বিচ্যুতি নয়—তা মনুষ্যসৃষ্ট ঐতিহাসিক বিপর্যয়। দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল ভূমি সমস্যা সমাধানে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (“শান্তিচুক্তি”) নিঃসন্দেহে আশাজাগানিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি। এ চুক্তির মূল চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জীবনসমৃদ্ধি ঘটানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবার কথা ছিল। এ প্রক্রিয়া বিগত ২৫ বছরে তেমন ত্বরান্বিত হয়নি। আর সমতলের আদিবাসীরা নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার। এসব লক্ষণ শুভ নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গেছে যে এ ধরনের ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে ২০-২৫ বছরের মধ্যেই আবারো প্রাক-চুক্তি পর্যায়ের বিপর্যয় পুনরাবৃত্ত হয় এবং ক্ষতিমাত্রা প্রাক-চুক্তি পর্যায়ের চেয়ে বেশি হয়। ইতিহাসের এ সত্য বিবেচনায় রেখে সকল পক্ষকে চুক্তির মূল চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এগোনোই সর্বোত্তম পথ। অন্য কোনো বিকল্প খোঁজার অবকাশ নেই। বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। দায়িত্বটা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। তবে সে রাষ্ট্রটিকে হতে হবে অ-জনগণ মানুষকে জনগণ-এ উত্তরণ-রূপান্তরের দৃশ্যমান নিঃশর্ত রূপ। রাষ্ট্রকে হতে হবে আদিবাসীবান্ধব।

## অধ্যায় ৬

### কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—অ-জনগণ কেন?

#### ৬.১. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—কেন?

বাংলাদেশ—সমৃদ্ধ এক দেশ, তবে এখানে জনসমৃদ্ধি ঘটেনি। বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ, কারণ এখানে বাংলা বর্ণমালার ‘৪ জ’ আছে: ১ম ‘জ’ = জমি, ২য় ‘জ’ = জলা, ৩য় ‘জ’ = জঙ্গল (বন), ৪র্থ ‘জ’ = জন-মানুষ। প্রতিটি ‘জ’-ই প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশে জমি-জলা-জঙ্গল এর সাথে জন-মানুষ এর সম্পর্কের সমীকরণে একটা বড় মাপের সমস্যা আছে। সমস্যাটি হলো—যে জন-মানুষ জমি চাষ করে (কৃষক) সম্পদ সৃষ্টি করেন (ফসল উৎপাদন করেন), তিনি ওই জমির মালিক নন; যে জন-মানুষ জলায় শ্রম দিয়ে (জেলে) সম্পদ সৃষ্টি করেন (মাছ উৎপাদন করেন), তিনি ওই জলার মালিক নন; আর যে জন-মানুষ জঙ্গলে-বনে শ্রম দিয়ে (প্রধানত আদিবাসী মানুষ) সম্পদ সৃষ্টি করেন (বন সৃষ্টি ও সুরক্ষা করেন), তিনি ওই বনের মালিক নন—এসবই বাংলাদেশের অনুন্নয়নের গোড়ার কথা। আর অনুন্নয়নের গোড়ার কথার এসব মানুষ যতদিন জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা ও সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঞ্চিত থাকবেন ততদিনই তারা অ-জনগণ হিসেবেই রয়ে যাবেন।

কৃষি ও গ্রামই আসলে আমাদের ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবন-জীবিকার প্রাণকেন্দ্র। আমাদের জীবন-পরিচয়ে কৃষির গুরুত্ব অস্বীকার করেন— এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। তবে কৃষি-কৃষক সবচেয়ে বেশি অবহেলিত খাত। কৃষি-কৃষক নিয়ে বক্তৃতা হয় বেশি, কাজ হয় কম।

#### ৬.২. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—ধারণাগত বিষয়াদি

“কৃষি-ভূমি-জলা” (সংস্কারসহ) নিয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসনে কয়েকটি ধারণাগত বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, ‘ভূমি’ (land) বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো জমি- কৃষি ও অকৃষি, জলা (waterbodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ ‘ভূমি’ মানে শুধু কৃষিজমি নয়; ‘ভূমি’ মানে কৃষিজমি, অকৃষিজমি, জলা-জঙ্গল-বন (অর্থাৎ উপরোল্লিখিত প্রথম ‘৩ জ’)। দ্বিতীয়ত, সহজবোধ্যতার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে ‘কৃষি সংস্কার’ (agrarian reform) বোঝাতে শুধু ‘ভূমি সংস্কার’ “land reform” ধারণাটি ব্যবহার করেছি; যদিও ‘কৃষি সংস্কার’ এবং ‘ভূমি সংস্কার’ এককথা নয়। ‘ভূমি সংস্কার’ হলো ‘কৃষি সংস্কারের’ অধীনস্থ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তৃতীয়ত, “কৃষি সংস্কারের” বিষয়টি যেহেতু ‘শ্রেণিনিরপেক্ষ’ (class neutral) নয়, সেহেতু সম্পূর্ণ বিষয়টিকে শ্রেণিস্বার্থী (class interest) বিষয় হিসেবে দেখেছি। চতুর্থত, কৃষি সংস্কারের বিষয়কে অনেকেই খণ্ডিতভাবে (fragmented অর্থে) এবং কামরাভুক্তভাবে (compartmentalized অর্থে) দেখেন, যা জ্ঞানতত্ত্বের (epistemologically অর্থে) নিরিখে ভ্রান্ত। আর সে কারণেই আমরা বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক (holistic অর্থে) প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখেছি।

### ৬.৩. কৃষি সংস্কার কেন-কীভাবে নন্ব ইস্যু হয়ে গেল?

আমাদের দেশে রাজনৈতিক-অর্থনীতির একাডেমিক সাহিত্যে কৃষি সংস্কার নিয়ে ১৯৭০ দশক অবধি বেশকিছু গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ অবধি তেমন কেউই অস্বীকার করেননি যে আমাদের দেশের উন্নয়নে কৃষি সংস্কার শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, তা অত্যাবশ্যিকও বটে। কিন্তু ১৯৭০-এর শেষ আর ১৯৮০-এর শুরুর দিকে যখন গোলকায়ন বা বিশ্বায়ন-এর (globalization) ওপর অতিমাত্রায় জোর দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হতে থাকল ‘বিশ্বায়নের সুযোগ নিলে এগিয়ে যাবে, আর না নিতে পারলে বিপদে পড়বে’, ‘বিশ্বায়নই সর্বরোগের দাওয়াই’; যখন একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থায় ভাঙ্গন দেখা দিল এবং পৃথিবী বৈশ্বিক পুঁজিবাদের আধিপত্যে আবারো একমেরুর দিকে অগ্রসর হলো এবং বলা শুরু হলো যে পৃথিবীতে মতাদর্শের প্রশ্ন এখন থেকে গুরুত্বহীন (end of ideology); যখন থেকে বলা শুরু হলো যে পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং টেকসই—‘পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজারকে কাজ করতে দাও’, “অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা (regulatory role) কমিয়ে শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রকে এমন জায়গায় নিয়ে যাও, যখন রাষ্ট্রেরই আর তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না—রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করা” (state as mere nightguard); একই সময়ে যখন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের একচ্ছত্র ফর্দ হিসেবে বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদের সক্রিয়তম এজেন্ট—বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ ‘ধনী’ (!) দেশসমূহের দাতা সংস্থারা নয়া-উদারবাদী উন্নয়ন মতাদর্শ (neo-liberal development ideology) মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করতে থাকল—যার মর্মার্থ হলো ‘সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও’, ‘সবকিছু উদারীকরণ ও মুক্তকরণ করো’, ‘বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধি-বিধান মেনে চলো’ (যেসব বিধি-বিধান ধনী দেশের স্বার্থে বিনির্মিত)—তখন থেকেই বলা চলে কৃষি ও কৃষক ভাবনাটি অর্থনীতিবিদদের জন্য হয়ে দাঁড়ালো একদমই ‘নন্ব ইস্যু’ আর রাজনীতিবিদদের জন্য একান্তই ‘ভোটের ইস্যু’। এ অবস্থায় যেসব অর্থনীতিবিদ আর সামাজিক বিজ্ঞানী এতদিন উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংস্কারের কথা বলতেন, তারা বলা শুরু করলেন—পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এখন কৃষি ও কৃষক ভাবনা অবাস্তব; এসব নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তারা বলা শুরু করলেন—‘Hands not Land’, বলা শুরু করলেন—‘বাণিজ্য করো, আরো বাণিজ্য করো—বাণিজ্যে বেসাতি’। আসলে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎস্-এর আয় ও সম্পদ বন্টনের “Trickle down theory” (অর্থাৎ মুখে ঘাম হলে তা শরীরের নিচের দিকে প্রবাহিত হয়) তত্ত্ব যখন ভুল প্রমাণিত হলো এবং বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক আমাদের উন্নয়নের ফর্দ হিসেবে যখন এই তত্ত্ব ১৯৬০-এর দশকেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গেল; তারপরেও কৃষি সংস্কার-এর প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার মর্মার্থ হলো একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রেণি বিশ্লেষণের নিয়ামক গুরুত্ব অস্বীকার করা; আর অন্যদিকে উন্নয়ন-চিত্তাজগতে একে বলা চলে তেমনই একধরনের কম্প্রোমাইজ, যার নিহিতার্থ এককথায় ‘মহাবুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতিসম’ (great intellectual fraud)।<sup>১</sup>

১ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনবিধি বিশ্লেষণে যারা ‘বেল কার্ড’ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে যুক্তরাষ্ট্রের ‘এমআইটি’ বিশ্ববিদ্যালয়ের “অনিশ্চয়তা বিভাগ”—এর অধ্যাপক নিকোলাস তাগেল বলেছেন যে ওই পদ্ধতি ব্যবহারে তারা বড় ধরনের বিচ্যুতিসমূহ (large deviations) অবজ্ঞা করেন—ফলে তাদের বিশ্লেষণ ফল যা হয়, তা হলো “বাস্তবতাবিবর্জিত” মূল্যহীন (close to nothing)। এসব সামাজিক বিজ্ঞানীর নাম দেয়া যেতে পারে “GIF”;

আসলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নটি প্রচলিত রাষ্ট্র, সরকার এবং তাদের বশংবৎ সরকারি-আধাসরকারি অর্থনীতিবিদ এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক বিজ্ঞানীদের পছন্দের বিষয় নয়। এ বিষয়ে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনা এবং তা প্রকাশে অনেকেই ভয় পান। অনেকে এমনও বলেন যে, “বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারে হাত দেবার অর্থ সচেতনভাবে আঙুনে হাত দেয়া”। আসলে এই ভীতির গভীরে যে স্বার্থ কাজ করছে, তার নিহিতার্থ এ রকম: আমরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। আর সে লক্ষ্যে চার স্তম্ভবিশিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের কথা বলেছিলাম, যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্যতম করণীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে কৃষিবিপ্লবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল [দেখুন ১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৮(১), ১০, ১৬]। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো পথে পরিচালিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্তায়িত হয় অর্থনীতি, যা রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা (effective demand for criminalization of politics) বৃদ্ধি করে। এসবের ফলে তথাকথিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোর অধীন সত্তা হিসেবে আমাদের দেশে বিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতির মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এমন একধরনের কাঠামো যে কাঠামো উৎপাদনশীল পুঁজি বিকাশে সহায়ক নয়। সৃষ্টি হয় অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাউ-খাওয়া শ্রেণি, মহাদুর্নীতিবাজ, মানুষের ওপর অত্যাচারকারী, ফাটকাবাজ গোষ্ঠী— এককথায় যাদের নাম ‘রেন্ট-সিকার’। আর সমগ্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটাই এখন এমন এক সমস্বার্থের ত্রিভুজাকৃতির রূপ নিয়েছে, যেখানে ত্রিভুজের উপরের বাহুতে আছে ওই রেন্ট সিকার-লুটেরা গোষ্ঠী; আর নিচের দুই বাহুর একদিকে আছে রাষ্ট্র ও সরকার আর অন্য (তৃতীয়) বাহুতে আছে রাজনীতি। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি এখন রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর অনুগত, অধীন, দাস সত্তা বলা চলে।

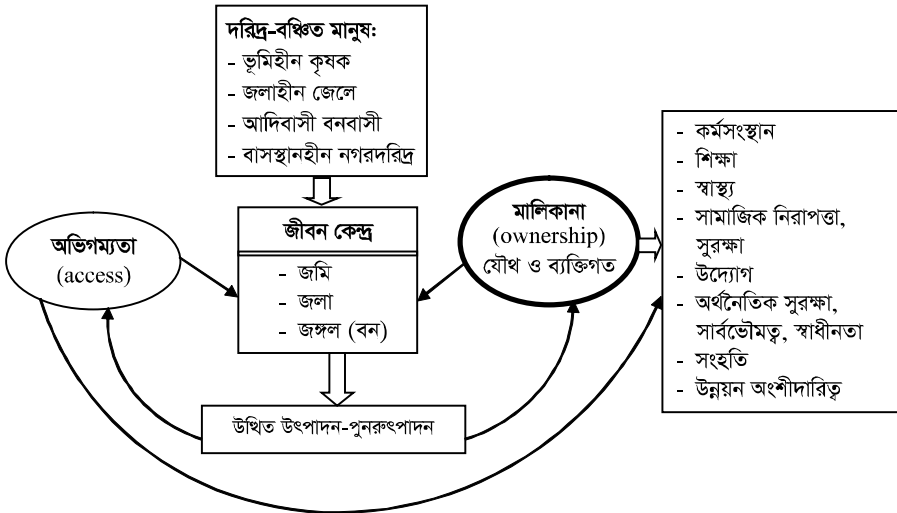
আমাদের দেশে ‘রেন্টসিকিং’ পদ্ধতির সরব উপস্থিতির কাঠামোগত অর্থ হলো এ রকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থসম্পদ হাতড়ে নেবেন, কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবেন না—কীভাবে কী হয়ে গেল! এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র আর্থসামাজিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে “For the 1%, Of the 1%, By the 1%”। এ অবস্থায় কৃষি-কৃষক ভাবনাসহ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সেক্ষেত্রে ‘রেন্টসিকিং’ কাঠামো-উদ্ভূত সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে যাবে, অথবা তা মহাবিপদে পড়বে; ‘রেন্ট-সিকার’দের অধীনস্থ রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি তা হতে দিতে পারে না। আর তাদেরই অধীনস্থ অর্থনীতিশাস্ত্রীকসহ সামাজিক বিজ্ঞানের পণ্ডিতরাও তা হতে দেবেন না; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাবেন—এটা ই যৌক্তিক। এ শুধু পাণ্ডিত্যহীনতাই নয়—এটা জ্ঞানজগতে এক মহা-আপোসকামিতার মহাবিপদতূল্য; এটা অর্থনীতির পণ্ডিতদের জনগণবিরোধী অবস্থান নির্দেশ করে।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সমগ্রক বিষয়, দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। কৃষি সংস্কার-এর মর্মার্থ হলো কৃষিতে এমন ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদনসম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষিতে শ্রেণিসম্পর্ক কাঠামোর

পরিবর্তন ঘটে। আর ভূমি সংস্কার (land reform অর্থে) হলো ওই কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষ্ণ। ভূমি সংস্কারকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্ধের কৃষি সংস্কার।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রকৃত কৃষক, প্রকৃত জেলে, প্রকৃত বনবাসী মানুষ—এরা সবাই যেকোনো অর্থেই দরিদ্র, বঞ্চিত, বৈষম্য-অসমতার শিকার। আর এ দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা দূর করে তাদের ‘উন্নয়ন’ ও জীবনসমৃদ্ধির লক্ষ্যে এখন অনেকেই বলতে চান যে জমি-জলা-জঙ্গলে তাদের মালিকানার (ownership) চেয়ে অভিজম্যতার (access) বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ হলো ‘hard issue’ এড়িয়ে ‘soft issue’-তে অধিক গুরুত্ব দেয়া। আর আসলে এসব হলো প্রকৃত সমাধানের পথ এড়িয়ে যাবার শ্রেণিস্বার্থীয় কৌশলমাত্র। আসলে যে কথা একটু আগেই বলেছি সেটাই সঠিক—জমি-জলা-জঙ্গলে দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের মালিকানাই (যৌথ ও ব্যক্তিগত) পারে তাদের জন্য প্রকৃত অর্ধের উন্নয়নসহ জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে। কারণ জীবনসমৃদ্ধির নির্ণায়ক সম্পদে অভিজম্যতা নয় (যদিও অভিজম্যতা গুরুত্বহীন নয়), সম্পদে মালিকানা। মালিকানায় হতে পারে তাদের জীবনকেন্দ্র এবং জীবন সমৃদ্ধির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন শক্তি (লেখচিত্র ৩ দেখুন)।

লেখচিত্র ৩: কৃষিতে (জমি-জলা-জঙ্গলে) দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পথরেখা



উৎস: বারকাত, আবুল (২০১৬ক), বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পৃ. ৩৩।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বিগত চার দশকের ‘উন্নয়নে’ ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরও জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করেছে সবচেয়ে ক্ষমতাবাহী ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ (ক্ষমতায় যে-ই থাকুক না কেন, এরাই চালকের আসনে থাকে, যাদের আমরা রেন্ট-সিকার বা লুটেরা নামে আখ্যায়িত করেছি); অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করেছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। শেষোক্ত এসব মানুষ প্রান্তিক, বহিঃস্থ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষ। অথচ আমাদের সংবিধান বলছে

“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ” (অনুচ্ছেদ ৭.১)। আমাদের দেশের চলমান দারিদ্র্য, আর ভূমিহীন, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা এবং অভিজাত্যাসংশ্লিষ্ট বাধাসমূহ তথা কৃষি-কৃষক ভাবনাসহ কৃষি সংস্কার চলমান আর্থরাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। কাঠামোটিই এমন, যা কৃষি-ভূমি-জলা উখিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন করে (লেখচিত্র ৪-এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে)। অন্যভাবে বলা যায় যে কাঠামোটিই এমন যেখানে সংশ্লিষ্ট মানুষের অ-জনগণ প্রক্রিয়াটিই উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হতে থাকে।

লেখচিত্র ৪: ‘রেন্টসিকিং’ সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে ভূমি-উখিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম

ক্ষেত্র	পরিণাম/অভিঘাত
<ul style="list-style-type: none"> <li>• খাস জমি ও জলা</li> <li>• চরের জমি-জলা</li> <li>• অর্পিত জমি-সম্পত্তি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়)</li> <li>• আদিবাসী মানুষের জমি-বন সম্পত্তি</li> <li>• জলাসম্পদে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকারহীনতা</li> <li>• চিংড়ি চাষজনিত প্রান্তিকতা</li> <li>• জমি-সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারহীনতা</li> <li>• ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ-মামলা</li> <li>• ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ জমিতে বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব</li> <li>• ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্রটি-দুর্নীতি</li> <li>• দরিদ্রবিরোধী আইনকানুন ও আইনি প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থাহীনতা</li> <li>• নারীবিরোধী ভূ-সম্পত্তির মালিকানা আইন/উত্তরাধিকার আইন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন: নিঃস্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন</li> <li>• ভূমি-জল-বনদস্যুতা বৃদ্ধি</li> <li>• ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা</li> <li>• ক্রমবর্ধমান বৈষম্য</li> <li>• ক্রমবর্ধমান বহিঃস্থকরণ-প্রান্তিকতা: গ্রাম থেকে শহরে “গলাধাক্কা অভিবাসন”</li> <li>• শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি-প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি: নগরায়ণ নয় বস্ত্রায়ণ</li> <li>• জলসম্পদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস</li> <li>• নারীর ক্ষমতায়নে বাধা</li> <li>• ভূমিকেন্দ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি</li> <li>• ভূমিকেন্দ্রিক মামলা-মোকদ্দমায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়</li> <li>• কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস</li> <li>• মঙ্গা-ক্ষুধা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ</li> <li>• সামাজিক পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা</li> </ul>

উৎস: বারকাত, আবুল (২০১৬ক), বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পৃ. ৩৫।

কৃষি-ভূমি-জলা উখিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-মেরুপকরণ নিরসনসহ দরিদ্র মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্কার অপরিহার্য। এ বিষয়ে সংস্কারবিরোধীদের যুক্তি প্রধানত দ্বিবিধ; তাদের মতে (১) বণ্টনযোগ্য পরিমাণ জমি-জলা বাংলাদেশে নেই, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমি-মানুষ এবং জলা-মানুষ অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে, এবং (২) সংস্কার—শ্রেণিসংঘর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করবে। সংস্কারবিরোধীদের কেউ কেউ সংস্কারের অভিঘাত হিসেবে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার কথাও বলে ফেলেন; কেউ কেউ আবার “ভূমির কেন্দ্রিকতা”

(centrality of land) অস্বীকার করে উৎপাদনের উপায়ের ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মালিকানা-অভিগম্যতার (ownership-access) পরিবর্তে উন্নয়নে ইনপুট সরবরাহকে (যেমন ক্ষুদ্র ঋণ) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কৃষি সংস্কারবিরোধী এসব যুক্তির ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত, সাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি যদি বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি উচ্ছেদে সহায়ক হয়—সেক্ষেত্রে এই অস্থিরতা অকাম্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, যুক্তিগতভাবেই কৃষি সংস্কার ন্যায়াবিচারিক এবং সাংবিধানিক (অনুচ্ছেদ ১৬ “বৈষম্য দূরীকরণে কৃষি বিপ্লব”, অনুচ্ছেদ ১৯(১)(২), “সুযোগের সমতা”, “সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য নিরসনে...সম্পদের সুষম বণ্টন” ইত্যাদি); সেই সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি।

### ৬.৪. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “অ-জনগণকরণ”—নির্দেশক ও ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর, যার মধ্যে ৬০ শতাংশ কৃষিজমি। ১ কোটি ৬০ লক্ষ একর জমি (৪৩%) ব্যক্তিমালিকানাধীন। বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ একর জমি মামলাধীন এবং ভূমিসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এখন বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ। প্রায় ১ কোটি একর জমি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়। চিহ্নিত খাস জমি (কৃষি ও অকৃষিসহ চরের জমি) ও খাস জলার মোট পরিমাণ ৫০ লক্ষ একর সেইসাথে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে সরকারের জিম্মায় আছে ২৬ লক্ষ একর; আর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১০ লক্ষ একর (সারণি ৩ দেখুন)।

সারণি ৩: বাংলাদেশে ভূমির ধরনভেদে ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

ভূমির বিবরণ	পরিমাণ
মোট জমি (লক্ষ একর)	৩৭৪
জনসংখ্যা (২০১১-এর আদমশুমারির ভিত্তিতে ২০২০; কোটি)	১৭
খানা (২০১১-এর আদমশুমারির ভিত্তিতে ২০২০; কোটি)	৪.১৬
কৃষির অধীন জমি (লক্ষ একর)	২২২
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন (গ্রাম-শহরে, বিবাদপূর্ণ, অশনাক্ত খাস, বনাঞ্চল) (লক্ষ একর)	২১০
সরকারি ব্যবহারে জমি (রেল, বন্দর, সড়ক, অফিস, শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবাখাত) (লক্ষ একর)	১০০
খাস জমি ও জলা (লক্ষ একর)	৫০
– কৃষি খাস জমি	১২
– অকৃষি খাস জমি	২৬
– খাস জলা (উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ)	১২
শত্রু/অর্পিত জমি (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লক্ষ একর)	২৬
পরিত্যক্ত (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লক্ষ একর)	১০

উৎস: বারকাত, আবুল (২০১৬ক), বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পৃ. ৩৭। ২০২০ সালের তথ্যাদি গ্রন্থকার কর্তৃক প্রক্ষেপিত।



দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বন্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়, জমি-জলায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায়্য ভোগদখল স্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক দুর্নীতি, ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ—এসবই এ দেশে কৃষি সংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়।

গত চার দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ; ঘটেছে ভূমি মালিকানার পুঞ্জীভবন। আবির্ভূত হয়েছে এক ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু গোষ্ঠী।<sup>২</sup> আর এসব দস্যু ‘রেন্ট-সিকার’রাই আবার দুর্ভাগ্যিত আর্থরাজনৈতিক রাষ্ট্রিক কাঠামোতে প্রবল প্রতিপত্তিশালীই শুধু নয়, তারা এখন ওই কাঠামোর নিয়ন্ত্রক। আর বড় পর্দায় দেখলে এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে এসব রেন্ট-সিকার দেশের বড় রেন্ট-সিকারদেরই প্রতিনিধি যারা আবার বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীনস্থ সত্তা।

সমাজদেহের এই লয়-ক্ষয়ে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে তথাকথিত নগরায়ণ (urbanization), যা আসলে বস্তিয়ায়ন (slumization) অথবা নগরজীবনের গ্রামায়ন। ‘urbanization’ অর্থে প্রকৃত নগরায়ণ হলো আনুপাতিক হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু পাশাপাশি থাকবে শিল্পায়ন (industrialization)। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনা তা নয়। আমাদের তথাকথিত নগরায়ণ হলো গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার ফল। এটা গ্রাম থেকে একধরনের গলাধাক্কা অভিবাসন। নগরবাসীর প্রজনন হার বৃদ্ধির ফলে নগরের জনসংখ্যা বাড়েনি, তা বেড়েছে গ্রাম থেকে ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত-নিঃস্ব মানুষের বাধ্য হয়ে শহরমুখী হবার ফলে। দরিদ্র মানুষ নগরে এসে যোগ দিচ্ছেন শিল্পে নয়, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে (informal sector)—যেখানে মজুরি অতি স্বল্প, যেখানে মজুরির বিধি নেই, যেখানে নেই কোনো শিল্প আইন, যেখানে নেই ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। এসবের সাথে ‘রেন্টসিকিং দুর্ভূত’ সিস্টেমের কারণে বেড়েছে শহরে জমির দাম—এমন বাড়া বেড়েছে, যার কারণটি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অপারগ। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি-ঘুষ উদ্ভূত কালোটাকার কারণেই শহরে জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। ঢাকা শহরেই এখন প্রায় ২ কোটি মানুষ (যা দেশের মোট নগর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ)। ঢাকা শহর ও তার আশপাশে জমি-জলাদস্যুতা এমনই প্রকট রূপ নিয়েছে যে ভূমি মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বলেছে, ঢাকা শহর ও তার আশপাশে ভূমিদস্যুরা ১০ হাজার একর জমি জবরদখল করে আছে (যা এমনকি দেশের প্রচলিত আইনবিরুদ্ধ, ‘Water Preservation Act’)।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে নগরায়ণের সম্পর্ক বিষয়ে অবশ্যই এ কথা গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে যে দ্রুত শহরায়নের ফলে কৃষিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীর (absentee landlord) মালিকানায় জমি-জলার পরিমাণ গত দু-তিন দশকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সরাসরি ফল হলো—ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের চুক্তিবদ্ধ চাষ ও ভোগদখলস্বত্বের আওতায় জমি-জলার পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি-জলার প্রকৃত উৎপাদিকা হ্রাস, কৃষি দিনমজুরের তুলনীয় অবস্থার অবনতি, জমি-জলা হারিয়ে যাওয়া, অনুৎপাদনশীল খাতে চলে যাওয়া, জমি-জলায় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি।

২ ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যুদের রাজত্ব এখন সর্বব্যাপ্ত। রেন্টসিকিংভিত্তিক সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি কাঠামোতে ওইসব দস্যু ভূমি-জলা-বন নিয়ে কীভাবে ছিনিমিনি খেলেন এবং এসবে সরকারি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে সহযোগিতা করে সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul. (Ed.) (2019). Bangladesh Land Status Report 2019: Land Grabbing in a Rent Seeking Society, pp. 41-206, 291-329.



বিগত ৫০ বছরে এ দেশে যেমন ভূমিহীনতা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে ভূমির পুঞ্জীভবন। ১৯৬০ সালে এ দেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল মোট খানার ১৯ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে মোট খানার প্রায় ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে ১ শতাংশ ধনী ভূস্বামীর মালিকানায ছিল মোট কৃষিজমির ৪.৭ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে হয়েছে ১২ শতাংশ (অবশ্য এসবই সরকারি হিসেব)। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভূমিহীন (functionally landless) পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ; অথচ তাদের হাতে আছে মোট জমির মাত্র ৪.২ শতাংশ। আর অন্যদিকে ভূমি মালিকানার মানদণ্ডে উপরতলায় অর্থাৎ ভূমি-ধনী হচ্ছে দেশের মোট পরিবারের ৬.২ শতাংশ পরিবার, যাদের মালিকানায আছে দেশের কমপক্ষে ৪০-৪৫ শতাংশ জমি (বারকাত, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র, পৃ. ২৮৮)।

এ কথা আজকাল খুব বেশি শোনা যায় অথবা মিডিয়ার বদৌলতে খুব বেশি শোনানো হয় যে গ্রামে এখন কৃষিবহির্ভূত অনেক কর্মকাণ্ড (non-farm activities) বিকশিত হয়েছে, যা গ্রামের মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে কৃষি-অনির্ভর করছে (অথবা কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমাচ্ছে) এবং সেইসাথে পল্লীর মানুষের জীবনসমৃদ্ধি ঘটাবে। অর্থাৎ পল্লীর দরিদ্র মানুষ এখন আর দরিদ্র নেই। এসব কথা বেশ জোর দিয়ে বলে থাকেন মূলত ‘সরকারি শাসক-স্বার্থী অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী’ এবং সেসব অর্থনীতিবিদ, যারা কৃষি সংস্কারের বিপক্ষের যুক্তি খুঁজতে পারদর্শী (অথবা ওই পারদর্শিতা দেখালে তাদের লাভ হয়)। তারা কিন্তু কখনও বলেন না যে গ্রামের একজন দরিদ্র-অতিদরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের মোট প্রকৃত আয় কত এবং তার মধ্যে কৃষিবহির্ভূত আয়ের পরিমাণ কত এবং তা দিয়ে জীবন পরিচালনা সম্ভব কি-না? তারা বলেন না, কৃষিবহির্ভূত আয়ের সাথে ক্রমাগত ভূমিহীনতা প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না? তারা এ-ও বলেন না যে কৃষিবহির্ভূত ওই আয়ের সাথে ‘রেন্টসিকিং’ সিস্টেমের সম্পর্কটা কী? তারা এ নিয়েও কোনো কিছু বলেন না যে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক ভূমি মালিকানা চান কি-না? আর জলায় মালিকানাহীন জলজীবী জেলেরা জলায় মালিকানা চান কি-না? এসব নিয়ে তারা বলবেন না। কারণ, যেমনটি বলেছিলেন আইনস্টাইন: “যা কিছু মূল্যবান, তার অনেক কিছুই মূল্যায়নও করা হয় না; আর যা কিছু মূল্যায়ন করা হয়, তার অনেক কিছুই মূল্যবান নয়”।<sup>৩</sup> তারা এ কথাও সযত্নে এড়িয়ে যান যে বাংলাদেশে কৃষিই এখনও ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ খানার আয়ের উৎস।

আসল কথা হলো, গ্রামে ভূমি মালিকানাই নির্ধারণ করে ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তি মাত্রা। গ্রামে ভূমি মালিকানা দিয়েই নির্ধারিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমাত্রা। যেমন নারী শিক্ষার সাথে পরিবারের জমি মালিকানার সম্পর্ক সরাসরি। শুধু তা-ই নয় গ্রামের একজন সন্তান কোন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অবতরণ করবে, সেটাও নির্ধারণ হয় তার পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে—যার মাপকাঠি—ভূমির ওপর মালিকানা। তা না-হলে দেশের ১ কোটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর ৮৬ শতাংশ কেন গ্রাম থেকে আসে এবং কেনই বা কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবার থেকে আসে? স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়—যেমন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানেও গরিব মানুষ ধনীদেব তুলনায় পাঁচগুণ কম সুবিধা ভোগ করেন, অথবা পাঁচগুণ কম স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন (স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নাই-ই বললাম)।

<sup>৩</sup> অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘ইকোনমিট্রিকস’ বিদ্যার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বোঝাতে আইনস্টাইনের এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন জন মেইনার্ড কেইনস। দেখুন, Skidelsky, R. (2010). ‘Keynes: The Return of the Master’, p. 86.

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটি এমনই যে তা সুপেয় পানির প্রতি অভিজগ্যতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—আর্সেনিক আক্রান্ত রুগির সংখ্যা আনুপাতিক হারে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের মধ্যে অনেক গুণ বেশি (পুষ্টিহীনতা ও স্বল্প আয় প্রধান কারণ)। যে কারণে বলা হয় “আর্সেনিকোসিস—দারিদ্র্যের রোগ”।<sup>৪</sup>

কৃষির রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্যতম বিষয় *খাস জমি-জলা*। খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতির শ্রেণি-স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্ধেকটাই বোঝা সম্ভব।<sup>৫</sup> ভূমিবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মতে, দেশে মোট খাস জমি-জলার পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ একর। আমার হিসেবে, দেশে বর্তমানে চিহ্নিত খাস জমি-জলার (identified khas land) মধ্যে কৃষি খাস জমি ১২ লক্ষ একর, অকৃষি খাস জমি ২৬ লক্ষ একর, এবং জলাভূমি ১২ লক্ষ একর। এই হিসাব প্রকৃত খাস জমির চেয়ে অনেক কম; কারণ খাস জমির এক বৃহৎ অংশ বিভিন্ন কারণে এখনও সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। খাস জমির সরকারি হিসাব মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। সরকারি হিসেবেই ২৩ লক্ষ একর খাস জলাভূমি এবং ৭১ হাজার একর খাস কৃষিজমির গরমিল আছে। সরকারি হিসেবে বলা হচ্ছে, চিহ্নিত ১২ লক্ষ একর খাস কৃষিজমির ৪৪ শতাংশ গরিব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। গবেষণায় এ হিসেব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আসলে খাস কৃষিজমির ৮৮ শতাংশ ধনী এবং প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে দখল করে আছেন। এসবই যথেষ্ট জোর দিয়েই প্রমাণ করে যে জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষ প্রকৃতই অ-জনগণ।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ না-কি অভিশাপ—প্রশ্নটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী একখণ্ড খাস জমি প্রাপ্তির আশু সুবিধা অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে (করছেও)। সর্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের আওতায় বাজার অর্থনীতির মারপ্যাঁচে দরিদ্র মানুষ রক্ষা করতে পারছেন না বণ্টিত খাস জমি-জলা (high non-retention rate); মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে “বৈরী অন্তর্ভুক্তকরণ”—এর (adverse inclusion) শিকার হচ্ছেন; জোরদখলকারী জমি-জলাদস্যুরা সংগঠিত, কিন্তু দরিদ্ররা অসংগঠিত; ঘুসসহ অন্য অনেক বিধিবিহীন ব্যয় করতেও দরিদ্ররা খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না (করেন

৪ সরকারি হিসেবেই বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ মানুষ খাওয়ার পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকজনিত আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে আছেন। যে রোগের তিনটি পর্যায় হলো কেরাটোসিস, মেলানোসিস ও কেরাটোমেলানোসিস। শেষেরটা ক্যান্সার, যার তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। সরকার কখনও বলেনি যে দরিদ্র মানুষ অদরিদ্রদের তুলনায় আর্সেনিকোসিস রোগে আনুপাতিক অনেক বেশি হারে আক্রান্ত হয়। অথচ সরকারি পরিসংখ্যান বলে যে, দেশে সুপেয় পানি ব্যবহারের হার ৯৫%। আমাদের গবেষণায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে “আর্সেনিকোসিস দারিদ্র্যের রোগ” (disease of poverty)। এ রোগ দরিদ্র মানুষদের বেশি আক্রান্ত করে, আবার আক্রান্ত হলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়। এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, A., Munir, A. K. M., & Akhter, S. (2001), Arsenic Contamination of Drinking Water in Bangladesh: Overcoming Sickness and Measure to Improve Health Situation; Barkat, A., & Hussam, A. (2008). Provisioning of Arsenic-free Water in Bangladesh: A Human Rights Challenge; Barkat, A., (2010a). Arsenic Poisoning in Drinking Water: Economic and Social Consequences.

৫ বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে বহুনিষ্ঠ বিশ্লেষণসমৃদ্ধ প্রথম দিকের গবেষণা গ্রন্থটি হলো, Barkat, A., Zaman, S. & Raihan, S. (2001). Political Economy of Khas Land in Bangladesh (মূল ইংরেজি থেকে গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দেখুন, বারকাত, আবুল., সেনগুপ্ত, সু. কু. ও রহমান, ও. (প্রথম প্রকাশ ২০০৬, দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ ২০০৯), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি)।

কি?)—এসব কারণে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমির বিষয়টি দরিদ্রদের জন্য একধরনের অভিশাপের বিষয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। আবার বর্তমান কাঠামোতে যখন দেখি যে খাস জমির সুফলভোগীদের ৪৬ শতাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে—সেটা কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোতে হতাশার মধ্যেও কিছুটা আপাত উপশমের লক্ষণ।

চরের জমি মানেই দুর্বৃত্তদের দখলের জমি।<sup>৬</sup> চরের মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা কেন যেন চিরস্থায়ী। চর মানেই দারিদ্র্যের পকেট। এ দেশের ৫ শতাংশ মানুষ (৭০-৭৫ লক্ষ) চরে বাস করেন, যাদের ৮০ শতাংশ দরিদ্র। চরের ৬০ শতাংশ মানুষ সম্পূর্ণ ভূমিহীন—যাদের নিজ মালিকানায় কৃষি জমি এবং বসতভিটা কোনোটাই নেই। আর চরভেদে ভূমিহীনতার এই মাত্রা বিভিন্ন, যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বায়ারচরে ৯৮ শতাংশ মানুষই ভূমিহীন। আসলে চরের মানুষ, যা উৎপাদন করেন তার অধিকাংশের মালিক তারা নন। অথচ হিসেব কষলে দেখা যায় যে চরের জমি চরের দরিদ্র মানুষের মালিকানায় গেলে মাথাপিছু গড় কিলোক্যালারি পরিসেবা ১,৯০৫ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩,৯৫৯ কিলোক্যালারিতে।

চর নিয়ে এত কথা, কিন্তু বাংলাদেশে চরের জমির মোট পরিমাণ কত—তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। জানামতে, চরের জমির মোট পরিমাণ ১ হাজার ৭২৩ বর্গকিলোমিটার অথবা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৬ একর, যা দেশের মোট ভূমির ১.২ শতাংশ। যদিও চরের জমির হালনাগাদ সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই, তথাপি বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে—চরে একটি পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার সম্ভব। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চরের জমি রয়েছে, তা যদি চরের সমস্ত ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের মাঝে বণ্টন করা যায় তাহলে খানাপ্রতি ৪.৭ একর জমি বণ্টন করা সম্ভব।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য যে কতটা নির্মম হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—শত্রু-অর্পিত সম্পত্তি আইন।<sup>৭</sup> শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ১২ লক্ষ হিন্দু খানার ৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন (মোট হিন্দু খানার ৪০ শতাংশ)। এই আইনে ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ২৬ লক্ষ একর, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩ শতাংশ। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপক হারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনে আর্থিক ক্ষতির (ভূমি-জলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ) মোট মূল্যমান হবে বর্তমান বাজারদরে কমপক্ষে ১৮-১৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় উৎপাদনের আনুমানিক ৫০ শতাংশের সমান অথবা সরকারের চলতি বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৩ গুণ বেশি। আর্থিক এই ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশমাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব

৬ উপসংহারিক এ উক্তির স্বপক্ষে সবিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Barkat, Roy & Khan (2007). Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource; Barkat, Suhrawardy & Rahman, I. (2019a). Char Land: Paradise of Land Grabbing, pp. 91-107.

৭ বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul (2014a). A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act, pp. 1-62; Barkat, Abul (2014b). Political, Economic and Social Issues of Vested Property Act in Bangladesh.

নয়। কারণ—মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন-বিচ্ছৃতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিন্দ্র রজনী যাপন, মায়ের পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানবসম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা—এসব ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান অসীম, যা নির্ধারণ করা কোনো হিসাববিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়। আসলে সৃষ্টি হয়েছে নিরন্তর বঞ্চনার এক ফাঁদ বা চক্র, যে বঞ্চনা প্রধানত পাঁচ ধরনের বঞ্চনার জটিল এক যোগফল এবং তা ক্রমবর্ধমান: ক্ষমতাহীনতা, ভঙ্গুরতা, শারীরিক দুর্দশা, দারিদ্র্য, এবং নিঃসঙ্গতা/ বিচ্ছিন্নতা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রায় চার দশক ধরে অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পরে সরকার ২০০১ সালে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (Vested Property Repeal Act) পাস করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে পাস করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন। এ দেশের নাগরিক সমাজ ধারণা করেছিল যে এবার সম্ভবত অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভূত পাঁচ দশকের নিরন্তর বঞ্চনার ফাঁদ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বেরুতে সক্ষম হবে, তা হয়নি। হবার কথাও না।<sup>৮</sup>

৮ এ প্রশ্নে এখন আমার আত্মপক্ষ অসমর্থন-অস্বীকারের সময়। শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের জাঁতকলে পিষ্ট বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যাগ্ৰন মানুষ যে কোনোদিনই তাদের জমি-সম্পত্তি ফেরত পাবেন না— এ বিষয়ে আমার আর কোনো দ্বিধা নেই। বিষয়টি প্রথম উপলব্ধি করি ১৯৯৫-১৯৯৬ (সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি) সালের দিকে যখন এ বিষয়ে গবেষণাকাজের প্রথম মাঠজরিপের কাজ করি (দেখুন, Barkat, A., Zaman, S., Rahman, A., & Poddar, A. (1997), Political Economy of the Vested Property Act in Rural Bangladesh)। মাঠজরিপে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে গিয়েছি, তখনই উপলব্ধি করেছি যে তারা তাদের জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্বাসই করেন না যে হারিয়ে যাওয়া-ছিনিয়ে নেয়া জমি-সম্পত্তি কোনো দিন ফেরত পাওয়া সম্ভব। আর যখন জবরদখলকারীদের কাছে গিয়েছি তারা কথা তো বলতেই চাননি, উল্টো হিংস্র মারমুখো হয়ে যা বলেছেন তার সারকথা হলো “জান দেব তো জমিজমা দেব না”। ওই সময়টাতেই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি হলো যে জমি-জমার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কি-না করতে পারে, সমাজদেহে তা কত গভীর-কত দীর্ঘস্থায়ী-কত মেরামত অযোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। ওই মাঠজরিপের পরে গ্রন্থ রচনা প্রক্রিয়ায় মাঠের গবেষণা নোট দেখার সময় এসব আরো বেশি মনে হয়েছে। তখন ভেবেছি যে এ দেশের প্রগতিশীল বিশিষ্টজনদের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়ে দেখি “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন” জাতীয় কিছু করা যায় কি-না। সমাজে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির প্রভাব-অভিঘাতসংশ্লিষ্ট পরবর্তী দুটো গবেষণায় (যা যথাক্রমে ২০০০ ও ২০০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত): Barkat, A., Zaman, S., Rahman, A., Poddar, A., Ullah, M., Hussain, K. A., & Gupta, S. S. (2000). An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act— Framework for a Realistic Solution; Barkat, A., Zaman, S., Khan, M. S., Poddar, A., Hoque, S., & Uddin, M. T. (2008a). Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property)– আমার এ সংশয় আরো দৃঢ়বদ্ধ হয় যে আমরা যতই লড়াই করি না কেন শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে পিষ্ট মানুষ জীবনেও জমি-সম্পত্তি ফেরত পাবার ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। আর বহু বছরের চিন্তাভাবনার পরে এসব কথা প্রথম প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলি ২০১২ সালের ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ‘কালো শনি-রবিবারে’ কক্সবাজারের রামুতে রাষ্ট্রের তোষণ-পোষণে সংঘটিত বৌদ্ধ মন্দির-এর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর বর্ণনাতীত অত্যাচারের পরে [এ সম্পর্কে দেখুন, Barkat, A. (2012a). Minorities and Human Rights: Democracy Matters]। এর পরে (২০১৪ সালে) কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয় ছাড়া সম্পূর্ণ সচেতনভাবে স্পষ্ট লিখি যে শুধু ধর্মভিত্তিক কোনো ধরনের অন্যায়া-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে স্থায়ীভাবে কিছুই করা সম্ভব নয়, বিষয়টি ‘শ্রেণি’ দৃষ্টিতে দেখতে হবে (“বিষয়ের বাহ্যিকতা দিয়ে বিষয়ের সারবস্তু/মর্মবস্তু বিচার বিজ্ঞানসন্মত নয়”) এবং একই সাথে বলি (লিখি) যে ‘অর্পিত সম্পত্তি’ বিষয়টিকে বৃহত্তর কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে, দেখতে হবে রেট-সিকারনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম হিসেবে; শ্লোগানটা হতে হবে “দুনিয়ার সব গরিব ও প্রান্তিক মানুষ এক হও” [এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, A. (2014a). A Treatise

মানুষের অ-জনগণকরণউদ্দিষ্ট প্রান্তিকতার যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে বিভিন্ন রূপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। আর এসবে সরকার-রাষ্ট্র কখনও প্রভাবক কখনও নির্বিকার। (এসবই আমরা ইতিমধ্যে অধ্যায় ৫-এ আলোচনা করেছি)। পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের অধিকার হরণ করে তাদের অ-জনগণকরণের মূলে আছে মুক্তবাজার দর্শন, যা দরিদ্রবান্ধব নয়, যা আদিবাসীবান্ধব নয়। এ অধিকার হরণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানবপ্রগতির যেকোনো মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়নি। আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বিচ্ছিন্নতার শিকার। নিরন্তর এ বিচ্ছিন্নতা আদিবাসী মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাস-অনাস্থা-বিদ্বেষ-ঘৃণাবোধ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে ও করছে।

এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জল-জলাসংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৎস্য খাতে সার্বক্ষণিক সরাসরি কাজ করছেন ১২ লক্ষ মানুষ, আর ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ কাজ করছেন ঋতুভিত্তিক-সাময়িক। ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর ৮০ লক্ষই দরিদ্র। মৎস্যজীবী পরিবারে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, যাদের অর্ধেকের বেশি যেকোনো মাপকাঠিতেই দরিদ্র এবং যাদের দৈনন্দিন আয়প্রবাহ অতিমাত্রায় অনিশ্চিত।

আইনগতভাবেই জলমহাল লিজ নেবার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের-সমবায় অগ্রাধিকার পাবার কথা। বাস্তব অবস্থা উল্টো। সম্পদশালী দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি-কারচুপির মাধ্যমে জলমহাল লিজ নেন এবং/অথবা লিজগ্রহণকারীর কাছে কমিশন নেন (নিয়মিত অথবা এককালীন)। জলমহালের অকশন মূল্য সাধারণত খুবই কম। লিজ হোল্ডাররা সম্পদশালী ও প্রভাবশালী। সম্পদশালী এসব লিজ হোল্ডার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শুধু বঞ্চিতই করেন না, তাদের শ্রমের ফসল (জলা-খাজনা) আত্মসাৎ করেন; মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১০০০% পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দরিদ্র মৎস্যজীবীর দারিদ্র্য হ্রাস অসম্ভব। এ কথা আরো সত্য এ জন্য যে দেশের মোট ১২ লক্ষ একর খাস জলাভূমির মাত্র ৫ শতাংশ এ পর্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ খাস জলাভূমি জলদস্যুরা বেদখল-জোরদখল করে আছে।

দেশে এখন ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর মাত্র ১০ শতাংশ এই পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে, জল-জলাসমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্য জীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি সম্ভব যদি দরিদ্র-অভিমুখী সংস্কারমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে “জাল যার জলা তার”। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টিসংক্রান্ত দারিদ্র্য (income-food-nutrition poverty) যথেষ্ট মাত্রায় কমানো সম্ভব। এসবই মৎস্য খাতে ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প-বাণিজ্য বিষয়টি এ দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এ দেশে ১৫-২০ লক্ষ দরিদ্র শ্রমজীবী লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।



বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অর্থনীতিবিষয়ক সরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শদাতারা প্রায়ই বাহ্যিকতার (externalities) বিষয়টি সম্বন্ধে এড়িয়ে যান। সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চিংড়ির উৎপাদন ব্যয়ে যেসব ব্যয়-অভিঘাত কোনোভাবেই দেখানো হয় না সেগুলো হলো: উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি অবকাঠামোর বিলুপ্তি, উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি, বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত, পারিবারিক বন্ধনের বিচ্ছিন্নতা, ক্ষুধার্ত-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, পানির দূষণ, নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয় এবং হারীর দলিলে ন্যায়-অধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন। এসব ব্যয়ের কোনোটিই কল্পিত নয়, সবই বাস্তব। এসবের ব্যয়ভার বহন করছে ও করবে ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সুতরাং বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষকে ‘বাজে অর্থনীতি’ অথবা ‘bad economics’ বলাই যথেষ্ট হবে না, তা পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতী (ecologically suicidal), সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক (socially impoverishing), এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় (economically unjust)। এসবই লোনা পানি সম্পদে কৃষি-জলা সংস্কারের যুক্তিকে শক্ত পায়ে দাঁড় করায়।

বাংলাদেশের কৃষিতে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন শর্তের ভোগদখল, পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ স্বত্বাধীন কৃষিকাজের বিস্তৃতি ক্রমবর্ধমান। প্রবণতা এ রকম যে, একদিকে অপেক্ষাকৃত ধনী ও মাঝারী কৃষক অধিক হারে কৃষি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফামুখী অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন (মূলত আর্থিক ও মানবপুঁজির ওপর কর্তৃত্বের কারণে), আর অন্যদিকে ভূমিহীন-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষকেরা বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে কৃষিকাজেই থেকে যাচ্ছেন এবং উত্তরোত্তর অধিক হারে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চুক্তি চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বাণিজ্যিক চাষসহ ভাগ চাষ, পত্তনি চাষ ও চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের তেমন কোনো তুলনামূলক লাভই নেই। উল্টো এর ফলে যা হচ্ছে, তা হলো— ভূমি ক্ষতি, সময় ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি এবং মূল্য ক্ষতি।<sup>৯</sup>

বর্গাচাষসংশ্লিষ্ট গত ২০ বছরের প্রবণতা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব: (১) খাঁটি বর্গাচাষ বাড়ছে আর খাঁটি মালিকচাষ কমছে, (২) মুখ্যত বর্গাচাষ (অর্থাৎ যৌথভাবে খাঁটি বর্গাচাষ ও বর্গাচাষ-মালিক) বাড়ছে; ২০ বছরে বৃদ্ধি—খামারের অনুপাতে ২৮ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশে, আর চাষকৃত জমির পরিমাণের অনুপাত বৃদ্ধি ২২ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে। মুখ্যত এই বর্গাচাষিরাই গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্গাচাষ তাদের জীবিকায়ন কৌশলের প্রধান মাধ্যম, (৩) যে হারে ধনী ও মাঝারী কৃষকেরা ক্রমাগতভাবে জমি-চাষ ছেড়ে অধিকতর মুনাফামুখী অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন, তার ফলে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন অনুপস্থিত ভূমি মালিক এবং/অথবা (খাঁটি) মালিকচাষ হ্রাস পাবে, তেমনি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে ভাগচাষ-বর্গাচাষ-চুক্তিবদ্ধ বাণিজ্যিকভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের চাষব্যবস্থা, যা ব্যাপক দরিদ্র কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে আদৌ লাভজনক নয়। আর অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কৃষি উৎপাদনে এসবের প্রভাব হবে ঋণাত্মক। অথবা সম্ভাব্য যে রূপান্তর ঘটবে তাতে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু উৎপাদক উত্তরোত্তর নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকবেন। হতে থাকবেন অধিকতর

৯ বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল (২০১৯গ), বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান। উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ, পৃ. ২১৩-২৬৯। Barkat, Suhrawardy, Osman, & Barkat, Aroni, (2017). Rural Land Market in Bangladesh: An Exploratory Study with the Poor and Marginalized People; বারকাত ও সোহরাওয়ার্দী (২০১৯), বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি।

অ-জনগণ সত্তা। আর যদি তা-ই হয়, তাহলে কৃষিতে সামাজিক শ্রেণিগত অস্থিরতা বাড়বে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা কৃষিতে উৎপাদনসম্পর্ক পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

উল্লেখ্য, এখন বাংলাদেশের গ্রামে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষিরাই কিন্তু ৮০ শতাংশ জমি চাষ করেন; বর্গায় দেয়া জমির হিস্যা এখন মোট আবাদকৃত জমির ৩২ শতাংশ (২০ বছর আগে ছিল ১২ শতাংশ); একই সময়ে বর্গায় নেয়া জমির হিস্যা ৪০ শতাংশ (২০ বছর আগে ছিল ২৩ শতাংশ); দরিদ্র চাষিদের ৬৫ শতাংশ এখন জমি বর্গা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, বিগত ৪০ বছরে কৃষিতে সনাতনী ভাগচাষের বিপরীতে বেড়েছে ‘বিপ্রতীপ বর্গা’—বেড়েছে বছর চুক্তিতে এবং নগদ অর্থে বর্গা প্রথার প্রচলন। সুতরাং বিভিন্ন প্রতিকূল শর্তে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগ-দখলস্বত্বের বিস্তৃতিপ্রবণতা, সেইসাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকের জীবনমান পরিবর্তন না হওয়া (অথবা অধোগতি), এবং ধনী-মার্বারি কৃষকের জমি চাষে ক্রমাগত অনাগ্রহ—এসবই বর্গাচাষ সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দৃঢ়তর করে।

ভূমি মামলা—রেন্টসিকিংভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনের অন্যতম মাধ্যম আর ভূমি মামলা আসলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ (anti-nature) বিষয়। কারণ ‘সভ্য’ মানুষ, যা সৃষ্টি করতে পারে না তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বা দাবি করে কী যুক্তিতে, মামলা তো অনেক দূরের কথা। ভূমি মামলার পুরো বিষয়টি পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের মাত্রা নিম্নরূপ<sup>১০</sup>: এ দেশে মামলার দুই পক্ষ—বাদী ও বিবাদী, তাদের পরিবারের সদস্য-সাক্ষীসহ ভূমি মামলার সাথে সম্পর্কিত মোট মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে এ দেশে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষ ভূমি মামলায় জড়িত; কেউ কেউ আসলে একাধিক মামলায় জড়িত)। বছরে ভূমিকেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লক্ষ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭ শতাংশ। এ মুহূর্তে যেসব ভূমি মামলার রায় অপেক্ষমাণ, সেসব মামলায় বাদী-বিবাদী মিলে মোট ভোগান্তি-বর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লক্ষ বছর। দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লক্ষ একর, যা ক্রমপূঞ্জীভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীর প্রকৃত ব্যয় নিয়ে যেসব হিসাবপত্তর করা হয় তার পরিমাণ ওসব হিসেবের তুলনায় আসলে অনেক গুণ বেশি হবে। কারণ আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসেব করা হয়নি অথবা হিসেব করা সম্ভব হয়নি তা হলো: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরনের বাহ্যিকতা-ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে তার অর্থমূল্য, ভূমিকেন্দ্রিক বাগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখমের ফলে বহু ধরনের যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়ক্ষতির অর্থমূল্য (cost of corruption)।

১০ বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul., & Roy, PK. (2004). Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage.

আর এসব কারণেই ভূমির ওপর রাষ্ট্রীয়-সার্বজনীন-যৌথমালিকানা প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিশাল এ পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় শেষপর্যন্ত রোধ অসম্ভব।

একদিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি মামলা আর অন্যদিকে তা অর্থনীতি ও রাজনীতির অধিকতর দুর্বৃত্তায়নে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচারব্যবস্থা অকার্যকর করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চিরস্থায়ীকরণে ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃঙ্খলা ও বিচারের সিস্টেমে শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা, যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন। এবং তারাই কিন্তু দুর্নীতি ও সিস্টেমের অকার্যকারিতা চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বাঙ্গক চেষ্টা করছেন। ভূমি মামলায় সবচেয়ে বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা, যারা দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, নারীপ্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ যাদের মধ্যে আছেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মানুষ, আদিবাসী মানুষ, উপকূলীয় 'ভঙ্গুর' মানুষ, চরের মানুষ।

প্রচলিত ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না, উভয়েই হারেন (losing battle for both)। কারণ মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও) যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি। ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সকল উন্নয়নসহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পেছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্য পরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক-জাতীয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভূমি মামলা পরিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যসম্পর্কের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

ইদানীংকালের 'আধুনিক' ভূমি মামলায়, যেখানে মামলার পেছনে থাকে জমি-জলাদস্য বাহিনী (হতে পারে তা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অথবা জমির দালাল গোষ্ঠী অথবা জমি-জলায় কালোটাকা বিনিয়োগকারী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী)—তারাই মামলায় জেতে, প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন। ভূমি মামলা কর্পোরেটাইজড। মামলার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত ব্যক্তিদের 'চেইন'টি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রক— রেন্টসিকিং সিস্টেম।

মামলার বাদী-বিবাদী নন অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের অনেকেই নিঃস্ব ভূমিহীন মানুষ) একাংশ, যারা যেকোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ—মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত আয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতির ফলে দরিদ্রতর হয়ে পড়েন। এসব মানুষের নিঃস্বায়ন ও ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়ায় ভূমি মামলা প্রভাবকের কাজ করে।

ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি; ভূমি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞানের অভাব (অথবা আবছা ধারণা); আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা; অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা-



মীমাংসার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও আইনের সাথে সঙ্গতিহীন বিচার; বিচারের রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা (অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রচেষ্টা!); থানা-পুলিশ-ভূমি অফিস-কোর্টের মানুষবিরুদ্ধ অবস্থান; প্রভাবশালী মানুষের (বিশেষত রাজনীতিকদের ও স্থানীয় বাটপারদের) অবৈধ হস্তক্ষেপ (অনেক ক্ষেত্রে এটাও তাদের অবৈধ আয়ের অন্যতম উৎস!); উকিল-মোজারের মক্কেলবিরোধী অবস্থান এবং অনৈতিক ও অপেশাদারসুলভ মানসকাঠামো—এসবই ভূমি মামলায় অপচয় বৃদ্ধিতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া প্রলম্বনে ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে আর্থরাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে এ দেশে ভূমি মামলা ভালো তেমন কিছুই করে না, বিপরীতে মামলাক্রান্ত পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা বৃদ্ধি করে; মানবপুঁজি বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে; সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-রাজনীতি-মনস্তাত্ত্বিক জগৎ ভারসাম্যহীনকরণ ও কলুষিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে; সর্বোপরি স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom mediated) প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বাধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সম্পূর্ণ ভূমি মামলার বিষয়টিকে কৃষি সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে।

দেশে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা—উভয়ই এখনও ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল কাজ ৩টি: (১) রেকর্ড সংরক্ষণ, (২) রেজিস্ট্রেশন, (৩) সেটেলম্যান্ট। সম্পর্কহীন ও সময়হীন দুটি মন্ত্রণালয়ের তিনটি কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অফিসে এসব কাজ করে—এটাই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার অন্যতম সমস্যা, যা নিরসনে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই। রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় তহসিল অফিস। যেহেতু ভূমির কেনাবেচা এবং উত্তরাধিকারসূত্র চলমান, সেহেতু রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি (process of transfer of land right) জরুরি। রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাবরেজিস্ট্রি অফিস। এ কাজটিও জরুরি, কারণ এটি হলো “হস্তান্তরের রেকর্ড” বা “recording of transfer”। আর সেটেলম্যান্ট-এর কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেটেলম্যান্ট অফিস। এ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন, যখন জনসংখ্যা ছিল কম আর চাষের আওতায় নতুন জমির হিসেব রাখা ও সংশ্লিষ্ট খাজনা আদায় প্রসঙ্গটি প্রয়োজ্য ছিল (অর্থাৎ recording the expansion of cultivable acreage)। সেটেলম্যান্ট-এর বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। মালিকানাধ্বংসের আইনি রেকর্ড (official record of ownership rights) সম্পন্ন করতে সম্পর্কহীন তিনটি সংস্থার উপস্থিতি—এটা নিজেই এক অপ্রয়োজনীয় জটিলতা। এ অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুসমন্বিত একক কর্তৃত্বে আনা গেলে হয়তো বা চলমান সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। তবে সমস্যাটা যদি ভূ-সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই হয়, তাহলে সমস্যা জিইয়ে রাখতে রেন্ট-সিকার ভূমিদস্যু-জলাদস্যু-বনদস্যুরা যা করার তাই-ই করবে—মার্কামধ্যে সংস্কারের নামে প্রলেপ দেবেমাত্র। আর এ প্রলেপকেই অনেকে ‘সরকারের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড’ হিসেবে প্রচার করে-করবে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট যত আইন আছে তার ওপর দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত গভীর এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে; অনেক আইন দরিদ্রবান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো আদৌ যথাযথ নয়; অনেক আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক; অনেক

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনই নেই; কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক।<sup>১১</sup> অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষপর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। আসলে আসল কথা হলো— এসব আইন রেন্ট-সিকারদেরই নিয়ন্ত্রিত তাবেদার ‘রাষ্ট্র’ নামক যন্ত্রের সৃষ্টি, যেখানে আইনের দলিলে যা-ই লেখা থাক না কেন আইন প্রয়োগের শেষ অভিঘাতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হবে “প্রত্যেক যুগের নিয়ামক ধ্যান-ধারণাগুলো সবসময়ই ওই যুগের শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণামাত্র” (কার্ল মার্কস, ১৮১৮-১৮৮৩); যেখানে আইনের শেষ উদ্দেশ্য হবে “দরিদ্রকে পিষে মারা, আর ধনীরা আইনের উর্ধ্বে শাসন করবে” (আইরিশ কবি ও চিকিৎসক অলিভার গোল্ডস্মিথ, ১৭২৮-১৭৭৪); যেখানে দরিদ্র মানুষ জিতলেও হারবেন হারলেও হারবেন— “আমি জীবনে দুইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি, প্রথমবার যখন এক মামলায় জিতেছি, আর দ্বিতীয়বার যখন এক মামলায় হেরেছি” (ফরাসি দার্শনিক ভলটেয়ার, ১৬৯৪-১৭৭০)।

বাংলাদেশে গ্রামের মানুষের যৌথ উৎপাদনের কল্যাণকামী সংগঠন অর্থাৎ গণমুখী গ্রামীণ সমবায় বলে তেমন কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অথচ কৃষি সংস্কারের অনুষ্টি হিসেবে গণমুখী গ্রামীণ সমবায় নিয়ে ভাবনাটা জরুরি।

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তিগত রূপান্তর ঘটেছে। কৃষিতে ভূমিহীনতা বাড়া, জমি-জলা-জঙ্গল জবরদখল বাড়া, আর কৃষির সাথে শিল্প খাতের বিনিময় হার কৃষির বিপক্ষে থাকলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আমরা এখন পৃথিবীর ১০ম সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশ (আমাদের বর্তমান খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন)। এসবে কৃষির উন্নতি (খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণের নিরিখে) হলেও কৃষকের তেমন কোনো লাভ হয় না। ‘সবুজ বিপ্লব’ (উচ্চ ফলনশীল ফসল), ‘সাদা বিপ্লব’ (ডিম, দুধ), রূপালী বিপ্লব (মাছ) হয়েছে/হচ্ছে। এসব বিপ্লবের ভিত্তিমূলে আছে রাসায়নিক দ্রব্য ও অতিরিক্ত পানি উত্তোলন—উভয়ই প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বেড়েছে ফলে খামারের কাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে: খামারের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু আবাদি জমি হ্রাস পেয়েছে; প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে; জমির খণ্ডায়ন ও বিভাজন বেড়েছে, আবার পাশাপাশি কৃষিজমির মালিকানা কিছু মানুষের হাতেও পুঞ্জীভূত হয়েছে (যারা কৃষিকাজ করেন না); কৃষিজ উৎপাদন উপকরণের দাম বাড়ার ফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা ছিটকে পড়ছেন; ভূমিহীন খানার সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে যাদের বড় অংশ এখন কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ অকৃষি খাতে নিয়োজিত (বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে অকৃষি কর্মকাণ্ডের বাজার বিস্তৃত হয়েছে); কেনা শ্রমের ওপর নির্ভরশীল কৃষকের অবস্থা খারাপ হয়েছে; সনাতনী ভাগচাষের বদলে এসেছে ‘বিপ্রতীপ বর্গা’, বেড়েছে বছর চুক্তিতে

১১ দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৯-২০১৩) পরিচালিত এই গবেষণাকাজটি বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা-বনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও সংশ্লিষ্ট মেমো-সার্কুলার-বিধিমালার ‘অধিকারভিত্তিক’ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংবিধানের মৌল বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন প্রণয়নভিত্তিক ১৩ খণ্ডের দলিল। এই গবেষণার ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা, এতই বিস্তৃত এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনন্যতা এমন যে সম্ভবত এটাই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের প্রথম গবেষণা দলিল। বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul. et. al. (2019b). Land Laws in Bangladesh: A Rights-based Analysis and Suggested Changes (in 13 Volumes); বারকাত, ওসমান, সোহরাওয়ার্দী ও ইসলাম (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বা নগদ অর্থে বর্গা প্রথার প্রচলন এবং বেড়েছে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় অর্থকরী ফসল-ফল-মাছ চাষ; এসবের পাশাপাশি কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারও বেড়েছে (যেমন যন্ত্রচালিত লাঙ্গল, সেচের যন্ত্রপাতি, ফসল কাটা ও মড়াই-এর যন্ত্র, উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার, শস্য বহুমুখীকরণ কর্মকাণ্ড ইত্যাদি), যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে; আর পাশাপাশি নতুন বিষয় হিসেবে এসেছে “গৃহাঙ্গনে খাদ্য উৎপাদনব্যবস্থা”, যা হতে পারে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আয় বাড়ানোর সহায়ক পদ্ধতি।

মনে রাখা জরুরি যে সামনে আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ আরো কমে যাবে, কৃষিখামারের সংখ্যা হবে ২ কোটি আর গড় খামারের আয়তন হবে ১ একর; কিন্তু বাড়ছে খাদ্য চাহিদা—চাল-গমসহ মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-ফলমূলসহ পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা। এসব চাহিদা মেটানোর জন্য একদিকে যেমন প্রকৃতিবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিনিয়োগ বাড়তে হবে, তেমনি অন্যদিকে কৃষি সংস্কারসহ গণমুখী সমবায় গঠনের বিকল্প নেই।

কিন্তু আমাদের কৃষিতে প্রযুক্তি-ব্যবহার চাহিদা ও বিনিয়োগ চাহিদা বাড়ানোর যুক্তি থাকলেও কাঠামোগত কারণেই এ বৃদ্ধির সীমানা আছে। আর এ সীমানা যা দিয়ে নির্ধারিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো কৃষির সাথে শিল্প খাতের বিনিময় হার। ব্যাপারটি এ রকম: কৃষিপণ্যের বিনিময় হার শিল্পপণ্যের তুলনায় সবসময়ই কৃষির প্রতিকূল। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ বাজারব্যবস্থায় মূল্যের রাজনীতি অথবা মূল্যের রাজনৈতিক বিধি (“Political Pricing”) কাজ করে। রাজনৈতিক এ মূল্যবিধি নির্ধারণ করে বাজার নয়—বাজারের সবল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর এ বিধি চাপিয়ে দেয়। এটাকে বলে “থুকোডাইডিস নীতি” যে বিধির কথা অ্যাডাম স্মিথ ও উইলিয়াম পেট্রির মতো ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদেরাও উল্লেখ করেছেন।

কৃষিপণ্যের বাজারমূল্যসংশ্লিষ্ট সমগ্র বিষয়টির গূঢ় অর্থ অনুধাবনে আরো একটি চলমান বিষয় উল্লেখ জরুরি। উৎপাদন খরচের চেয়ে ধানের বাজারদর অনেক কম হওয়ায় কৃষকেরা স্বাভাবিকভাবেই মহাক্ষুব। কৃষক মনের দুঃখে বলেন, “যখন ধান আবাদ ছাড়ি দিব, তখন সবাই বুঝবে”; “কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, আর দেশ বাঁচলে রুই-কাতলা বাঁচবে”।

তত্ত্বগতভাবে আমরা অবশ্যই পারি কৃষিকে সুসংহত করে নিজেদের খাদ্য-পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে কৃষিপণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে কৃষি সংস্কারের সম্মিলন ঘটাতে হবে, যেখানে গণমুখী সমবায় হতে পারে অন্যতম অনুষ্ণ।

গণমুখী সমবায় একদিকে যেমন হতে পারে কৃষি সংস্কারের অনুষ্ণ, আর অন্যদিকে তা হতে পারে দারিদ্র্য-বৈষম্য দূর করার সংগঠিত শক্তিশালী বাহক। সমবায় হতে পারে বিভিন্ন ধরনের; যেমন কৃষি ও শিল্পভিত্তিক উৎপাদনী সমবায়, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক সমবায়, বিপণন (বাজারজাতকরণ) সমবায়, উৎপাদনী উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় সমবায়, ভোক্তা সমবায়, সমজাতীয় পেশাভিত্তিক সমবায় (কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী ইত্যাদি), নারী সমবায়, যুব সমবায়, প্রতিবন্ধী মানুষের সমবায়। আবার কৃষিভিত্তিক সমবায় হতে পারে শস্য-কৃষিজ সমবায়, মৎস্যজীবী সমবায়, বনায়নসংশ্লিষ্ট সমবায়। সব সমবায়ের মূল লক্ষ্য—সম্পদের উৎপাদন-পুনরুৎপাদন-বিনিময়সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমবায়ীদের জীবনসমৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে সংগঠিত ও পরিচালন করা।

অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শ্রেণিনিরপেক্ষ (class neutral) বিষয়। আর এ কারণেই মনে করেন যে ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের’ মতো শ্রেণিস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোনো

সম্পর্ক নেই। অনেকে এও মনে করেন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নততর ব্যবহার করতে পারলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য-শস্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হলে মানুষের খাদ্যাভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আর থাকবে না এবং সে কারণে কৃষিতে জমি-জলার মালিকানাভিত্তিক বণ্টন ন্যায্যতার প্রসঙ্গটি অকেজো-অকার্যকর-যুক্তিহীন হয়ে পড়বে। এসব থেকে তারা মনে করেন যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির দ্রুত প্রবৃদ্ধি, কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, এবং কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এ কথা অনস্বীকার্য এবং স্বাভাবিকও বটে যে কৃষিজ উৎপাদনের ধারা-ধরন-পদ্ধতি-বৈচিত্র্য (pattern, type, method, diversity) এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণগত দিক থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষিতে ‘বিপ্লব’ হয়েছে—হয়েছে ‘সবুজ বিপ্লব’ (ফসল), ‘সাদা বিপ্লব’ (ডিম, দুধ), ‘রূপালী বিপ্লব’ (মাছ); আর সামনে আছে আরো ‘রঙিন-রঙিন বিপ্লব’। এ কথা সত্য যে কৃষিতে অনেক “বিপ্লব” হয়েছে, সামনে আরো রং-বেরঙের বিপ্লব হবে। আর সেইসাথে এ কথাও সত্য যে কৃষিতে যত রঙের বিপ্লবই হোক না কেন কোনো রং টিকবে না; যদি প্রত্যক্ষ উৎপাদক (অর্থাৎ সরাসরি কৃষক) জমির মালিকানা না পান এবং একই সাথে যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পান।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নামে কৃষিতে যে ‘টার্মিনেটর টেকনোলজি’ এসেছে তার আশু ও দীর্ঘমেয়াদি ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ মধ্যস্থতাকারী মানুষবিরুদ্ধ’ অভিঘাত নিয়ে কি অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতরা ভাবছেন? আরো আছে। কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এখন ব্যাপক হারে ‘জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড’ (GMF) উৎপাদন করছে, যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক-বিস্তৃত-বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ-উদ্ভূত ‘টার্মিনেটর টেকনোলজি’ ও ‘জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড’—এসবের বিস্তৃতির ফলে মানুষসহ প্রাণিকুলের স্বাস্থ্যগত-শরীরগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সমগ্র প্রকৃতির ওপর বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়-সম্ভাবনার কথা সম্পর্কে অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের ধারণা কী? আমার ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে “আপনারা প্রযুক্তির দাস হবেন না—কি প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয় না ঘটিয়ে প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করবেন” (?)—আর সিদ্ধান্তটা নিতে হবে এখনই। আমার ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে অর্থনীতিশাস্ত্রের অধিকাংশ পণ্ডিতই এ বিষয়ে ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না; কারণ তারা মেনেই নিয়েছেন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই যখন সব রোগের নিরাময়, তখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে মালিকানার প্রশ্ন উত্থাপনের আর প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, সব খাত-ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশবিষয়টি প্রাকৃতিক নিয়মেই অনিবার্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সময়ের সাথে সাথে উৎপাদনের উপায়ের (means of production) ওপর (যেমন কৃষিজমি, জলা, জঙ্গল ইত্যাদি) প্রকৃত উৎপাদকের মালিকানা প্রসঙ্গটি প্রসঙ্গহীন হয়ে যাচ্ছে, বরঞ্চ উল্টো—উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অধিকতর সামাজিকীকরণের সাথে সাথে মালিকানা প্রসঙ্গটি উত্তরোত্তর আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হচ্ছে।

### ৬.৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণ-এ উত্তরণ ও রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অসম্ভাব্যতা অথবা অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলা এখন আমাদের দেশে বেশ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রশ্নে শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি বাতিল ঘোষণা করে তথাকথিত ‘ইনস্ট্রুমেন্টাল অর্থনীতিবাদী শ্রেণিনিরপেক্ষ’ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাটা এখন অনেকেই আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে মনে করেন। আমাদের অনেকেই খাস জমি-জলা (চিহ্নিত, অচিহ্নিত), সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি-জলা, অকৃষি জমিতে মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করা, অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের ভাগ-বর্গা চুক্তিতে দেয়া জমি-জলা বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা-এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গভাবে না বুঝে অথবা আংশিক বুঝে বিতরণমূলক বা বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের (distributive land reform) অসম্ভাব্যতার অথবা ফলপ্রদহীনতার কথা বলেন।

পুনর্বণ্টনযোগ্য (বা একই কথা ‘বণ্টনযোগ্য’) কৃষি জমি ও জলা গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন করাটাই যেকোনো বিচারে যুক্তিসঙ্গত। আর পুনর্বণ্টনযোগ্য শহরের অকৃষি জমি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধানত আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বণ্টন করতে হবে—এ নিয়ে বিতর্ক থাকার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। আমার মতে, বণ্টনযোগ্য এসব জমি-জলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে চিহ্নিত কৃষি খাস জমি, অচিহ্নিত কৃষি খাস জমি (যা সময়মতো চিহ্নিত করতে হবে), চিহ্নিত খাস জলা, অচিহ্নিত খাস জলা (যা সময়মতো চিহ্নিত করতে হবে), চিহ্নিত অকৃষি খাস জমি, অচিহ্নিত অকৃষি খাস জমি (যা সময়মতো চিহ্নিত করতে হবে), সিলিং-উদ্বৃত্ত কৃষিজমি, সিলিং-উদ্বৃত্ত অকৃষি জমি-জলা, অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের সেই জমি, যা তারা ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন চুক্তিতে চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেন।

অকৃষি জমি নিয়ে দু’টো বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, আমাদের দেশে কৃষিজমির মালিকানার সিলিং আছে, কিন্তু অকৃষিজমির সর্বোচ্চ মালিকানার কোনো সিলিং নেই—এ সিলিং নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খাস-অখাসনির্দেশে অকৃষিজমির (প্রধানত শহরের জমি) বাজারমূল্য গ্রামীণ জমির তুলনায় গড়ে ১০০ গুণ বেশি; আর ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার মেট্রোপলিটন এলাকার সাথে তুলনা করলে তা হবে হাজার গুণ বেশি। শহুরে খাস জমি এখন পুরোটাই আর্থরাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত ‘রেন্ট-সিকার’ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এই দখলিস্বত্ব বজায় রাখতে এবং দখল বাড়াতে দুর্বৃত্তরা রীতিমতো সশস্ত্র মাস্তান পুষছে, যে মাস্তানি এখন আর শুধু জমিকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সীমিত নয়। ঢাকা শহরের প্রায় ৪০০০-এর ওপরে বস্তির নাম এখন ব্যক্তির নামে; ঢাকার ভেতরে আর চারপাশে কয়েক লক্ষ একর নিচু খাস জলা-জমি এখন বেআইনি ভরাট চলছে। একই কথা অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলাশহরের জন্যও প্রযোজ্য। এসব খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে এ বিষয় এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে; হবে তা অনৈতিক। আর অর্থনৈতিক-সামাজিক বিবেচনায় তা হবে অপরিণামদর্শী।

এক হিসাবে দেখা যায় যে বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের আওতায় মোট প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ ভূমিহীন কৃষি খানায় (ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩) মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩৮ হাজার বিধা আবাদি জমি বণ্টন করা সম্ভব এবং আনুমানিক ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ভূমিহীন জলাজীবী

খানায় আনুমানিক ৪৮ লক্ষ ৫৪ হাজার বিঘা জলা বণ্টন করা সম্ভব। ভূমি সংস্কারের আওতায় বণ্টনকৃত ওইসব জমি ও জলা থেকে বছরে কমপক্ষে যে পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব তার হিসেবপত্তর হতে পারে এ রকম (বছরে কমপক্ষে): ৮০ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ধান, ৩৭ লক্ষ ১৯ হাজার টন মসুর ডাল, ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টন পাট, মোট ৩০ লক্ষ ৫২ টন মাছ (যার মধ্যে ১২,৫৮,৪১৪ টন সিলভার কার্প, ৮,৯৮,৮৬৭ টন করে কাতল ও রুই), ২ কোটি ৮৭ লক্ষ গরু ও সমপরিমাণ ছাগল, ১২ কোটি ১১ লক্ষ হাঁস, এবং ২৮ কোটি ৭৪ লক্ষ মুরগি (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৬ক, বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পৃ. ১৯৭-২২২)। এসব হিসেবপত্তর থেকে বলা যায় যে বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের ফলে বণ্টিতব্য জমি-জলায় এমনকি বর্তমান ফলন কাঠামোর নিচু স্তর ধরে নিলেও কমপক্ষে যা উৎপাদন হবে, তা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি। আর ওইসব জমি জলায় যুক্তিসিদ্ধ প্রকৃতিবান্ধব বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারে মোট উৎপাদন সম্ভাবনা যে উল্লিখিত হিসেবকে ২-৩ গুণ ছাড়িয়ে যাবে— এ নিয়ে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। আর মৌলিক পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো (১) গ্রামাঞ্চলে জমি-জলার ওপর মালিকানা কাঠামোর এমন রূপান্তর ঘটবে যখন জমি-জলা উদ্ধৃত বৈষম্য-অসমতা উদ্ভবের শর্তটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, (২) গ্রামের এখনকার ভূমিহীন মানুষদের জীবনযাত্রা-জীবনমান উত্তরোত্তর উন্নততর হবে এবং তারা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন, (৩) শহরের গরিব-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন সমস্যা সুরাহা হবে। এভাবেই হতে পারে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণে উত্তরণ ও রূপান্তর।





## অধ্যায় ৭

### “দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা”: দাস ‘অ-জনগণ’-তো বটেই ‘মানুষ’ কি? আধুনিক দাসত্ব

এ গ্রন্থে আমরা আধুনিককালের চারবর্গের অ-জনগণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ‘দাস’ (slave) প্রসঙ্গ আনলাম কেন? বেশ বেমিল মনে হতে পারে। তবে বেমিল নেই এ জন্য যে আমাদের মতে, আধুনিক কালের অ-জনগণ—পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—এরা হলেন “মুক্তির প্রলেপযুক্ত দাস” (“slave with semblance of liberty”) যা বাস্তবে নিষ্ঠুর দাসদের চেয়েও নিষ্ঠুর।

সংগঠিত-সমাজবদ্ধ মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হলো দাসব্যবস্থা। দাসব্যবস্থায় দাস ব্যক্তি হলেন যেকোনো মানদণ্ডে অ-জনগণ এবং অ-জনগণ-এর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ রূপ (purest form of unpeople)। এ গ্রন্থে আমাদের বিষয়বস্তু আধুনিক কালের অ-জনগণ। এদের মধ্যে আছেন (১) পারিবারিক কৃষি কাজে নিয়োজিত মানুষ, (২) গ্রামীণ নারী, (৩) আদিবাসী মানুষ, এবং (৪) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ। অ-জনগণের সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপ—দাস মানুষের সাথে আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট উল্লিখিত চার ধরনের অ-জনগণ-এর তারতম্য আপাতদৃষ্টিতে অনেক।

আমরা “বিশুদ্ধ দাস” নিয়ে কথা বলছি এ জন্য যে অ-জনগণ-এর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ রূপ, যা হতে পারে তার সাথে আধুনিককালের অ-জনগণ-এর কিছু তারতম্য এবং একই সাথে মিল তুলে ধরতে চাই। এটা এ জন্য প্রয়োজন যে এ দুয়ের মধ্যে মর্মবস্তুগতভাবে আসলে তেমন বেমিল নেই, যা আছে তা নেহায়েতই সময়ের পার্থক্য এবং রূপগত পার্থক্য। যেমন ‘বিশুদ্ধ অ-জনগণ’ দাস-মানুষ শারীরিকভাবে অনেক নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, কিন্তু মানসিক নির্যাতনের মানদণ্ডে আধুনিককালের অ-জনগণ ওই দাসদের তুলনায় বেশি মাত্রায় নির্যাতিত হতে পারেন; রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠান দাস মানুষের কল্যাণে কোনো ব্যয়-বরাদ্দ নাও করতে পারে তবে আধুনিককালের অ-জনগণের জন্য সে বরাদ্দ থাকলেও তা হবে লোকদেখানো, নামসর্বস্ব এবং তা সম্ভবত তথাকথিত “সভ্যতা”র নিদর্শন-প্রতিফলনমাত্র। আর এসব কারণেই মর্মবস্তুগতভাবে আধুনিককালের অ-জনগণ হলো “মুক্তির প্রলেপযুক্ত দাস”।

#### ৭.১. বিশুদ্ধ “দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা”—প্রসঙ্গ কেন?

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকব্যবস্থা (economic-social-political system) হিসেবে দাসতন্ত্র হলো মানব ইতিহাসের প্রথম শোষণভিত্তিক শ্রেণিব্যবস্থা। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র-সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দাসব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা (abolishment and banning) করলেও এই একবিংশ শতকের



পৃথিবীতে দাস মানুষের সংখ্যা মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এন্টি গ্লেভারি সোসাইটির হিসেবে পৃথিবীতে এখন দাস-মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি। এই সংখ্যা সর্বোচ্চ দক্ষিণ এশিয়ায় আর তার মধ্যে ভারতে। এখনকার ৫ কোটি দাস মানুষদের মধ্যে ২ কোটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ শ্রমদাস (Bonded Labour)। এসব শ্রমদাস অসম চুক্তিতে কাজ করতে বাধ্য। এ চুক্তি জোরজবরদস্তিমূলক অসম চুক্তি। জোরজবরদস্তিমূলক এই অসম চুক্তিতে তারা তাদের প্রভুর (Master) জন্য; প্রভু যা বলবে-যেভাবে বলবে-যখন বলবে তাই-ই সেভাবে তখনই তামিল করতে বাধ্য। এসব দাস-মানুষদের জন্য কোনো ধরনের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা প্রযোজ্য নয়; স্বাধীনতা-মুক্তি এসব পদবাচ্য এদের জন্য প্রযোজ্য নয়—এরা অ-জনগণই শুধু নয় ‘মানুষ’ কিনা সেটাই প্রশ্ন।

যেহেতু খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ সালের দিকে অর্থাৎ এখন থেকে ৪ হাজার বছর আগে হাম্মুরাবির অনুশাসনে (Hammurabi’s code) দাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এ কথা নির্দিধায় ধরে নেয়া যায় যে দাস-দাসত্ব (Slave-Slavery) বিষয়টির বয়স হবে কমপক্ষে ৪ হাজার বছর (আসল বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি)। আর ৪ হাজার বছরের মানুষের ‘অ-মানুষকরণ’ অথবা ‘উচ্ছেদকরণ’, ‘ধ্বংসকরণ’, ‘নির্মূলকরণ’—এসবের নির্মোহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে ২০ পৃষ্ঠা লিখলে তা হবে প্রতি ২০০ বছরের জন্য মাত্র ১ পৃষ্ঠা। কাজটি নিঃসন্দেহে প্রায় অসম্ভব। এ অধ্যায়ে আমরা অতি অল্প পরিসরে সে কাজটি করার চেষ্টা করব। আর সে কারণে “দাস-দাসত্ব-দাস ব্যবস্থা” (Slave-Slavery-Slave System)-র রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাস অনুসন্ধান খুঁটিনাটি কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় অনেক কিছু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাদ পড়বে। অবশ্য কিছু বাদ পড়বে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় অসম্পূর্ণতা-অপূর্ণাঙ্গতা-অঙ্গতা-দ্বিচারিতা-স্ববিরোধ-এসব কারণেও। সুতরাং ব্যক্তিগত এবং শাস্ত্রীয় অপূর্ণতা উভয় কারণে একদিকে ক্ষমাপ্রার্থনা করা আর অন্যদিকে ভবিষ্যতে আরো অনুপঞ্জ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষা করে লেখার ইচ্ছের কোনো বিকল্প নেই।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত শিকারবৃত্তি ও সংগ্রহভিত্তিক অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করত, ততক্ষণ পর্যন্ত “একজন অন্যজনকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবে”—এ শর্ত প্রযোজ্য ছিল না। দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থার উৎপত্তি হলো, ঠিক তখন যখন থেকে মানবসমাজ শিকার ও সংগ্রহবৃত্তি থেকে কৃষিকাজ (agriculture) এবং পশুপালন (livestock) শুরু করল। এসব ছিল একদিকে খুবই শ্রমঘন (labor intensive) আর অন্যদিকে যথেষ্ট লাভজনক।

ইতিহাসে বড় দাগে দুধরনের দাস দেখা যায়। বড় দাগের প্রথম ধরনটি হলো ‘অভ্যন্তরীণ দাস’ (internal slave)। এরা হলো তারা, যারা মোটামুটি একই দেশ অথবা ভৌগোলিক অঞ্চলে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এসব দাস একদিকে যেমন দাসবাজারে কেনাবেচা হতো, তেমনি তারা কোনো-না-কোনো দাসমালিকের কাছে বংশপরম্পরা চুক্তিতে কাজ করত—কৃষিকাজ, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, বেগার খাটা, দাসমালিকের হয়ে যুদ্ধ-লড়াই করা ইত্যাদি। এসব দাসদের অনেকেই ছিল তখনকার বিচারে ক্রিমিনাল—অপরাধজগতের মানুষ (criminal), এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের লড়াই-যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি ও তাদের পরিবার। আর দ্বিতীয় বৃহৎবর্গীয় ধরনটি হলো বহিঃস্থ দাস (external slave), যাদের এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাঠানো হতো, যাদের দাসবাজারে বিক্রি করে মূলত plantation farming-এ (যেমন তামাক, আখ, তুলা ইত্যাদি) বাণিজ্যিক কৃষিকাজ এবং বাণিজ্যিক পশুপালনে (যেমন গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর, উট ইত্যাদি) জোর করে

কাজ করানো হতো, যে কাজের একদিকে যেমন শ্রমমূল্য বা পারিশ্রমিক ছিল না, তেমনি তাদের জন্য কোনো ধরনের ‘ব্যক্তিসত্তার’ বিষয় অথবা ‘অধিকারের’ বিষয় আদৌ প্রযোজ্য ছিল না। তাদের দিয়ে যখন-যেখানে যেভাবে-যে উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার প্রয়োজন হতো তখন-সেখানে-সেভাবে-সেই উদ্দেশ্য সাধনে তারা (দাসরা) কাজ করতে বাধ্য ছিল। ‘স্বাধীনতা’ ও ‘মুক্তি’—পদবাচ্য তাদের জন্য ধারণাতীত বিষয় ছিল। তবে এরা কখনও কখনও বিদ্রোহ করেছে। কখনো তেমন জেতেনি।

## ৭.২ দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা—একটি সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ

মানুষ যতদিন শিকারবৃত্তি আর সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবনধারণ করে এসেছে ততদিন কাউকে দাস বানানোর প্রয়োজন পড়েনি।

ইতিহাস বলে যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৬০ সালে হাম্বুরাবি অনুশাসন পদ্ধতিতে (Humburabi Code) দাসদের কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এখন থেকে ৪ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে দাস ছিল, ছিল দাসত্ব। মিসরের পিরামিড-এর মতো সপ্তাশ্চর্য বিনির্মাণ করেছে পায়ে শিকলবদ্ধ দাস। বলা হয় সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীর ৭৫% এলাকাতেই দাসব্যবস্থা ছিল। সপ্তম শতকে আরবদের দাসবাণিজ্য ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের দাসবাণিজ্য, যা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আরব-উপসাগরে আনা হতো। পঞ্চদশ-উনবিংশ শতকের আটলান্টিক দাসবাণিজ্য ছিল উপনিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের অ-জনগণকরণের বিশেষ ধরন (এ প্রসঙ্গে পরে আসব)। সমসাময়িককালে ইউরোপীয়রা সাব-সাহারা আফ্রিকার মানুষদের জোর করে ধরে দাস হিসেবে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেছে। আধুনিককালের দাসব্যবস্থার শুরু করে পর্তুগিজরা—ষোড়শ শতকে। তারা দাসদের ধরে এনে পাঠাতে থাকে দক্ষিণ আমেরিকাসহ (বিশেষত ব্রাজিল) পর্তুগিজ কলোনিতে। উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ আর ডাচরা দাসদের পাঠাতে থাকে (এখনকার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

ষোড়শ-উনবিংশ শতকে ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে যেসব মানুষকে জাহাজে করে দাস বানিয়ে আনে তাদের মধ্যে ১ থেকে ৫ কোটি পর্যন্ত মানুষ জাহাজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল আমাশয় (dysentery)। ইউরোপীয় দাসবাহী জাহাজে (slave ship) প্রথমে আনা হতো উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধে পরাজিত মানুষদের (যাদের বলা হতো ‘ক্রিমিনাল’)। এক-একটি জাহাজে ৩০০-৬০০ জন দাস বহন করা হতো। আটলান্টিক পাড়ি দিতে (voyage) জাহাজের সময় লাগতো ২-৩ মাস। তারপরে এসে পৌঁছাতো যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে রাখা হতো Seasoning Camp-এ (এ ক্যাম্পেই মারা গেছে ৫০ লক্ষ দাস)। এরপর তাদের পাঠানো হতো ‘আখচাষের দাস’ (plantation farming slave) হিসেবে, বড় অংশ পাঠানো হতো উপনিবেশ ব্রাজিলে। আটলান্টিক মহাসাগরভিত্তিক দাসব্যবস্থার পরিণতিতে ১৮২৫ সাল নাগাদ মার্কিন জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হয়ে গেল কৃষ্ণাঙ্গ-দাস।

## ৭.৩ দাস মানুষ—আফ্রিকা কেন?

**ইউরোপীয়রা আফ্রিকাকে দাসত্বে বাঁধলো কীভাবে? এসবের ফলে কী হলো?**

চতুর্দশ-উনবিংশ শতক পর্যন্ত সময়কালে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা আফ্রিকার ১ কোটিরও বেশি মানুষকে জোর-জবরদস্তি করে দাস বানিয়েছে। এর আগে ভূমধ্যসাগর

দিয়ে ইউরোপ-আফ্রিকার যোগাযোগ (contact) শুরু হয় এবং তখনও আফ্রিকা থেকে দাসদের আমেরিকায় আনা হতো।

আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় যখন দাস-মানুষ আনা হয় তার অনেক আগেই আমেরিকার স্থানীয় বাসিন্দাদের (native) দাসকরণ (enslavement)-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর আমেরিকার native দের অনেকেই বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করে। জীবিতদের অনেকেই প্রতিরোধ সংগ্রাম করে—লাভ হয়নি। কিন্তু জমির শ্বেতাঙ্গ মালিকদের অনেক কৃষি-শ্রমিক দরকার। কারণ তারা ইতিমধ্যে অতি মুনাফাজনক অর্থকরী ফসল—তামাক, তুলা ও আখের—প্লানটেশন ফার্মিং (বাগিচা চাষাবাদ) শুরু করেছে, যা যেমন শ্রমঘন (labor intensive), তেমনি ম্যালেরিয়ার মশাসহ বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের কামড়-সহিষ্ণুতা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের বেশি। আর এসব প্লানটেশন ফার্মিং-এর কৃষিপ্রক্রিয়ার চাহিদা ক্রমবর্ধমান, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কৃষিশ্রমিক দিয়ে যা মেটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আবার অন্যদিকে ইতিমধ্যে ইউরোপ আগ্নেয়ান্ত্র উদ্ভাবনসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিকসহ জাহাজ শিল্পও গড়ে তুলেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজে করে আফ্রিকার দিকে পা বাড়ানো তেমন সমস্যাও না। ওদিকে আফ্রিকার রাজা-উপজাতি নেতা-বণিকদের জন্য মানুষ নিয়ে বাণিজ্য করাটাও অতি মুনাফার অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। তারা মানুষ বিক্রির ব্যবসা—দাস ব্যবসা শুরু করল। আফ্রিকার বিভিন্ন রাজা (Kingdom) ইউরোপীয় বণিকদের কাছে মানুষ বিক্রি করতে শুরু করল—এসব মানুষ তাদের কাছে “স্বজাত আফ্রিকান (“Fellow African”) বলে গণ্য হতো না; না তাদের কাছে ছিল “ক্রিমিনাল”; “দায়গ্রস্ত” (দেনাগ্রস্ত) এবং “যুদ্ধে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতি”। দাসবাণিজ্য করে ওইসব আফ্রিকান রাজারা শক্তিশালী হতে থাকল, আর শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয়দের কাছে বন্দুক-গোলাবারুদ কামান কিনতে থাকল। ইউরোপীয় বণিকেরা এটাই চেয়েছিল। ইউরোপীয়রা দিল অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং মদ; আর বিনিময়ে আফ্রিকার রাজা-বাদশারা দিল পায়ে শেকলবাঁধা মানুষ—দাস। পরিবহনকালে এসব মানুষের ২০ শতাংশ জাহাজের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করত; এসব মানুষের কেউই এর আগে কখনও সাদামানুষ চোখে দেখেনি; অনেকেই জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা যান, অনেকেই ক্ষুধায় মারা যান, অনেকেই আত্মহত্যা করেন।

ইউরোপীয়রা দাসবাহী জাহাজে করে আফ্রিকাতে যা নিয়ে যায় তার মধ্যে ছিল অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ, ধর্মযাজক (পাদ্রি) এবং রোগবালাই (ম্যালেরিয়া, ইয়েলো ফিভার, হাম, স্মল পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা)। অস্ত্র দিয়ে যা করার তাই-ই তারা করেছে। ‘রোগবালাই’ রপ্তানি করে যে রোগ আফ্রিকায় ছিল না তা নিয়ে গেছে। আর পাদ্রিদের কাজ ছিল ধর্মের দোহাই দিয়ে আফ্রিকানদের বোঝানো যে “দাসত্ব তোমাদের ভগবান নির্দেশিত জীবন-নিয়তি (destiny)। এভাবেই জন্ম দেয়া হলো এ ধারণা যে “তোমরা আমাদের চেয়ে ভগবান নির্দেশিত কারণেই জৈবিক দিক থেকে নীচ” (biologically inferior)। এই-ই শুরু বর্ণ বৈষম্যবাদী মতাদর্শ (racist ideology)।

ইউরোপ থেকে যেসব জাহাজ আফ্রিকায় দাসবাণিজ্য করতে যেত আফ্রিকানদের কাছে ওইসব ব্যবসায়ীদের চেহারার বর্ণনা এ রকম: “বিভৎস চেহারার লালমুখো লম্বা চুলের নিষ্ঠুর প্রকৃতির সাদামানুষ”। ওদের ফর্মুলাটা ছিল এ রকম: জাহাজে যত বেশি দাস বোঝাই করা যাবে মুনাফা হবে তত বেশি। ওরা সেটাই করত। তিন তলার জাহাজের ডেকে একদম নিচ তলায় গাদাগাদি করে থাকত

পুরুষ দাস, তার উপরতলায় একদিকে একটু কম গাদাগাদি করে নারী দাস আর পাশে জাহাজের কর্মচারী-কর্মকর্তা, আর ডেকের উপরে ক্যাপ্টেনসহ তার সঙ্গীরা। ডেকের-নিচতলায় যেখানে পুরুষ দাসদের গাদাগাদি করে রাখা হতো সেখানে স্যানিটেশনের অভাব, খাবার পানির অভাব, অপরিষ্কার রোদ্র-আলো-বাতাস (ventilation) এবং খাদ্যের অভাবে আমাশয়, ম্যালেরিয়া, ইয়েলো জ্বর, হাম, স্মল পক্স ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে দাসরা মারা যেত (মূল আরোহী দাসদের ২০ শতাংশ এভাবে মারা যেত) এবং আরোহিত মৃতদের সমুদ্রে ফেলে দেয়া হতো। তারপরেও লাভ দুই কারণে: (১) জাহাজে যে সংখ্যক দাস বহন করার কথা তার চেয়ে দেড়গুণ-দ্বিগুণ বহন করলে মাথাপিছু পরিবহন ব্যয় কম, (২) ঠিক যে সংখ্যক দাস নিয়ে যাত্রা শুরু হতো যাত্রা শেষে মৃত্যুর কারণেও সংখ্যাটা কমতো না, কারণ লালমুখো সাদা-নিষ্ঠুর বর্বরেরা কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের ধর্ষণ করে সন্তান পয়দা করত (এসব সত্যভাষ্য কোনো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া দুষ্কর)।

যেহেতু আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের বেশির ভাগই ছিল পুরুষ, সেহেতু দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব পড়ল আফ্রিকার জনমিতিতে (demographic impact)—ফল হলো আফ্রিকায় পুরুষ কম আর তুলনামূলকভাবে নারী বেশি। আর যখন থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় দাসবাণিজ্য বেআইনি ঘোষণা করা হল ঠিক তখন থেকেই পতন ঘটতে থাকল আফ্রিকান রাজা-বাদশাহদের রাজত্বের। এ পতনের সাথে সাথে আফ্রিকা জোরদখল করা (conquest) এবং আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন সহজতর হলো। আফ্রিকায় ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র পাবার প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকল ফলে আফ্রিকায় উপজাতিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষ এবং দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অতি স্বাভাবিক এক নিয়মে রূপান্তরিত হলো। এসবের পাশাপাশি থাকল না ‘শান্তি’ প্রতিষ্ঠার কোনো অবস্থা, কারণ বাঁচার শর্ত হলো “হয় লড়াই না হয় পালাও” (“fight or flee”)। যা আজও চলমান।

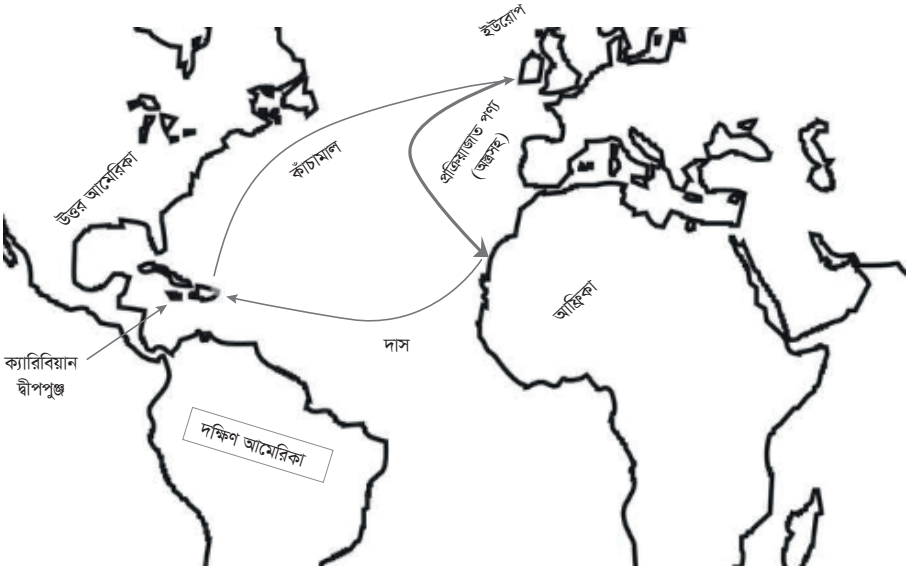
#### ৭.৪ ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজীয় দাসবাণিজ্য

আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে দাসবাণিজ্যের শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। এটা শুরু হয় ঠিক তখন, যখন আফ্রিকায় পর্তুগিজদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু সোনাদানার ভান্ডার (deposit) না হয়ে তা হয়ে দাঁড়ায় সহজলভ্য অন্য একটি পণ্যে—পণ্যটি হলো দাস-মানুষ (enslaved people)। ‘মনুষ্য-পণ্য’ হিসেবে ‘দাস-মানুষ’ এ জন্যই দরকার ছিল যে নতুন পৃথিবীতে (যাকে বলে New World) ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় অখচ ঘাটতি ছিল এই সম্পদের (“শ্রমসম্পদ”)। শ্রমসম্পদ হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় এবং আদিবাসী মানুষ খুব যুতসই বা উৎকৃষ্ট (reliable) ছিল না (ইউরোপ থেকে আমদানিতে রোগশোকে উচ্চ মৃত্যুহার) এবং ইউরোপীয়রা নতুন পৃথিবীর জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়াতে পারতো না এবং একইসাথে ট্রপিক্যাল রোগ সহিতে পারতো না। এদিক থেকে আফ্রিকার মানুষের অবস্থা ছিল ভিন্নতর: কৃষিকাজ ও পশুপালনে তারা অভিজ্ঞ; ট্রপিক্যাল জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানোতে তারা অভ্যস্ত, ট্রপিক্যাল রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের অনেক, এবং প্লানটেশন (আখ, তুলা, তামাক) কৃষিকাজ অথবা খনিতে কঠোর পরিশ্রমের জন্য তারা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট।

ইউরোপের প্রয়োজন নতুন দুনিয়ায় (New World) সাম্রাজ্য বিস্তার; যে জন্য প্রয়োজন প্লান্টেশন ফার্ম এবং খনির শ্রমিক, যা আছে আফ্রিকায়—যার সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হতে পারে আফ্রিকা (কারণ ততদিনে

আফ্রিকাতে ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ দাসব্যবস্থা পরিপোক্ত হয়েছে), আর আফ্রিকার দাস ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন হুইস্কি-বেয়ারসহ মদ এবং তুলনামূলক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র (ইতিমধ্যে ইউরোপে বন্দুক-গুলি-স্টিল আবিষ্কার হয়েছে), একই সাথে ইউরোপ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার নৌ-জাহাজ ব্যবসাও আবিষ্কার হয়েছে এবং আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে গেলে দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর আমেরিকা—ওদেরও দরকার আফ্রিকার দাস আর বিনিময়ে তারা দিতে পারবে কাঁচামাল (আখ, তুলা, তামাক জাতীয় কাঁচামাল) যে কাঁচামাল শিল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ (manufacturing) করে ইউরোপ সহজেই বিশ্ববাজার বিস্তৃত করতে সক্ষম অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম। এসবই হলো ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজ আকৃতির দাস বাণিজ্যের মূল কথা (দেখুন, ম্যাপ ১)।

ম্যাপ ১: ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজীয় দাস বাণিজ্য



ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজীয় বাণিজ্য ছিল প্রধানত দাসবাণিজ্য এবং এই বাণিজ্য ত্রিভুজের তিন বাহুর বণিকদের জন্য ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় ব্যবসা। এই বাণিজ্যের শুরুটা ইউরোপ থেকে: ইউরোপ প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য নিয়ে যাচ্ছে আফ্রিকায়, যেসব পণ্যের মধ্যে আছে মদ, তামাক, বস্ত্র, ধাতব পণ্য, এবং বন্দুক। আফ্রিকা এসব পণ্যের বিনিময়ে দিয়েছে “দাস-মানুষ”। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার এবং অধিকসংখ্যক মানুষকে ‘দাসবদ্ধ’ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বন্দুক (অবশ্য পরবর্তীতে এসব বন্দুকই আবার উল্টো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে)। ত্রিভুজ বাণিজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে (যাকে বলে middle passage) আফ্রিকা থেকে দাসদের রপ্তানি করা হয়েছে আমেরিকায় (দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর আমেরিকায়)। আর তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আমেরিকা থেকে আবারও শুরুর বিন্দু ইউরোপে ফিরে আসা, যেখানে আমেরিকা

থেকে ইউরোপে আনা হয়েছে সেসব কাঁচামাল, যা প্লানটেশন কৃষিতে উৎপাদন করেছে আফ্রিকা থেকে নিয়ে যাওয়া দাসশ্রম; এসব কাঁচামালের মধ্যে ছিল তুলা, চিনি, তামাক, গুড় ইত্যাদি।

ট্রান্স-আটলান্টিক ত্রিভুজীয় বাণিজ্যে আফ্রিকার কোনো এলাকায়ই দাস মানুষ শিকারের বাইরে ছিল না। ঐতিহাসিক হিসেবপত্র বলে যে ১৪৫০ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত ৪৫০ বছরের ট্রান্স-আটলান্টিক পথে আফ্রিকা থেকে মোট কমপক্ষে ১ কোটি ১৩ লক্ষ মানুষকে দাস হিসেবে ধরে আনা হয়েছে—মার্জিত ভাষায় যাকে বলা হয় আফ্রিকা থেকে “দাস পণ্য রপ্তানি” (দেখুন, সারণি ৪)।

সারণি ৪: ট্রান্স-আটলান্টিক পথে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাস-এর সংখ্যা (১৪৫০-১৯০০)

সময়কাল	মোট ধরে আনা দাস সংখ্যা	%
১৪৫০-১৫০০	৮১,০০০	০.৭
১৫০১-১৬০০	৩২৮,০০০	২.৯
১৬০১-১৭০০	১,৩৪৮,০০০	১১.৯
১৭০১-১৮০০	৬,০৯০,০০০	৫৩.৮
১৮০১-১৯০০	৩,৪৬৬,০০০	৩৩.৬
মোট	১১,৩১৩,০০০	১০০

উৎস: Paul E. Lovejoy (2000). Transformation in slavery. Cambridge University Press (গ্রেগের Table 2.1 এবং 3.1 থেকে হিসেবকৃত)।

সাড়ে চারশত বছর ধরে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাস-মানুষের যেসব হিসেবপত্র উত্থাপন করা হলো (সারণি ৪) তা থেকে রাজনৈতিক-অর্থনীতির ঐতিহাসিক কয়েকটি বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

১. প্রথমে দিকে ২০০ বছর, ১৪৪০-১৬৪০ সময়কালে আফ্রিকা থেকে দাস মানুষ ধরে আনার একচ্ছত্র ব্যবসাটা করেছে পর্তুগাল। এ সময়কালে পর্তুগাল আফ্রিকা থেকে ধরে এনেছে ৪৫ লক্ষ দাস মানুষ (মোট দাস মানুষের ৪০%)। উল্লেখ্য পর্তুগাল (ফ্রান্সসহ)-ই ইউরোপের সর্বশেষ দেশ যারা আনুষ্ঠানিকভাবে দাসব্যবস্থা বাতিল করে। কিন্তু দাসব্যবস্থা বাতিল করে প্রাক্তন দাসদের বলা হয় *libertos* অথবা *engage's a temps* যার অর্থ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক।
২. অষ্টাদশ শতকে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা হয় সর্বোচ্চসংখ্যক দাস মানুষ—মোট ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার। যার মধ্যে ২৫ লক্ষ ধরে আনে ব্রিটেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে দাসব্যবস্থার বিলুপ্তিতে (বাতিলকরণে) ব্রিটেন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এসবই ঐতিহাসিক মিথ্যাচার।
৩. ইউরোপীয় দাস বণিকেরা আফ্রিকা থেকে যেসব দাস ধরে আনে তাদের ৮০% রেখে আসা হয় আমেরিকায় (মূলত দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ) আর ২০% আনা হয় ইউরোপে। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত দাস-মানুষ যাদের ব্রাজিল, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও স্পেনের সাম্রাজ্যে-উপনিবেশে পাঠানো হয় তাদের মূল কাজ ছিল প্ল্যানটেশন ফার্মের কৃষিকাজ এবং খনির কাজ।



### ৭.৫. আমেরিকায় দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা

মানবপ্রজাতির অভিবাসন ইতিহাস (history of human migration) বলে যে দেশান্তরের ইতিহাস শুরু হয় এখন থেকে এক-দেড় লক্ষ বছর আগে। শুরুটা আফ্রিকা থেকে—মূলত প্রাকৃতিক কারণে (তবে ছবছ কারণটা এখনও পর্যন্ত সু-গবেষিত নয়)। এর বহু পরে—এখন থেকে আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ বছর আগে শুরু হয়ে “দাসবাণিজ্য” (slave trade)। দাসবাণিজ্যের সমুদ্র পথ ছিল ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর। এখন থেকে ৮০০ বছর আগে ভারতবর্ষে যেসব দাস ছিল তাদের ৮৭% এসেছিল আফ্রিকা থেকে আর ১৩% ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন এলাকার। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে আফ্রিকা থেকে প্রথম দাস আনা হয় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় দেশ-তুরস্কে। এ ঘটনা ট্রান্স-আটলান্টিক দাসবাণিজ্যের ঠিক আগের। আর ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে এখনকার সিরিয়া, লেবানন, মিসর, এবং বলকান অঞ্চলে আনা হয় দাসদের—বড় অংশ আফ্রিকা থেকে “কৃষ্ণাঙ্গ দাস” আর একাংশ “শ্বেতাঙ্গ দাস”। এরপর শুরু হয় আমেরিকায় দাসবাণিজ্য—দাসদের আনা হয় আফ্রিকা থেকে। আর এসবের কিছু আগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে জলপথে এশিয়া খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে রওনা করে ১২ অক্টোবর ১৪৯২ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় এখনকার ডমিনিকান রিপাবলিকান-এ পৌঁছে দেখেন ওখানকার মানুষেরা লালচে-চামড়ার—বলেন তিনি এশিয়ায় “রেড ইন্ডিয়ান”দের সন্ধান পেয়েছেন (বলা হয় ‘আবিষ্কার’ করেছেন) যাদের আছে সোনা, বিচিত্র পশুপাখি এবং অচেল গাছপালাসহ বিভিন্ন সম্পদ। কলম্বাসের তথাকথিত আমেরিকা আবিষ্কার দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের নিধন করে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপনে সহায়ক হয়।

কেন বললাম আমেরিকায় আদিবাসী মানুষ—সে আফ্রিকা থেকেই যাক অথবা ‘রেড ইন্ডিয়ান’ হোক তারা শুধু অ-জনগণই নন তাদের রক্তমাংসের ‘মানুষ’ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো না। কারণ:

- (১) সমসাময়িককালে আমেরিকায় ফ্রান্স ও স্পেন কালো মানুষদের আখ্যায়িত করেছে “স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি” (movable property) হিসেবে;
- (২) আমেরিকায় খুবই দ্রুত ওদের ‘বর্ণবাদের’ শিকার হতে হয়েছে (বলা যেতে পারে প্রথম “racialized”);
- (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দাসদের আখ্যায়িত করা হয়েছে “তিন-পঞ্চমাংশ মানুষ” অর্থাৎ “৬০% মানুষ” হিসেবে;
- (৪) ১৬৭২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা রয়্যাল আফ্রিকান কোম্পানিকে চার্টার প্রদান করে যে তারা আফ্রিকা থেকে দাসদের ধরে এনে দাসবাণিজ্য সম্প্রসারণে যা ইচ্ছে তাই-ই করতে পারবে। চার্টার প্রাপ্তির ১২ বছরে তারা আফ্রিকা থেকে ৯০ হাজার মানুষ ধরে আনে এবং প্রকাশ্যে তাদের নিগ্রো-দাস হিসেবে বেচাকেনা শুরু করে (চিত্র ১, ২, ৩ দেখুন);
- (৫) আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “দাসত্ব আইনগতভাবে বৈধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়”—ভার্জিনিয়ায় ১৬১৪ সালে (ভার্জিনিয়া টোব্যাকো চাষে তাদের কাজ করানো হতো), ম্যাসাচুসেটস-এ ১৬৪১ সালে, কানেকটিকাটে ১৬৫০ সালে, মেরিল্যান্ডে ১৬৬৩ সালে, আর নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে ১৬৬৪ সালে;



(৬) ভার্জিনিয়ার নর্থ হ্যাম্পটন কাউন্টিতে ১৬০৯ সালে আফ্রিকা থেকে যে ৫০০ দাস আনা হয় তাদের মধ্যে ৪৫০ জনই ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন (অসুখ-বিসুখ এবং নির্যাতনের কারণে);

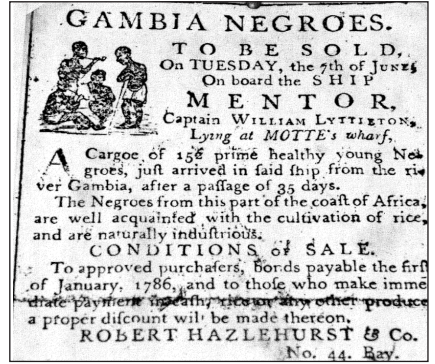
(৭) সমসাময়িককালে আইন করা হয় যে কেউ যদি দাস আনতে পারেন তাহলে তিনি প্রতিটি দাসের বিপরীতে ৫০ একর ভূমির মালিকানা পাবেন— যেখানে কাজ করবে দাসরা;

(৮) দাসত্বের আইনগত বৈধতা দিতে ইংরেজরা কে দাস হবেন বা কাকে দাস বানানো হবে—এ নিয়ে ১৬১৪ সালে যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা এ রকম: “দাস হবেন তারা, যারা খ্রিষ্টান নন এবং সাদা নন”। আর দাস মানুষ দাস থাকবে বংশপম্পরা (lifelong servitude);

(৯) মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (যিনি নিজেও ছিলেন কালো মানুষ) যেদিন দাসত্ব মোচন/দাসত্ব-মুক্তির ঘোষণা (“Emancipation Proclamation”) স্বাক্ষর করেন তার এক সপ্তাহের মধ্যে খ্রিস্টমাসের পরের দিন (২৬ ডিসেম্বর) ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত হয়— একসাথে ৩৮ জন কোয়াডেম্যান আদিবাসী মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে গণহত্যার রায় স্বাক্ষর করেন (বলা হয়ে থাকে এটাই আমেরিকার ইতিহাসের আদিবাসী-দাসদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বর্বরতম গণহত্যা);



চিত্র ১: নিগ্রো দাস বিক্রয়কেন্দ্র



চিত্র ২: জাহাজে গাম্বিয়ার দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন



চিত্র ৩: নিগ্রো দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন

(১০) আমেরিকায় ১৬২০ সালে যখন থেকে ‘চুক্তিবদ্ধ দাসপ্রথা’ (Indentured Slavery) প্রচলন বন্ধ হলো, তখন থেকে শুরু হলো “চিরস্থায়ী দাসপ্রথা” (Permanent Slavery) অর্থাৎ “প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত দাসব্যবস্থা” (Institutionalized Slavery)। এ প্রক্রিয়ায় ভার্জিনিয়ার উপনিবেশিক শাসকেরা ‘দাস কোড’ বা ‘দাস আইন’ (Slavery code) প্রণয়ন করে, যার মূলকথা হলো এ রকম: দাস হবে দাস মালিকের (প্রভুর) ব্যক্তিগত স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি (movable property); যে সম্পত্তি দিয়ে তার যা ইচ্ছে তাই-ই সে করতে পারবে; দাস বেচাকেনার অকশন মার্কেট থাকবে, যে সর্বোচ্চ দাম দেবে সেই হবে দাসের মালিক; দাসদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী কোনো সম্পর্ক থাকবে না; দাস সন্তানের সাথে তার মা-বাবার কোনো সম্পর্ক থাকবে না; দাসদের থাকবে না কোনো ধরনের সম্পত্তির অধিকার (চিত্র ৪, ৫, ৬ দেখুন);

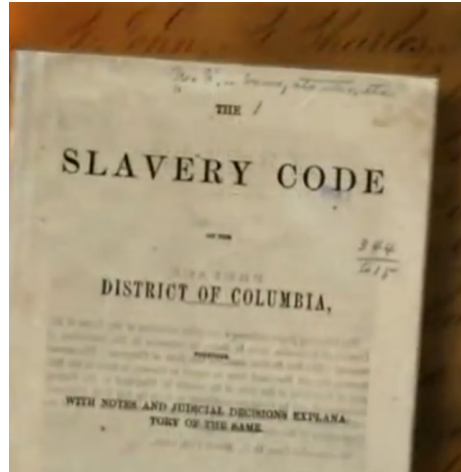
(১১) আমেরিকায় গৃহযুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এই মনে করে অংশগ্রহণ করে যে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে, ওরা মুক্ত হবে, স্বাধীন হবে। যুদ্ধে অংশ নেন ২.৫ লক্ষ আফ্রিকান-আমেরিকান



চিত্র ৪: সৃষ্টামদেহী নিগ্রো দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন



চিত্র ৫: দাস অত্যাচারের নমুনা



চিত্র ৬: দাস আইন

কালোমানুষ, মৃত্যুবরণ করে ৪০ হাজার। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীনতা ঘোষণা হয়; আর পরে সংবিধানের ১৩, ১৪, ১৫ সংশোধনী (ইনডেমনিটি) অনুযায়ী দাসদের ‘মানবসত্তা’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তথাকথিত “দাসত্ব মোচনের” বা দাস-মুক্তির (emancipation) নামে “শারীরিক-দৈহিক দাসত্ব” (physical slavery) “রাজনৈতিক দাসত্বে” (political slavery) রূপান্তরিত হয়।



চিত্র ৭: দাসকথন: আমি কি মানুষ এবং ভ্রাতা নই?



## অংশ ২

বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরের বাজেটে ‘অ-জনগণ’-  
পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-  
ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষ



## অধ্যায় ৮

### রাষ্ট্রের বাজেট—কী, কেন, কোন উদ্দেশ্যে, কীভাবে প্রণীত হয়?

মানব ইতিহাসে একসময় পর্যন্ত রাষ্ট্র ছিল না, ছিল না সরকার। আধুনিককালে আছে। ভৌগোলিক সীমানাবদ্ধ রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র পরিচালনে আছে আইন, বিচার ও নির্বাহী যন্ত্রাদি। এখন রাষ্ট্রের পক্ষে নির্বাহী যন্ত্র হিসেবে সরকারকে দেশ পরিচালনা করতে হয়। তা যার স্বার্থেই পরিচালনা করা হোক না কেন সরকারকে বেশকিছু খাত-ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ (allocation) করতে হয়। যার মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খাতক্ষেত্রসমূহ: কৃষি, শিল্প, সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, ধর্ম, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদি। এসব বরাদ্দ প্রতিবছর বাজেটে প্রতিফলিত হয়—এগুলোকে বলা হয় বাজেটে ব্যয় খাত। আমাদের দেশে বাজেটের ব্যয় খাতকে বড় দাগে দু'ভাগে ভাগ করা হয় (১) উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ (development expenditure বা development budget, যাকে দেখানো হয় প্রধানত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে, Annual Development Programme, ADP); (২) অনুল্লয়ন বা পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ (Non-development অথবা Recurrent অথবা Operating expenses)।

বাজেটে খাত-উপখাত-কর্মকাণ্ডভিত্তিক ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ নির্দেশ করা থাকে। এসব ব্যয়-বরাদ্দ করতে সরকারকে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়, যা বাজেটের আয় খাতে দেখানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার সাধারণত যেসব পথ-পদ্ধতি-উৎস থেকে এসব অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তার অন্যতম হলো কর (tax), শুল্ক (duty) এবং করবহির্ভূত আয়-উৎস। কর-এর মধ্যে থাকে প্রধানত আয় কর (income tax), মূল্য সংযোজন কর (VAT), যানবাহন কর; শুল্ক-এর মধ্যে থাকে আমদানি শুল্ক (import duty), রপ্তানি শুল্ক (export duty), আবগারি শুল্ক (excise duty), সম্পূরক কর (supplementary duty), মাদক শুল্ক ইত্যাদি।

কোনো কারণে যদি সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয় সেক্ষেত্রে ঘাটতি মিটাতে সরকারকে ধার-কর্জ করতে হয় (এ ধরনের বাজেটকে বলা হয় ঘাটতি বাজেট), সরকার এসব ধার-কর্জ করতে পারে দেশের ভেতরে (অভ্যন্তরীণ দেনা) এবং দেশের বাইরে থেকে (বৈদেশিক দেনা)। দেশের ভেতরে সরকার যেসব উৎস থেকে ঋণ নেয় তার মধ্যে অন্যতম হলো সঞ্চয়পত্র বিক্রি, ব্যাংক থেকে ধার, শেয়ার-বন্ড বিক্রি ইত্যাদি; আর বিদেশ থেকে নেয়া হয় বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান।

“উন্নয়ন” (‘development’)—এ নামে প্রতিবছর সরকার যে কর্মকাণ্ড করে তা বহু প্রকল্পের (project) সমাহার। একসাথে এগুলোকে বলা হয় “বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি” (Annual Development Programme)। বাজেটে যার প্রধানতম অংশই হলো “উন্নয়ন বাজেট” (Development budget)। আর এ বাজেট বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রের সমুদয় কর্মসম্পাদনে কর্মীদের/কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে দিতে হয় যার বাজেটকে বলে “অনুল্লয়ন বাজেট” (Non-development budget) অথবা “পরিচালন বাজেট” (Operating budget অথবা Recurrent expenditure budget)।



একটি দেশে মোট বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন অনুপাত কত হওয়া উচিত—উন্নয়ন-অর্থনীতি সাহিত্যে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। তবে ‘উন্নয়ন’-এর সংজ্ঞাটা যদি ঠিক করা যায় এবং তা যদি সত্যিকার অর্থে “ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকামী” হয় অথবা “শোভন সমাজ অভিমুখী” হয়, সেক্ষেত্রে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে মোট বাজেটে অনুন্নয়ন বাজেটের তুলনায় উন্নয়ন বাজেটের প্রয়োজনীয়তাটাও বেশি হবে—বেশি হবে তুলনামূলক অংশ। উল্লেখ্য আমাদের দেশসহ অনেক দেশেই ব্যাপারটা উল্টো।

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই সরকারের বাজেটপ্রণেতারা যে পদ্ধতি অবলম্বনে বাজেট প্রণয়ন করেন তা আসলে পুঁজির আধিপত্য-কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি, যা ‘জনকল্যাণ’ নিশ্চিত করে না—শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠা অনেক দূরের কথা। বাজেট প্রণয়নে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তাভিত্তি (premise)-টাই বিদ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমাদের দেশে রাষ্ট্রের বাজেট কীভাবে প্রণীত হয় এবং কীভাবে হওয়া উচিত—প্রাসঙ্গিক বিধায় এ মর্মে ২০২০ সালে প্রকাশিত আমার গ্রন্থ থেকে একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করছি:

“প্রচলিত প্রথায় বাজেট প্রণয়নের শুরুটাই হয় ‘টাকাপয়সাকে’ মূল অবজেক্ট অথবা উদ্দিষ্ট-লক্ষ্য-অভীষ্ট ধরে নিয়ে। বাজেটপ্রণেতারা প্রথমেই যা ঠিক করেন, তা হলো “কত টাকাপয়সা আছে” (যাকে বলা হয় Resource Envelope)। বই-পুস্তকে লেখা এবং বাস্তবে প্রয়োগকৃত বাজেট বিনির্মাণ ভাবনার এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ভ্রান্তি সঠিক ধরে নিয়েই প্রাক-বাজেট ও বাজেট প্রণয়নপরবর্তী তর্ক-বিতর্ক হয়; গণমাধ্যম অথবা সোচ্চার হয়—এসবই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাজেটবিষয়ক চিন্তনপদ্ধতিতে শক্তভাবে গাঁথে দেয়া হয়েছে। এসবের বিপরীতে “শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়” আমাদের বাজেট প্রণয়ন কর্মকাণ্ডের শুরুটাই হবে “কত টাকাপয়সা আছে” দিয়ে নয়, “কী কী প্রয়োজন তা দিয়ে”। অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের হিসাবপত্রের শুরু হবে “resource envelope” দিয়ে নয় “envelope of things to do” দিয়ে। আর “envelope of things to do” অথবা “envelope of things need to be done”-এর মধ্যে থাকবে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কাজ, বিশ্রাম-বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে মানুষের সুস্থ-সৃজনশীল বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই। এক্ষেত্রে “envelope of resources” অর্থাৎ ‘টাকাপয়সা’ কোনো অর্থেই অবজেক্ট বা অভীষ্ট বস্তু হবে না, তা হবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র। কারণ টাকাপয়সার অভাব কৃত্রিম বিষয়; আসলে টাকাপয়সার কোনো অভাবই নেই যখন আমরা দেখছি যে—আমাদের সরকারি বাজেট মাত্র ৫-৬ লক্ষ কোটি টাকা, অথচ আমাদের হিসেবে দেশে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯ অর্থবছরে) সৃষ্ট মোট পুঞ্জীভূত কালোটাকার পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (যা দিয়ে কমপক্ষে ১১ বছরের বাজেট করা সম্ভব), ঠিক একই সময়ে পাচারকৃত মোট অর্থের পরিমাণ হবে আনুমানিক ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা; সম্পদ কর থেকেই মোট ৫০ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব, যা থেকে এক বছরের বিকল্প বাজেটের জন্য সম্পদ কর হিসেবে কমপক্ষে ৮০

হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব; উপরন্তু অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর থেকেই এক বছরে কমপক্ষে ৪০ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। অর্থাৎ “টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে” তা ধরে নিয়ে বাজেট বিনির্মাণ পদ্ধতিটাই ভ্রান্ত। আমাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত— মানুষের জন্য সুস্থ-সবল-সমৃদ্ধ-স্বজনশীল জীবন বিনির্মাণে যা যা দরকার সেসবের হিসেবপত্র থেকেই বাজেট বিনির্মাণপ্রক্রিয়া শুরু। সঙ্গত কারণেই আমরা “বাজেট ব্যালেন্স” করার পক্ষে নই (তা আমাদের প্রয়োজনও নেই), আমরা “অর্থনীতি ব্যালেন্স” করার পক্ষে। বাজেট প্রণয়নে আমাদের লক্ষ্য হবে— পূর্ণ কর্মনিয়োগ, শিশুর জন্য সুস্থ জীবন, সবার জন্য আবাসন, মূল্যস্ফীতি রোধ— এক্ষেত্রে বাজেট কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হবে না, তা হবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র। “শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়” এ ধরনের বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বন্টনে ন্যায্যতা বাড়বে, বৈষম্য দূর হবে, তথাকথিত কৃচ্ছ সাধনের (অর্থাৎ বেট টাইট করার) প্রয়োজন হবে না, অর্থনীতিতে মোট চাহিদা (aggregate demand) বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, যা ইচ্ছা তাই-ই উৎপাদন হবে না (যেমন পরিবেশদূষণ, স্বাস্থ্যহানিকর ঔষধপত্র, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি), পূর্ণ কর্মনিয়োগ নিশ্চিত হবে (বেকারত্ব থাকবে না), কোনো ধরনের ঘাটতি এবং ঋণ (deficit ও debt) নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু শোষণভিত্তিক-ব্যক্তিগতনির্ভর-লোভলালসাভিত্তিক-মুনাফাউদ্দিষ্ট পুঁজিবাদ এসব পারবে না। এসব পারবে— ‘শোভন জীবনব্যবস্থা’-উদ্দিষ্ট শোভন অর্থনৈতিক ও শোভন সামাজিক কর্মকাণ্ড” (দেখুন, বারকাত ২০২০ক: xxxiii-xxxiv)।



## অধ্যায় ৯

### বিগত ৫০ বছরের জিডিপি ও বাজেট প্রবণতা: ১৯৭২/৭৩-২০২১/২২

গত পঞ্চাশ বছরে বছরওয়ারি আমাদের দেশের জাতীয় বাজেট কত ছিল এবং লাইন আইটেম ও প্রকল্প/কর্মসূচি অনুযায়ী মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বরাদ্দ কত ছিল—এসব তথ্য কোনো সুনির্দিষ্ট একক উৎসে পাওয়া যায় না (দুঃখজনক হলেও বিষয়টি সত্য)। এমনকি গত পঞ্চাশ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপির বছরওয়ারী তুলনীয় তথ্যও সরকারি পরিসংখ্যান সূত্রে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে যেহেতু এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, সেহেতু বিগত পঞ্চাশ বছরের বছরওয়ারী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ও জাতীয় বাজেটের হিসেবপত্র দাঁড় করাতে হয়েছে। এসব পরিসংখ্যানিক হিসেবপত্র সারণি ৫, ৬, ৭, এবং লেখচিত্র ৫ ও ৬-তে দেখানো হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের দেশে মোট জিডিপি (দেশজ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)-র পরিমাণ ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। যা পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ছিল ৫৫ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা (এটা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনীয় মূল্যে)। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের জিডিপি বেড়েছে ৫৪ গুণ। এখানে গত পঞ্চাশ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) জিডিপির ৫৪ গুণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরি কথা বলে রাখা দরকার:

- (১) বিগত পঞ্চাশ বছরে জিডিপি বাড়লো ৫৪ গুণ; কিন্তু দরিদ্র মানুষের জীবনমান কোনো মাপকাঠিতেই কি ৫৪ গুণ বেড়েছে? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমাদের জিডিপি পরিসংখ্যানে নেই। এখানে “মানুষকে অজ্ঞ রাখার ঘোমটা” যথেষ্ট কার্যকর।
- (২) জিডিপি ৫৪ গুণ বেড়েছে আবার একই সাথে বৈষম্য বেড়েছে (যা গিনি সহগ ও পালমা অনুপাত দিয়ে সহজেই অনুমান করা যায়)।
- (৩) জিডিপি বৃদ্ধি বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে এবং একইসাথে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বহুমুখী দারিদ্র্য বাড়িয়েছে।
- (৪) সরকারি বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রায়ই বলা হয় যে বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের জিডিপি বেড়েছে ৬০৫ গুণ। আসলে এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ এই বৃদ্ধির হিসেবপত্র তুলনীয় নয়—তা সংশ্লিষ্ট (নির্দিষ্ট) অর্থবছরের বাজারমূল্যে প্রকাশিত, তুলনীয় বাজারমূল্যে নয়।

আসা যাক গত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় বাজেটের প্রসঙ্গে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের জাতীয় বাজেট ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (যার মধ্যে উন্নয়ন বরাদ্দ ৩৯.৩% আর অনুন্নয়ন বরাদ্দ ৬০.৭%)। আর এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে, তখনকার বাজারমূল্যে

জাতীয় বাজেট ছিল মোট ৭৮৬ কোটি টাকা যা এখনকার (২০২১-২২) বাজারমূল্যে ৮ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা (যেখানে উন্নয়ন বরাদ্দ ৬৩.৭% আর অনুন্নয়ন বরাদ্দ ৩৬.৩%)। গত পঞ্চাশ বছরে জাতীয় বাজেটের প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটেছে ৬৮.৫ গুণ। কিন্তু এক্ষেত্রে জিডিপির মতোই জাতীয় বাজেটের ৬৮.৫ গুণ বৃদ্ধির সারবস্তু ও প্রতিফল নিয়ে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি:

- (১) বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট (বরাদ্দ) বাড়লো ৬৮.৫ গুণ কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনমান কি ওই হারে বেড়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর এমনকি সরকারি পরিসংখ্যানে নেই। সরকারি পরিসংখ্যান যতটুকু বলতে পারে তা হলো দেশের দারিদ্র্য হারের কী ঘটেছে এবং সেটাও পারে দারিদ্র্যের বহুমুখ-বহুরূপ-বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় না রেখে।
- (২) জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ ৬৮.৫ গুণ বেড়েছে; কিন্তু একইসাথে বেড়েছে আয় বৈষম্য, ধনসম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য এবং শিক্ষা বৈষম্য; বেড়েছে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের সব ধরন।
- (৩) জাতীয় বাজেট বরাদ্দের বহুগুণ বৃদ্ধি আসলে গুণিতক হারে বৈষম্য ও বহুমুখী দারিদ্র্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।
- (৪) তবে সরকারনির্বিশেষে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে উন্নয়ন-উচ্ছ্বাস প্রকাশে খুব উচ্চকণ্ঠে যা বলে থাকে তা হলো “গত পঞ্চাশ বছরে আমরা জাতীয় বাজেট ৭৬৮ গুণ বৃদ্ধি করেছি”। আসলে এটা সহজ পাটিগাণিতিক ধোঁকা (তারা বর্তমান বাজেটকে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়ে ভাগ করেন)। এসবই ধোঁকা এ জন্য যে এসব হিসেবপত্তরে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে “টাকার মূল্যের” কী হয়েছে তা বলা হয় না। “টাকার বিনিময় হার” বিবেচনা করলে ওই বৃদ্ধি ৭৬৮ গুণ নয়, হবে ৬৮.৫ গুণ বেশি।

বিগত পঞ্চাশ বছরে জিডিপির তুলনায় জাতীয় বাজেটের পরিমাণ (অর্থাৎ যাকে বলে জাতীয় বাজেট ও জিডিপি অনুপাত) ছিল ৮.৬২% (১৯৭৪/৭৫ অর্থবছরে) থেকে ২০.৯৬%-এর সমপরিমাণ (১৯৮০/৮১ অর্থবছর)। এই অনুপাতের ৫০ বছরের গড় ১৬.৭৫%। আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ৩৬ বছর তা ছিল জিডিপির তুলনায় ১৬.৭৫ শতাংশের নিচে (সারণি ৫ ও লেখচিত্র ৬ দেখুন)। জিডিপির তুলনায় জাতীয় বাজেটের আকার বিবেচনায় কয়েকটি বিষয় বলে রাখা জরুরি:

- (১) জাতীয় বাজেট কখনও সম্প্রসারণশীল ছিল না। তবে জিডিপির শতাংশ হিসেবে জাতীয় বাজেটে প্রথম উল্লেখন দেখা যায় ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেটে (১৯৭৫-৭৬ এর ১৪.৪% থেকে ১৯৭৬-৭৭-এ এক লাফে ১৮.৯%-এ)। লক্ষণীয় যে এই ঘটনাটি ঘটেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঠিক পরের বছর। বিষয়টি ইঙ্গিতবহু।
- (২) জাতীয় বাজেট প্রধানত সংকোচনমূলক, যা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে সরকার উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যা আর্থসামাজিক উন্নয়নে নব্য-উদারবাদী মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে নির্দেশ করে।

- (৩) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারের নিরিখে গত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটের প্রবৃদ্ধি ছিল জিডিপির প্রবৃদ্ধির তুলনায় একটু বেশি—যথাক্রমে ৭.৯৭% ও ৭.৩০% (দেখুন, সারণি ৮)। জিডিপির তুলনায় “একটু বেশি” বাজেট প্রবৃদ্ধি তেমন কোনো কিছুই নির্দেশ করে না; কারণ বাজেটের ভিত্তি পরিমাণটা ছোট—জিডিপির ১৬%-এর আশেপাশে।
- (৪) জাতীয় বাজেটের যে আকার তা দিয়ে বড় মাপের সামাজিক কর্মকাণ্ডে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা) সরকারের অনীহা প্রকাশিত হয়।
- (৫) একটি কল্যাণমুখী শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল, যা হতে পারে এখনকার তুলনায় ২.৫ গুণ বড়। তবে সেক্ষেত্রে শুধু আকারে বড় হলেও চলবে না—বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো হতে হবে প্রগতিমুখী এবং একইসাথে বাজেটের আয় কাঠামোতেও বড় ধরনের রূপান্তর প্রয়োজন। অনেক যুক্তি দিয়ে এসব কথা এর আগেও বলা হয়েছে (দেখুন, বারকাত, ২০২০ক, বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি রাস্ট্র, পৃ. ৫১২-৫৭৬)। এসবের পাশাপাশি এ যুক্তিও প্রদর্শন করা হয়েছে যে অনুরূপ সম্প্রসারণশীল জনকল্যাণকামী জাতীয় বাজেট একইসাথে বস্তুগত উৎপাদন (production of material goods and services) এবং নৈতিক দ্রব্য উৎপাদন (production of ethical goods) ত্বরান্বিত করবে। আর এসবের ফলে কাজিফত সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টি সম্ভব।

সারণি ৫: জাতীয় বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): বিগত পঞ্চাশ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)			জিডিপি (কোটি টাকায়)			জিডিপি শতাংশ হিসেবে বাজেট
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* মোট বাজেট	নির্দিষ্ট অর্থ বছরের বাজার মূল্যে	২০২১-২২ অর্থ বছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	
	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)				
১৯৭২-৭৩	৭৮৬ (১০০)	৫০১ (৬৩.৭৪)	২৮৫ (৩৬.২৬)	৮,৮০৩	৪,৯৮৫	৫৫,৮৩২	১৫.৭৭
১৯৭৩-৭৪	৯৯৫ (১০০)	৫২৫ (৫২.৭৬)	৪৭০ (৪৭.২৪)	১০,৮০৭	৭,৫৭৫	৮২,২৭৮	১৩.১৩
১৯৭৪-৭৫	১,০৮৪ (১০০)	৫২৫ (৪৮.৪৩)	৫৫৯ (৫১.৫৭)	৬,৮৩৯	১২,৫৭৪	৭৯,৩২৬	৮.৬২
১৯৭৫-৭৬	১,৫৪৯ (১০০)	৯৫০ (৬১.৩৩)	৫৯৯ (৩৮.৬৭)	৮,৯৩০	১০,৭৪৬	৬১,৯৪৬	১৪.৪১

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)				জিডিপি (কোটি টাকায়)		জিডিপি শতাংশ হিসেবে বাজেট
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* মোট বাজেট	নির্দিষ্ট অর্থ বছরের বাজার মূল্যে	২০২১-২২ অর্থ বছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	
	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)				
১৯৭৬-৭৭	১,৯৮৯ (১০০)	১,২২২ (৬১.৪৪)	৭৬৭ (৩৮.৫৬)	১১,০৪৫	১০,৫৩৬	৫৮,৫০৮	১৮.৮৮
১৯৭৭-৭৮	২,১৮৪ (১০০)	১,২৭৮ (৫৮.৫২)	৯০৬ (৪১.৪৮)	১২,৫০৭	১৩,০২৯	৭৪,৬১০	১৬.৭৬
১৯৭৮-৭৯	২,৪৯৯ (১০০)	১,৪৪৬ (৫৭.৮৬)	১,০৫৩ (৪২.১৪)	১৩,৭৮৮	১৪,৪৭৭	৭৯,৮৮০	১৭.২৬
১৯৭৯-৮০	৩,৩১৭ (১০০)	২,১২৩ (৬৪)	১,১৯৪ (৩৬)	১৯,৩৪১	১৭,২৪৫	১,০০,৫৫৫	১৯.২৩
১৯৮০-৮১	৪,১০৮ (১০০)	২,৭০০ (৬৫.৭৩)	১,৪০৮ (৩৪.২৭)	১৯,৮৯২	১৯,৫৯৬	৯৪,৮৮৯	২০.৯৬
১৯৮১-৮২	৪,৬৭৭ (১০০)	৩,০১৫ (৬৪.৪৬)	১,৬৬২ (৩৫.৫৪)	১৮,১৯৩	২৬,৫১৪	১,০৩,১৩৯	১৭.৬৪
১৯৮২-৮৩	৪,৭৩৮ (১০০)	২,৭০০ (৫৬.৯৯)	২,০৩৮ (৪৩.০১)	১৬,৬৯১	২৮,৮৪২	১,০১,৬০৮	১৬.৪৩
১৯৮৩-৮৪	৫,৮৯৬ (১০০)	৩,৪৮৩ (৫৯.০৭)	২,৪১৩ (৪০.৯৩)	২০,২০১	৩৪,৯৯২	১,১৯,৮৯৪	১৬.৮৫
১৯৮৪-৮৫	৬,৬৯৯ (১০০)	৩,৮৯৬ (৫৮.১৬)	২,৮০৩ (৪১.৮৪)	২০,৬৫৫	৪১,৬৯৬	১,২৮,৫৫২	১৬.০৭
১৯৮৫-৮৬	৭,১৩৮ (১০০)	৩,৮২৫ (৫৩.৫৯)	৩,৩১৩ (৪৬.৪১)	২০,৩৩৬	৪৬,৬২৩	১,৩২,৮২৯	১৫.৩১
১৯৮৬-৮৭	৮,৫০৪ (১০০)	৪,৭৬৪ (৫৬.০২)	৩,৭৪০ (৪৩.৯৮)	২৩,৬৮০	৫৩,৯২০	১,৫০,১৪৮	১৫.৭৭
১৯৮৭-৮৮	৮,৫২৭ (১০০)	৫,০৪৬ (৫৯.১৮)	৩,৪৮১ (৪০.৮২)	২৩,৩৬৭	৫৯,৭১৪	১,৬৩,৬৩৮	১৪.২৮
১৯৮৮-৮৯	১০,৫৬৫ (১০০)	৫,৩১৫ (৫০.৩১)	৫,২৫০ (৪৯.৬৯)	২৮,১৮২	৬৫,৯৬০	১,৭৫,৯৪৭	১৬.০২
১৯৮৯-৯০	১২,৭০৩ (১০০)	৫,৯৬৫ (৪৬.৯৬)	৬,৭৩৮ (৫৩.০৪)	৩৫,৫১১	১,০০,৩২৯	২,৮০,৪৬৬	১২.৬৬
১৯৯০-৯১	১২,৯৬০ (১০০)	৫,৭৫৩ (৪৪.৩৯)	৭,২০৭ (৫৫.৬১)	৩১,২৭২	১,১০,৫১৮	২,৬৬,৬৭৮	১১.৭৩
১৯৯১-৯২	১৫,৫৮৪ (১০০)	৭,৬৮০ (৪৯.২৮)	৭,৯০৪ (৫০.৭২)	৩৪,৫০৫	১,১৯,৫৪২	২,৬৪,৬৮০	১৩.০৪



অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)				জিডিপি (কোটি টাকায়)			জিডিপি শতাংশ হিসেবে বাজেট
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* মোট বাজেট	নির্দিষ্ট অর্থ বছরের বাজার মূল্যে	২০২১-২২ অর্থ বছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*		
	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)					
১৯৯২-৯৩	১৭,৬০৭ (১০০)	৯,১৭৩ (৫২.১০)	৮,৪৩৪ (৪৭.৯০)	৩৮,১৯৯	১,২৫,৩৭০	২,৭১,৯৯৮	১৪.০৪	
১৯৯৩-৯৪	১৯,০৫০ (১০০)	৯,৮৪৭ (৫১.৬৯)	৯,২০৩ (৪৮.৩১)	৪০,৯১৮	১,৩৫,৪১২	২,৯০,৮৫৮	১৪.০৭	
১৯৯৪-৯৫	২০,৯৪৮ (১০০)	১১,১৪৮ (৫৩.২২)	৯,৮০০ (৪৬.৭৮)	৪৫,১৬৪	১,৫২,৫১৮	৩,২৮,৮২৯	১৩.৭৩	
১৯৯৫-৯৬	২৩,১৭০ (১০০)	১২,৩০১ (৫৩.০৯)	১০,৮৬৯ (৪৬.৯১)	৪৭,৯৭৬	১,৬৬,৩২৪	৩,৪৪,৩৮৯	১৩.৯৩	
১৯৯৬-৯৭	২৪,৬০৩ (১০০)	১২,৫০০ (৫০.৮১)	১২,১০৩ (৪৯.১৯)	৪৮,৭২০	১,৮০,৭০১	৩,৫৭,৮৩৪	১৩.৬২	
১৯৯৭-৯৮	২৭,৭৮৬ (১০০)	১৩,২৪২ (৪৭.৬৬)	১৪,৫৪৪ (৫২.৩৪)	৫১,৯২৩	২,০০,১৭৭	৩,৭৪,০৬৯	১৩.৮৮	
১৯৯৮-৯৯	২৯,৫৩৭ (১০০)	১৩,৬০০ (৪৬.০৪)	১৫,৯৩৭ (৫৩.৯৬)	৫২,৬৮৪	২,১৯,৬৯৭	৩,৯১,৮৬৫	১৩.৪৪	
১৯৯৯-০০	৩৪,২৫২ (১০০)	১৬,৪৫২ (৪৮.০৩)	১৭,৮০০ (৫১.৯৭)	৫৮,০৯০	২,৩৭,০৮৬	৪,০২,০৯০	১৪.৪৫	
২০০০-০১	৩৮,৫২৪ (১০০)	১৮,৮৯১ (৪৯.০৪)	১৯,৬৩৩ (৫০.৯৬)	৫৮,৮০২	২,৫৩,৫৪৬	৩,৮৭,০০৫	১৫.১৯	
২০০১-০২	৪২,৩০৬ (১০০)	২০,২৬৮ (৪৭.৯১)	২২,০৩৮ (৫২.০৯)	৬৩,৫৬২	২,৭৩,২০১	৪,১০,৪৬৮	১৫.৪৯	
২০০২-০৩	৪৪,৮৫৪ (১০০)	২০,৮৮২ (৪৬.৫৬)	২৩,৯৭২ (৫৩.৪৪)	৬৭,৩৯৬	৩,০০,৫৮০	৪,৫১,৬০৩	১৪.৯২	
২০০৩-০৪	৫১,৯৮০ (১০০)	২৩,০১১ (৪৪.২৭)	২৮,৯৬৯ (৫৫.৭৩)	৭৬,১০৪	৩,৩২,৯৭৩	৪,৮৭,৫০৯	১৫.৬১	
২০০৪-০৫	৫৭,২৪৮ (১০০)	২৩,৮৩৯ (৪১.৬৪)	৩৩,৪০৯ (৫৮.৩৬)	৮০,৩৪৪	৩,৭০,৭০৭	৫,২০,২৬৩	১৫.৪৪	
২০০৫-০৬	৬৪,৩৮৩ (১০০)	২৬,৫৫৪ (৪১.২৪)	৩৭,৮২৯ (৫৮.৭৬)	৮২,৬৭৪	৪,৮২,৩৩৭	৬,১৯,৩৬৮	১৩.৩৫	
২০০৬-০৭	৬৯,৭৪০ (১০০)	২৮,৪৬৩ (৪০.৮১)	৪১,২৭৭ (৫৯.১৯)	৮৭,০৮৯	৫,৪৯,৮০০	৬,৮৬,৫৭৩	১২.৬৮	
২০০৭-০৮	৮৭,১৩৭ (১০০)	২৬,৫০০ (৩০.৪১)	৬০,৬৩৭ (৬৯.৫৯)	১,০৯,৫২৭	৬,২৮,৬৮২	৭,৯০,২২৪	১৩.৮৬	

সারণি ৫ চলমান...

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)				জিডিপি (কোটি টাকায়)		জিডিপি শতাংশ হিসেবে বাজেট
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* মোট বাজেট	নির্দিষ্ট অর্থ বছরের বাজার মূল্যে	২০২১-২২ অর্থ বছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	
	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)				
২০০৮-০৯	৯৯,৯৬২ (১০০)	২৫,৬০০ (২৫.৬১)	৭৪,৩৬২ (৭৪.৩৯)	১,২৫,২৯৬	৭,০৫,০৭২	৮,৮৩,৭৬১	১৪.১৮
২০০৯-১০	১,১৩,৮১৯ (১০০)	৩০,৫০০ (২৬.৮০)	৮৩,৩১৯ (৭৩.২০)	১,৪১,৮৭৯	৭,৯৭,৫৩৯	৯,৯৪,১৫৪	১৪.২৭
২০১০-১১	১,৩২,১৭০ (১০০)	৩৮,৫০০ (২৯.১৩)	৯৩,৬৭০ (৭০.৮৭)	১,৬০,০৫২	৯,১৫,৮২৯	১১,০৯,০৩০	১৪.৪৩
২০১১-১২	১,৬৩,৫৮৯ (১০০)	৪৬,০০০ (২৮.১২)	১,১৭,৫৮৯ (৭১.৮৮)	১,৭৮,১০৭	১০,৫৫,২০৪	১১,৪৮,৮৫২	১৫.৫০
২০১২-১৩	১,৯১,৭৩৮ (১০০)	৬০,১৩৭ (৩১.৩৭)	১,৩১,৬০১ (৬৮.৬৩)	২,০৬,৮৫৯	১১,৯৮,৯২৩	১২,৯৩,৪৭৫	১৫.৯৯
২০১৩-১৪	২,২২,৪৯১ (১০০)	৭২,২৭৫ (৩২.৪৮)	১,৫০,২১৬ (৬৭.৫২)	২,৪৬,৮৮১	১৩,৪৩,৬৭৪	১৪,৯০,৯৭৩	১৬.৫৬
২০১৪-১৫	২,৫০,৫০৬ (১০০)	৮৬,৩৪৫ (৩৪.৪৭)	১,৬৪,১৬১ (৬৫.৫৩)	২,৭৮,১২৯	১৫,১৫,৮০২	১৬,৮২,৯৪৫	১৬.৫৩
২০১৫-১৬	২,৯৫,১০০ (১০০)	১,০২,৫৫৯ (৩৪.৭৫)	১,৯২,৫৪১ (৬৫.২৫)	৩,২৫,১৫৫	১৭,৩২,৮৬৪	১৯,০৯,৩৫১	১৭.০৩
২০১৬-১৭	৩,৪০,৬০৫ (১০০)	১,১৭,০২৭ (৩৪.৩৬)	২,২৩,৫৭৮ (৬৫.৬৪)	৩,৭১,১৯৫	১৯,৭৫,৮১৭	২১,৫৩,২৬৭	১৭.২৪
২০১৭-১৮	৪,০০,২৬৬ (১০০)	১,৫৯,০১৩ (৩৯.৭৩)	২,৪১,২৫৩ (৬০.২৭)	৪,২০,৪১১	২২,৫০,৪৮১	২৩,৬৩,৭৪৩	১৭.৭৯
২০১৮-১৯	৪,৬৪,৫৭৩ (১০০)	১,৭৯,৬৬৯ (৩৮.৬৭)	২,৮৪,৯০৪ (৬১.৩৩)	৪,৭৬,৭৯১	২৫,২৪,৪৮৪	২৫,৯০,৮৭৮	১৮.৪০
২০১৯-২০	৫,২৩,১৯০ (১০০)	২,১১,৬৮৩ (৪০.৪৬)	৩,১১,৫০৭ (৫৯.৫৪)	৫,৩১,১৩৫	২৭,৯৬,৩৭৮	২৮,৩৮,৮৪২	১৮.৭১
২০২০-২১	৫,৬৮,০০০ (১০০)	২,১৫,০৪৩ (৩৭.৮৬)	৩,৫২,৯৫৭ (৬২.১৪)	৫,৭৬,৬২৫	৩০,১১,০৬৪	৩০,৫৬,৭৮৮	১৮.৮৬
২০২১-২২	৬,০৩,৬৮১ (১০০)	২,৩৭,০৭৮ (৩৯.২৭)	৩,৬৬,৬০৩ (৬০.৭৩)	৬,০৩,৬৮১	৩০,১৮,৪০০	৩০,১৮,৪০০	২০.০০
মোট	-	-	-	৬০,৩৫,৯১৩	-	৩,৬২,২৪,৮১৭	১৬.৭৫

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত 'এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' ও 'এডিপি'-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে 'উন্নয়ন ব্যয়' হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত 'এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ৬: জিডিপি ও জাতীয় বাজেট (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগে): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			জিডিপি: ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)
	জিডিপি (কোটি টাকায়)	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)	বাজেট-জিডিপি অনুপাত (%)	
১৯৭২-৭৩	৪,৯৮৫	৭৮৬	১৫.৭৭	৫৫,৮৩২
১৯৭৩-৭৪	৭,৫৭৫	৯৯৫	১৩.১৩	৮২,২৭৮
১৯৭৪-৭৫	১২,৫৭৪	১,০৮৪	৮.৬২	৭৯,৩২৬
১৯৭৫-৭৬	১০,৭৪৬	১,৫৪৯	১৪.৪১	৬১,৯৪৬
১৯৭৬-৭৭	১০,৫৩৬	১,৯৮৯	১৮.৮৮	৫৮,৫০৮
১৯৭৭-৭৮	১৩,০২৯	২,১৮৪	১৬.৭৬	৭৪,৬১০
১৯৭৮-৭৯	১৪,৪৭৭	২,৪৯৯	১৭.২৬	৭৯,৮৮০
১৯৭৯-৮০	১৭,২৪৫	৩,৩১৭	১৯.২৩	১,০০,৫৫৫
১৯৮০-৮১	১৯,৫৯৬	৪,১০৮	২০.৯৬	৯৪,৮৮৯
১৯৮১-৮২	২৬,৫১৪	৪,৬৭৭	১৭.৬৪	১,০৩,১৩৯
১৯৮২-৮৩	২৮,৮৪২	৪,৭৩৮	১৬.৪৩	১,০১,৬০৮
১৯৮৩-৮৪	৩৪,৯৯২	৫,৮৯৬	১৬.৮৫	১,১৯,৮৯৪
১৯৮৪-৮৫	৪১,৬৯৬	৬,৬৯৯	১৬.০৭	১,২৮,৫৬২
১৯৮৫-৮৬	৪৬,৬২৩	৭,১৩৮	১৫.৩১	১,৩২,৮২৯
১৯৮৬-৮৭	৫৩,৯২০	৮,৫০৪	১৫.৭৭	১,৫০,১৪৮
১৯৮৭-৮৮	৫৯,৭১৪	৮,৫২৭	১৪.২৮	১,৬৩,৬৩৮
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৯৬০	১০,৫৬৫	১৬.০২	১,৭৫,৯৪৭
১৯৮৯-৯০	১,০০,৩২৯	১২,৭০৩	১২.৬৬	২,৮০,৪৬৬
১৯৯০-৯১	১,১০,৫১৮	১২,৯৬০	১১.৭৩	২,৬৬,৬৭৮
১৯৯১-৯২	১,১৯,৫৪২	১৫,৫৮৪	১৩.০৪	২,৬৪,৬৮০
১৯৯২-৯৩	১,২৫,৩৭০	১৭,৬০৭	১৪.০৪	২,৭১,৯৯৮
১৯৯৩-৯৪	১,৩৫,৪১২	১৯,০৫০	১৪.০৭	২,৯০,৮৫৮
১৯৯৪-৯৫	১,৫২,৫১৮	২০,৯৪৮	১৩.৭৩	৩,২৮,৮২৯
১৯৯৫-৯৬	১,৬৬,৩২৪	২৩,১৭০	১৩.৯৩	৩,৪৪,৩৮৯
১৯৯৬-৯৭	১,৮০,৭০১	২৪,৬০৩	১৩.৬২	৩,৫৭,৮৩৪
১৯৯৭-৯৮	২,০০,১৭৭	২৭,৭৮৬	১৩.৮৮	৩,৭৪,০৬৯
১৯৯৮-৯৯	২,১৯,৬৯৭	২৯,৫৩৭	১৩.৪৪	৩,৯১,৮৬৫
১৯৯৯-০০	২,৩৭,০৮৬	৩৪,২৫২	১৪.৪৫	৪,০২,০৯০
২০০০-০১	২,৫৩,৫৪৬	৩৮,৫২৪	১৫.১৯	৩,৮৭,০০৫
২০০১-০২	২,৭৩,২০১	৪২,৩০৬	১৫.৪৯	৪,১০,৪৬৮
২০০২-০৩	৩,০০,৫৮০	৪৪,৮৫৪	১৪.৯২	৪,৫১,৬০৩
২০০৩-০৪	৩,৩২,৯৭৩	৫১,৯৮০	১৫.৬১	৪,৮৭,৫০৯

অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে			জিডিপি: ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)
	জিডিপি (কোটি টাকায়)	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)	বাজেট-জিডিপি অনুপাত (%)	
২০০৪-০৫	৩,৭০,৭০৭	৫৭,২৪৮	১৫.৪৪	৫,২০,২৬৩
২০০৫-০৬	৪,৮২,৩৩৭	৬৪,৩৮৩	১৩.৩৫	৬,১৯,৩৬৮
২০০৬-০৭	৫,৪৯,৮০০	৬৯,৭৪০	১২.৬৮	৬,৮৬,৫৭৩
২০০৭-০৮	৬,২৮,৬৮২	৮৭,১৩৭	১৩.৮৬	৭,৯০,২২৪
২০০৮-০৯	৭,০৫,০৭২	৯৯,৯৬২	১৪.১৮	৮,৮৩,৭৬১
২০০৯-১০	৭,৯৭,৫৩৯	১,১৩,৮১৯	১৪.২৭	৯,৯৪,১৫৪
২০১০-১১	৯,১৫,৮২৯	১,৩২,১৭০	১৪.৪৩	১১,০৯,০৩০
২০১১-১২	১০,৫৫,২০৪	১,৬৩,৫৮৯	১৫.৫০	১১,৪৮,৮৫২
২০১২-১৩	১১,৯৮,৯২৩	১,৯১,৭৩৮	১৫.৯৯	১২,৯৩,৪৭৫
২০১৩-১৪	১৩,৪৩,৬৭৪	২,২২,৪৯১	১৬.৫৬	১৪,৯০,৯৭৩
২০১৪-১৫	১৫,১৫,৮০২	২,৫০,৫০৬	১৬.৫৩	১৬,৮২,৯৪৫
২০১৫-১৬	১৭,৩২,৮৬৪	২,৯৫,১০০	১৭.০৩	১৯,০৯,৩৫১
২০১৬-১৭	১৯,৭৫,৮১৭	৩,৪০,৬০৫	১৭.২৪	২১,৫৩,২৬৭
২০১৭-১৮	২২,৫০,৪৮১	৪,০০,২৬৬	১৭.৭৯	২৩,৬৩,৭৪৩
২০১৮-১৯	২৫,২৪,৪৮৪	৪,৬৪,৫৭৩	১৮.৪০	২৫,৯০,৮৭৮
২০১৯-২০	২৭,৯৬,৩৭৮	৫,২৩,১৯০	১৮.৭১	২৮,৩৮,৮৪২
২০২০-২১	৩০,১১,০৬৪	৫,৬৮,০০০	১৮.৮৬	৩০,৫৬,৭৮৮
২০২১-২২	৩০,১৮,৪০০	৬,০৩,৬৮১	২০.০০	৩০,১৮,৪০০
মোট			(রেঞ্জ) ৮.৬২- ২০.৯৬ (গড়) ১৫.৪৮	(মোট) ৩,৬২,২৪,৮১৭ (বার্ষিক গড়) ৭,২৪,৪৯৬

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative

Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫.৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বজুতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ৭:** জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)—নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*: বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে (কোটি টাকায়)			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)		
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)
১৯৭২-৭৩	৫০১ (৬৩.৭৪)	২৮৫ (৩৬.২৬)	৭৮৬ (১০০)	৫,৬১১.০৭ (৬৩.৭৪)	৩,১৯১.৯৩ (৩৬.২৬)	৮,৮০৩ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৫২৫ (৫২.৭৬)	৪৭০ (৪৭.২৪)	৯৯৫ (১০০)	৫,৭০২.১৯ (৫২.৭৬)	৫,১০৪.৮১ (৪৭.২৪)	১০,৮০৭ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	৫২৫ (৪৮.৪৩)	৫৫৯ (৫১.৫৭)	১,০৮৪ (১০০)	৩,৩১২.২৫ (৪৮.৪৩)	৩,৫২৬.৭৫ (৫১.৫৭)	৬,৮৩৯ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	৯৫০ (৬১.৩৩)	৫৯৯ (৩৮.৬৭)	১,৫৪৯ (১০০)	৫,৪৭৬.৭৬ (৬১.৩৩)	৩,৪৫৩.২৪ (৩৮.৬৭)	৮,৯৩০ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	১,২২২ (৬১.৪৪)	৭৬৭ (৩৮.৫৬)	১,৯৮৯ (১০০)	৬,৭৮৫.৮২ (৬১.৪৪)	৪,২৫৯.১৮ (৩৮.৫৬)	১১,০৪৫ (১০০)

অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে (কোটি টাকায়)			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)		
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)
১৯৭৭-৭৮	১,২৭৮ (৫৮.৫২)	৯০৬ (৪১.৪৮)	২,১৮৪ (১০০)	৭,৩১৮.৬৬ (৫৮.৫২)	৫,১৮৮.৩৪ (৪১.৪৮)	১২,৫০৭ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	১,৪৪৬ (৫৭.৮৬)	১,০৫৩ (৪২.১৪)	২,৪৯৯ (১০০)	৭,৯৭৮.১৭ (৫৮.৫২)	৫,৮০৯.৮৩ (৪২.১৪)	১৩,৭৮৮ (১০০)
১৯৭৯-৮০	২,১২৩ (৬৪.০০)	১,১৯৪ (৩৬.০০)	৩,৩১৭ (১০০)	১২,৩৭৮.৯ (৬৪.০০)	৬,৯৬২.০৬ (৩৬.০০)	১৯,৩৪১ (১০০)
১৯৮০-৮১	২,৭০০ (৬৫.৭৩)	১,৪০৮ (৩৪.২৭)	৪,১০৮ (১০০)	১৩,০৭৪.১ (৬৫.৭৩)	৬,৮১৭.৯ (৩৪.২৭)	১৯,৮৯২ (১০০)
১৯৮১-৮২	৩,০১৫ (৬৪.৪৬)	১,৬৬২ (৩৫.৫৪)	৪,৬৭৭ (১০০)	১১,৭২৮.০ (৬৪.৪৬)	৬৪৬৪.৯৯ (৩৫.৫৪)	১৮,১৯৩ (১০০)
১৯৮২-৮৩	২,৭০০ (৫৬.৯৯)	২,০৩৮ (৪৩.০১)	৪,৭৩৮ (১০০)	৯,৫১১.৫৪ (৫৬.৯৯)	৭,১৭৯.৪৬ (৪৩.০১)	১৬,৬৯১ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	৩,৪৮৩ (৫৯.০৭)	২,৪১৩ (৪০.৯৩)	৫,৮৯৬ (১০০)	১১,৯৩৩.৫ (৫৯.০৭)	৮,২৬৭.৪৭ (৪০.৯৩)	২০,২০১ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	৩,৮৯৬ (৫৮.১৬)	২,৮০৩ (৪১.৮৪)	৬,৬৯৯ (১০০)	১২,০১২.৫ (৫৮.১৬)	৮,৬৪২.৪৮ (৪১.৮৪)	২০,৬৫৫ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	৩,৮২৫ (৫৩.৫৯)	৩,৩১৩ (৪৬.৪১)	৭,১৩৮ (১০০)	১০,৮৯৭.৩ (৫৩.৫৯)	৯,৪৩৮.৬৬ (৪৬.৪১)	২০,৩৩৬ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৪,৭৬৪ (৫৬.০২)	৩,৭৪০ (৪৩.৯৮)	৮,৫০৪ (১০০)	১৩,২৬৫.৭ (৫৬.০২)	১০,৪১৪.৩ (৪৩.৯৮)	২৩,৬৮০ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৫,০৪৬ (৫৯.১৮)	৩,৪৮১ (৪০.৮২)	৮,৫২৭ (১০০)	১৩,৮২৭.৮ (৫৯.১৮)	৯,৫৩৯.১৭ (৪০.৮২)	২৩,৩৬৭ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	৫,৩১৫ (৫০.৩১)	৫,২৫০ (৪৯.৬৯)	১০,৫৬৫ (১০০)	১৪,১৭৭.৭ (৫০.৩১)	১৪,০০৪.৩ (৪৯.৬৯)	২৮,১৮২ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৫,৯৬৫ (৪৬.৯৬)	৬,৭৩৮ (৫৩.০৪)	১২,৭০৩ (১০০)	১৬,৬৭৫.০ (৪৬.৯৬)	১৮,৮৩৬.০ (৫৩.০৪)	৩৫,৫১১ (১০০)
১৯৯০-৯১	৫,৭৫৩ (৪৪.৩৯)	৭,২০৭ (৫৫.৬১)	১২,৯৬০ (১০০)	১৩,৮৮১.৮ (৪৪.৩৯)	১৭,৩৯০.২ (৫৫.৬১)	৩১,২৭২ (১০০)
১৯৯১-৯২	৭,৬৮০ (৪৯.২৮)	৭,৯০৪ (৫০.৭২)	১৫,৫৮৪ (১০০)	১৭,০০৪.৫ (৪৯.২৮)	১৭,৫০০.৫ (৫০.৭২)	৩৪,৫০৫ (১০০)
১৯৯২-৯৩	৯,১৭৩ (৫২.১০)	৮,৪৩৪ (৪৭.৯০)	১৭,৬০৭ (১০০)	১৯,৯০১.১ (৫২.১০)	১৮,২৯৭.৯ (৪৭.৯০)	৩৮,১৯৯ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	৯,৮৪৭ (৫১.৬৯)	৯,২০৩ (৪৮.৩১)	১৯,০৫০ (১০০)	২১,১৫০.৬ (৫১.৬৯)	১৯,৭৬৭.৪ (৪৮.৩১)	৪০,৯১৮ (১০০)



অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে (কোটি টাকায়)			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)		
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)
১৯৯৪-৯৫	১১,১৪৮ (৫৩.২২)	৯,৮০০ (৪৬.৭৮)	২০,৯৪৮ (১০০)	২৪,০৩৫.১ (৫৩.২২)	২১,১২৮.৯ (৪৬.৭৮)	৪৫,১৬৪ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	১২,৩০১ (৫৩.০৯)	১০,৮৬৯ (৪৬.৯১)	২৩,১৭০ (১০০)	২৫,৪৭০.৬ (৫৩.০৯)	২২,৫০৫.৪ (৪৬.৯১)	৪৭,৯৭৬ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	১২,৫০০ (৫০.৮১)	১২,১০৩ (৪৯.১৯)	২৪,৬০৩ (১০০)	২৪,৭৫৩.১ (৫০.৮১)	২৩,৯৬৬.৯ (৪৯.১৯)	৪৮,৭২০ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	১৩,২৪২ (৪৭.৬৬)	১৪,৫৪৪ (৫২.৩৪)	২৭,৭৮৬ (১০০)	২৪,৭৪৫.০ (৪৭.৬৬)	২৭,১৭৮.০ (৫২.৩৪)	৫১,৯২৩ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	১৩,৬০০ (৪৬.০৪)	১৫,৯৩৭ (৫৩.৯৬)	২৯,৫৩৭ (১০০)	২৪,২৫৭.৮ (৪৬.০৪)	২৮,৪২৬.২ (৫৩.৯৬)	৫২,৬৮৪ (১০০)
১৯৯৯-০০	১৬,৪৫২ (৪৮.০৩)	১৭,৮০০ (৫১.৯৭)	৩৪,২৫২ (১০০)	২৭,৯০১.৯ (৪৮.০৩)	৩০,১৮৮.১ (৫১.৯৭)	৫৮,০৯০ (১০০)
২০০০-০১	১৮,৮৯১ (৪৯.০৪)	১৯,৬৩৩ (৫০.৯৬)	৩৮,৫২৪ (১০০)	২৮,৮৩৪.৭ (৪৯.০৪)	২৯,৯৬৭.৩ (৫০.৯৬)	৫৮,৮০২ (১০০)
২০০১-০২	২০,২৬৮ (৪৭.৯১)	২২,০৩৮ (৫২.০৯)	৪২,৩০৬ (১০০)	৩০,৪৫১.৩ (৪৭.৯১)	৩৩,১১০.৭ (৫২.০৯)	৬৩,৫৬২ (১০০)
২০০২-০৩	২০,৮৮২ (৪৬.৫৬)	২৩,৯৭২ (৫৩.৪৪)	৪৪,৮৫৪ (১০০)	৩১,৩৭৭.৫ (৪৬.৫৬)	৩৬,০১৯.৫ (৫৩.৪৪)	৬৭,৩৯৬ (১০০)
২০০৩-০৪	২৩,০১১ (৪৪.২৭)	২৮,৯৬৯ (৫৫.৭৩)	৫১,৯৮০ (১০০)	৩৩,৬৯০.৪ (৪৪.২৭)	৪২,৪১৩.৬ (৫৫.৭৩)	৭৬,১০৪ (১০০)
২০০৪-০৫	২৩,৮৩৯ (৪১.৬৪)	৩৩,৪০৯ (৫৮.৩৬)	৫৭,২৪৮ (১০০)	৩৩,৪৫৬.৬ (৪১.৬৪)	৪৬,৮৮৭.৪ (৫৮.৩৬)	৮০,৩৪৪ (১০০)
২০০৫-০৬	২৬,৫৫৪ (৪১.২৪)	৩৭,৮২৯ (৫৮.৭৬)	৬৪,৩৮৩ (১০০)	৩৪,০৯৭.৯ (৪১.২৪)	৪৮,৫৭৬.১ (৫৮.৭৬)	৮২,৬৭৪ (১০০)
২০০৬-০৭	২৮,৪৬৩ (৪০.৮১)	৪১,২৭৭ (৫৯.১৯)	৬৯,৭৪০ (১০০)	৩৫,৫৪৩.৭ (৪০.৮১)	৫১,৫৪৫.৩ (৫৯.১৯)	৮৭,০৮৯ (১০০)
২০০৭-০৮	২৬,৫০০ (৩০.৪১)	৬০,৬৩৭ (৬৯.৫৯)	৮৭,১৩৭ (১০০)	৩৩,৩০৯.২ (৩০.৪১)	৭৬,২১৭.৮ (৬৯.৫৯)	১,০৯,৫২৭ (১০০)
২০০৮-০৯	২৫,৬০০ (২৫.৬১)	৭৪,৩৬২ (৭৪.৩৯)	৯৯,৯৬২ (১০০)	৩২,০৮৮.০ (২৫.৬১)	৯৩,২০৮.০ (৭৪.৩৯)	১,২৫,২৯৬ (১০০)
২০০৯-১০	৩০,৫০০ (২৬.৮০)	৮৩,৩১৯ (৭৩.২০)	১,১৩,৬১৯ (১০০)	৩৮,০১৯.২ (২৬.৮০)	১,০৩,৮৬০.০ (৭৩.২০)	১,৪১,৮৭৯ (১০০)
২০১০-১১	৩৮,৫০০ (২৯.১৩)	৯৩,৬৭০ (৭০.৮৭)	১,৩২,১৭০ (১০০)	৪৬,৬২১.৮ (২৯.১৩)	১,১৩,৪৩০.০ (৭০.৮৭)	১,৬০,০৫২ (১০০)

অর্থবছর	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে (কোটি টাকায়)			২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে* (কোটি টাকায়)		
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)
২০১১-১২	৪৬,০০০ (২৮.১২)	১,১৭,৫৮৯ (৭১.৮৮)	১,৬৩,৫৮৯ (১০০)	৫০,০৮২.৪ (২৮.১২)	১,২৮,০২৫.০ (৭১.৮৮)	১,৭৮,১০৭ (১০০)
২০১২-১৩	৬০,১৩৭ (৩১.৩৭)	১,৩১,৬০১ (৬৮.৬৩)	১,৯১,৭৩৮ (১০০)	৬৪,৮৭৯.৬ (৩১.৩৭)	১,৪১,৯৭৯.০ (৬৮.৬৩)	২,০৬,৮৫৯ (১০০)
২০১৩-১৪	৭২,২৭৫ (৩২.৪৮)	১,৫০,২১৬ (৬৭.৫২)	২,২২,৪৯১ (১০০)	৮০,১৯৮.০ (৩২.৪৮)	১,৬৬,৬৮৩.০ (৬৭.৫২)	২,৪৬,৮৮১ (১০০)
২০১৪-১৫	৮৬,৩৪৫ (৩৪.৪৭)	১,৬৪,১৬১ (৬৫.৫৩)	২,৫০,৫০৬ (১০০)	৯৫,৮৬৬.২ (৩৪.৪৭)	১,৮২,২৬৩.০ (৬৫.৫৩)	২,৭৮,১২৯ (১০০)
২০১৫-১৬	১,০২,৫৫৯ (৩৪.৭৫)	১,৯২,৫৪১ (৬৫.২৫)	২,৯৫,১০০ (১০০)	১,১৩,০০৪.০ (৩৪.৭৫)	২,১২,১৫১.০ (৬৫.২৫)	৩,২৫,১৫৫ (১০০)
২০১৬-১৭	১,১৭,০২৭ (৩৪.৩৬)	২,২৩,৫৭৮ (৬৫.৬৪)	৩,৪০,৬০৫ (১০০)	১,২৭,৫৩৭.০ (৩৪.৩৬)	২,৪৩,৬৫৮.০ (৬৫.৬৪)	৩,৭১,১৯৫ (১০০)
২০১৭-১৮	১,৫৯,০১৩ (৩৯.৭৩)	২,৪১,২৫৩ (৬০.২৭)	৪,০০,২৬৬ (১০০)	১,৬৭,০১৬.০ (৩৯.৭৩)	২,৫৩,৩৯৫.০ (৬০.২৭)	৪,২০,৪১১ (১০০)
২০১৮-১৯	১,৭৯,৬৬৯ (৩৮.৬৭)	২,৮৪,৯০৪ (৬১.৩৩)	৪,৬৪,৫৭৩ (১০০)	১,৮৪,৩৯৪.০ (৩৮.৬৭)	২,৯২,৩৯৭.০ (৬১.৩৩)	৪,৭৬,৭৯১ (১০০)
২০১৯-২০	২,১১,৬৮৩ (৪০.৪৬)	৩,১১,৫০৭ (৬৭.৫৪)	৫,২৩,১৯০ (১০০)	২,১৪,৮৯৮.০ (৪০.৪৬)	৩,১৬,২৩৭.০ (৬৭.৫৪)	৫,৩১,১৩৫ (১০০)
২০২০-২১	২,১৫,০৪৩ (৩৭.৮৬)	৩,৫২,৯৫৭ (৬২.১৪)	৫,৬৮,০০০ (১০০)	২,১৮,৩০৮.০ (৩৭.৮৬)	৩,৫৮,৩১৭.০ (৬২.১৪)	৫,৭৬,৬২৫ (১০০)
২০২১-২২	২,৩৭,০৭৮ (৩৯.২৭)	৩,৬৬,৬০৩ (৬০.৭৩)	৬,০৩,৬৮১ (১০০)	২,৩৭,০৭৮.০ (৩৯.২৭)	৩,৬৬,৬০৩.০ (৬০.৭৩)	৬,০৩,৬৮১ (১০০)
মোট				২৩,৩৫,৫১৭.৮ (৩৮.৬৯)	৩৭,০০,৩৯৩.২ (৬১.৩১)	৬০,৩৫,৯১৩ (১০০) (বার্ষিক গড় ১,২০,৭১৮.২৬)

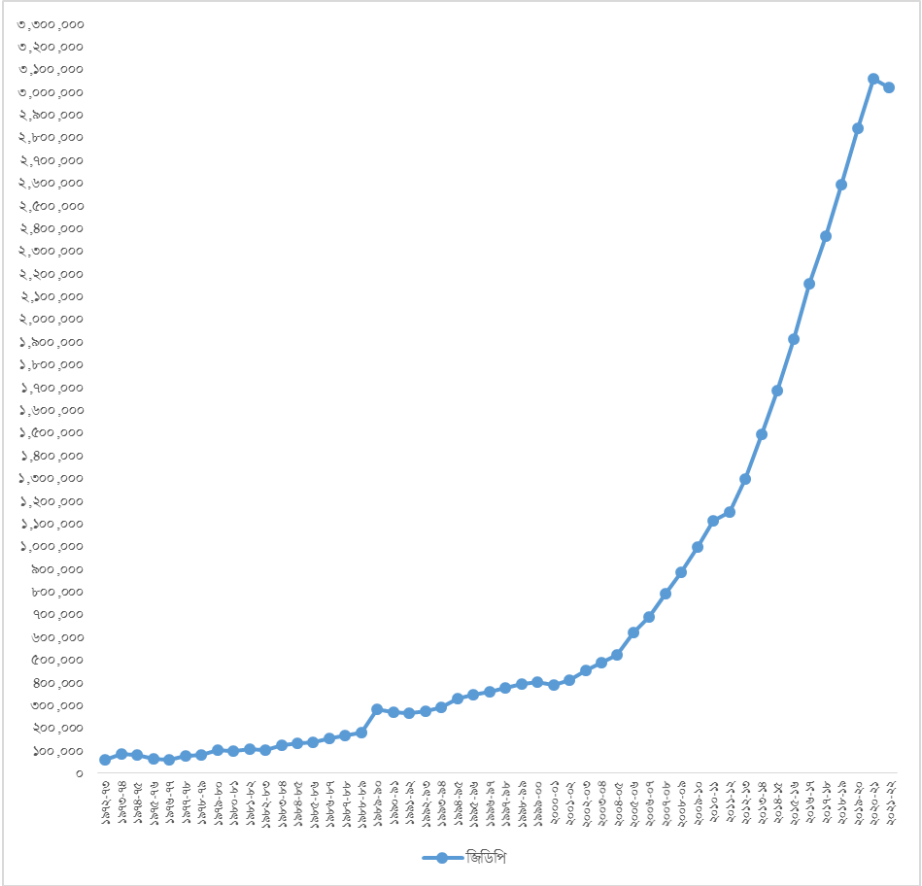
**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of

Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা  $\times$  (৮৬.২৪  $\div$  ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

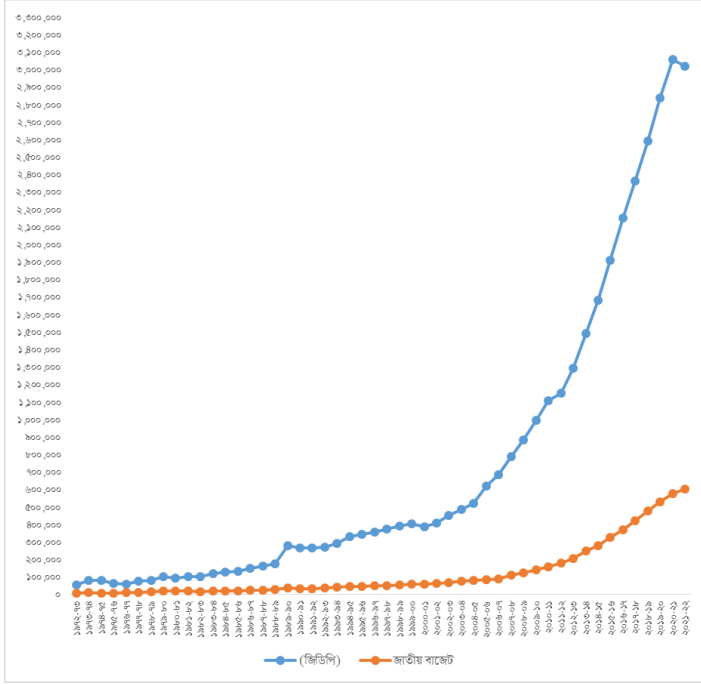
**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বজুতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবণতা: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)



উৎস: গ্রন্থকার কর্তৃক বিনির্মিত

লেখচিত্র ৬ বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং জাতীয় বাজেট-এর প্রবণতা: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)



উৎস: গ্রন্থকার কর্তৃক বিনির্মিত

সারণি ৮: বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ (জাতীয়) উৎপাদন (জিডিপি), জাতীয় বাজেট, (জাতীয় বাজেটে) পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার: বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২) বার্ষিক গড় (প্রকৃত) প্রবৃদ্ধির হার

খাত	বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২) বার্ষিক গড় (প্রকৃত) প্রবৃদ্ধির হার %
মোট অভ্যন্তরীণ (জাতীয়) উৎপাদন (জিডিপি)	৭.৩০
মোট জাতীয় বাজেট	৭.৯৭
(বাজেটে) পারিবারিক কৃষি	৪.৭০
(বাজেটে) গ্রামীণ নারী	৬.৯০
(বাজেটে) আদিবাসী মানুষ	৮.১৭
(বাজেটে) ভূমি সংস্কার	-১.৭৪

উৎস: গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

## অধ্যায় ১০

### অ-জনগণকৃত খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ—হিসাবের পদ্ধতিগত বিষয়াদি

#### ১০.১ জাতীয় বাজেটে “অ-জনগণ”—গুণগত ও পরিমাণগত দিক

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুণগত (qualitative) বিষয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির কার্যকারণ গতির বিশ্লেষণে আমাদের জানা ছিল যে বাংলাদেশে “পারিবারিক কৃষি” (ভূমিহীন-দরিদ্র-ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষিকাজ), “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ”—সবাই প্রান্তের মানুষ—“অ-জনগণ” (unperson অথবা unpeople)। কিন্তু এই উপসংহারের স্বপক্ষে আমাদের হাতে ছিল না সহমত পোষণ করার মতো তেমন কোনো শক্তিশালী পরিমাণগত (quantitative) তথ্যপ্রমাণ।

এখানে উল্লেখ জরুরি যে, “পারিবারিক কৃষি” অথবা একই কথা “পারিবারিক কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষ”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ”, “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ”—আমাদের দেশে এই চারবর্গের মানুষ যে অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত সেটা ছিল এসব বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উদ্ভূত প্রাক-ধারণা অথবা অনুসিদ্ধান্ত (assumption অথবা hypothesis)। গবেষণার আগে কোনোমতেই প্রমাণিত সত্য নয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে শুধু জাতীয় বার্ষিক বাজেটে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ অনুসন্ধান ও উদঘাটন করার মাধ্যমে—এবং সেটাও এক বছরের জন্য নয়, বিগত ৫০ বছরে প্রতিবছরের জন্য নিরূপিত হিসেবপত্তরের ভিত্তিতে। আর এ কারণেই ওইসব হিসেবপত্তরের পদ্ধতিগত দিকসমূহ (methodological aspects of estimation) মোটামুটি বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো—এই-ই প্রথম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো হিসেবপত্তর—আর সেটাও গত পঞ্চাশ বছরের জন্য করা হয়েছে।

#### ১০.২ বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা—হিসেবের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি

“পারিবারিক কৃষি” আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট “ভূমিহীন-দরিদ্র-ক্ষুদ্র কৃষিকাজ করা মানুষ”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ”—এসবই সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু (রাষ্ট্রের) জাতীয় বাজেটে এসব মানুষের স্ব-নামে সুনির্দিষ্ট-স্পষ্ট লাইন আইটেমভিত্তিক কোনো ব্যয়-বরাদ্দ (budget allocation) থাকে না। উন্নয়ন বাজেট অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এসব গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নামে সুনির্দিষ্ট লাইন আইটেমভিত্তিক কোনো ব্যয় বরাদ্দ না থাকাটাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হিসেবপত্তরের প্রধান পদ্ধতিতাত্ত্বিক সমস্যা।

বাজেটে ‘পারিবারিক কৃষি’, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’, ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’-এর হিস্যা নিরূপণ—বিষয়টি জটিল এবং সমাধান যথেষ্ট সময়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। বিষয়টি জটিল এ কারণে যে

বাজেটে এসব খাত-ক্ষেত্রের নামোল্লেখ করে কোনো লাইন আইটেমভিত্তিক বরাদ্দ থাকে না। আর কষ্টসাধ্য এ কারণেও যে উন্নয়ন বাজেটে যত প্রকল্প থাকে তার প্রত্যেকটি বাছাই করে তা আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারটি বর্গের কোনটির সাথে এবং কী মাত্রায় সম্পর্কযুক্ত সেটা নিরূপণ করতে হয়েছে। আর এসব অনেক কারণেই খুবই সময়সাধ্য ব্যাপার, যার মধ্যে অন্যতম পদ্ধতিগত বিষয়াদি নিম্নরূপ:

**প্রথমত:** আমরা পুরো কাজটি করেছি বিগত পঞ্চাশ বছরের জন্য—১৯৭২/৭৩ অর্থবছর থেকে ২০২১/২২ অর্থবছর পর্যন্ত—প্রতি বছরওয়ারী। আর এখানে প্রথম বড় মাপের সমস্যা হলো দেশে কোথাও বিগত পঞ্চাশ বছরের “উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ” দলিল একই উৎসে পাওয়া যায় না। সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় আর্কাইভ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার—এসব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও আমরা সবকিছু এক জায়গায় পাইনি। সরকার প্রণীত তথ্য না পাওয়াটা যেমন আমাদের দুর্শ্চিন্তিত করেছে তেমনি এ কথাও অনুধাবন করা গেছে যে উন্নয়ন ভাবনা ও পরিকল্পনা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে সরকারের উচিত হবে তার ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা।

**দ্বিতীয়ত:** বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে) মোট প্রকল্প/কর্মসূচি (projects/programmes) সংখ্যা ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি (১,০৬,৫৩৫) (দেখুন, সারণি ৯)। এসব প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ কম্পিউটারাইজড নয়; বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রকল্প/কর্মসূচি কোড, অর্থনৈতিক কোড এবং বরাদ্দকৃত বাজেট অংশ কম্পিউটারে ইনপুট বা রেকর্ড করতে হয়েছে। এটাও এক দুঃসাধ্য-সময়সাপেক্ষ কর্মকাণ্ড।

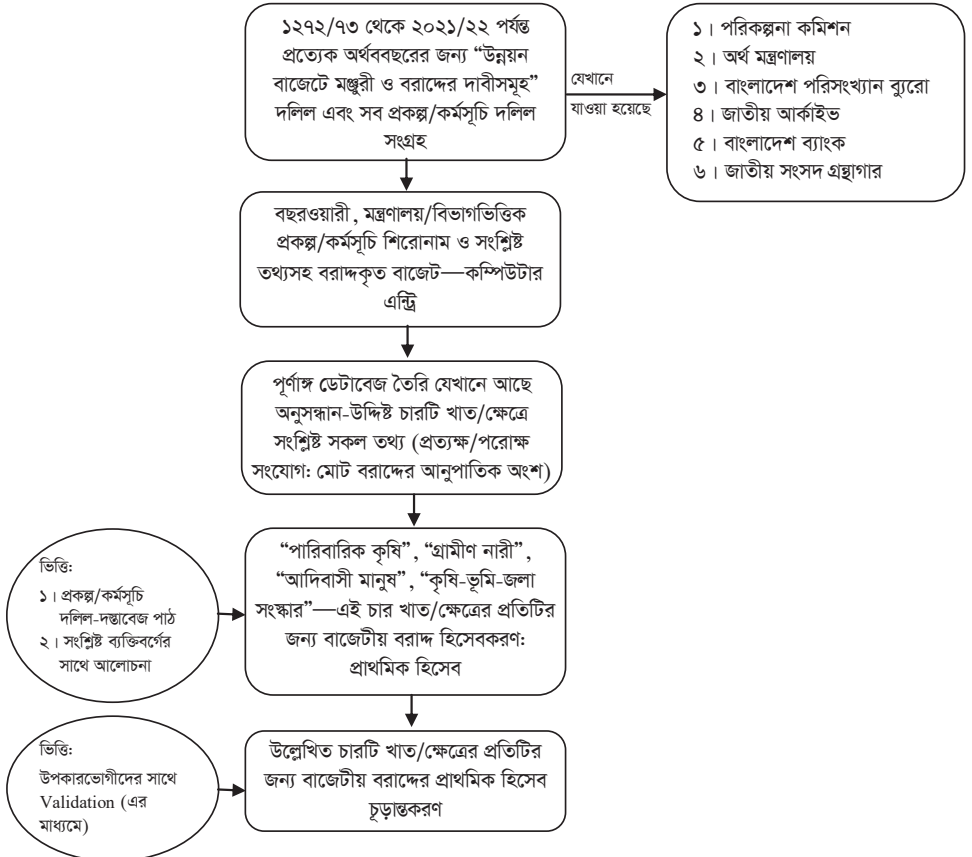
**তৃতীয়ত:** প্রতিটি প্রকল্প/কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজে বিবৃত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ডের বিবরণসমূহ পাঠ করে বাছাই করতে হয়েছে এর সাথে আমাদের অনুসন্ধান-উদ্দিষ্ট চারটি বর্গের (খাত/ক্ষেত্রের/বিষয়ের) কোনো সম্পর্ক আছে কি না? প্রকল্প/কর্মসূচি দলিল-দস্তাবেজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রাথমিকভাবে যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির সাথে আমাদের অনুসন্ধান-উদ্দিষ্ট চারবর্গের কোনোটিরই আদৌ তেমন সম্পর্ক নেই অথবা সম্পর্ক আছে; আর সম্পর্ক না থাকলে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আর সম্পর্ক থাকলে নিরূপণ করতে হয়েছে ওই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নাকি পরোক্ষ? এরপর নিরূপণ করতে হয়েছে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই-ই হোক তা ওই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দের তুলনায় কতটুকু? এসব নিরূপণ করতে আলোচনা করতে হয়েছে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সাথে। পরবর্তীকালে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের উপকারভোগীদের সাথে মাঠপর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে হিসেবপত্তর সম্পর্কিত আমাদের প্রাথমিক ধারণা যাচাই করতে হয়েছে। এটা হলো প্রাথমিক হিসেবের চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া। তুলনামূলক পীড়াদায়ক অথচ বিজ্ঞানসম্মত এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই আমরা পৌঁছেছি এমন অবস্থায়, যখন বলতে পারা যায় যে আমাদের সংশ্লিষ্ট



হিসেবপত্তরের যুক্তিকাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী। এ প্রক্রিয়ার কাঠামো ও পর্যায়ক্রম সম্পর্কে ছক ২ দেখুন।

**চতুর্থত:** বিগত ৫০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ১০,০৬,৫৩৫টি, এদের অনেকগুলোই একই শিরোনামে অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত শিরোনামে অনেক বছরব্যাপী বাস্তবায়িত হয়েছে। শিরোনাম অপরিবর্তিত থাকলেও আমরা প্রত্যেক বছরের জন্য প্রযোজ্য প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ডসমূহ (aim, objective, purpose, activities) বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেয়েছি যে নির্দিষ্ট এই প্রকল্প/কর্মসূচির সাথে আমাদের অনুসন্ধান-উদ্দিষ্ট ‘পারিবারিক কৃষি’, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ এবং ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের’ কোনো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে কি না?

**ছক ২:** জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’ উদ্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দ হিসেবের ধাপসমূহ



হিসেবের পদ্ধতিগত যেসব কথা বলা হলো তা আরো একটু স্পষ্ট হবে যদি নিচের ছকগুলো দেখা হয়। এসব ছকে যা দেখানো হয়েছে সেসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হিসেবের পদ্ধতিগত বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে, যা নিম্নরূপ:

ছক ৩: বিগত ৫০ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/খাত অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রায় সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর (প্রতিরক্ষা ব্যতীত) আওতায় এমন কোনো না কোনো প্রকল্প/কর্মসূচি আছে, যার সাথে ‘গ্রামীণ নারী’ ও ‘আদিবাসী মানুষ’-এর প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষ যোগসূত্র বিদ্যমান। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যয় বরাদ্দ ‘গ্রামীণ নারী’ অথবা ‘আদিবাসী মানুষ’ শিরোনামে (লাইন আইটেমের নাম) থাকে না।

ছক ৪: জাতীয় বাজেটের দুই অংশ—উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ এবং অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ (অথবা পরিচালন ব্যয়)। অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারটি বর্গের জন্য আমরা প্রথমেই অনুন্নয়ন ব্যয়ের হিসেব কষিনি। আমরা হিসেব করেছি উন্নয়ন বরাদ্দ। আর প্রতিটি বর্গ যে অনুপাতে উন্নয়ন বরাদ্দ পেয়েছে ঠিক সেই অনুপাতটাই ধরে নিয়ে অনুন্নয়ন বরাদ্দে ওই বর্গের হিস্যা নিরূপণ করেছি। যেমন যদি দেখা যায় যে যেসব খাতে উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ ‘স্বনামে’ আছে এবং তা মোট উন্নয়ন বাজেটের ৯৫% তাহলে ‘স্বনামে’ বরাদ্দকৃত এসব উন্নয়ন ব্যয় খাতের জন্য পরিচালন ব্যয়ও ধরা হয়েছে মোট সংশ্লিষ্ট পরিচালন বরাদ্দের ৯৫% (এটা বরাদ্দ হিসেবের সমানুপাতিক পদ্ধতি)।

ছক ৫: দেখাচ্ছে যে আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট ‘পরিবারিক কৃষি’, গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ ও ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’-এ পরিচালন বরাদ্দের অংশ কতটুকু? উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে ‘পারিবারিক কৃষিতে’ উন্নয়ন বাজেটে যদি ৫% বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে ওই একই সময়ে পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট বরাদ্দেরও ৫% হবে ‘পরিবারিক কৃষি’ খাতে। অন্য তিনটি বর্গের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

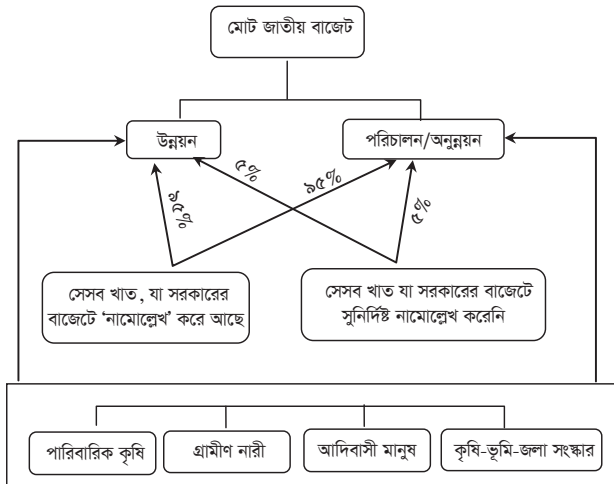
ছক ৩: প্রচলিত খাতওয়ারী জাতীয় বাজেটে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেট মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবিসমূহ) পরিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ আমরা কোথায় খুঁজেছি (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় বরাদ্দের জন্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/খাত	পারিবারিক কৃষি	গ্রামীণ নারী	আদিবাসী মানুষ	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার
১। জন প্রশাসন (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জনপ্রশাসন)		√	√	
২। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায়	√	√	√	
৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট		√	√	
৪। প্রতিরক্ষা		√		

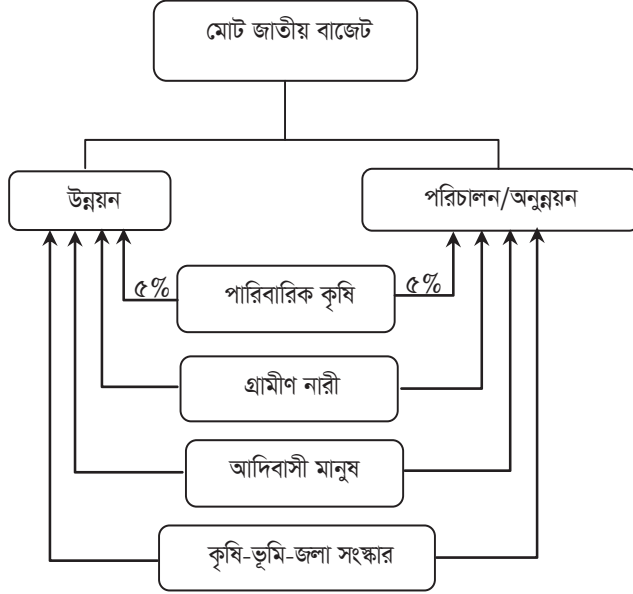
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/খাত	পারিবারিক কৃষি	গ্রামীণ নারী	আদিবাসী মানুষ	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার
৫। আইন ও বিচার		√	√	
৬। জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা		√	√	
৭। শিক্ষা ও প্রযুক্তি		√	√	
৮। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ		√	√	
৯। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু, খাদ্য ও দুর্যোগ, ত্রাণ, মুক্তিযুদ্ধ)	√	√	√	
১০। গৃহায়ণ + গণপূর্ত			√	
১১। বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম		√	√	
১২। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	√	√	√	
১৩। ভূমি ও পানিসম্পদ	√	√	√	
১৪। কৃষি (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন, পরিবেশ, জলবায়ু)	√	√	√	√
১৫। শিল্প ও অর্থনৈতিক শক্তি		√	√	√
১৬। পরিবহন ও যোগাযোগ	√	√	√	
১৭। সুদ			√	
১৮। বিবিধ ব্যয়: (খাদ্য হিসাব; ঋণ ও অগ্রিম)	√	√	√	

\* টিক চিহ্ন (√) যুক্ত শেড দেখাচ্ছে কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/খাত-এ আমরা অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট চারটি বর্গের খাত-ক্ষেত্রসমূহকে পেয়েছি।

ছক ৪: জাতীয় বাজেটে কী এবং কীভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে



ছক ৫: জাতীয় বাজেটে ‘অ-জনগণকৃত’ খাতসমূহের অংশ (হিস্যা)

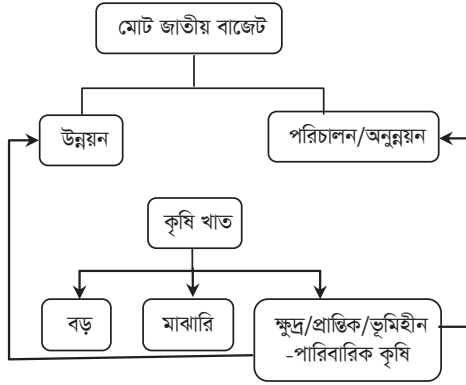


- ছক ৬: জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষির” অংশ হিসেবের ক্ষেত্রে “পারিবারিক কৃষিকে” তিনটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে—বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র। আমরা যেহেতু অ-জনগণকৃত ‘পারিবারিক কৃষি’ অনুসন্ধান করেছি, সেহেতু “বড় ও মাঝারি কৃষি খামার” বাদ দিয়ে ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে পারিবারিক কৃষির হিস্যা নিরূপণের চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট ১,০৬,৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয় যার মধ্যে ১৪,২১৩টির সাথে পারিবারিক কৃষির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল; প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক অনুপাত হবে ৮৩.৬%: ১৬.৪% (দেখুন, সারণি ৯ ও ১১)।
- ছক ৭: জাতীয় বাজেটে ‘গ্রামীণ নারী’র হিস্যা নিরূপণে দেশের নারী সমাজকে শহর ও গ্রামে বিভাজিত করে শুধু গ্রামের নারীদের জন্য প্রযোজ্য হিসেবপত্র করা হয়েছে। অবশ্য আমরা জানি যে গ্রামের সব নারীই দরিদ্র-প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন আবার শহর/নগরের সব নারীই ধনী-মধ্যবিত্ত নন। উল্লেখ্য, বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট ১,০৬,৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় যার মধ্যে ১৪,২২২টিতে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে গ্রামীণ নারীর হিস্যা ছিল; প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক অনুপাত ৯৩.৩%: ৬.৭% (দেখুন, সারণি ১১)।
- ছক ৮: জাতীয় বাজেটে ‘আদিবাসী মানুষের’ হিস্যা নিরূপণে আমরা সমগ্র দেশের জনসংখ্যাকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছি—‘অনাদিবাসী’ এবং ‘আদিবাসী’। আমরা

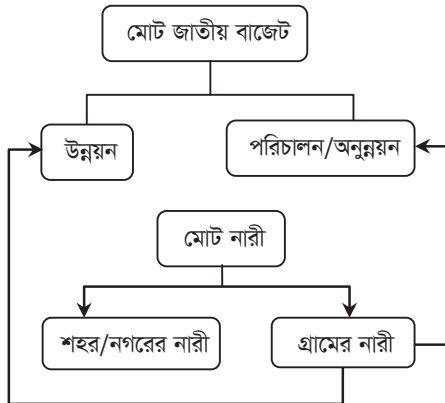
ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সব আদিবাসী মানুষের জন্য একক হিসেব করেছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় যে ১,০৬,৫৩৫-টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তার মধ্যে আমাদের হিসেবে ৫,৭২৬টিতে আদিবাসী মানুষের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ হিস্যা ছিল; প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক অনুপাত ৯১.৭%: ৮.৩% (দেখুন, সারণি ১১)।

ছক ৯: জাতীয় বাজেটে ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বলে সরাসরি কিছু নেই। এ বরাদ্দ নিরূপণে এসবের সাথে যা-কিছু সম্পর্কিত শুধু তাই-ই বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় যে মোট ১,০৬,৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, আমাদের হিসেবে তার মধ্যে মাত্র ৫২২টি প্রকল্প/কর্মসূচির সাথে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার”-এর প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সংশ্লেষ দেখা যায়; প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক অনুপাত ৮২%: ১৮% (সারণি ৯ ও ১১)।

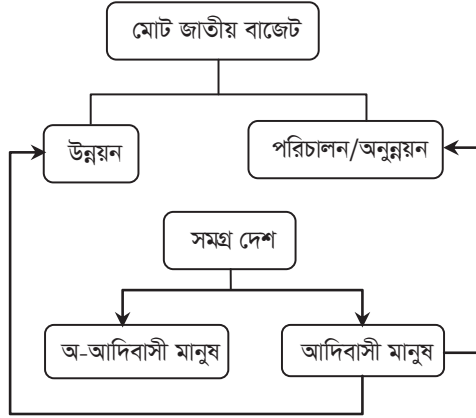
ছক ৬: জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “পারিবারিক কৃষি” অংশ—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি



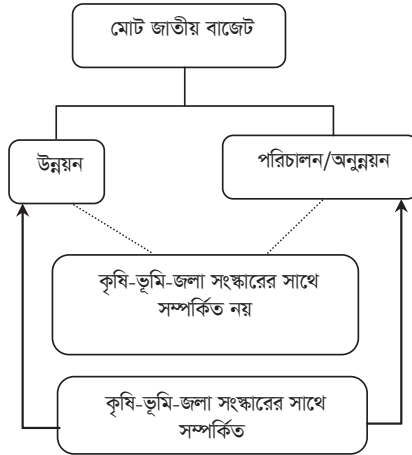
ছক ৭: জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “গ্রামীণ নারী”র অংশ—হিসেবের চিত্তাপদ্ধতি



ছক ৮: জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “আদিবাসী মানুষের” অংশ—হিসেবের চিন্তাপদ্ধতি



ছক ৯: জাতীয় বাজেটে অ-জনগণকৃত খাত “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” (উদ্দিষ্ট মানুষ)—হিসেবের চিন্তাপদ্ধতি



সারণি ৯: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ৫০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা: মোট প্রকল্প/কর্মসূচি, পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট, গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট, আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট

ক্রম.	অর্থবছর	মোট প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট	গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট	আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট
১	১৯৭২-৭৩	১,২৫৭ (১০০)	২৬৭ (২১.২৪)	১৮৯ (১৫.০৪)	২৯ (২.৩১)	২ (০.১৬)
২	১৯৭৩-৭৪	২,২৪৮ (১০০)	৩২৮ (১৪.৫৯)	২৩৯ (১০.৬৩)	৪৬ (২.০৫)	৭ (০.৩১)
৩	১৯৭৪-৭৫	৩,০৯৭ (১০০)	৩৫৭ (১১.৫৩)	২৭০ (৮.৭২)	৫০ (১.৬১)	১০ (০.৩২)
৪	১৯৭৫-৭৬	২,২৫২ (১০০)	৩৬০ (১৫.৯৯)	২৯৬ (১৩.১৪)	৪৫ (২.০০)	১৩ (০.৫৮)
৫	১৯৭৬-৭৭	২,৫৭৬ (১০০)	৩৬১ (১৪.০১)	৩১৭ (১২.৩১)	৬৪ (২.৪৮)	১১ (০.৪৩)
৬	১৯৭৭-৭৮	২,৭৮২ (১০০)	৩৪৪ (১২.৩৫)	২৯৪ (১০.৫৬)	৬১ (২.২০)	১১ (০.৩৯)
৭	১৯৭৮-৭৯	৩,৬১২ (১০০)	৩৮৯ (১০.৭৮)	৩৩০ (৯.১৫)	১০৩ (২.৮৫)	১০ (০.২৮)
৮	১৯৭৯-৮০	৩,৯৪২ (১০০)	৩৪৩ (৮.৭০)	৩১৩ (৭.৯৪)	৭৮ (১.৯৮)	৯ (০.২৩)
৯	১৯৮০-৮১	৪,৪৭৯ (১০০)	৩৫৩ (৭.৮৮)	৩৫৯ (৮.০২)	৯৪ (২.১০)	৯ (০.২০)
১০	১৯৮১-৮২	৩,২৭৩ (১০০)	৩৭২ (১১.৩৭)	৩৮৭ (১১.৮২)	১১৪ (৩.৪৮)	৬ (০.১৮)
১১	১৯৮২-৮৩	২,৮৭৩ (১০০)	২৯৪ (১০.২৫)	৩১৯ (১১.১০)	৯০ (৩.১৫)	১০ (০.৩৪)
১২	১৯৮৩-৮৪	২,৫১২ (১০০)	২৪৯ (৯.৯০)	২৬৪ (১০.৫০)	৭৩ (২.৯১)	৮ (০.৩১)
১৩	১৯৮৪-৮৫	২,২২৭ (১০০)	২০৮ (৯.৩৩)	২২২ (৯.৯৫)	৬১ (২.৭৩)	৬ (০.২৭)
১৪	১৯৮৫-৮৬	২,১৯২ (১০০)	১৯৩ (৮.৮২)	২০৩ (৯.২৮)	৫৪ (২.৪৭)	৫ (০.২৪)
১৫	১৯৮৬-৮৭	২,১০৮ (১০০)	১৮১ (৮.৫৭)	১৮৯ (৮.৯৬)	৫০ (২.৩৮)	৪ (০.২১)
১৬	১৯৮৭-৮৮	২,০৯৮ (১০০)	১৯১ (৯.১০)	১৯৯ (৯.৪৯)	৪২ (২.০০)	৪ (০.১৯)
১৭	১৯৮৮-৮৯	২,১০৩ (১০০)	২০৫ (৯.৭৫)	২১৮ (১০.৩৭)	৪৮ (২.২৮)	৭ (০.৩৩)



ক্রম.	অর্থবছর	মোট প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট	গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট	আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট
১৮	১৯৮৯-৯০	২,০৬১ (১০০)	২১৮ (১০.৫৮)	২৩০ (১১.১৬)	৫২ (২.৫২)	৬ (০.২৯)
১৯	১৯৯০-৯১	২,৩০৮ (১০০)	২৪৬ (১০.৬৬)	২৫৩ (১০.৯৬)	৫৯ (২.৫৬)	৬ (০.২৬)
২০	১৯৯১-৯২	২,৩৪০ (১০০)	২২৯ (৯.৭৯)	২৪১ (১০.৩০)	৫৮ (২.৪৮)	৫ (০.২১)
২১	১৯৯২-৯৩	২,৭৪৪ (১০০)	২৩২ (৮.৪৫)	২৪০ (৮.৭৫)	৮০ (২.৯২)	৬ (০.২২)
২২	১৯৯৩-৯৪	২,৯৫২ (১০০)	২৫৭ (৮.৭১)	২৬৩ (৮.৯১)	৬৯ (২.৩৪)	৭ (০.২৪)
২৩	১৯৯৪-৯৫	২,৮৯৫ (১০০)	২৯৫ (১০.১৯)	৩১০ (১০.৭১)	৭৬ (২.৬৩)	১৩ (০.৪৫)
২৪	১৯৯৫-৯৬	৩,১৫৬ (১০০)	৩২৫ (১০.৩০)	৩৩১ (১০.৪৯)	৯৩ (২.৯৫)	১৩ (০.৪১)
২৫	১৯৯৬-৯৭	২,৫৯৪ (১০০)	৩৫১ (১৩.৫৩)	৩৫২ (১৩.৫৭)	১৩৭ (৫.২৮)	১৭ (০.৬৬)
২৬	১৯৯৭-৯৮	২,৯০৯ (১০০)	৩৬১ (১২.৪১)	৩৬৭ (১২.৬২)	১৪৯ (৫.১২)	১৩ (০.৪৫)
২৭	১৯৯৮-৯৯	১,৬০৮ (১০০)	২৬৯ (১৬.৭৩)	২৭৪ (১৭.০৪)	১৪৭ (৯.১৪)	১০ (০.৬২)
২৮	১৯৯৯-০০	১,৫৮৩ (১০০)	২৮২ (১৭.৮১)	২৮৭ (১৮.১৩)	১৭৩ (১০.৯৩)	১০ (০.৬৩)
২৯	২০০০-০১	১,৬১৬ (১০০)	৩০২ (১৮.৬৯)	৩০৭ (১৯.০০)	১৮২ (১১.২৬)	১০ (০.৬২)
৩০	২০০১-০২	১,৬৪৮ (১০০)	৩১৮ (১৯.৩০)	৩২৪ (১৯.৬৬)	১৮৩ (১১.১০)	১৩ (০.৭৯)
৩১	২০০২-০৩	১,৬৫৯ (১০০)	২৮৩ (১৭.০৬)	৩০৭ (১৮.৫১)	১৭৫ (১০.৫৫)	১৩ (০.৭৮)
৩২	২০০৩-০৪	১,৪২৩ (১০০)	২০৬ (১৪.৪৮)	২২৮ (১৬.০২)	১৩১ (৯.২১)	১০ (০.৭০)
৩৩	২০০৪-০৫	১,২৭৯ (১০০)	২১২ (১৬.৫৮)	২৩৬ (১৮.৪৫)	১৩৫ (১০.৫৬)	১০ (০.৭৮)
৩৪	২০০৫-০৬	১,১৯৭ (১০০)	২০৪ (১৭.০৪)	২২১ (১৮.৪৬)	১৩৬ (১১.৩৬)	৩ (০.২৫)
৩৫	২০০৬-০৭	১,২৮০ (১০০)	২১৮ (১৭.০৩)	২২৮ (১৭.৮১)	১৩৪ (১০.৪৭)	১২ (০.৯৪)
৩৬	২০০৭-০৮	১,০৬১ (১০০)	২৪৬ (২৩.১৯)	২৫৩ (২৩.৮৫)	১৪৩ (১৩.৪৮)	১৫ (১.৪১)

ক্রম.	অর্থবছর	মোট প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট	গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট	আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট
৩৭	২০০৮-০৯	১,৩৪২ (১০০)	২৪০ (১৭.৮৮)	২২৬ (১৬.৮৪)	১৩২ (৯.৮৪)	২৩ (১.৭১)
৩৮	২০০৯-১০	১,২৫৯ (১০০)	২৫৪ (২০.১৭)	২৫৩ (২০.১০)	১৫৩ (১২.১৫)	১৫ (১.১৯)
৩৯	২০১০-১১	১,৩৪০ (১০০)	২১৪ (১৫.৯৭)	২২৮ (১৭.০১)	১৩২ (৯.৮৫)	১৫ (১.১২)
৪০	২০১১-১২	১,৪৫৩ (১০০)	২৫৭ (১৭.৬৯)	২৬৬ (১৮.৩১)	১৫০ (১০.৩২)	১৩ (০.৮৯)
৪১	২০১২-১৩	১,৪৯৪ (১০০)	২৯৩ (১৯.৬১)	২৮৬ (১৯.১৪)	১৮৩ (১২.২৫)	১৬ (১.০৭)
৪২	২০১৩-১৪	১,৪৪৩ (১০০)	২৯৫ (২০.৪৪)	২৮৯ (২০.০৩)	১৭১ (১১.৮৫)	১১ (০.৭৬)
৪৩	২০১৪-১৫	১,৪৬১ (১০০)	৩১০ (২১.২২)	২৯৭ (২০.৩৩)	১৮৯ (১২.৯৪)	১২ (০.৮২)
৪৪	২০১৫-১৬	১,৪১৬ (১০০)	৩০৪ (২১.৪৭)	২৯৯ (২১.১২)	১৯২ (১৩.৫৬)	১১ (০.৭৮)
৪৫	২০১৬-১৭	১,৫৪৯ (১০০)	৩৩৩ (২১.৫০)	৩৩২ (২১.৪৩)	২০৮ (১৩.৪৩)	১১ (০.৭১)
৪৬	২০১৭-১৮	১,৭১৯ (১০০)	৩২৩ (১৮.৭৯)	৩৩০ (১৯.২০)	২০৯ (১২.১৬)	৭ (০.৪১)
৪৭	২০১৮-১৯	১,৮৭৯ (১০০)	৩৬২ (১৯.২৭)	৩৮৬ (২০.৫৪)	১১২ (৫.৯৬)	২০ (১.০৬)
৪৮	২০১৯-২০	২,০৯২ (১০০)	৩৪৪ (১৬.৪৪)	৩৮১ (১৮.২১)	১২৫ (৫.৯৮)	১৭ (০.৮১)
৪৯	২০২০-২১	২,০৭৯ (১০০)	৩০৮ (১৪.৮১)	৩৮৭ (১৮.৬১)	১৫৬ (৭.৫০)	১০ (০.৪৮)
৫০	২০২১-২২	২,০৬৫ (১০০)	৩২৭ (১৫.৮৪)	৪০২ (১৯.৪৭)	২০০ (৯.৬৯)	১৭ (০.৮২)
১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রকল্প/কর্মসূচি		১,০৬,৫৩৫ (১০০)	১৪,২১৩ (১৩.৩৪)	১৪,২২২ (১৩.৩৫)	৫,৭২৬ (৫.৩৭)	৫২২ (০.৪৯)

উৎস: নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক বিনির্মিত:

১. মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, ১৯৭২/৭৩-১৯৭৭/৭৮, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
২. মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৭৮/৭৯-১৯৮৪/৮৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩. মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (উন্নয়ন), ১৯৮৫/৮৬-১৯৯/৯৮, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪. মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন), ১৯৯৮/৯৯-২০১৫/১৬, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৫. বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), ২০১৬/১৭-২০২১/২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

### ১০.৩ ‘পারিবারিক কৃষি’, ‘গ্রামীণ নারী’, ‘আদিবাসী মানুষ’ ও “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” বর্গসমূহে বাজেট বরাদ্দ: প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং মোট হিস্যা

আগেই বলেছি—বিগত ৫০ বছরের জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে সর্বমোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব প্রকল্প বা কর্মসূচিতে বরাদ্দ পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের উদ্দেশ্যে হতেও পারে নাও পারে। যেমন প্রতিরক্ষা বাজেট বরাদ্দকে উল্লেখিত চারবর্গের অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দ মনে করা হয়নি। আবার বাজেট বরাদ্দ যদি কোনো না কোনোভাবে উল্লেখিত চারবর্গের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হয় সেক্ষেত্রে তা হতে পারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। যেমন বিগত ৫০ বছরে উন্নয়ন বাজেটে সর্বমোট যে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তার মধ্যে মোট ৩৪,৬৮৩টির সাথে উল্লেখিত চার বর্গের কোনোটার-না-কোনোটর সম্পর্ক দেখা যায়, যার মধ্যে ৮৯%-এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ আর ১১%-এর সম্পর্ক পরোক্ষ (সারণি ১১)।

আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারবর্গের যেকোনোটিতে প্রত্যক্ষ বরাদ্দ বলতে Operationally আমরা যা ধরে নিয়েছি তা হলো বাজেটে কোনো একটি প্রকল্পের (বা কর্মসূচির) বরাদ্দ যদি সরাসরি উদ্দিষ্ট উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় (হতে পারে তা “পারিবারিক কৃষি” অথবা “গ্রামীণ নারী” অথবা “আদিবাসী মানুষ” অথবা “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” অথবা একইসাথে এগুলোর একাধিক) তাহলে সেটা হবে সংশ্লিষ্ট ওই বর্গের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ। আবার বাজেটে কোনো এক শিরোনামে (লাইন আইটেমে) বরাদ্দ একইসাথে একাধিক বর্গে প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষ বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর সেক্ষেত্রেই নিরূপণ করা হয়েছে প্রতিটির তুলনামূলক হিস্যা। যেমন—“স্মল মার্জিনাল সাইজড ফারমার্স এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট”—এর বরাদ্দকে প্রধানত “পারিবারিক কৃষি”র জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ বিবেচনা করা হয়েছে। আবার এই বরাদ্দের একাংশকে ‘গ্রামীণ নারী’ এবং “আদিবাসী মানুষের” জন্যও বিবেচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পের আরো কয়েকটি উদাহরণ এ রকম: “তৈলবীজ এবং ডালের উন্নয়ন”, “সার বিতরণ”, “নলকূপ সেচ প্রকল্প”, “উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ”, “ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-II প্রজেক্ট (এএটিপি-২)” ইত্যাদি।

বরাদ্দকৃত অর্থ তখনই পরোক্ষ বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যখন ওই বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় না অথবা অদূর ভবিষ্যতে তাদের কাছে পৌঁছাতেও পারে। যেমন—“ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অঙ্গ)” প্রকল্পটি সরাসরি উপকারভোগীর কাছে এখনও না গেলেও ভবিষ্যতে হয়তো বা “ভূমিহীন-দরিদ্র খুদে পারিবারিক কৃষক”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ”—এ প্রকল্পের সুফল পেতেও পারেন। হিসেবপত্রের সময় এই benefit of doubt দিয়েছি। ঠিক একই উদাহরণ প্রযোজ্য “পাট সম্পর্কে কৃষি গবেষণা” (২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪টি প্রকল্প), “পারমাণবিক ও উন্নত-প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ কর্মসূচি (বিনা)”।

জাতীয় বাজেটে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির বরাদ্দে আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারটি বর্গের তুলনামূলক হিস্যা কেমন হতে পারে আমরা প্রথমে তা নিরূপণ করেছি। এরপরে আমাদের যুক্তিসহ নিরূপণকৃত বিষয়াদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং বর্গসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে (যেমন পারিবারিক কৃষিকাজ করেন এমন মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে যারা কাজ করেন এমন

মানুষ) একক আলোচনা এবং গ্রুপ আলোচনা করেছে। এসব আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল আমাদের হিসেবপত্রের তুলনামূলক সঠিকতা যাচাই করা এবং বিজ্ঞ আলোচকদের যুক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে হিসেবপত্রের পরিবর্তন-পরিমার্জন করা। শেষপর্যন্ত আমরা হিসেবপত্র নিয়ে যে উপসংহারে উপনীত হয়েছি (যার ভিত্তিতে পরবর্তী হিসেবপত্র করা হয়েছে অর্থাৎ “অনুপাত থেকে মোট টাকার অঙ্ক নির্ধারণ”) তার সংক্ষিপ্ত আংশিক নমুনা সারণি ১০-এ দেখানো হলো।

হিসেবের পদ্ধতিতাত্ত্বিক জটিলতার কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে জটিল এই কর্মযজ্ঞের আংশিক নমুনা সারণি ১০-এ দেখানো হলেও বিষয়টি যে বৃহৎ তা বোঝাতে একটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। তা হলো সারণি ১০-এর “সংক্ষিপ্ত আংশিক নমুনাতে মোট ১৬টি সারি (row) হলেও প্রকৃত অর্থে সারির সংখ্যা মোট ১ লক্ষের—পর (মোট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ১,০৬,৫৩৫টি, সংযোগহীন বিধায় যা থেকে “প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি” বাদ দেয়া হয়েছে)।

হিসাবপত্রের নতুনত্ব হিসেবে এই গ্রন্থে যেহেতু পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বিগত ৫০ বছরে বছরওয়ারী বাজেটীয় হিস্যা পরিমাপ করা হয়েছে, সেহেতু আরো অগ্রসর হবার আগে সুনির্দিষ্ট বর্গের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি বছরের হিসাবপদ্ধতিসহ হিসেবটা দেখানো সমীচীন হবে। উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই, প্রশ্নটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের মোট বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য বরাদ্দ কত তা কীভাবে নিরূপণ করা হয়েছে? হিসেবটা করা হয়েছে ধাপে ধাপে। ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

১. (প্রথম ধাপ) ১৯৭২-৭৩ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেটে মোট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,২৫৭টি। এসব প্রকল্প/কর্মসূচি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আমরা প্রথমেই যা নিরূপণ করেছি তা হলো এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনটি কোনটি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে “পারিবারিক কৃষি” সংশ্লিষ্ট। এ প্রক্রিয়ায় আমরা দেখলাম যে সুনির্দিষ্ট ২৬৭টি প্রকল্প/কর্মসূচির কোনটা প্রত্যক্ষ এবং কোনটা পরোক্ষভাবে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট (সারণি ৯)।
২. (দ্বিতীয় ধাপ) “পারিবারিক কৃষি”র সাথে সম্পর্কিত (প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে) প্রতিটি প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বাজেটের কী পরিমাণ/কতটুকু (অনুপাত/হিস্যা) পারিবারিক কৃষির জন্যই বরাদ্দ বলা যায় তা নিরূপণ করা হয়েছে (নমুনা হিসেবে সারণি ১০ দেখুন)। এ কাজটি করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং একইসাথে জ্ঞানাজিভ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। আর প্রাথমিক এই হিসেব নিরূপণের পরে প্রকল্প/কর্মসূচির সম্ভাব্য সুফলভোগীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসেব দেখাচ্ছে যে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে পারিবারিক কৃষির মোট হিস্যা ৭৮.৪৪ কোটি টাকা (যা একই সাথে মোট বাজেটের ৯.৯৮%, মোট উন্নয়ন বাজেটের ১৫.৬৫% এবং মোট অনুন্নয়ন বাজেটের ২৭.৫২%; মোট বাজেটের জন্য সারণি ৫ দেখুন)। “পারিবারিক কৃষি”র জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত ৭৮.৪৪ কোটি টাকার হিস্যার মধ্যে ৬৬.৮৭ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট হিস্যার ৮৫.৩%) প্রত্যক্ষ (উন্নয়ন বরাদ্দ) আর ১১.৫৭ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট হিস্যার ১৪.৭%) পরোক্ষ (উন্নয়ন বরাদ্দ)।

৩. (তৃতীয় ধাপ) আমাদের হিসেবে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ হলো মোট ৭৮.৪৪ কোটি টাকা, যা একই বছরে দেশের মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ১৫.৬৫%-এর সমপরিমাণ। এখন প্রশ্ন হলো ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে যে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে (২৮৫ কোটি টাকা; সারণি ৫) তার মধ্যে পারিবারিক কৃষির হিস্যা কত? এই হিস্যা নিরূপণে আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছি তা এরকম: একই সময়ে মোট উন্নয়ন বরাদ্দে পারিবারিক কৃষির যতটুকু অংশ আনুপাতিক ঠিক ততটুকুই অনুন্নয়ন বাজেটে পারিবারিক কৃষির অংশ ধরে নেয়া হয়েছে (এটাকে বলা হয় সমানুপাতিক বরাদ্দ)। এ হিসেবে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট অনুন্নয়ন বরাদ্দের (অর্থাৎ ২৮৫ কোটি টাকা) ১৫.৬৫% অর্থাৎ ৪৪.৬৩ কোটি টাকা হলো একই বছরে পারিবারিক কৃষির জন্য অনুন্নয়ন বরাদ্দ (সারণি ১৪ দেখুন)। আর পারিবারিক কৃষির জন্য হিসেবকৃত অনুন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুন্নয়ন বরাদ্দ হিসেবের ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির উন্নয়ন বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে অনুপাত অর্থাৎ ৮৫.৩০% এবং ১৪.৭% নিরূপণ করা হয়েছে সেই অনুপাতটাই ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই পদ্ধতিতে পারিবারিক কৃষির জন্য প্রত্যক্ষ অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৩৮.০৫ কোটি টাকা (৪৪.৬৩ কোটি টাকার ৮৫.৩%) আর পরোক্ষ অনুন্নয়ন বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৬.৫৮ কোটি টাকা (৪৪.৬৩ কোটি টাকার ১৪.৭%)।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে প্রাপ্ত হিসেবপত্রর যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ, যার পরিমাণ মোট ১২৩.০৭ কোটি টাকা (৭৮.৪৪ কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ এবং ৪৪.৬৩ কোটি টাকার অনুন্নয়ন বরাদ্দের যোগফল; সারণি ১৪)। ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা নিরূপণ করেছি পারিবারিক কৃষির জন্য অন্যসব বছরের বাজেট এবং বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১-২২) গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট।

সারণি ১০: উন্নয়ন বাজেট/বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প/কর্মসূচিতে 'পারিবারিক কৃষি', 'গ্রামীণ নারী', 'আদিবাসী মানুষ' ও 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার'-এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দকৃত অংশের হিস্যার হিসেবপত্র: কিছু নমুনা

ক্রম.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প/কর্মসূচির শিরোনাম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত বাজেট (কোটি টাকায়)	পারিবারিক কৃষি		গ্রামীণ নারী		আদিবাসী মানুষ		কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার	
					প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)
১	উন্নয়ন-কৃষি মন্ত্রণালয়	দ্রুত ধান উৎপাদন কর্মসূচি (১ম পর্যায়)	১৯৭২-৭৩	০.২৯	৫৫		৫		১			
২	উন্নয়ন-কৃষি উন্নয়ন সংস্থা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৭২-৭৩	০.১৩	৫		৫		৮০			
৩	উন্নয়ন-সরকারি কর্মচারীর গৃহসংস্থান	যশোর পুলিশ লাইন নির্মাণ	১৯৭২-৭৩	০.০৩	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	উন্নয়ন-চা বোর্ড	ব্যাপক চায়ের চাষ প্রকল্প	১৯৭৯-৮০	১.৯	২৫		২৫		২৫			
৫	উন্নয়ন (পল্লী উন্নয়ন)-বিবিধ	দরিদ্র সম্পর্কীয় পল্লী উন্নয়ন স্টাডি/গবেষণা	১৯৭৯-৮০	০.০১		৩৯		৩৮				
৬	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়-পশু পালন পরিদপ্তর	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং গ্রামপর্যায়ে হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য সাপোর্ট সার্ভিস ও উৎপাদন উপকরণের ব্যবস্থা	১৯৮৭-৮৮	৩.০৬	৫৫		১৫		৫			
৭	সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্প	১৯৮৭-৮৮	১.৬৭			৮০		৩			
৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ-পল্লী উন্নয়ন	পল্লী উন্নয়ন-৭: অবকাঠামো, পুরাতন রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা	১৯৯৩-৯৪	২	৪০		৩৮		৫			
৯	কৃষি মন্ত্রণালয়	সমন্বিত ইক্ষু উন্নয়ন প্রকল্প-ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কৃষি মন্ত্রণালয়)	১৯৯৩-৯৪	১		৫৫		২৩				
১০	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভূমি প্রশাসন আধুনিকায়ন	২০০২-০৩	০.২৫							৮০	

ক্রম.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প/কর্মসূচির শিরোনাম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত বাজেট (কোটি টাকায়)	পারিবারিক কৃষি		গ্রামীণ নারী		আদিবাসী মানুষ		কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার	
					প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)
১১	ভূমি মন্ত্রণালয়	নদী সিকত্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ভূমিহীনদের চরজমি/খাসজমি পুনর্বাসন	২০০২-০৩	১	২০		৩০				৪০	
১২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	বি.এম.এ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	২০১২-১৩	৮	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপন	২০১৬-১৭	৪.৩৯		৩৬		৩৪		৫		
১৪	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প	২০১৯-২০	২৫০	৩৭		৩০					
১৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কমপিটিটিভিস প্রজেক্ট (ডিএই অঙ্গ)	২০২০-২১	৪৩.৩৩	৫০		৩০					
১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	২৫০	২৫		২৫		২৫			

উৎস: বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিলের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎস প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N.



& Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বজুতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ১১:** ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের চারবর্গে বিভাজন (সংখ্যা ও %)

সর্বমোট প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	১,০৬,৫৩৫ (১০০)
তন্মধ্যে, (১) পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট	১৪,২১৩ (১৩.৩৪)
প্রত্যক্ষ	১১,৮৮১ (১১.১৫)
পরোক্ষ	২,৩৩২ (২.১৯)
(২) গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট	১৪,২২২ (১৩.৩৫)
প্রত্যক্ষ	১৩,২৭১ (১২.৪৬)
পরোক্ষ	৯৫১ (০.৮৯)
(৩) আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট	৫,৭২৬ (৫.৩৭)
প্রত্যক্ষ	৫,২৫৩ (৪.৯৩)
পরোক্ষ	৪৭৩ (০.৪৪)

(৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট	৫২২ (০.৪৯)
প্রত্যক্ষ	৪২৮ (০.৪০)
পরোক্ষ	৯৪ (০.০৯)

উৎস: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত। হিসেবপত্রের ভিত্তি দলিলসমূহ নিম্নরূপ: (১) মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, ১৯৭২/৭৩-১৯৭৭/৭৮, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; (২) মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৭৮/৭৯-১৯৮৪/৮৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; (৩) মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (উন্নয়ন), ১৯৮৫/৮৬-১৯৯/৯৮, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; (৪) মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন), ১৯৯৮/৯৯-২০১৫/১৬, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; (৫) বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), ২০১৬/১৭-২০২১/২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

## অধ্যায় ১১

### বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”: ‘অ-জনগণকরণের’ অন্যতম নিদর্শন

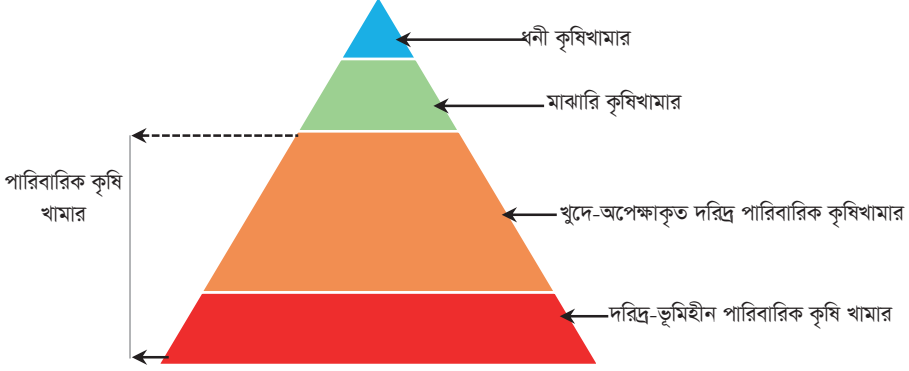
#### ১১.১ কী অনুসন্ধান করলাম?

বিগত পঞ্চাশ বছরের (১৯৭২-২০২২) বাংলাদেশে ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে পারিবারিক কৃষি খামারে ও সংশ্লিষ্ট কৃষক সমাজে যে ধরনের পরিবর্তন-রূপান্তরই হোক না কেন এ কথা নির্দিষ্ট সত্য যে শ্রেণি মই-এ তারা নিচের দিকে নামতে বাধ্য হয়েছেন। নব্য-উদারবাদী মতাদর্শে পরিচালিত সমগ্রক রাজনৈতিক অর্থনীতিটাই দীর্ঘকালব্যাপী ওই অধোগতির পথ প্রশস্ত করেছে। উল্টোটা ঘটেনি। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন-জীবিকার অন্যতম নির্ণায়ক জাতীয় বাজেটে বিগত ৫০ বছরে তাদের অবস্থা-অবস্থান বিচার করলে এসব স্পষ্ট হয়। এই অধ্যায়ে আমরা সেটাই করব—বিগত ৫০ বছরের হিসেবপত্র দিয়ে, যা এর আগে কখনও করা হয়নি।

শুরুতেই বলে রাখি যে বিগত ৫০ বছরে দেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন কৃষিনির্ভর—হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষভাবে। আজকের নগরবাসীর (শহরের মানুষের) অধিকাংশই গত প্রজন্মে ছিলেন গ্রামের মানুষ, আর যারা দুই প্রজন্ম শহরে বাস করছেন গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্কটা এখনও নিবিড়। এসব নিরিখে এ দেশের মানুষের নাড়ির টানটা এখনও প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। অর্থাৎ মূলত কৃষি-ভূমি-জলাকেন্দ্রিক।

আমাদের দেশে “কৃষিখামার” (farm household) একশিলা (monolithic) কোনো বিষয় নয়। “কৃষিখামার” বিভিন্ন দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যেমন আয়-বিত্তের নিরিখে গ্রামের কৃষকদের কমপক্ষে চারভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) ধনী-কৃষক / ধনী কৃষিখামার, (২) মাঝারি কৃষক/মাঝারি কৃষিখামার, (৩) খুদে খামার বা (প্রকৃত অর্থে) পারিবারিক খামার/ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষিখামার, (৪) দরিদ্র-প্রান্তিক-ভূমিহীন খামার বা দরিদ্র পারিবারিক কৃষক (ছক ১০)। কৃষিখামারের মধ্যে অধিকাংশ খামারই খুদে ও দরিদ্র (প্রান্তিক) পারিবারিক কৃষিখামার (অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত খামার)। এবং এরাই কিন্তু দেশের (এমনকি বিশ্বের) ৮০% খাদ্যের জোগানদার। বিগত পঞ্চাশ বছরে এদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা (absolute number) এবং তুলনীয় সংখ্যা (relative number) উভয়ই বেড়েছে। যেহেতু এসব খামারের কৃষকসমাজ দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং একই সাথে জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় অংশ, সেহেতু জাতীয় বাজেটে তাদের হিস্যা এবং ওই হিস্যার গতি-প্রবণতা (dynamics) দিয়েই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং একই সাথে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ। ওই হিস্যা যদি খুব কম হয় তাহলে এ কথা বলা সম্ভব যে তারা অ-জনগণ, আর ওই হিস্যা যদি দীর্ঘকালব্যাপী কমই থাকে, তাহলে এ কথা বলা সম্ভব যে তাদের অ-জনগণ রাখাটাই সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক কাঠামোতে একটি নিয়মবদ্ধ-সূত্রবদ্ধ বিষয়। সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিতে (common sense) এই কথার বিরোধিতা করা অসম্ভব ব্যাপার। তা অযৌক্তিকও বটে।

ছক ১০: বাংলাদেশের কৃষিখামারের শ্রেণিবিন্যাস



### ১১.২ কী পেলাম? কী বুঝলাম?

বিগত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় বাজেটে (১৯৭২-২০২২) বাংলাদেশে মোট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৩৫টি। আমাদের বিশ্লেষণে এর মধ্যে ১৪,২১১টিকে “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ বলা যায়। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের মোট প্রকল্প/কর্মসূচির (টাকার অংকে আকার-আয়তন যাই-ই হোক না কেন) মধ্যে “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট ছিল ১৩.৩৪%। আর “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট “প্রত্যক্ষ” প্রকল্প/কর্মসূচি ছিল মোট প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে ১১.১৫% আর “পরোক্ষ” ২.১৯%। আপাতত বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণটাও যদি না দেখা হয় তা থেকেও যে কেউ এ উপসংহারে উপনীত হতে পারেন যে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যকই (মাত্র ১৩.৩৪%) “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখনও দেশের ৮০% এর বেশি মানুষ পরিবারিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট, যা অতীতে আরো বেশি ছিল (কারণ তখন এখনকার তুলনায় জনসংখ্যার আরো অনেক বেশি মানুষ ছিলেন গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা)। এ তো গেল প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যার হিসেবপত্তর। আসা যাক জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট বরাদ্দকৃত অর্থের হিসেবপত্তরে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল (২০২১-২২ অর্থবছরের টাকার মূল্যমানে) ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে আমাদের হিসেবে “পারিবারিক কৃষি”র বরাদ্দ হবে আনুমানিক ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা (সারণি ১২ ও ১৩)। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ১০.৭৭% পেয়েছে পরিবারিক কৃষি। দেশের একক বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ‘পারিবারিক কৃষি’র জন্য জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের ১০.৭৭% – যেকোনো মানদণ্ডেই অতিনগণ্য বরাদ্দ। আরো একটু গভীরে অনুসন্ধান করলে দেখা যাচ্ছে যে বিগত ৫০ বছরে “পারিবারিক কৃষি”র বাজেটে যে স্বল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ৯৪.৮% প্রত্যক্ষ আর ৫.২% পরোক্ষ বরাদ্দ (সারণি ১৪ ও ১৫)।

জনসংখ্যা অনুপাতে “পারিবারিক কৃষি”র স্বল্প বরাদ্দ, জাতীয় বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির (৭.৯৭%) তুলনায় “পারিবারিক কৃষি” বরাদ্দের স্বল্প প্রবৃদ্ধি (৪.৭%) (সারণি ৮) এবং সংশ্লিষ্ট

বরাদ্দ ফাঁক-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি (লেখচিত্র ৭)—এসব থেকে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া চলে যে ‘পারিবারিক কৃষি’ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের স্বার্থ বিগত ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে কখনও আদৌ তেমন মূল্য পায়নি। এসব কিন্তু অসচেতন কোনো সিদ্ধান্তের ফল নয়। এসবই নয়া-উদারবাদী মতবাদত্যাগিত উন্নয়ন কৌশলের প্রতিফলনমাত্র।

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবেই নব্য-উদারবাদী উন্নয়ন কৌশল গ্রহীত হয়েছে ১৯৮০-র দশক থেকে। এই উন্নয়ন কৌশলের কারণেই পারিবারিক কৃষিকে অপরিণামদর্শী বাজারের হাতে ছেড়ে দেবার কথা। আর তা করলে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা কমে আসার কথা। জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যার ইতিহাস সেটাই নির্দেশ করে। যেমন বিগত ৫০ বছরের গড় চিত্র দেখায় যে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বরাদ্দের ১০.৭৭%। কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরেই ওই হিস্যা ছিল ১০%-এর নিচে; নব্য-উদারবাদের অপেক্ষাকৃত চূড়ান্ত পর্যায়ে বিগত কয়েক বছরে (২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত) তা কমে ৫%-৭%-এ উপনীত হয়েছে (দেখুন সারণি ১২, ১৩)। অর্থাৎ নয়া-উদারবাদের যুগে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষিউদ্দিষ্ট তুলনামূলক বরাদ্দ নিম্নস্তরে হ্রাসমান। জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য স্বল্প বরাদ্দ এবং তা হ্রাসের প্রবণতা অনাকাঙ্ক্ষিত তবে তা নয়া-উদারবাদী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ (যদিও আমাদের সংবিধানিক প্রতিশ্রুতির সাথে তা সাংঘর্ষিক)। তাহলে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দের প্রবণতা থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপন সমীচীন নয় কি যে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ শুধু অ-জনগণই নন তারা উত্তরোত্তর আরো বেশি অ-জনগণ হচ্ছেন?

সারণি ১২: জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	৭৮.৪৪ (৬৩.৭)	৪৪.৬৩ (৩৬.৩)	১২৩.০৭ (১০০)	৭৮৬	১৫.৬৬
১৯৭৩-৭৪	৮৩.৫৫ (৫২.৮)	৭৪.৭৮ (৪৭.২)	১৫৮.৩৩ (১০০)	৯৯৫	১৫.৯১
১৯৭৪-৭৫	৭৬.২৩ (৪৮.৪)	৮১.১৭ (৫১.৬)	১৫৭.৪০ (১০০)	১,০৮৪	১৪.৫২
১৯৭৫-৭৬	১৩৭.৯২ (৬১.৩)	৮৬.৯৭ (৩৮.৭)	২২৪.৮৯ (১০০)	১,৫৪৯	১৪.৫২
১৯৭৬-৭৭	১৭১.৩৪ (৬১.৪)	১০৭.৫৩ (৩৮.৬)	২৭৮.৮৭ (১০০)	১,৯৮৯	১৪.০২
১৯৭৭-৭৮	১৯০.৬৫ (৬২.৮)	১১২.৯৩ (৩৭.২)	৩০৩.৫৮ (১০০)	২,১৮৪	১৩.৯

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭৮-৭৯	১৯৮.৩৯ (৬৩.১)	১১৬.০১ (৩৬.৯)	৩১৪.৪ (১০০)	২,৪৯৯	১২.৫৮
১৯৭৯-৮০	২৬১.৮২ (৬৪.০)	১৪৭.২২ (৩৬.০)	৪০৯.০৪ (১০০)	৩,৩১৭	১২.৩৩
১৯৮০-৮১	৩৮৫.৫৬ (৬৫.৭)	২০১.০৬ (৩৪.৩)	৫৮৬.৬২ (১০০)	৪,১০৮	১৪.২৮
১৯৮১-৮২	৪১৬.৬২ (৬৪.৫)	২২৯.৪১ (৩৫.৫)	৬৪৬.০৩ (১০০)	৪,৬৭৭	১৩.৮২
১৯৮২-৮৩	৩৬৩.৬ (৬৩.৫)	২৪০.৫ (৩৬.৫)	৬০৪.১ (১০০)	৪,৭৩৮	১২.৭৫
১৯৮৩-৮৪	৪১৫.১ (৬২.৩)	২৫১.১৫ (৩৭.৭)	৬৬৬.২৫ (১০০)	৫,৮৯৬	১১.৩
১৯৮৪-৮৫	৪২২.৯৮ (৬১.৬)	২৬৩.৬৭ (৩৮.৪)	৬৮৬.৬৫ (১০০)	৬,৬৯৯	১০.২৫
১৯৮৫-৮৬	৪২১.৯৭ (৬০.২)	২৭৮.৯৮ (৩৯.৮)	৭০০.৯৫ (১০০)	৭,১৩৮	৯.৮২
১৯৮৬-৮৭	৪৭১.১৮ (৫৮.২)	৩৩৮.৪ (৪১.৮)	৮০৯.৫৮ (১০০)	৮,৫০৪	৯.৫২
১৯৮৭-৮৮	৪৬৬.১ (৫৯.২)	৩২১.৬৪ (৪০.৮)	৭৮৭.৭৪ (১০০)	৮,৫২৭	৯.২৪
১৯৮৮-৮৯	৫৩১.১৪ (৫০.৩)	৫২৪.৪৮ (৪৯.৭)	১,০৫৫.৬২ (১০০)	১০,৫৬৫	৯.৯৯
১৯৮৯-৯০	৫৩৫.৬২ (৪৭.০)	৬০৫.০৭ (৫৩.০)	১,১৪০.৬৯ (১০০)	১২,৭০৩	৮.৯৮
১৯৯০-৯১	৬৩২.৫১ (৪৪.৪)	৭৯২.৭৭ (৫৫.৬)	১,৪২৫.২৮ (১০০)	১২,৯৬০	১১.০০
১৯৯১-৯২	৬৪৮.৪৭ (৪৯.৩)	৬৬৭.১ (৫০.৭)	১,৩১৫.৫৭ (১০০)	১৫,৫৮৪	৮.৪৪
১৯৯২-৯৩	৭২৫.৪৫ (৫২.১)	৬৬৭.১৩ (৪৭.৯)	১,৩৯২.৫৮ (১০০)	১৭,৬০৭	৭.৯১
১৯৯৩-৯৪	১,১৪৩.৩৭ (৫১.৭)	১,০৬৮.৪৭ (৪৮.৩)	২,২১১.৮৪ (১০০)	১৯,০৫০	১১.৬১
১৯৯৪-৯৫	৯৮৪.৩ (৫৩.২)	৮৬৫.৩৪ (৪৬.৮)	১,৮৪৯.৬৪ (১০০)	২০,৯৪৮	৮.৮৩
১৯৯৫-৯৬	১,১৪৬.১৬ (৫৩.১)	১,০১২.৯৯ (৪৬.৯)	২,১৫৯.১৫ (১০০)	২৩,১৭০	৯.৩২

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯৬-৯৭	১,২৬১.০৯ (৫০.৮)	১,২২১.১৯ (৪৯.২)	২,৪৮২.২৮ (১০০)	২৪,৬০৩	১০.০৯
১৯৯৭-৯৮	১,১৯১.২ (৪৭.৬)	১,৩০৮.৯৬ (৫২.৪)	২,৫০০.১৬ (১০০)	২৭,৭৮৬	৯.০০
১৯৯৮-৯৯	১,১৭৭.৬৭ (৪৬.০)	১,৩৮০.১৪ (৫৪.০)	২,৫৫৭.৮১ (১০০)	২৯,৫৩৭	৮.৬৬
১৯৯৯-০০	১,৬১৫.৯৭ (৪৮.০)	১,৭৪৭.৯৬ (৫২.০)	৩,৩৬৩.৯৩ (১০০)	৩৪,২৫২	৯.৮২
২০০০-০১	১,৬৩৫.৭৮ (৪৯.০)	১,৭০০.২২ (৫১.০)	৩,৩৩৬.০ (১০০)	৩৮,৫২৪	৮.৬৬
২০০১-০২	১,৭৯৬.০৭ (৪৭.৯)	১,৯৫২.৫৭ (৫২.১)	৩,৭৪৮.৬৪ (১০০)	৪২,৩০৬	৮.৮৬
২০০২-০৩	১,৫৫০.০১ (৪৬.৬)	১,৭৭৮.৭২ (৫৩.৪)	৩,৩২৮.৭৩ (১০০)	৪৪,৮৫৪	৭.৪২
২০০৩-০৪	১,৪২৯.৭২ (৪৪.২)	১,৮০১.৮৭ (৫৫.৮)	৩,২৩১.৫৯ (১০০)	৫১,৯৮০	৬.২২
২০০৪-০৫	২,২৮৯.২৩ (৪১.৬)	৩,২০৭.৩ (৫৮.৪)	৫,৪৯৬.৫৯ (১০০)	৫৭,২৪৮	৯.৬০
২০০৫-০৬	২,৮১২.০৪ (৪১.২)	৪,০০৬.০৯ (৫৮.৮)	৬,৮১৮.১৩ (১০০)	৬৪,৩৮৩	১০.৫৯
২০০৬-০৭	২,১৬৯.৬৮ (৪০.৮)	৩,১৪৫.৩১ (৫৯.২)	৫,৩১৪.৯৯ (১০০)	৬৯,৭৪০	৭.৬২
২০০৭-০৮	২,৬৩৩.৫১ (৩০.৪)	৬,০২৭.৩২ (৬৯.৬)	৮,৬৬০.৮৩ (১০০)	৮৭,১৩৭	৯.৯৪
২০০৮-০৯	২,৮৮২.৯৮ (২৫.৬)	৮,৩৭৩.১৬ (৭৪.৪)	১১,২৫৬.১৪ (১০০)	৯৯,৯৬২	১১.২৬
২০০৯-১০	৬,১৮৭.৩৬ (২৬.৮)	১৬,৯০৫.৪৩ (৭৩.২)	২৩,০৯২.৭৯ (১০০)	১,১৩,৮১৯	১৬.৯৫
২০১০-১১	৬,৫০৭.৮১ (২৯.১)	১৫,৮৩০.২৩ (৭০.৯)	২২,৩৩৮.০৪ (১০০)	১,৩২,১৭০	১৬.৯০
২০১১-১২	৭,১৬৯.৫২ (৩০.১)	১৬,৬৫০.৬ (৬৯.৯)	২৩,৮২০.১২ (১০০)	১,৬৩,৫৫৯	১৪.৫৬
২০১২-১৩	৮,১৫৪.০২ (৩১.৪)	১৭,৮৪৫.১ (৬৮.৬)	২৫,৯৯৯.১২ (১০০)	১,৯১,৭৩৮	১৩.৫৬
২০১৩-১৪	৮,৫৬৯.৯২ (৩২.৫)	১৭,৮১৫.৬২ (৬৭.৫)	২৬,৩৮৫.৫৪ (১০০)	২,২২,৪৯১	১১.৮৬



অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
২০১৪-১৫	৯৫৪৯.১ (৩৪.৫)	১৮১৫৬.২১ (৬৫.৫)	২৭,৭০৫.৩১ (১০০)	২,৫০,৫০৬	১১.০৬
২০১৫-১৬	১০,৯৮২.৮৮ (৩৪.৮)	২০,৬২১.১৪ (৬৫.২)	৩১,৬০৪.০২ (১০০)	২,৯৫,১০০	১০.৭১
২০১৬-১৭	১১,২৪১.৫৪ (৩৪.৩)	২১,৪৮৫.৮৫ (৬৫.৭)	৩২,৭২৭.৩৯ (১০০)	৩,৪০,৬০৫	৯.৬১
২০১৭-১৮	১৩,৭৭৪.০ (৩৯.৭)	২০,৮৯২.৫১ (৬০.৩)	৩৪,৬৬৬.৫১ (১০০)	৪,০০,২৬৬	৮.৬৬
২০১৮-১৯	৯,৮২১.৮২ (৩৮.৭)	১৫,৫৮৪.২৫ (৬১.৩)	২৫,৪০৬.০৭ (১০০)	৪,৬৪,৫৭৩	৫.৪৭
২০১৯-২০	১৩,৬৭৩.৮৫ (৪০.৫)	২০,১২৩.৩৫ (৫৯.৫)	৩৩,৭৯৭.২০ (১০০)	৫,২৩,১৯০	৬.৪৬
২০২০-২১	১৩,৮৩৪.১ (৩৭.৯)	২২,৬৯৫.১৪ (৬২.১)	৩৬,৫২৯.২৪ (১০০)	৫,৬৮,০০০	৬.৪৩
২০২১-২২	১৯,১৮১.৯ (৩৯.৩)	২৯,৬৫৮.১৮ (৬০.৭)	৪৮,৮৪০.০৮ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	৮.০৯
মোট	১,৭৪,০০৩.৯৭ (৩৬.৬৩)	৩,০১,০১৩.৭৭ (৬৩.৩৭)	৪,৭৫,০১৪.৮৪ (১০০)		(রেঞ্জ) ৫.৪৭-১৬.৯৫ (গড়) ১০.৭৭

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on

03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ১৩: জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	৮৭৮.৫১ (৬৩.৭)	৪৯৯.৮৪ (৩৬.৩)	১,৩৭৮.৩৫ (১০০)	৮,৮০৩	১৫.৬৬
১৯৭৩-৭৪	৯০৭.৪৬ (৫২.৮)	৮১২.২১ (৪৭.২)	১,৭১৯.৬৭ (১০০)	১০,৮০৭	১৫.৯১
১৯৭৪-৭৫	৪৮০.৯৪ (৪৮.৪)	৫১২.১০ (৫১.৬)	৯৯৩.০৪ (১০০)	৬,৮৩৯	১৪.৫২
১৯৭৫-৭৬	৭৯৫.১১ (৬১.৩)	৫০১.৩৮ (৩৮.৭)	১,২৯৬.৪৯ (১০০)	৮,৯৩০	১৪.৫২
১৯৭৬-৭৭	৯৫১.৪৬ (৬১.৪)	৫৯৭.১২ (৩৮.৬)	১,৫৪৮.৫৮ (১০০)	১১,০৪৫	১৪.০২
১৯৭৭-৭৮	১,০৯১.৭৬ (৬২.৮)	৬৪৬.৭১ (৩৭.২)	১,৭৩৮.৪৭ (১০০)	১২,৫০৭	১৩.৯

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭৮-৭৯	১,০৯৪.৪৯ (৬৩.১)	৬৪০.০৪ (৩৬.৯)	১,৭৩৪.৫৩ (১০০)	১৩,৭৮৮	১২.৫৮
১৯৭৯-৮০	১,৫২৬.৬৪ (৬৪.০)	৮৫৮.৪২ (৩৬.০)	২,৩৮৫.০৬ (১০০)	১৯,৩৪১	১২.৩৩
১৯৮০-৮১	১,৮৬৬.৯৮ (৬৫.৭)	৯৭৩.৫৮ (৩৪.৩)	২,৮৪০.৫৭ (১০০)	১৯,৮৯২	১৪.২৮
১৯৮১-৮২	১,৬২০.৬ (৬৪.৫)	৮৯২.৩৮ (৩৫.৫)	২,৫১২.৯৮ (১০০)	১৮,১৯৩	১৩.৮২
১৯৮২-৮৩	১,৩৫১.৩৪ (৬৩.৫)	৭৭৬.৭৬ (৩৬.৫)	২,১২৮.১ (১০০)	১৬,৬৯১	১২.৭৫
১৯৮৩-৮৪	১,৪২২.১৩ (৬২.৩)	৮৬০.৫৮ (৩৭.৭)	২,২৮২.৭১ (১০০)	২০,২০১	১১.৩
১৯৮৪-৮৫	১,৩০৪.১৬ (৬১.৬)	৮১২.৯৮ (৩৮.৪)	২,১১৭.১৪ (১০০)	২০,৬৫৫	১০.২৫
১৯৮৫-৮৬	১,২০২.১৯ (৬০.২)	৭৯৪.৮১ (৩৯.৮)	১,৯৯৭.০ (১০০)	২০,৩৩৬	৯.৮২
১৯৮৬-৮৭	১,৩১২.০৩ (৫৮.২)	৯৪২.৩১ (৪১.৮)	২,২৫৪.৩৪ (১০০)	২৩,৬৮০	৯.৫২
১৯৮৭-৮৮	১,২৭৭.২৮ (৫৯.২)	৮৮১.৪১ (৪০.৮)	২,১৫৮.৬৯ (১০০)	২৩,৩৬৭	৯.২৪
১৯৮৮-৮৯	১,৪১৬.৮১ (৫০.৩)	১,৩৯৯.০৪ (৪৯.৭)	২,৮১৫.৮৫ (১০০)	২৮,১৮২	৯.৯৯
১৯৮৯-৯০	১,৪৯৭.৩২ (৪৭.০)	১,৬৯১.৪৬ (৫৩.০)	৩,১৮৮.৭৮ (১০০)	৩৫,৫১১	৮.৯৮
১৯৯০-৯১	১,৫২৬.২২ (৪৪.৪)	১,৯১২.৯২ (৫৫.৬)	৩,৪৩৯.১৫ (১০০)	৩১,২৭২	১১.০০
১৯৯১-৯২	১,৪৩৫.৮ (৪৯.৩)	১,৪৭৭.০৫ (৫০.৭)	২,৯১২.৮৪ (১০০)	৩৪,৫০৫	৮.৪৪
১৯৯২-৯৩	১,৫৭৩.৮৯ (৫২.১)	১,৪৪৭.৩৬ (৪৭.৯)	৩,০২১.২৫ (১০০)	৩৮,১৯৯	৭.৯১
১৯৯৩-৯৪	২,৪৫৫.৮৭ (৫১.৭)	২,২৯৫.০ (৪৮.৩)	৪,৭৫০.৮৭ (১০০)	৪০,৯১৮	১১.৬১
১৯৯৪-৯৫	২,১২২.১৬ (৫৩.২)	১,৮৬৫.৬৮ (৪৬.৮)	৩,৯৮৭.৮৩ (১০০)	৪৫,১৬৪	৮.৮৩

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯৫-৯৬	২,৩৭৩.২৫ (৫৩.১)	২,০৯৭.৫১ (৪৬.৯)	৪,৪৭০.৭৫ (১০০)	৪৭,৯৭৬	৯.৩২
১৯৯৬-৯৭	২,৪৯৭.২৭ (৫০.৮)	২,৪১৮.২৬ (৪৯.২)	৪,৯১৫.৫৩ (১০০)	৪৮,৭২০	১০.০৯
১৯৯৭-৯৮	২,২২৫.৯৭ (৪৭.৬)	২,৪৪৬.০২ (৫২.৪)	৪,৬৭১.৯৯ (১০০)	৫১,৯২৩	৯.০০
১৯৯৮-৯৯	২,১০০.৫৬ (৪৬.০)	২,৪৬১.৭ (৫৪.০)	৪,৫৬২.২৭ (১০০)	৫২,৬৮৪	৮.৬৬
১৯৯৯-০০	২,৭৪০.৬২ (৪৮.০)	২,৯৬৪.৪৭ (৫২.০)	৫,৭০৫.০৯ (১০০)	৫৮,০৯০	৯.৮২
২০০০-০১	২,৪৯৬.৮১ (৪৯.০)	২,৫৯৫.১৭ (৫১.০)	৫,০৯১.৯৮ (১০০)	৫৮,৮০২	৮.৬৬
২০০১-০২	২,৬৯৮.৪৮ (৪৭.৯)	২,৯৩৩.৬১ (৫২.১)	৫,৬৩২.০৯ (১০০)	৬৩,৫৬২	৮.৮৬
২০০২-০৩	২,৩২৮.৯৯ (৪৬.৬)	২,৬৭২.৬৪ (৫৩.৪)	৫,০০১.৬৩ (১০০)	৬৭,৩৯৬	৭.৪২
২০০৩-০৪	২,০৯৩.২৬ (৪৪.২)	২,৬৩৮.১২ (৫৫.৮)	৪,৭৩১.৩৮ (১০০)	৭৬,১০৪	৬.২২
২০০৪-০৫	৩,২১২.৭৯ (৪১.৬)	৪,৫০১.২৫ (৫৮.৪)	৭,৭১৩.৯৮ (১০০)	৮০,৩৪৪	৯.৬০
২০০৫-০৬	৩,৬১০.৯৩ (৪১.২)	৫,১৪৪.২১ (৫৮.৮)	৮,৭৫৫.১৪ (১০০)	৮২,৬৭৪	১০.৫৯
২০০৬-০৭	২,৭০৯.৪২ (৪০.৮)	৩,৯২৭.৭৬ (৫৯.২)	৬,৬৩৭.১৮ (১০০)	৮৭,০৮৯	৭.৬২
২০০৭-০৮	৩,৩১০.১৯ (৩০.৪)	৭,৫৭৬.০৫ (৬৯.৬)	১০,৮৮৬.২৪ (১০০)	১,০৯,৫২৭	৯.৯৪
২০০৮-০৯	৩,৬১৩.৬৩ (২৫.৬)	১০,৪৯৫.২২ (৭৪.৪)	১৩,১০৮.৮৫ (১০০)	১,২৫,২৯৬	১১.২৬
২০০৯-১০	৭,৭১২.৭৪ (২৬.৮)	২১,০৭৩.১৬ (৭৩.২)	২৮,৭৮৫.৯০ (১০০)	১,৪১,৮৭৯	১৬.৯৫
২০১০-১১	৭,৮৮০.৬৭ (২৯.১)	১৯,১৬৯.৭১ (৭০.৯)	২৭,০৫০.৩৭ (১০০)	১,৬০,০৫২	১৬.৯০
২০১১-১২	৭,৮০৫.৭৯ (৩০.১)	১৮,১২৮.২৯ (৬৯.৯)	২৫,৯৩৪.০৮ (১০০)	১,৭৮,১০৭	১৪.৫৬
২০১২-১৩	৮,৭৯৭.০৭ (৩১.৪)	১৯,২৫২.৪১ (৬৮.৬)	২৮,০৪৯.৪৮ (১০০)	২,০৬,৮৫৯	১৩.৫৬

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির হিস্যা (অংশ, %)
২০১৩-১৪	৯,৫০৯.৩৮ (৩২.৫)	১৯,৭৬৮.৬১ (৬৭.৫)	২৯,২৭৭.৯৯ (১০০)	২,৪৬,৮৮১	১১.৮৬
২০১৪-১৫	১০,৬০২.০৭ (৩৪.৫)	২০,১৫৮.২৭ (৬৫.৫)	৩০,৭৬০.৩৪ (১০০)	২,৭৮,১২৯	১১.০৬
২০১৫-১৬	১২,১০১.৪৫ (৩৪.৮)	২২,৭২১.৩৪ (৬৫.২)	৩৪,৮২২.৭৯ (১০০)	৩,২৫,১৫৫	১০.৭১
২০১৬-১৭	১২,২৫১.১৫ (৩৪.৩)	২৩,৪১৫.৫১ (৬৫.৭)	৩৫,৬৬৬.৬৬ (১০০)	৩,৭১,১৯৫	৯.৬১
২০১৭-১৮	১৪,৪৬৭.২৩ (৩৯.৭)	২১,৯৪৪.০১ (৬০.৩)	৩৬,৪১১.২৪ (১০০)	৪,২০,৪১১	৮.৬৬
২০১৮-১৯	১০,০৮০.১৩ (৩৮.৭)	১৫,৯৯৪.১১ (৬১.৩)	২৬,০৭৪.২৩ (১০০)	৪,৭৬,৭৯১	৫.৪৭
২০১৯-২০	১৩,৮৮১.৫ (৪০.৫)	২০,৪২৮.৯৪ (৫৯.৫)	৩৪,৩১০.৪৩ (১০০)	৫,৩১,১৩৫	৬.৪৬
২০২০-২১	১৪,০৪৪.১৭ (৩৭.৯)	২৩,০৩৯.৭৫ (৬২.১)	৩৭,০৮৩.৯২ (১০০)	৫,৭৬,৬২৫	৬.৪৩
২০২১-২২	১৯,১৮১.৯ (৩৯.৩)	২৯,৬৫৮.১৮ (৬০.৭)	৪৮,৮৪০.০৮ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	৮.০৯
মোট	২,১৭,৪৩৭.৭১ (৩৮.১০)	৩,৫৩,৭১৫.৬৩ (৬১.৯০)	৫,৭১,১৫৩.৩৪ (১০০)	(মোট) ৬০,৩৫,৯১৩ (বার্ষিক গড় ১,২০,৭১৮.৩)	(রেঞ্জ) ৫.৪৭-১৬.৯৫ (গড়) ১০.৭৭

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ডিক্রিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষ থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com>.

bd/economy/ chronology-of-national-budget-1560342073; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

- বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ১৪: জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে পারিবারিক কৃষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা**

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭২-৭৩	৬৬.৮৭ (৮৫.৩)	১১.৫৭ (১৪.৭)	৭৮.৪৪ (১০০)	৩৮.০৫ (৮৫.৩)	৬.৫৮ (১৪.৭)	৪৪.৬৩ (১০০)	১০৪.৯২ (৮৫.৩)	১৮.১৫ (১৪.৭)	১২৩.০৭ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৮০.০ (৯৫.৭)	৩.৫৫ (৪.৩)	৮৩.৫৫ (১০০)	৭১.৬ (৯৫.৭)	৩.১৮ (৪.৩)	৭৪.৭৮ (১০০)	১৫১.৬০ (৯৫.৭)	৬.৭৩ (৪.৩)	১৫৮.৩৩ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	৭৩.৬১ (৯৬.৬)	২.৬২ (৩.৪)	৭৬.২৩ (১০০)	৭৮.৩৮ (৯৬.৬)	২.৭৯ (৩.৪)	৮১.১৭ (১০০)	১৫১.৯৯ (৯৬.৬)	৫.৪১ (৩.৪)	১৫৭.৪০ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	১৩২.৫৩ (৯৬.১)	৫.৩৯ (৩.৯)	১৩৭.৯২ (১০০)	৮৩.৫৮ (৯৬.১)	৩.৪ (৩.৯)	৮৬.৯৭ (১০০)	২১৬.১১ (৯৬.১)	৮.৭৯ (৩.৯)	২২৪.৮৯ (১০০)

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭৬-৭৭	১৬৩.৭৪ (৯৫.৬)	৭.৬ (৪.৪)	১৭১.৩৪ (১০০)	১০২.৭৬ (৯৫.৬)	৪.৭৭ (৪.৪)	১০৭.৫৩ (১০০)	২৬৬.৫০ (৯৫.৬)	১২.৩৭ (৪.৪)	২৭৮.৮৭ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	১৭৬.৫৪ (৯২.৬)	১৪.১১ (৭.৪)	১৯০.৬৫ (১০০)	১০৪.৫৭ (৯২.৬)	৮.৩৬ (৭.৪)	১১২.৯৩ (১০০)	২৮১.১২ (৯২.৬)	২২.৪৬ (৭.৪)	৩০৩.৫৮ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	১৭৬.৭৭ (৮৯.১)	২১.৬২ (১০.৯)	১৯৮.৩৯ (১০০)	১০৩.৩৭ (৮৯.১)	১২.৬৪ (১০.৯)	১১৬.০১ (১০০)	২৮০.১৩ (৮৯.১)	৩৪.২৭ (১০.৯)	৩১৪.৪ (১০০)
১৯৭৯-৮০	২২৯.০৫ (৮৭.৫)	৩২.৭৭ (১২.৫)	২৬১.৮২ (১০০)	১২৮.৭৯ (৮৭.৫)	১৮.৪৩ (১২.৫)	১৪৭.২২ (১০০)	৩৫৭.৮৪ (৮৭.৫)	৫১.২০ (১২.৫)	৪০৯.০৪ (১০০)
১৯৮০-৮১	৩৫৯.৫৭ (৯৩.৩)	২৫.৯৯ (৬.৭)	৩৮৫.৫৬ (১০০)	১৮৭.৫১ (৯৩.৩)	১৩.৫৫ (৬.৭)	২০১.০৬ (১০০)	৫৪৭.০৮ (৯৩.৩)	৩৯.৫৪ (৬.৭)	৫৮৬.৬২ (১০০)
১৯৮১-৮২	৩৭৮.৪৬ (৯০.৯)	৩৭.৯৬ (৯.১)	৪১৬.৬২ (১০০)	২০৮.৫ (৯০.৯)	২০.৯১ (৯.১)	২২৯.৪১ (১০০)	৫৮৬.৯৬ (৯০.৯)	৫৮.৮৭ (৯.১)	৬৪৬.০৩ (১০০)
১৯৮২-৮৩	৩২৯.৭৯ (৯০.৭)	৩৩.৮১ (৯.৩)	৩৬৩.৬ (১০০)	২১৮.১৩ (৯০.৭)	২২.৩৭ (৯.৩)	২৪০.৫ (১০০)	৫৪৭.৯২ (৯০.৭)	৫৬.১৮ (৯.৩)	৬০৪.১ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	৩৭৫.৬৭ (৯০.৫)	৩৯.৪৩ (৯.৫)	৪১৫.১ (১০০)	২২৭.২৯ (৯০.৫)	২৩.৮৬ (৯.৫)	২৫১.১৫ (১০০)	৬০২.৯৬ (৯০.৫)	৬৩.২৯ (৯.৫)	৬৬৬.২৫ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	৩৮৪.৯১ (৯১.০)	৩৮.০৭ (৯.০)	৪২২.৯৮ (১০০)	২৩৯.৯৪ (৯১.০)	২৩.৭৩ (৯.০)	২৬৩.৬৭ (১০০)	৬২৪.৮৫ (৯১.০)	৬১.৮ (৯.০)	৬৮৬.৬৫ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	৩৮২.৩১ (৯০.৬)	৪২.৬৬ (৯.৪)	৪২১.৯৭ (১০০)	২৫২.৭৬ (৯০.৬)	২৬.২২ (৯.৪)	২৭৮.৯৮ (১০০)	৬৩৫.০৬ (৯০.৬)	৬৫.৮৯ (৯.৪)	৭০০.৯৫ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৪২৫.৯৫ (৯০.৪)	৪৫.২৩ (৯.৬)	৪৭১.১৮ (১০০)	৩০৫.৯১ (৯০.৪)	৩২.৪৯ (৯.৬)	৩৩৮.৪ (১০০)	৭৩১.৮৬ (৯০.৪)	৭৭.৭২ (৯.৬)	৮০৯.৫৮ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৪২১.০৬ (৯০.৩)	৪৫.০৪ (৯.৭)	৪৬৬.১ (১০০)	২৯০.৫৬ (৯০.৩)	৩১.০৮ (৯.৭)	৩২১.৬৪ (১০০)	৭১১.৬২ (৯০.৩)	৭৬.১২ (৯.৭)	৭৮৭.৭৪ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	৪৭৮.৩৪ (৯০.১)	৫২.৮ (৯.৯)	৫৩১.১৪ (১০০)	৪৭২.৩৪ (৯০.১)	৫২.১৪ (৯.৯)	৫২৪.৪৮ (১০০)	৯৫০.৬৮ (৯০.১)	১০৪.৯৪ (৯.৯)	১,০৫৫.৬২ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৪৮৭.৪৫ (৯১.০)	৪৮.১৭ (৯.০)	৫৩৫.৬২ (১০০)	৫৫০.৬৬ (৯১.০)	৫৪.৪২ (৯.০)	৬০৫.০৭ (১০০)	১,০৩৮.১১ (৯১.০)	১০২.৫৯ (৯.০)	১,১৪০.৬৯ (১০০)
১৯৯০-৯১	৫৮৪.২৯ (৯২.৪)	৪৮.২২ (৭.৬)	৬৩২.৫১ (১০০)	৭৩২.৩৩ (৯২.৪)	৬০.৪৪ (৭.৬)	৭৯২.৭৭ (১০০)	১,৩১৬.৬২ (৯২.৪)	১০৮.৬৬ (৭.৬)	১,৪২৫.২৮ (১০০)
১৯৯১-৯২	৫৮৭.১২ (৯০.৫)	৬১.৩৫ (৯.৫)	৬৪৮.৪৭ (১০০)	৬০৩.৯৯ (৯০.৫)	৬৩.১১ (৯.৫)	৬৬৭.১ (১০০)	১,৩১১.১১ (৯০.৫)	১২৪.৪৬ (৯.৫)	১,৩১৫.৫৭ (১০০)
১৯৯২-৯৩	৬৮৩.৬৫ (৯৪.২)	৪১.৮ (৫.৮)	৭২৫.৪৫ (১০০)	৬২৮.৬৯ (৯৪.২)	৩৮.৪৪ (৫.৮)	৬৬৭.১৩ (১০০)	১,৩১২.৩৪ (৯৪.২)	৮০.২৪ (৫.৮)	১,৩৯২.৫৮ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	১,০৮৩.৮৩ (৯৪.৮)	৫৯.৫৪ (৫.২)	১,১৪৩.৩৭ (১০০)	১,০১২.৮৩ (৯৪.৮)	৫৫.৬৪ (৫.২)	১,০৬৮.৪৭ (১০০)	২,০৯৬.৬৬ (৯৪.৮)	১১৫.১৮ (৫.২)	২,২১১.৮৪ (১০০)



অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৯৪-৯৫	৮৯৫.৮৫ (৯১.০)	৮৮.৪৫ (৯.০)	৯৮৪.৩ (১০০)	৭৮৭.৫৮ (৯১.০)	৭৭.৭৬ (৯.০)	৮৬৫.৩৪ (১০০)	১,৬৮৩.৪৩ (৯১.০)	১৬৬.২১ (৯.০)	১,৮৪৯.৬৪ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	১,০৬৮ (৯৩.২)	৭৮.১৬ (৬.৮)	১,১৪৬.১৬ (১০০)	৯৪৩.৯১ (৯৩.২)	৬৯.০৮ (৬.৮)	১০১২.৯৯ (১০০)	২,০১১.৯১ (৯৩.২)	১৪৭.২৪ (৬.৮)	২,১৫৯.১৫ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	১,১০০.৩৯ (৮৭.৩)	১৬০.৭ (১২.৭)	১,২৬১.০৯ (১০০)	১,০৬৫.৫৮ (৮৭.৩)	১৫৫.৬২ (১২.৭)	১,২২১.১৯ (১০০)	২,১৬৫.৯৭ (৮৭.৩)	৩১৬.৩২ (১২.৭)	২,৪৮২.২৮ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	১,০২৯.৫৭ (৮৬.৪)	১৬১.৬৩ (১৩.৬)	১,১৯১.২ (১০০)	১,১৩১.৩৫ (৮৬.৪)	১৭৭.৬১ (১৩.৬)	১,৩০৮.৯৬ (১০০)	২,১৬০.৯২ (৮৬.৪)	৩৩৯.২৪ (১৩.৬)	২,৫০০.১৬ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	১,০৯৩.৯ (৯২.৯)	৮৩.৭৭ (৭.১)	১,১৭৭.৬৭ (১০০)	১,২৮১.৯৭ (৯২.৯)	৯৮.১৭ (৭.১)	১,৩৮০.১৪ (১০০)	২,৩৭৫.৮৭ (৯২.৯)	১৮১.৯৪ (৭.১)	২,৫৫৭.৮১ (১০০)
১৯৯৯-০০	১,৫১৬.৯৫ (৯৩.৯)	৯৯.০২ (৬.১)	১,৬১৬.৯৭ (১০০)	১,৬৪০.৮৫ (৯৩.৯)	১০৭.১১ (৬.১)	১,৭৪৭.৯৬ (১০০)	৩,১৫৭.৮ (৯৩.৯)	২০৬.১৩ (৬.১)	৩,৩৬৩.৯৩ (১০০)
২০০০-০১	১,৪৯৩.৪৮ (৯১.৩)	১৪২.৩ (৮.৭)	১,৬৩৫.৭৮ (১০০)	১,৫৫২.৩১ (৯১.৩)	১৪৭.৯১ (৮.৭)	১,৭০০.২২ (১০০)	৩,০৪৫.৭৯ (৯১.৩)	২৯০.২১ (৮.৭)	৩,৩৩৬.০ (১০০)
২০০১-০২	১,৬৯৪.৫ (৯৪.৩)	১০১.৫৭ (৫.৭)	১,৭৯৬.০৭ (১০০)	১,৮৪২.১৫ (৯৪.৩)	১১০.৪২ (৫.৭)	১,৯৫২.৫৭ (১০০)	৩,৫৩৬.৬৫ (৯৪.৩)	২১১.৯৯ (৫.৭)	৩,৭৪৮.৬৪ (১০০)
২০০২-০৩	১,৪৮২.১৫ (৯৫.৬)	৬৭.৮৬ (৪.৪)	১,৫৫০.০১ (১০০)	১,৭০০.৮৫ (৯৫.৬)	৭৭.৮৭ (৪.৪)	১,৭৭৮.৭২ (১০০)	৩,১৮৩.০ (৯৫.৬)	১৪৫.৭৩ (৪.৪)	৩,৩২৮.৭৩ (১০০)
২০০৩-০৪	১,২২১.৪২ (৮৫.৪)	২০৮.৩ (১৪.৬)	১,৪২৯.৭২ (১০০)	১,৫৫৯.৩৫ (৮৫.৪)	২৬২.৫ (১৪.৬)	১,৮০১.৮৭ (১০০)	২,৭৬০.৭৭ (৮৫.৪)	৪৭০.৮২ (১৪.৬)	৩,২৩১.৫৯ (১০০)
২০০৪-০৫	২,১২৯.৭৩ (৯৩.০)	১৫৯.৫ (৭.০)	২,২৮৯.২৩ (১০০)	২,৯৮৩.৮ (৯৩.০)	২২৩.৫ (৭.০)	৩,২০৭.৩ (১০০)	৫,১১৩.৫৩ (৯৩.০)	৩৮২.৯৬ (৭.০)	৫,৪৯৬.৪৯ (১০০)
২০০৫-০৬	২,৩৯৮.৭৪ (৮৫.৩)	৪১৩.৩ (১৪.৭)	২,৮১২.০৪ (১০০)	৩,৪১৭.৩ (৮৫.৩)	৫৮৮.৮ (১৪.৭)	৪,০০৬.০৯ (১০০)	৫,৮১৬.০৪ (৮৫.৩)	১,০০২.১ (১৪.৭)	৬,৮১৮.১৩ (১০০)
২০০৬-০৭	২,০১৪.৬ (৯২.৯)	১৫৫.০৮ (৭.১)	২,১৬৯.৬৮ (১০০)	২,৯২০.৪৮ (৯২.৯)	২২৪.৮৫ (৭.১)	৩,১৪৫.৩১ (১০০)	৪,৯৩৫.০৯ (৯২.৯)	৩৭৯.৮৯ (৭.১)	৫,৩১৪.৯৯ (১০০)
২০০৭-০৮	২,৪০৩.২১ (৯১.৩)	২৩০.৩ (৮.৭)	২,৬৩৩.৫১ (১০০)	৫,৫০২.২৩ (৯১.৩)	৫২৭.০৯ (৮.৭)	৬,০২৭.৩২ (১০০)	৭,৯০৩.৪৫ (৯১.৩)	৫৭৭.৩৯ (৮.৭)	৮,৬০০.৮৩ (১০০)
২০০৮-০৯	২,৭০৯.২৭ (৯৪.০)	১৭৩.৭১ (৬.০)	২,৮৮২.৯৮ (১০০)	৭,৮৬৮.৬৫ (৯৪.০)	৫০৪.৫৫ (৬.০)	৮,৩৭৩.১৬ (১০০)	১০,৫৭৭.৯২ (৯৪.০)	৬৭৮.২২ (৬.০)	১১,২৫৬.১৪ (১০০)
২০০৯-১০	৫,৯৫১.৮৬ (৯৬.২)	২৩৫.৫ (৩.৮)	৬,১৮৭.৩৬ (১০০)	১৬,২৬১.৯ (৯৬.২)	৬৪৩.৪ (৩.৮)	১৬,৯০৫.৪ (১০০)	২২,২১৩.৮ (৯৬.২)	৮৭৮.৯৫ (৩.৮)	২৩,০৯২.৭৯ (১০০)
২০১০-১১	৬,৩৩১.৮৬ (৯৭.৩)	১৫৫.৯৫ (২.৭)	৬,৫০৭.৮১ (১০০)	১৫,৪০২.২ (৯৭.৩)	৪২৮.০ (২.৭)	১৫,৮৩০.২ (১০০)	২১,৭৩৪.০৯ (৯৭.৩)	৬০৩.৯৫ (২.৭)	২২,৩৩৮.০৪ (১০০)
২০১১-১২	৭,০০০.৪৪ (৯৭.৬)	১৬৯.০৮ (২.৪)	৭,১৬৯.৫২ (১০০)	১৬,২৫৭.৯ (৯৭.৬)	৩৯২.৬৭ (২.৭)	১৬,৬৫০.৬ (১০০)	২৩,২৫৮.৩ (৯৭.৬)	৫৬১.৭৫ (২.৪)	২৩,৮২০.১২ (১০০)

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০১২-১৩	৭,৮৬২.৪২ (৯৬.৪)	২৯১.৬ (৩.৬)	৮,১৫৪.০২ (১০০)	১৭,২০৬.৯ (৯৬.৪)	৬৩৮.১৭ (৩.৬)	১৭,৮৪৫.১ (১০০)	২৫,০৬৯.৪ (৯৬.৪)	৯২৯.৭৭ (৩.৬)	২৫,৯৯৯.১২ (১০০)
২০১৩-১৪	৮,২০৪.৫ (৯৫.৭)	৩৬৫.৪২ (৪.৩)	৮,৫৬৯.৯২ (১০০)	১৭,০৫৫.৯৬ (৯৫.৭)	৭৫৯.৬৬ (৪.৩)	১৭,৮১৫.৬২ (১০০)	২৫,২৬০.৪৬ (৯৫.৭)	১,১২৫.০৮ (৪.৩)	২৬,৩৮৫.৫৪ (১০০)
২০১৪-১৫	৮৯১২.৫৬ (৯৩.৩)	৬৩৬.৫৪ (৬.৭)	৯৫৪৯.১ (১০০)	১৬,৯৪৫.৯২ (৯৩.৩)	১২১০.২৯ (৬.৭)	১৮,১৫৬.২১ (১০০)	২৫,৮৫৮.৪৮ (৯৩.৩)	১,৮৪৬.৮৩ (৬.৭)	২৭,৭০৫.৩১ (১০০)
২০১৫-১৬	১০,২৫৮.০৫ (৯৩.৪)	৭২৪.৮৩ (৬.৬)	১০,৯৮২.৮৮ (১০০)	১৯,২৬০.২ (৯৩.৪)	১,৩৬০.৯ (৬.৬)	২০,৬২১.১৪ (১০০)	২৯,৫১৮.২৭ (৯৩.৪)	২,০৮৫.৭৫ (৬.৬)	৩১,৬০৪.০২ (১০০)
২০১৬-১৭	১০,৭৭২.২৩ (৯৫.৮)	৪৬৯.৩১ (৪.২)	১১,২৪১.৫৪ (১০০)	২০,৫৮৮.৯ (৯৫.৮)	৮৯৭.০ (৪.২)	২১,৪৮৫.৮৫ (১০০)	৩১,৩৬১.০৯ (৯৫.৮)	১,৩৬৬.৩০ (৪.২)	৩২,৭২৭.৩৯ (১০০)
২০১৭-১৮	১২,৯০২.৮১ (৯৩.৭)	৮৭১.১৯ (৬.৩)	১৩,৭৭৪.০ (১০০)	১৯,৫৭১.০৮ (৯৩.৭)	১,৩২১.৪৩ (৬.৩)	২০,৮৯২.৫১ (১০০)	৩২,৪৭৩.৮৯ (৯৩.৭)	২,১৯২.৬২ (৬.৩)	৩৪,৬৬৬.৫১ (১০০)
২০১৮-১৯	৯,৬৬৭.৮৭ (৯৮.৪)	১৫৩.৯৫ (১.৬)	৯,৮২১.৮২ (১০০)	১৫,৩৩৯.৯৮ (৯৮.৪)	২৪৪.২৭ (১.৬)	১৫,৫৮৪.২৫ (১০০)	২৫,০০৭.৮৫ (৯৮.৪)	৩৯৮.২২ (১.৬)	২৫,৪০৬.০৭ (১০০)
২০১৯-২০	১৩,৪৯৭.০৬ (৯৮.৭)	১৭৬.৭৯ (১.৩)	১৩,৬৭৩.৮৫ (১০০)	১৯,৮৬৩.১৮ (৯৮.৭)	২৬০.১৭ (১.৩)	২০,১২৩.৩৫ (১০০)	৩৩,৩৬০.২৪ (৯৮.৭)	৪৩৬.৯৭ (১.৩)	৩৩,৭৯৭.২০ (১০০)
২০২০-২১	১২,৭৮০.৪৭ (৯২.৩৮)	১,০৫৩.৬৩ (৭.৬২)	১৩,৮৩৪.১ (১০০)	২০,৯৬৬.৬৩ (৯২.৩৮)	১,৭২৮.৫ (১২.৩৮)	২২,৬৯৫.১৪ (১০০)	৩৩,৭৪৭.১ (৯২.৩৮)	২,৭৪২.১৩ (১২.৩৮)	৩৬,৫২৯.২৩ (১০০)
২০২১-২২	১৮,৮৫৭.৮৫ (৯৮.৩)	৩২৪.০৫ (১.৭)	১৯,১৮১.৯ (১০০)	২৯,১৫৭.১৫ (৯৮.৩)	৫০১.০৩ (১.৭)	২৯,৬৫৮.১৮ (১০০)	৪৮,০১৫.০ (৯৮.৩)	৮২৫.০৮ (১.৭)	৪৮,৮৪০.০৮ (১০০)
মোট	১,৬৫,৩১৩.২ (৯৫.০)	৮,৬৯০.৭৭ (৫.০)	১,৭৪,০০৩.৯ (১০০)	২,৮৬,৬৯৬.৯ (৯৫.২)	১৪,৩১৬.৭৮ (৪.৮)	৩,০১,০১৩.৭৭ (১০)	৪,৫২,০১০.২২ (৯৫.২)	২৩,০০৪.৬২ (৪.৮)	৪,৭৫,০১৪.৮৪ (১০০)

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative

Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ১৫:** জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে পারিবারিক কৃষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়):  
বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭২-৭৩	৭৪৮.৯৩ (৮৫.৩)	১২৯.৫৮ (১৪.৭)	৮৭৮.৫১ (১০০)	৪২৬.১৫ (৮৫.৩)	৭৩.৬৯ (১৪.৭)	৪৯৯.৮৪ (১০০)	১,১৭৫.০৮ (৮৫.৩)	২০৩.২৮ (১৪.৭)	১,৩৭৮.৩৫ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৮৬৮.৯০ (৯৫.৭)	৩৮.৫৬ (৪.৩)	৯০৭.৪৬ (১০০)	৭৭৭.৬৭ (৯৫.৭)	৩৪.৫৪ (৪.৩)	৮১২.২১ (১০০)	১,৬৪৬.৫৭ (৯৫.৭)	৭৩.১০ (৪.৩)	১,৭১৯.৬৭ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	৪৬৪.৪১ (৯৬.৬)	১৬.৫৩ (৩.৪)	৪৮০.৯৪ (১০০)	৪৯৪.৫ (৯৬.৬)	১৭.৬ (৩.৪)	৫১২.১ (১০০)	৯৫৮.৯১ (৯৬.৬)	৩৪.১৩ (৩.৪)	৯৯৩.০৪ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	৭৬৪.০৪ (৯৬.১)	৩১.১ (৩.৯)	৭৯৫.১১ (১০০)	৪৮১.৮৪ (৯৬.১)	১৯.৬ (৩.৯)	৫০১.৩৮ (১০০)	১,২৪৫.৮৮ (৯৬.১)	৫০.৬৭ (৩.৯)	১,২৯৬.৪৯ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	৯০৯.২৬ (৯৫.৬)	৪২.২ (৪.৪)	৯৫১.৫ (১০০)	৫৭০.৬৩ (৯৫.৬)	২৬.৪৯ (৪.৪)	৫৯৭.১২ (১০০)	১,৪৭৯.৮৯ (৯৫.৬)	৬৮.৬৯ (৪.৪)	১,৫৪৮.৫৮ (১০০)

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭৭-৭৮	১,০১০.৯৭ (৯২.৬)	৮০.৭৯ (৭.৪)	১,০৯১.৭৬ (১০০)	৫৯৮.৮৫ (৯২.৬)	৪৭.৮৬ (৭.৪)	৬৪৬.৭১ (১০০)	১,৬০৯.৮২ (৯২.৬)	১২৮.৬৫ (৭.৪)	১,৭৩৮.৪৭ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	৯৭৫.১৯ (৮৯.১)	১১৯.৩ (১০.৯)	১,০৯৪.৪৯ (১০০)	৫৭০.২৮ (৮৯.১)	৬৯.৭৬ (১০.৯)	৬৪০.০৪ (১০০)	১,৫৪৫.৪৭ (৮৯.১)	১৮৯.০৬ (১০.৯)	১,৭৩৪.৫৩ (১০০)
১৯৭৯-৮০	১,৩৩৫.৫৬ (৮৭.৫)	১৯১.০৮ (১২.৫)	১,৫২৬.৬৪ (১০০)	৭৫০.৯৬ (৮৭.৫)	১০৭.৪৬ (১২.৫)	৮৫৮.৪২ (১০০)	২,০৮৬.৫২ (৮৭.৫)	২৯৮.৫৪ (১২.৫)	২,৩৮৫.০৬ (১০০)
১৯৮০-৮১	১,৭৪১.১৩ (৯৩.৩)	১২৫.৮৫ (৬.৭)	১,৮৬৬.৯৮ (১০০)	৯০৭.৯৭ (৯৩.৩)	৬৫.৬১ (৬.৭)	৯৭৩.৫৮ (১০০)	২,৬৪৯.১০ (৯৩.৩)	১৯১.৪৬ (৬.৭)	২,৮৪০.৫৬ (১০০)
১৯৮১-৮২	১,৪৭২.১৭ (৯০.৯)	১৪৭.৬৬ (৯.১)	১,৬২০.৬ (১০০)	৮১১.০৪ (৯০.৯)	৮১.৩৪ (৯.১)	৮৯২.৩৮ (১০০)	২,২৮৩.২১ (৯০.৯)	২২৯.০ (৯.১)	২,৫১২.৯৮ (১০০)
১৯৮২-৮৩	১,২২৫.৬৭ (৯০.৭)	১২৫.৬৭ (৯.৩)	১,৩৫১.৩৪ (১০০)	৭০৪.৫২ (৯০.৭)	৭২.২৪ (৯.৩)	৭৭৬.৭৬ (১০০)	১,৯৩০.১৯ (৯০.৭)	১৯৭.৯১ (৯.৩)	২,১২৮.১ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	১,২৮৭.০৩ (৯০.৫)	১৩৫.১ (৯.৫)	১,৪২২.১৩ (১০০)	৭৭৮.৮৩ (৯০.৫)	৮১.৭৫ (৯.৫)	৮৬০.৫৮ (১০০)	২,০৬৫.৮৫ (৯০.৫)	২১৬.৮৬ (৯.৫)	২,২৮২.৭১ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	১,১৮৬.৭৯ (৯১.০)	১১৭.৩৭ (৯.০)	১,৩০৪.১৬ (১০০)	৭৩৯.৮১ (৯১.০)	৭৩.১৭ (৯.০)	৮১২.৯৮ (১০০)	১,৯৯৬.৬ (৯১.০)	১৯০.৫৪ (৯.০)	২,১৮৭.১৪ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	১,০৮৯.১৮ (৯০.৬)	১১৩.০১ (৯.৪)	১,২০২.১৯ (১০০)	৭২০.১ (৯০.৬)	৭৪.৭১ (৯.৪)	৭৯৪.৮১ (১০০)	১,৮০৯.২৮ (৯০.৬)	১৮৭.৭২ (৯.৪)	১,৯৯৭.০ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	১,১৮৬.০৮ (৯০.৮)	১২৫.৯৫ (৯.৬)	১,৩১২.০৩ (১০০)	৮৫১.৮৫ (৯০.৮)	৯০.৪৬ (৯.৬)	৯৪২.৩১ (১০০)	২,০৩৭.৯২ (৯০.৮)	২১৬.৪২ (৯.৬)	২,২৫৪.৩৪ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	১,১৫৩.৮৫ (৯০.৩)	১২৩.৪৩ (৯.৭)	১,২৭৭.২৮ (১০০)	৭৯৬.২৪ (৯০.৩)	৮৫.১৭ (৯.৭)	৮৮১.৪১ (১০০)	১,৯৫০.০৯ (৯০.৩)	২০৮.৬ (৯.৭)	২,১৫৮.৬৯ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	১,২৭৫.৯৭ (৯০.১)	১৪০.৮৪ (৯.৯)	১,৪১৬.৮১ (১০০)	১,২৫৯.৯৬ (৯০.১)	১৩৯.০৮ (৯.৯)	১,৩৯৯.০৪ (১০০)	২,৫৩৫.৯৩ (৯০.১)	২৭৯.৯৩ (৯.৯)	২,৮১৫.৮৬ (১০০)
১৯৮৯-৯০	১,৩৬২.৬৬ (৯১.০)	১৩৪.৬৬ (৯.০)	১,৪৯৭.৩২ (১০০)	১,৫৩৯.৩৬ (৯১.০)	১৫২.১৩ (৯.০)	১,৬৯১.৪৬ (১০০)	২,৯০২.০২ (৯১.০)	২৮৬.৭৯ (৯.০)	৩,১৮৮.৭৮ (১০০)
১৯৯০-৯১	১,৪০৯.৮৭ (৯২.৪)	১১৬.৩৫ (৭.৬)	১,৫২৬.২২ (১০০)	১,৭৬৭.০৯ (৯২.৪)	১৪৫.৮৪ (৭.৬)	১,৯১২.৯২ (১০০)	৩,১৭৬.৯৬ (৯২.৪)	২৬২.১৯ (৭.৬)	৩,৪৩৯.১৫ (১০০)
১৯৯১-৯২	১,২৯৯.৯৬ (৯০.৫)	১৩৫.৮৪ (৯.৫)	১,৪৩৫.৮ (১০০)	১,৩৩৭.৩১ (৯০.৫)	১৩৯.৭৩ (৯.৫)	১,৪৭৭.০৫ (১০০)	২,৬৩৭.২৭ (৯০.৫)	২৭৫.৫৭ (৯.৫)	২,৯১২.৮৪ (১০০)
১৯৯২-৯৩	১,৪৮৩.২ (৯৪.২)	৯০.৬৯ (৫.৮)	১,৫৭৩.৮৯ (১০০)	১,৩৬৩.৯৬ (৯৪.২)	৮৩.৪ (৫.৮)	১,৪৪৭.৩৬ (১০০)	২,৮৪৭.১৭ (৯৪.২)	১৭৪.০৮ (৫.৮)	৩,০২১.২৫ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	২,৩২৭.৯৯ (৯৪.৮)	১২৭.৮৯ (৫.২)	২,৪৫৫.৮৭ (১০০)	২,১৭৫.৪৮ (৯৪.৮)	১১৯.৫১ (৫.২)	২,২৯৫.০ (১০০)	৪,৫০৩.৪৭ (৯৪.৮)	২৪৭.৪ (৫.২)	৪,৭৫০.৮৭ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	১,৯৩১.৪৬ (৯১.০)	১৯০.৭ (৯.০)	২,১২২.১৬ (১০০)	১,৬৯৮.০৩ (৯১.০)	১৬৭.৬৫ (৯.০)	১,৮৬৫.৬৮ (১০০)	৩,৬২৯.৪৮ (৯১.০)	৩৫৮.৩৫ (৯.০)	৩,৯৮৭.৮৩ (১০০)

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৯৫-৯৬	২,২১১.৪১ (৯৩.২)	১৬১.৮৪ (৬.৮)	২,৩৭৩.২৫ (১০০)	১,৯৫৪.৪৭ (৯৩.২)	১৪৩.০৪ (৬.৮)	২,০৯৭.৫১ (১০০)	৪,১৬৫.৮৮ (৯৩.২)	৩০৪.৮৮ (৬.৮)	৪,৪৭০.৭৫ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	২,১৭৯.০৪ (৮৭.৩)	৩১৮.২৩ (১২.৭)	২,৪৯৭.২৭ (১০০)	২,১১০.১১ (৮৭.৩)	৩০৮.১৭ (১২.৭)	২,৪১৮.২৬ (১০০)	৪,২৮৯.১৫ (৮৭.৩)	৬২৬.৩৯ (১২.৭)	৪,৯১৫.৫৩ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	১,৯২৩.৯৩ (৮৬.৪)	৩০২.০৩ (১৩.৬)	২,২২৫.৯৭ (১০০)	২,১১৪.১৩ (৮৬.৪)	৩৩১.৯ (১৩.৬)	২,৪৪৬.০২ (১০০)	৪,০৩৮.০৬ (৮৬.৪)	৬৩৩.৯৩ (১৩.৬)	৪,৬৭১.৯৯ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	১,৯৫১.১৫ (৯২.৯)	১৪৯.৪২ (৭.১)	২,১০০.৫৭ (১০০)	২,২৮৬.৬ (৯২.৯)	১৭৫.১ (৭.১)	২,৪৬১.৭ (১০০)	৪,২৩৭.৭৫ (৯২.৯)	৩২৪.৫২ (৭.১)	৪,৫৬২.২৭ (১০০)
১৯৯৯-০০	২,৫৭২.৬৯ (৯৩.৯)	১৬৭.৯৩ (৬.১)	২,৭৪০.৬২ (১০০)	২,৭৮২.৮১ (৯৩.৯)	১৮১.৬৫ (৬.১)	২,৯৬৪.৪৭ (১০০)	৫,৩৫৫.৫৫ (৯৩.৯)	৩৪৯.৫৯ (৬.১)	৫,৭০৫.০৯ (১০০)
২০০০-০১	২,২৭৯.৬১ (৯১.৩)	২১৭.২ (৮.৭)	২,৪৯৬.৮১ (১০০)	২,৩৬৯.৪ (৯১.৩)	২২৫.৭৭ (৮.৭)	২,৫৯৫.১৭ (১০০)	৪,৬৪৯.০১ (৯১.৩)	৪৪২.৯৭ (৮.৭)	৫,০৯১.৯৮ (১০০)
২০০১-০২	২,৫৪৫.৮৮ (৯৪.৩)	১৫২.৬ (৫.৭)	২,৬৯৮.৪৮ (১০০)	২,৭৬৭.৭১ (৯৪.৩)	১৬৫.৯ (৫.৭)	২,৯৩৩.৬১ (১০০)	৫,৩১৩.৫৯ (৯৪.৩)	৩১৮.৫ (৫.৭)	৫,৬৩২.০৯ (১০০)
২০০২-০৩	২,২২৭.০৩ (৯৫.৬)	১০১.৯৬ (৪.৪)	২,৩২৮.৯৯ (১০০)	২,৫৫৫.৬৪ (৯৫.৬)	১১৭.০ (৪.৪)	২,৬৭২.৬৪ (১০০)	৪,৭৮২.৬৬ (৯৫.৬)	২১৮.৯৭ (৪.৪)	৫,০০১.৬৩ (১০০)
২০০৩-০৪	১,৭৮৮.২৮ (৮৫.৪)	৩০৪.৯৭ (১৪.৬)	২,০৯৩.২৬ (১০০)	২,২৫৩.৭৬ (৮৫.৪)	৩৮৪.৩৬ (১৪.৬)	২,৬৩৮.১২ (১০০)	৪,০৪২.০৫ (৮৫.৪)	৬৮৯.৩৩ (১৪.৬)	৪,৭২১.৩৮ (১০০)
২০০৪-০৫	২,৯৮৮.৯৪ (৯৩.০)	২২৩.৮৫ (৭.০)	৩,২১২.৭৯ (১০০)	৪,১৮৭.৫৮ (৯৩.০)	৩১৩.৬৭ (৭.০)	৪,৫০১.২৫ (১০০)	৭,১৭৬.৫২ (৯৩.০)	৫৩৭.৪৬ (৭.০)	৭,৭১৩.৯৮ (১০০)
২০০৫-০৬	৩,০৮০.২১ (৮৫.৩)	৫৩০.৭২ (১৪.৭)	৩,৬১০.৯৩ (১০০)	৪,৩৮৮.১৪ (৮৫.৩)	৭৫৬.০৮ (১৪.৭)	৫,১৪৪.২১ (১০০)	৭,৪৬৮.৩৬ (৮৫.৩)	১,২৮৬.৭৯ (১৪.৭)	৮,৭৫৫.১৪ (১০০)
২০০৬-০৭	২,৫১৫.৭৭ (৯২.৯)	১৯৩.৬৬ (৭.১)	২,৭০৯.৪২ (১০০)	৩,৬৪৭.০১ (৯২.৯)	২৮০.৭৯ (৭.১)	৩,৯২৭.৭৬ (১০০)	৬,১৬২.৭৮ (৯২.৯)	৪৭৪.৩৯ (৭.১)	৬,৬৩৭.১৮ (১০০)
২০০৭-০৮	৩,০২০.৭২ (৯১.৩)	২৮৯.৪৮ (৮.৭)	৩,৩১০.১৯ (১০০)	৬,৯১৩.৫২ (৯১.৩)	৬৬২.৫২ (৮.৭)	৭,৫৭৬.০৫ (১০০)	৯,৯৩৪.২৪ (৯১.৩)	৯৫২.০ (৮.৭)	১০,৮৮৬.২৪ (১০০)
২০০৮-০৯	৩,৩৯৫.৯ (৯৪.০)	২১৭.৭৩ (৬.০)	৩,৬১৩.৬৩ (১০০)	৯,৮৬২.৮৫ (৯৪.০)	৬৩২.৪২ (৬.০)	১০,৪৯৫.২২ (১০০)	১৩,২৫৮.৭৫ (৯৪.০)	৮৫০.১১ (৬.০)	১,১১০৮.৮৫ (১০০)
২০০৯-১০	৭,৪১৯.১৮ (৯৬.২)	২৯৩.৫৬ (৩.৮)	৭,৭১২.৭৪ (১০০)	২০,২৭১.০৭ (৯৬.২)	৮০২.০৮ (৩.৮)	২১,০৭৩.১৬ (১০০)	২৭,৬৯০.২৬ (৯৬.২)	১,০৯৫.৬৪ (৩.৮)	২৮,৭৮৫.৯ (১০০)
২০১০-১১	৭,৬৬৭.৬ (৯৭.৩)	২১৩.০৭ (২.৭)	৭,৮৮০.৬৭ (১০০)	১৮,৬৫১.৪২ (৯৭.৩)	৫১৮.২৯ (২.৭)	১৯,১৬৯.৭১ (১০০)	২৬,৩১৯.০২ (৯৭.৩)	৭৩১.৩৬ (২.৭)	২৭,০৫০.৩৭ (১০০)
২০১১-১২	৭,৬২১.৭১ (৯৭.৬)	১৮৪.০৯ (২.৪)	৭,৮০৫.৭৯ (১০০)	১৭,৭০০.৭৭ (৯৭.৬)	৪২৭.৫২ (২.৪)	১৮,১২৮.২৯ (১০০)	২৫,৩২২.৪৮ (৯৭.৬)	৬১১.৬ (২.৪)	২৫,৯৩৪.০৮ (১০০)
২০১২-১৩	৮,৪৮২.৪৭ (৯৬.৪)	৩১৪.৬ (৩.৬)	৮,৭৯৭.০৭ (১০০)	১৮,৫৬৩.৯২ (৯৬.৪)	৬৮৮.৫ (৩.৬)	১৯,২৫২.৪১ (১০০)	২৭,০৪৬.৩৯ (৯৬.৪)	১,০০৩.০৯ (৩.৬)	২৮,০৪৯.৪৮ (১০০)

অর্থবছর	পারিবারিক কৃষি								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
২০১৩-১৪	৯,১০৩.৯ (৯৫.৭)	৪০৫.৪৮ (৪.৩)	৯,৫০৯.৩৮ (১০০)	১৮,৯২৫.৬৮ (৯৫.৭)	৮৪২.৯৪ (৪.৩)	১৯,৭৬৮.৬১ (১০০)	২৮,০২৯.৫৭ (৯৫.৭)	১,২৪৮.৪১ (৪.৩)	২৯,২৭৭.৯৯ (১০০)
২০১৪-১৫	৯,৮৯৫.৩৪ (৯৩.৩)	৭০৬.৭৩ (৬.৭)	১০,৬০২.০৭ (১০০)	১৮,৮১৪.৫৩ (৯৩.৩)	১,৩৪৩.৭৪ (৬.৭)	২০,১৫৮.২৭ (১০০)	২৮,৭০৯.৮৬ (৯৩.৩)	২,০৫০.৪৮ (৬.৭)	৩০,৭৬০.৩৪ (১০০)
২০১৫-১৬	১১,৩০২.৮ (৯৩.৪)	৭৯৮.৬৫ (৬.৬)	১২,১০১.৪৫ (১০০)	২১,২২১.৮১ (৯৩.৪)	১,৪৯৯.৫৫ (৬.৬)	২২,৭২১.৩৪ (১০০)	৩২,৫২৪.৬১ (৯৩.৪)	২,২৯৮.১৮ (৬.৬)	৩৪,৮২২.৭৯ (১০০)
২০১৬-১৭	১১,৭৩৯.৬৯ (৯৫.৮)	৫১১.৪৬ (৪.২)	১২,২৫১.১৫ (১০০)	২২,৪৩৭.৯৬ (৯৫.৮)	৯৭৭.৫৫ (৪.২)	২৩,৪১৫.৫১ (১০০)	৩৪,১৭৭.৬৫ (৯৫.৮)	১,৪৮৯.০১ (৪.২)	৩৫,৬৬৬.৬৬ (১০০)
২০১৭-১৮	১৩,৫৫২.২ (৯৩.৭)	৯১৫.০৪ (৬.৩)	১৪,৪৬৭.২৩ (১০০)	২০,৫৫৬.০৭ (৯৩.৭)	১,৩৮৭.৯৯ (৬.৩)	২১,৯৪৪.০১ (১০০)	৩,৪১০৮.২৭ (৯৩.৭)	২,৩০২.৯৭ (৬.৩)	৩৬,৪১১.২৪ (১০০)
২০১৮-১৯	৯,৯২২.১৩ (৯৮.৪)	১৫৮.০ (১.৬)	১০,০৮০.১৩ (১০০)	১৫,৭৪৩.৪১ (৯৮.৪)	২৫০.৬৯ (১.৬)	১৫,৯৯৪.১১ (১০০)	২৫,৬৬৫.৫৪ (৯৮.৪)	৪০৮.৬৯ (১.৬)	২৬,০৭৪.২৩ (১০০)
২০১৯-২০	১৩,৭০২.০২ (৯৮.৭)	১৯৯.৪৭ (১.৩)	১৩,৮৮১.৫ (১০০)	২০,১৬৪.৮২ (৯৮.৭)	২৬৪.১২ (১.৩)	২০,৪২৮.৯৪ (১০০)	৩৩,৮৬৬.৮৪ (৯৮.৭)	৪৪৩.৬১ (১.৩)	৩,৪৩১০.৪৩ (১০০)
২০২০-২১	১২,৯৭৪.৫৪ (৯২.৩৮)	১,০৬৯.৬৩ (৭.৬২)	১৪,০৪৪.১৭ (১০০)	২১,২৮৫.০১ (৯২.৩৮)	১,৭৫৪.৭৫ (৭.৬২)	২৩,০৩৯.৭৫ (১০০)	৩৪,২৫৯.৫৪ (৯২.৩৮)	২,৮২৪.৩৮ (৭.৬২)	৩৭,০৮৩.৯২ (১০০)
২০২১-২২	১৮,৮৫৭.৮৫ (৯৮.৩১)	৩২৪.০৫ (১.৬৯)	১৯,১৮১.৯ (১০০)	২৯,১৫৭.১৫ (৯৮.৩১)	৫০১.০৩ (১.৬৯)	২৯,৬৫৮.১৮ (১০০)	৪৮,০১৫.০ (৯৮.৩১)	৮২৫.০৮ (১.৬৯)	৪৮,৮৪০.০৮ (১০০)
মোট	২,০৫,৪৩২.১৮ (৯৪.৪৬)	১২,০০৫.৫৩ (৫.৫৪)	২,১৭,৪৩৭.৭১ (১০০)	৩,৩৫,৮০৯.৬ (৯৪.৯৩)	১৭,৯০৫.৯ (৫.০৭)	৩,৫৩,৭১৫.৬ (১০০)	৫,৪১,২৪১.৯৬ (৯৪.৭৫)	২৯,৯১১.২৩ (৫.২৫)	৫,৭১,১৫৩.১৯ (১০০)

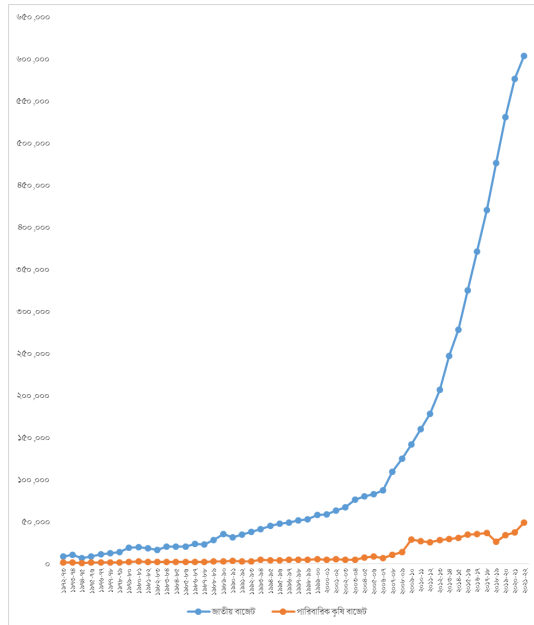
**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since

1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৭: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং পারিবারিক কৃষির বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়; ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)





গত ৫০ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে ১৪ হাজার ২১১টি (১৩.৩৪%) ছিল “পারিবারিক কৃষি” উদ্দিষ্ট। আর তা ছিল সরকারের ৫০ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দের ১০.৭৭%। বিষয়টির মর্মবস্তু কীভাবে দেখব?

**প্রথমত:** বিগত ৫০ বছরের পাঁচটি আদমশুমারির (১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১) ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় যে পরিবারিক কৃষিকাজে নিয়োজিত ও তার ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হবে গড়ে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬৩% (সারণি ১৬)। অথচ এই ৪৭.৬৩% জনসংখ্যার (যারা দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষ) জন্য “পারিবারিক কৃষি” খাতে (বা বর্গে) বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের মাত্র ১০.৭৭%। অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে পারিবারিক কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ আনুপাতিক হারে অতি অল্প। একদিকে পারিবারিক কৃষি সমগ্র অর্থনীতিতে (কমপক্ষে জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে) উত্তরোত্তর অবদান রাখল, জিডিপি বাড়লো, দেশের মোট বাজেটও বাড়লো, কিন্তু পরিবারিক কৃষি তার “ন্যায্য হিস্যা” থেকে বঞ্চিত হলো। আমার ধারণায় এই ‘বঞ্চিত মাত্রা’ (degree of deprivation) পারিবারিক কৃষককে (এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে) “শোষণের মাত্রা”-র (degree of exploitation) সাথে সরাসরি সমানুপাতিক (directly proportional)। এসবই জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি ও কৃষকের” প্রতি “বরাদ্দ বৈষম্য” (allocation inequality) প্রতিফলিত করে।

সারণি ১৬: বিগত পাঁচটি আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এবং পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট মানুষের (হিসেবকৃত আনুমানিক) জনসংখ্যা

সাল (আদমশুমারি অনুযায়ী)	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার আনুমানিক অংশ (%)			
		পারিবারিক কৃষি	গ্রামীণ নারী	আদিবাসী মানুষ	কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট উদ্দিষ্ট মানুষ
১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০ (১০০)	২,৮৮,৭৪,৫০২ (৩৭.৭৯)	৩,৪০,৫৭,৫০৩ (৪৪.৫৮)	৭,৭১,৬২০ (১.০১)	৭,০১,২৪,৩৯৮ (৯১.৭৮)
১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০ (১০০)	২,৯৬,৮৭,১৯৬ (৩৩.০২)	৩,৭৭,১৯,৫৪৬ (৪১.৯৫)	৮,৯৭,৮২৮ (১.০০)	৭,৬৬,৮৩,৮৩৭ (৮৫.২৮)
১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫ (১০০)	৫,৭৭,৫৯,২৪০ (৫১.৮২)	৪,৪৫,৩৪,৪০৬ (৩৯.৯৬)	১২,০৫,৯৭৮ (১.০৮)	৯,০৫,৮২,৯৮১ (৮১.২৭)
২০০১	১৩,০৫,২২,৫৯৮ (১০০)	৬,৬৩,৯২,১৭৩ (৫০.৮৭)	৪,৯৭,৩৮,১৯৮ (৩৮.১১)	১৪,১০,১৬৯ (১.০৮)	১০,১২,৬৬,৯৭১ (৭৭.৫৯)
২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ (১০০)	৯,৬৮,৩০,৯৮৩ (৬৪.৬৫)	৫,৮৮,১০,৩১৪ (৩৯.২৭)	১৫,৮৬,১৪১ (১.০৬)	১১,৬২,০৯,১৮১ (৭৭.৫৯)
গড় (%)		(৪৭.৬৩)	(৪০.৭৭)	(১.০৫)	(৮২.৭০)

তথ্য উৎস: নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবকৃত: (১) বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, বিবিএস, ২০২০, পৃ.- ২৩, ২৭, ২৮, ২৯;



(২) কৃষি শুমারি, ১৯৭৭ (পৃ. ৪১, ৪৯), ১৯৮৬ (পৃ. ৩০), ১৯৯৬ (পৃ. ৩৮-৪০), ২০০৮ (পৃ. ৩৭);  
 (৩) খানার আয়-ব্যয় জরিপ, ২০০০ (পৃ. vii), ২০১০ (পৃ. xix); (৪) Bangladesh Population  
 Census Report, 1974, BBS, Ministry of Planning; (৫) Bangladesh Population Census  
 1981, National Report, (P. 125), BBS, Ministry of Planning, 1984; (৬) Bangladesh  
 Population Census 1991, (P. 180), BBS, Ministry of Planning, 1994; (৭) Population  
 and Housing Census 2011, National Report, (P. xiii, 26, 137, 139, 140, 153), BBS,  
 Ministry of Planning, 2015.

**দ্বিতীয়ত:** বাজেটে “পারিবারিক কৃষি” বর্ণিত এবং শোষণের লক্ষ্যবস্তু। এখন প্রশ্ন—বাজেটের নিরিখে এই “বঞ্চনার মাত্রা” অথবা একই কথা “শোষণের মাত্রা” কতটুকু? প্রশ্নটি কখনও উত্থাপিত হয়নি এবং যে কারণে এসব কখনও হিসেবপত্র করা হয়নি বিধায় আমার হিসেবের পদ্ধতিটি সহজে বলা জরুরি। আদর্শ অবস্থায় আমরা তখনই বলব যে বঞ্চনা নেই অথবা শোষণ নেই, যখন দেখব জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ পারিবারিক কৃষির সাথে সম্পূর্ণ জনসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক। এর তুলনায়, বাজেট বরাদ্দ যত পেছনে থাকবে বঞ্চনা-শোষণ হবে ঠিক ততটুকু। এভাবে হিসেব করলে বাজেটের নিরিখে “পারিবারিক কৃষির” বঞ্চনা/শোষণমাত্রা নিচের বক্সে দেখানো হল:

$$\begin{aligned} \text{(বাজেটের নিরিখে)} \\ \text{পারিবারিক কৃষির বঞ্চনা/শোষণমাত্রা} &= \left[ \frac{\text{(জনসংখ্যা অনুপাতে) পারিবারিক কৃষির যা পাবার কথা তাই-ই পেয়েছে}}{\text{পারিবারিক কৃষিতে প্রকৃত বরাদ্দ যত}} \times 100\% \right] - 100 \\ &= \left[ \frac{6035813 \times 0.8963}{591153} \times 100\% \right] - 100 \\ &= 803.35\% \end{aligned}$$

মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬৩% পারিবারিক কৃষিতে নিয়োজিত (এবং নির্ভরশীল)। ৫০ বছরের বাজেটে পারিবারিক কৃষির প্রাপ্য (যা পেলে বলা যেত ‘বঞ্চনা’ নেই) ছিল ২৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা, কিন্তু পেয়েছে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা, আর বর্ণিত হয়েছে ২৩ লক্ষ ৩ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। এ হিসেবে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির “বঞ্চনামাত্রা” অথবা “শোষণমাত্রা” দাঁড়ায় ৪০৩.৩৫%  $[(28,98,906 \div 591,153) \times 100\% - 100]$ ।

জাতীয় বাজেটের নিরিখে পারিবারিক কৃষির “বঞ্চনা-বৈষম্য-শোষণমাত্রা” ৪০৩.৩৫%। আমাদের হিসেবে জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কৃষককে তার আদর্শ হিস্যার মাত্র ১৯.৮৭% দেয়া হয়েছে; আর বাদবাকি ৮০.১৩% দেয়া হয়নি—আত্মসাৎ করা হয়েছে (এ বিষয়ে পরে আসছি)।

**তৃতীয়ত,** বাজেটে ‘পারিবারিক কৃষির’ বঞ্চনা বা শোষণ মাত্রা কি ৪০৩.৩৫%-এ সীমাবদ্ধ? আসলে এ মাত্রা আরো বেশি হতে পারে। কারণ, “উন্নয়ন বাজেট” নামে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার পুরো সুবিধা কি উদ্দিষ্ট খাত (পারিবারিক কৃষি) পাই? বাজেটে “অনুন্নয়ন বরাদ্দ” নামে “পারিবারিক কৃষির” ঘাড়ে যে বরাদ্দ চিহ্নিত করা হয়েছে তারই বা কতটুকু পারিবারিক কৃষির উন্নয়নউদ্দিষ্ট? এসব প্রশ্নের সদুত্তর বের করা সম্ভব হলে দেখা যেত যে বাজেটের নিরিখে পারিবারিক কৃষির বঞ্চনামাত্রা-শোষণমাত্রা ৪০৩.৩৫% নয়, তার চেয়ে বেশি।

**চতুর্থত:** বাজেটের নিরিখে পারিবারিক কৃষির ‘বঞ্চনামাত্রা-শোষণমাত্রা’ ৪০৩.৩৫% হয়ে থাকলে সমপরিমাণ অর্থ গেল কোথায়? সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ যেখানেই যাক শেষবিচারে তা পারিবারিক কৃষি ও কৃষকের কাছে যাইনি। তা গেছে সেই সিস্টেম (আর্থসামাজিক সিস্টেম) শক্তিশালী করতে যে সিস্টেম বাজেটে পারিবারিক কৃষিকে ৪০৩.৩৫% বঞ্চিত ও শোষিত রাখার জন্য নিয়োজিত। বিষয়টি সিস্টেমিক, কাঠামোগত। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী চলমান এই সিস্টেমের কাজই হলো পারিবারিক কৃষির মানুষকে নিরন্তর অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত রাখা।

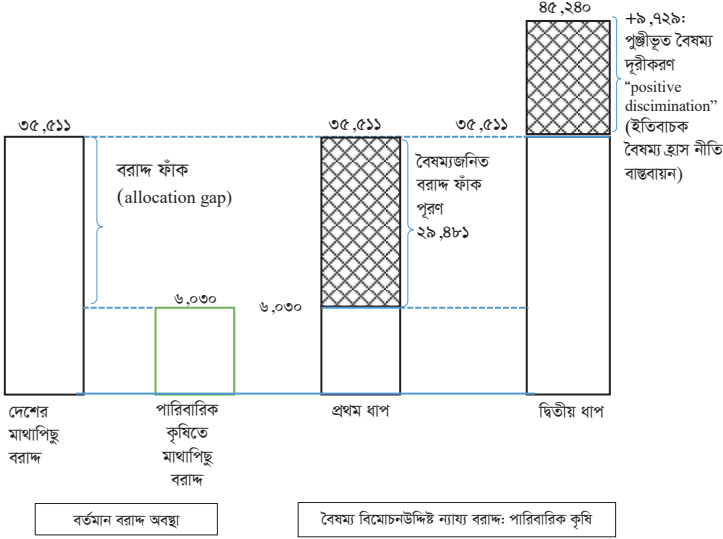
### ১১.৩ কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত? কী হলে বলব অ-জনগণকৃত পারিবারিক কৃষিকে জনগণকরণ করা হয়েছে?

বাংলাদেশের কৃষিতে গত ৫০ বছরে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বৈষম্য বেড়েছে—বেড়েছে আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য; ভূমিহীনতা প্রক্রিয়া গভীরতর রূপ নিয়েছে—কৃষকদের ব্যাপকংশ কার্যত ভূমিহীন হয়েছেন (প্রধানত বাজারের চাপে, আর সাথে ছিল জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ); ধনীদের হাতে কৃষিজমির পুঞ্জীভবন হয়েছে; কৃষিজমির অকৃষিজ কাজে ব্যবহার বেড়েছে। আর এসবে অনুঘটকের ভূমিকা রেখেছে পারিবারিক কৃষিতে বাজেট-বরাদ্দ বৈষম্য। এই গত অর্ধবছরের (২০২১-২২) কথাও যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে যে দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ যখন ৩৫,৫১১ টাকা তখন একই সময় পারিবারিক কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষের (পরিবারসহ) মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৬,০৩০ টাকা। আর একই সাথে জনসংখ্যানুপাতে বাজেটীয় বৈষম্যমাত্রা কমপক্ষে (শোষণমাত্রা) ৪০৩.৩৫%।

তাহলে এ কথা অনস্বীকার্য যে বাজেটে পারিবারিক কৃষির প্রতি আচরণ বিমাতাসুলভ এবং অন্যায়-অন্যায়। অন্যায় এ অবস্থা থেকে পারিবারিক কৃষিকে উত্তরণ ঘটিয়ে ন্যায়্য অবস্থানে আনতে হবে। সোজা কথায় যা দরকার তা হলো প্রথম ধাপে বাজেটে বরাদ্দ ফাঁক (allocation gap) পূরণ করতে হবে, আর দ্বিতীয় ধাপে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” (principle of positive discrimination and affirmative action)-এর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে (ধারণা-নমুনা দেখুন, লেখচিত্র ৮)।

জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষিকে প্রচলিত অ-ন্যায়্য অবস্থান থেকে তুলনামূলক ন্যায়্য অবস্থানে উত্তরণে আমাদের সুপারিশ হলো এককথায় পারিবারিক কৃষির “বরাদ্দ ফাঁক” পূরণসহ ‘ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি’ গ্রহণ করা। বর্তমান হিসেবে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির বরাদ্দ ফাঁক মাথাপিছু ২৯,৪৮১ টাকা (দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা আর পারিবারিক কৃষিতে ৬,০৩০ টাকা)—প্রথম ধাপে সামনে প্রতিবছর এর সমপরিমাণ অর্থবরাদ্দ দিয়ে এই বরাদ্দ ফাঁক পূরণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় ধাপে পুঞ্জীভূত বৈষম্য দূর করতে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করতে হবে—এ লক্ষ্যে বরাদ্দ-ফাঁক পূরণউদ্দিষ্ট বরাদ্দের পাশাপাশি বিদ্যমান বরাদ্দ-ফাঁক অথবা বরাদ্দ-বৈষম্যের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ ২৯,৪৮১ টাকার এক-তৃতীয়াংশ)—মাথাপিছু ৯,৭২৯ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে। পারিবারিক কৃষির প্রতি বাজেটীয় বৈষম্য দূর করতে হলে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী হিসেবটি শেষপর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এ রকম: দেশে যদি মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা হয়, তখন পারিবারিক কৃষির জন্য তা হবে মাথাপিছু ৪৫,২৪০ টাকা। অর্থাৎ দেশে মাথাপিছু যে বরাদ্দ হয় তার তুলনায় পারিবারিক কৃষিতে মাথাপিছু বরাদ্দ হবে ২৭.৪% বেশি।

লেখচিত্র ৮: জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষির” জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং বৈষম্য বিমোচনউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর বাজারমূল্যে টাকা)



আর পারিবারিক কৃষির বাজেটীয় বৈষম্য দূর না করতে পারলে সম্ভাব্য যা হবে তা হলো (১) পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে, (২) খাদ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হবে, (৩) খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত হবে, (৪) পারিবারিক কৃষির সাথে সম্পর্কিত মানুষ জমি-জলা মালিকানাহীন হতে বাধ্য হবে, (৫) পারিবারিক কৃষির জায়গা দখল করবে পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক করপোরেট কৃষি আর একই সাথে পারিবারিক কৃষিকাজের মানুষ “শ্রমদাস”—এ রূপান্তরিত হবেন। শেষপর্যন্ত পারিবারিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ চলমান সিস্টেম পাল্টানোর জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করবে— পাল্টে যাবে পুরো সিস্টেম, যা পারিবারিক কৃষির নিঃস্বায়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। প্রকৃতির বিধি অনুযায়ীই এসব ঘটতে বাধ্য। আর এসব ঘটে যাবে তখন, যখন যে সিস্টেমের মধ্যে কৃষির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি/প্রগতি হবার কথা তা আর হচ্ছে না, এবং একই সাথে যখন পারিবারিক কৃষির সাথে সম্পৃক্ত মানুষেরা সচেতনভাবে সিস্টেমিক বাধা অপসারণে জোটবদ্ধ হবেন। এ পরিবর্তনের চাহিদাটি প্রাকৃতিক আর কর্মকাণ্ডটি রাজনৈতিক।



## অধ্যায় ১২

### বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে “গ্রামীণ নারী”: অ-জনগণকরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন

#### ১২.১ কী অনুসন্ধান করলাম?

সরকারি-বেসরকারিনির্বিশেষে উন্নয়ন সাহিত্যে নারী এখন সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয়। আর তার চেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে “প্রান্তিক নারী”, বিশেষত গ্রামীণ নারী। গ্রামীণ নারী এখন উন্নয়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু (object অর্থে)।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানে গ্রামীণ নারী নিয়ে বিশেষ চর্চা হয় এ জন্য নয় যে পুরুষেরা প্রান্তিক নন। নারীর জীবন-জীবিকার বহুমাত্রিক দিক নিয়ে গবেষণা হয় এ জন্য যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর বঞ্চনার বেশকিছু উপরি অনাকাঙ্ক্ষিত রূপ আছে, যা চলমান আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়। গ্রামীণ নারী বিশেষত দরিদ্র ঘরের নারী দরিদ্র তো বটেই কিন্তু একই সাথে বহুমাত্রিক বঞ্চনার শেকলে আবদ্ধ; তাদেরই শিশুর জন্মদান প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে তাদের লালন করা এবং পরিবারের (খানার) খাদ্য ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব কোনো মামুলি বিষয় নয়।

গবেষণা অথবা গবেষণাগার যেখানেই নারীর জীবন-জীবিকা নিয়ে চর্চা হোক না কেন তা যে নির্দিষ্ট ফ্রেমে বন্দী সে কথা নিশ্চিত। এসবই আমরা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছি। আমরা এ কথাও বলেছি যে ‘নারী’কে শুধু ‘নারী-পুরুষ’ প্রেক্ষিতে দেখা কখনও বিষয়ের মর্মার্থ (essence অর্থে) উদ্ঘাটনে যথেষ্ট হবে না, হতে পারে না। এসবের পাশাপাশি নারীর শ্রেণি অবস্থান এবং সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত (culturally determined) অবস্থানের নিরিখে দেখতে হবে। অর্থাৎ “গ্রামীণ নারী”র জীবন-জীবিকার মর্মার্থ অনুসন্ধানের জ্ঞানতত্ত্ব এবং পদ্ধতিতত্ত্ব হতে হবে নির্মোহভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক।

আমাদের দেশে গ্রামীণ নারীর অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়াটি দেখতে হবে নিরন্তর বঞ্চনার (deprivation in perpetuity) অর্ন্তগত বিষয় হিসেবে। নিরন্তর এ বঞ্চনা প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন (deprivation as outcome of structure) মাত্র। গ্রামীণ নারীর নিরন্তর এ বঞ্চনা প্রধানত পাঁচ ধরনের বঞ্চনার জটিল এক যোগফল, যা অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান। এসব বঞ্চনা হলো বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (multiple poverty), ভঙ্গুরতা (vulnerability), শারীরিক দুর্দশা-দুরবস্থা (physical distress), ক্ষমতাহীনতা (powerlessness), এবং বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা (alienation and loneliness)। আর এইসব বঞ্চনার মিথস্ক্রিয়ায় “গ্রামীণ নারী” মানুষ হিসেবে হয়ে যান “পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতী জোনের বাসিন্দা” (inhabitant of ecologically suicidal zone), “অর্থনৈতিকভাবে অন্যায-অন্যায্য জোনের বাসিন্দা” (inhabitant of economically unjust zone), “সামাজিকভাবে নিঃস্বায়িত জোনের বাসিন্দা” (inhabitant of socially impoverished

zone), “শারীরিক-স্বাস্থ্যগতভাবে সবচেয়ে ভঙ্গুর জোনের বাসিন্দা” (physically—healthwise habitant of most vulnerable zone), এবং “মানসিক-মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে পীড়িত জোনের বাসিন্দা” (mentally/psychologically inhabitant of most depressed zone)। আর এসব কারণেই গ্রামীণ নারী মহা অ-জনগণ।

আমাদের দেশে ‘গ্রামীণ নারী’ দেশের মোট নারীর ৭০-৭৫% আর মোট জনসংখ্যার ৪০-৪১%। আর গ্রামীণ নারীর মধ্যে যারা বিত্তহীন, প্রান্তিক দুর্দশাগ্রস্ত বিধায় নিরন্তর বঞ্চনাগ্রস্ত তাদের আনুমানিক সংখ্যা হবে দেশের মোট নারীর কমপক্ষে ৫০-৬০% (এ হিসেব পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে তবে যথেষ্ট পরিমাণে সত্যের কাছাকাছি)। ‘গ্রামীণ নারীর’ নিরন্তর বঞ্চনার উৎপত্তির (এবং তা অব্যাহত থাকার) মূল কারণ হলো জমি-সম্পত্তিসহ উপাদানের উপায়ের ওপর তাদের মালিকানাহীনতা এবং একই সাথে নারীবিদ্বেষী উত্তরাধিকার আইন-কানুন-বিধি-বিধান। সুতরাং এসব কারণে হলেও বিদ্যমান নারীবিরোধী আর্থসামাজিক কাঠামোতেও জাতীয়-বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য বরাদ্দ নারীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের জন্য ভালো একটা নির্দেশক হতে পারে। আমরা এটাই দেখার চেষ্টা করেছি—গত পঞ্চাশ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) গতি-প্রবণতায়; আমরা দেখতে চেয়েছি এসবের প্রবণতা আর তা থেকে গ্রামীণ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের লাগাতার অসদাচরণ।

এ কথা নির্দিষ্ট করে সত্য যে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যাটা যদি তাদের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম হয়, তাহলে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব যে রাষ্ট্র গ্রামীণ নারীর স্বার্থ উপেক্ষা করে। আর যদি নারীকে উপেক্ষা করার এ প্রবণতা অবিরাম চলতেই থাকে তাহলে বলা সম্ভব যে আচরণগতভাবেই রাষ্ট্র গ্রামীণ নারীকে অ-জনগণ করে রাখার পক্ষে কাজ করে।

## ১২.২ কী পেলাম? কী বুঝলাম?

বাংলাদেশে বিগত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় বাজেটে (১৯৭২-২০২২) মোট উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৩৫টি। আমাদের হিসাবে এর মধ্যে মোট ১৪,২২২টিকে ‘গ্রামীণ নারী’ উদ্দিষ্ট প্রকল্প-কর্মসূচি বরাদ্দ বলা যায় (সারণি ৯)। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে সরকার কর্তৃক মোট গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির (টাকার আকার-আয়তন যাই-ই হোক না কেন) মধ্যে মাত্র ১৩.৩৫% ছিল গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট। গ্রামীণ নারীর জন্য যেসব প্রকল্প/কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে ৯৩.৩% প্রত্যক্ষ, আর ৬.৭% পরোক্ষ (আপাতদৃষ্টিতে বলা হয় নারীর কল্যাণউদ্দিষ্ট)। আমরা যদি এ মুহূর্তে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণটি বিবেচনা নাও করি, তাহলে প্রাথমিকভাবে এ উপসংহারে আসা সম্ভব যে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে অতি নগণ্যসংখ্যক (মাত্র ১৩.৩৫%) গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট। অথচ দেশের ৪১% (বিগত পাঁচটি আদমশুমারির গড় হিসেবে) মানুষ গ্রামীণ নারী এবং নিরন্তর দুর্দশাগ্রস্ত ও বঞ্চিত—এসবই হলো গ্রামীণ নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যার হিসেবপত্তর। এখন আসা যাক জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের নিরিখে গ্রামীণ নারীর হিসেবের হিসেবপত্তরে।

বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট সরকারের মোট বরাদ্দ ছিল (২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজারমূল্যে) ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা। আমাদের হিসেবে যার মধ্যে ‘গ্রামীণ নারীর’ জন্য বরাদ্দ হবে আনুমানিক ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা (সারণি ১৭, ১৮)। অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ১২.২৮% বরাদ্দ হয়েছে গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিতে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১% ‘গ্রামীণ নারীর জন্য জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দের ১২.২৮% যেকোনো মানদণ্ডে অতিনগণ্য বরাদ্দ। গ্রামীণ নারীর জন্য জাতীয় বাজেটে গত পঞ্চাশ বছরে মোট যে বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে ৩৭% উন্নয়ন বরাদ্দ আর ৬৩% অনুন্নয়ন বরাদ্দ (সারণি ১৯, ২০)।<sup>১</sup>

বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যার গড় হলো ১২.৮৮% (সারণি ১৭)। আর ৫০ বছরের মধ্যে ৩৪ বছরই গ্রামীণ নারীর হিস্যা ছিল গড়ের নিচে, কখনও কখনও ৫-৭%-এর মধ্যে। আর যখনই এই হিস্যা বেড়েছে, তখন মোট বরাদ্দে উন্নয়ন-এর তুলনায় অনুন্নয়ন বরাদ্দ আনুপাতিক বেশি বেড়েছে—যা নারীর জীবন-মান কল্যাণউদ্দিষ্ট নয়। আবার যখনই ওই হিস্যা ২০% অতিক্রম করেছে, তখন মোট বাজেট বরাদ্দে অনুন্নয়ন বরাদ্দ অবিশ্বাস্য অনেক বেশি হারে বেড়েছে। যেমন ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা ৫০ বছরে সর্বোচ্চ, ২৬.৫৫%; কিন্তু একই সময় অনুন্নয়ন বরাদ্দ হয়েছে মোট বরাদ্দের ৭৩.২%, আর ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা যখন ২১.৩৮%, ঠিক একই সময় মোট বরাদ্দে অনুন্নয়ন-এর অংশ ৭০.৮৭% (সারণি ১৭)। এসবের পাশাপাশি আরো একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। আর তা হলো ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে ২০১৮-১৯ তা ৯.৮৪%-এ দাঁড়িয়েছে (এর পরে খুব একটা উর্ধ্বমুখী হয়নি)। এসব প্রবণতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর কল্যাণউদ্দিষ্ট বরাদ্দ হিস্যা সবসময়ই জনসংখ্যানুপাতে অনেক কম ছিল এবং কখনও (এমনকি কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে) প্রকৃত অর্থে তা বাড়েনি। সুতরাং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিগত ৫০ বছরে বাজেট বরাদ্দের নিরিখে গ্রামীণ নারী শুধু বঞ্চিতই হননি, তাদের বাজেটীয় বঞ্চনা বেড়েছে। অর্থাৎ জাতীয় বাজেট বরাদ্দের নিরিখে আমাদের দেশের গ্রামীণ নারীর অ-জনগণ প্রক্রিয়ার তীব্রতাও বেড়েছে।

জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যানুপাতে গ্রামীণ নারীর জন্য যে নগণ্য বরাদ্দ এবং বড় অংশ ৬৩% অনুন্নয়ন বরাদ্দ আর তার সাথে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির (৭.৯৭%) তুলনায় গ্রামীণ নারীর জন্য বরাদ্দের স্বল্প প্রবৃদ্ধি (৬.৯%) (সারণি-৮), সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ফাঁকের ক্রমাগত বৃদ্ধি (লেখচিত্র-৯)—এসব বিচারে এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে ‘গ্রামীণ নারী’ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবার-পরিজন এর স্বার্থ রাস্ত্রের বাজেটে কখনও মূল্যবান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়নি। আর এসব কোনো অসচেতন সিদ্ধান্তের প্রতিফল নয়—এসবই নয়া-উদারবাদী মতাদর্শপুষ্ট উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অভিঘাত। এসবের সাথে সংবিধানে প্রতিশ্রুত “জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক”-এর সম্পর্ক বিপরীতমুখী। যদি সেটা হয় সেক্ষেত্রে রাস্ত্রের চোখে ‘গ্রামীণ নারী’ নিঃসন্দেহে জনগণ নয়—তারা অ-জনগণ।

১ অবশ্য সরকারি দলিল অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা (গ্রামীণ নারীসহ) ছিল ২০১৩-১৪ সালে ২৮%, ২০১৪-১৫ সালে ২৭%, ২০১৫-১৬ সালে ২৭%, ২০১৬-১৭ সালে ২৭%, ২০১৭-১৮ সালে ২৮%, (দেখুন, Government 2020, Gender Budget Report 2018-19, p.10)।

সারণি ১৭: জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	৩৭৭.৩২ (৬৩.৭৬)	২১৪.৪৮ (৩৬.২৪)	৫৯১.৭৯ (১০০)	৮,৮০৩	৬.৭২
১৯৭৩-৭৪	৪৯৫.৭১ (৫২.৭৭)	৪৪৩.৫৮ (৪৭.২৩)	৯৩৯.২৯ (১০০)	১০,৮০৭	৮.৬৯
১৯৭৪-৭৫	২০৪.৬৭ (৪৮.৪৩)	২১৭.৯৮ (৫১.৫৮)	৪২২.৬৪ (১০০)	৬,৮৩৯	৬.১৮
১৯৭৫-৭৬	৩২৮.০৩ ৬১.৩৩	২০৬.৮৫ (৩৮.৬৭)	৫৩৪.৮৮ (১০০)	৮,৯৩০	৫.৯৯
১৯৭৬-৭৭	৪৩৬.৮৬ (৬১.৪৩)	২৭৪.৩২ (৩৮.৫৮)	৭১১.১২ (১০০)	১১,০৪৫	৬.৪৪
১৯৭৭-৭৮	৫৩৮.৯৩ (৬২.৪৫)	৩২৪.০৫ (৩৭.৫৫)	৮৬২.৯৮ (১০০)	১২,৫০৭	৬.৯
১৯৭৮-৭৯	৬৪৫.৫৫ (৬৩.২৭)	৩৭৪.৭৬ (৩৬.৭৩)	১,০২০.৩১ (১০০)	১৩,৭৮৮	৭.৪
১৯৭৯-৮০	৯৭১.৫৪ (৬৪.০)	৫৪৬.৫৩ (৩৬.০)	১,৫১৮.২৭ (১০০)	১৯,৩৪১	৭.৮৫
১৯৮০-৮১	১১৪৬.৩১ (৬৫.৭১)	৫৯৭.৯২ (৩৪.২৭)	১,৭৪৪.৫৩ (১০০)	১৯,৮৯২	৮.৭৭
১৯৮১-৮২	৯৮১.৬৫ (৬৪.৪৭)	৫৪১.১২ (৩৫.৫৪)	১,৫২২.৭৫ (১০০)	১৮,১৯৩	৮.৩৭
১৯৮২-৮৩	৮৬৬.৬১ (৬৪.১)	৪৮৫.৩৬ (৩৫.৯)	১,৩৫১.৯৭ (১০০)	১৬,৬৯১	৮.১
১৯৮৩-৮৪	৯৯৬.৪৬ (৬৩.২৪)	৫৭৯.২২ (৩৬.৭৬)	১,৫৭৫.৬৮ (১০০)	২০,২০১	৭.৮
১৯৮৪-৮৫	৯৭৭.৪ (৬২.১)	৫৯৬.৫১ (৩৭.৯)	১,৫৭৩.৯১ (১০০)	২০,৬৫৫	৭.৬২
১৯৮৫-৮৬	৮৯৪.৪৩ (৬০.২৫)	৫৯০.১ (৩৯.৭৫)	১,৪৮৪.৫৩ (১০০)	২০,৩৩৬	৭.৩
১৯৮৬-৮৭	৯৮৯.১ (৬০.১)	৫৫৬.৬৬ (৩৩.৮২)	১,৬৪৫.৭৬ (১০০)	২৩,৬৮০	৬.৯৫



অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৮৭-৮৮	৯৩৮.৩৫ (৫৯.১৬)	৬৪৭.৭১ (৪০.৮৪)	১,৫৮৬.০৬ (১০০)	২৩,৩৬৭	৬.৭৯
১৯৮৮-৮৯	১,১৭৯.৩ (৫০.৩)	১,১৬৫.১৬ (৪৯.৭)	২,৩৪৪.৪৫ (১০০)	২৮,১৮২	৮.৩২
১৯৮৯-৯০	১,২৪১.৮৬ (৪৬.৯৫)	১,৪০৩.২৮ (৫৩.০৫)	২,৬৪৫.১৪ (১০০)	৩৫,৫১১	৭.৪৫
১৯৯০-৯১	১,৩৬৮.৯৫ (৪৪.৩৯)	১,৭১৪.৬৮ (৫৫.৬১)	৩,০৮৩.৬২ (১০০)	৩১,২৭২	৯.৮৬
১৯৯১-৯২	১,১৩১.৫৮ (৪৯.৩)	১,১৬৩.৭৯ (৫০.৭)	২,২৯৫.৩৭ (১০০)	৩৪,৫০৫	৬.৬৫
১৯৯২-৯৩	১,১৮৮.৭৩ (৫২.১১)	১,০৯২.৩৮ (৪৭.৮৯)	২,২৮১.১১ (১০০)	৩৮,১৯৯	৫.৯৭
১৯৯৩-৯৪	১,৯০৭.৬৮ (৫১.৪৭)	১,৭৯৮.৮২ (৪৮.৫৩)	৩,৭০৬.৫ (১০০)	৪০,৯১৮	৯.০৬
১৯৯৪-৯৫	২,২৬৭.৫৪ (৫৩.২৩)	১,৯৯২.৪৫ (৪৬.৭৭)	৪,২৬০.৯৯ (১০০)	৪৫,১৬৪	৯.৪৩
১৯৯৫-৯৬	২,২৮৩.৮ (৫৩.০৮)	২,০১৮.৭৪ (৪৬.৯২)	৪,৩০২.৫৪ (১০০)	৪৭,৯৭৬	৮.৯৭
১৯৯৬-৯৭	২,৫৫০.৪২ (৫০.৮২)	২,৪৬৮.৫৯ (৪৯.১৮)	৫,০১৯.০১ (১০০)	৪৮,৭২০	১০.৩০
১৯৯৭-৯৮	২,৯৪৪.৭৩ (৪৭.৬৬)	৩,২৩৪.১৯ (৫২.৩৪)	৬,১৭৮.৯২ (১০০)	৫১,৯২৩	১১.৯০
১৯৯৮-৯৯	২,৪৯৬.৮২ (৪৬.০৩)	২,৯২৭.৯ (৫৩.৯৭)	৫,৪২৪.৭২ (১০০)	৫২,৬৮৪	১০.৩০
১৯৯৯-০০	২,৭৫৭.৮২ (৪৮.০৪)	২,৯৮২.৫৮ (৫১.৯৬)	৫,৭৪০.৪ (১০০)	৫৮,০৯০	৯.৮৮
২০০০-০১	২,৬৩৩.৪৮ (৪৯.০৫)	২,৭৩৬.০১ (৫০.৯৫)	৫,৩৬৯.৪৯ (১০০)	৫৮,৮০২	৯.১৩
২০০১-০২	২,৯২৪.৮৯ (৪৭.৯)	৩,১৮১.৯৩ (৫২.১)	৬,১০৬.৮৩ (১০০)	৬৩,৫৬২	৯.৬১
২০০২-০৩	২,৫৪৩.৩১ (৪৬.৫৪)	২,৯২১.১৮ (৫৩.৪৬)	৫,৪৬৪.৪৯ (১০০)	৬৭,৩৯৬	৮.১১
২০০৩-০৪	২,৪৭৯.১২ (৪৪.২৬)	৩,১২১.৬৪ (৫৫.৭৪)	৫,৬০০.৭৬ (১০০)	৭৬,১০৪	৭.৩৬

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
২০০৪-০৫	৪,৬৮৮.৭৩ (৪১.৬৫)	৬,৫৬৮.৯৩ (৫৮.৩৫)	১১,২৫৭.৬৬ (১০০)	৮০,৩৪৪	১৪.০১
২০০৫-০৬	৩,৬৯৩.৫৮ (৪১.৭৯)	৫,১৪৪.২১ (৫৮.২১)	৮,৮৩৭.৭৮ (১০০)	৮২,৬৭৪	১০.৬৯
২০০৬-০৭	৩,২৮৮.৮৫ (৪০.৮২)	৪,৭৬৭.৯৪ (৫৯.১৮)	৮,০৫৬.৭৯ (১০০)	৮৭,০৮৯	৯.২৫
২০০৭-০৮	৩,৭৬৫.৩৯ (৩০.৪২)	৮,৬১২.৬১ (৬৯.৫৮)	১২,৩৭৮ (১০০)	১,০৯,৫২৭	১১.৩০
২০০৮-০৯	৩,৮১৮.০ (২৫.৬১)	১১,০৯১.৮ (৭৪.৩৯)	১৪,৯০৯.৭৬ (১০০)	১,২৫,২৯৬	১১.৯০
২০০৯-১০	১০,০৯৪.০ (২৬.৮০)	২৭,৫৭৪.৮ (৭৩.২০)	৩৭,৬৬৮.৭৯ (১০০)	১,৪১,৮৭৯	২৬.৫৫
২০১০-১১	৯,৯৬৬.৫৬ (২৯.১৩)	২৪,২৫১.৪ (৭০.৮৭)	৩৪,২১৭.৯৫ (১০০)	১,৬০,০৫২	২১.৩৮
২০১১-১২	৯,৬৯৯ (৩০.১)	২২,৫১৯.৫ (৬৯.৯)	৩২,২১৮.৫৪ (১০০)	১,৭৮,১০৭	১৮.০৯
২০১২-১৩	১১,৭৭৪.৮ (৩১.৩৬)	২৫,৭৬৯.৩ (৬৮.৬৪)	৩৭,৫৪৪.০২ (১০০)	২,০৬,৮৫৯	১৮.১৫
২০১৩-১৪	১২,৩৮২ (৩২.৪৮)	২৫,৭৩৫.৯ (৬৭.৫২)	৩৮,১১৭.৮৭ (১০০)	২,৪৬,৮৮১	১৫.৪৪
২০১৪-১৫	১৩,৬২৪.৩ (৩৪.৪৭)	২৫,৮৯৯.৬ (৬৫.৫৩)	৩৯,৫২৩.৮৫ (১০০)	২,৭৮,১২৯	১৪.২১
২০১৫-১৬	১৫,৫৯১.৯ (৩৪.৭৫)	২৯,২৭৬.৮ (৬৫.২৫)	৪৪,৮৬৮.৭২ (১০০)	৩,২৫,১৫৫	১৩.৮০
২০১৬-১৭	১৬,৭৪৪.১ (৩৪.৩৬)	৩১,৯৯২.৩ (৬৫.৬৪)	৪৮,৭৩৬.৩৫ (১০০)	৩,৭১,১৯৫	১৩.১৩
২০১৭-১৮	১৯,৫৯৩.২ (৩৯.৭৩)	২৯,৭২৩.২ (৬০.২৭)	৪৯,৩১৬.৪৬ (১০০)	৪,২০,৪১১	১১.৭৩
২০১৮-১৯	১৮,১৪২.১ (৩৮.৬৭)	২৮,৭৭১.৯ (৬১.৩৩)	৪৬,৯১৩.৯৪ (১০০)	৪,৭৬,৭৯১	৯.৮৪
২০১৯-২০	২১,৮৭৭.৫ (৪০.৪৬)	৩২,১৯৩ (৫৯.৫৪)	৫৪,০৭০.৪২ (১০০)	৫,৩১,১৩৫	১০.১৮
২০২০-২১	২২,৬৬৬.৯ (৩৭.৮৭)	৩৭,১৯৩.৩ (৬২.১৩)	৫৯,৮৬০.১৪ (১০০)	৫,৭৬,৬২৫	১০.৩৮

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
২০২১-২২	২৯,০৭৫.২ (৩৯.২৮)	৪৪,৯৪৫.৫ (৬০.৭২)	৭৪,০২০.৭৬ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	১২.২৬
মোট	২,৭৬,১৭৫.০০ (৩৭.২৫)	৪,৬৫,১৫২.২০ (৬২.৭৫)	৭,৪১,৩২৭.২০ (১০০)	৬০,৩৫,৯১৩ (বার্ষিক গড় ১,২০,৭১৮.২৬)	(রেঞ্জ) ২৬.৫০-৫.৯০ (গড়) ১২.২৮

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন

কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বজুতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ১৮: জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়):  
বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	৩৩.৬৯ (৬৩.৭৬)	১৯.১৫ (৩৬.২৪)	৫২.৮৪ (১০০)	৭৮৬	৬.৭২
১৯৭৩-৭৪	৪৫.৬৪ (৫২.৭৮)	৪০.৮৪ (৪৭.২২)	৮৬.৪৮ (১০০)	৯৯৫	৮.৬৯
১৯৭৪-৭৫	৩২.৪৪ (৪৮.৪৩)	৩৪.৫৫ (৫১.৫৭)	৬৬.৯৯ (১০০)	১,০৮৪	৬.১৮
১৯৭৫-৭৬	৫৬.৯ (৬১.৩৩)	৩৫.৮৮ (৩৮.৬৭)	৯২.৭৮ (১০০)	১,৫৪৯	৫.৯৯
১৯৭৬-৭৭	৭৮.৬৭ (৬১.৪৩)	৪৯.৪ (৩৮.৫৮)	১২৮.০৬ (১০০)	১,৯৮৯	৬.৪৪
১৯৭৭-৭৮	৯৪.১১ (৬২.৪৫)	৫৬.৫৯ (৩৭.৫৫)	১৫০.৭ (১০০)	২,১৮৪	৬.৯
১৯৭৮-৭৯	১১৭.০ (৬৩.২৭)	৬৭.৯ (৩৬.৭২)	১৮৪.৯ (১০০)	২,৪৯৯	৭.৪
১৯৭৯-৮০	১৬৬.৬২ (৬৪.০)	৯৩.৭৩ (৩৬.০)	২৬০.৪ (১০০)	৩,৩১৭	৭.৮৫
১৯৮০-৮১	২৩৬.৭৩ (৬৫.৭১)	১২৩.৪৮ (৩৪.২৭)	৩৬০.৩ (১০০)	৪,১০৮	৮.৭৭
১৯৮১-৮২	২৫২.৩৬ (৬৪.৪৭)	১৩৯.১১ (৩৫.৫৪)	৩৯১.৫ (১০০)	৪,৬৭৭	৮.৩৭
১৯৮২-৮৩	২৪৬.০২ (৬৪.১)	১৩৭.৭৮ (৩৫.৯)	৩৮৩.৮ (১০০)	৪,৭৩৮	৮.১
১৯৮৩-৮৪	২৯০.৮৪ (৬৩.২৪)	১৬৯.০৬ (৩৬.৭৬)	৪৫৯.৯ (১০০)	৫,৮৯৬	৭.৮

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৮৪-৮৫	৩১৭.০২ (৬২.১)	১৯৩.৪৮ (৩৭.৯)	৫১০.৫ (১০০)	৬,৬৯৯	৭.৬২
১৯৮৫-৮৬	৩১৩.৯৬ (৬০.২৫)	২০৭.১৪ (৩৯.৭৫)	৫২১.১ (১০০)	৭,১৩৮	৭.৩
১৯৮৬-৮৭	৩৫৫.১৯ (৬০.১)	২৩৫.৮১ (৩৯.৯)	৫৯১.০ (১০০)	৮,৫০৪	৬.৯৫
১৯৮৭-৮৮	৩৪২.৪২ (৫৯.১৬)	২৩৬.৩৬ (৪০.৮৪)	৫৭৮.৭৮ (১০০)	৮,৫২৭	৬.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪৪২.১ (৫০.৩)	৪৩৬.৮ (৪৯.৭)	৮৭৮.৯ (১০০)	১০,৫৬৫	৮.৩২
১৯৮৯-৯০	৪৪৪.২৪ (৪৬.৯৫)	৫০১.৯৮ (৫৩.০৫)	৯৪৬.২২ (১০০)	১২,৭০৩	৭.৪৫
১৯৯০-৯১	৫৬৭.৩৩ (৪৪.৩৯)	৭১০.৬১ (৫৫.৬১)	১,২৭৭.৯৪ (১০০)	১২,৯৬০	৯.৮৬
১৯৯১-৯২	৫১১.০৭ (৪৯.৩)	৫২৫.৬২ (৫০.৭)	১,০৩৬.৬৯ (১০০)	১৫,৫৮৪	৬.৬৫
১৯৯২-৯৩	৫৪৭.৯২ (৫২.১১)	৫০৩.৫১ (৪৭.৮৯)	১,০৫১.৪৩ (১০০)	১৭,৬০৭	৫.৯৭
১৯৯৩-৯৪	৮৮৮.১৫ (৫১.৪৭)	৮৩৭.৪৭ (৪৮.৫৩)	১,৭২৫.৬২ (১০০)	১৯,০৫০	৯.০৬
১৯৯৪-৯৫	১,০৫১.৭৩ (৫৩.২৩)	৯২৪.১৪ (৪৬.৭৭)	১,৯৭৫.৮৭ (১০০)	২০,৯৪৮	৯.৪৩
১৯৯৫-৯৬	১,১০২.৯৬ (৫৩.০৮)	৯৭৪.৯৫ (৪৬.৯২)	২,০৭৭.৯১ (১০০)	২৩,১৭০	৮.৯৭
১৯৯৬-৯৭	১,২৮৭.৯৩ (৫০.৮২)	১,২৪৬.৬১ (৪৯.১৮)	২,৫৩৪.৫৪ (১০০)	২৪,৬০৩	১০.৩
১৯৯৭-৯৮	১,৫৭৫.৮৪ (৪৭.৬৬)	১,৭৩০.৭৪ (৫২.৩৪)	৩,৩০৬.৫৮ (১০০)	২৭,৭৮৬	১১.৯
১৯৯৮-৯৯	১,৩৯৯.৮৩ (৪৬.০৩)	১,৬৪১.৫১ (৫৩.৯৭)	৩,০৪১.৩৪ (১০০)	২৯,৫৩৭	১০.৩
১৯৯৯-০০	১,৬২৬.১১ (৪৮.০৪)	১,৭৫৮.৬৪ (৫১.৯৬)	৩,৩৮৪.৭৫ (১০০)	৩৪,২৫২	৯.৮৮
২০০০-০১	১,৭২৫.৩২ (৪৯.০৫)	১,৭৯২.৪৯ (৫০.৯৫)	৩,৫১৭.৮১ (১০০)	৩৮,৫২৪	৯.১৩

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
২০০১-০২	১,৯৪৬.৭৭ (৪৭.৯)	২,১১৭.৮৫ (৫২.১)	৪,০৬৪.৬২ (১০০)	৪২,৩০৬	৯.৬১
২০০২-০৩	১,৬৯২.৬৫ (৪৬.৫৪)	১,৯৪৪.১৩ (৫৩.৪৬)	৩,৬৩৬.৭৮ (১০০)	৪৪,৮৫৪	৮.১১
২০০৩-০৪	১,৬৯৩.২৭ (৪৪.২৬)	২,১৩২.১২ (৫৫.৭৪)	৩৮২৫.৩৯ (১০০)	৫১,৯৮০	৭.৩৬
২০০৪-০৫	৩,৩৪০.৮৯ (৪১.৬৫)	৪,৬৮০.৬ (৫৮.৩৫)	৮,০২১.৪৯ (১০০)	৫৭,২৪৮	১৪.০১
২০০৫-০৬	২,৮৭৬.৪ (৪১.৭৯)	৪,০০৬.০৯ (৫৮.২১)	৬,৮৮২.৪৯ (১০০)	৬৪,৩৮৩	১০.৬৯
২০০৬-০৭	২,৬৩৩.৬৮ (৪০.৮২)	৩,৮১৮.১২ (৫৯.১৮)	৬,৪৫১.৮ (১০০)	৬৯,৭৪০	৯.২৫
২০০৭-০৮	২,৯৯৫.৬৫ (৩০.৪২)	৬,৮৫১.৯৮ (৬৯.৫৮)	৯,৮৪৭.৬৩ (১০০)	৮৭,১৩৭	১১.৩
২০০৮-০৯	৩,০৪৬.০৩ (২৫.৬১)	৮,৮৪৯.০৮ (৭৪.৩৯)	১১,৮৯৫.১১ (১০০)	৯৯,৯৬২	১১.৯
২০০৯-১০	৮,০৯৭.৬৯ (২৬.৮)	২২,১২১.১৯ (৭৩.২)	৩০,২১৮.৮৮ (১০০)	১,১৩,৮১৯	২৬.৫৫
২০১০-১১	৮,২৩০.৩৩ (২৯.১৩)	২০,০২৬.৬৫ (৭০.৮৭)	২৮,২৫৬.৯৮ (১০০)	১,৩২,১৭০	২১.৩৮
২০১১-১২	৮,৯০৮.৪১ (৩০.১)	২০,৬৮৩.৯১ (৬৯.৯)	২৯,৫৯২.৩২ (১০০)	১,৬৩,৫৮৯	১৮.০৯
২০১২-১৩	১০,৯১৪.০৪ (৩১.৩৬)	২৩,৮৮৫.৫৮ (৬৮.৬৪)	৩৪,৭৯৯.৬২ (১০০)	১,৯১,৭৩৮	১৮.১৫
২০১৩-১৪	১১,১৫৮.৭৬ (৩২.৪৮)	২৩,১৯৩.৩৫ (৬৭.৫২)	৩৪,৩৫২.১১ (১০০)	২,২২,৪৯১	১৫.৪৪
২০১৪-১৫	১২,২৭১.১৭ (৩৪.৪৭)	২৩,৩২৭.২৮ (৬৫.৫৩)	৩৫,৫৯৮.৪৫ (১০০)	২,৫০,৫০৬	১৪.২১
২০১৫-১৬	১৪১৫০.৭২ (৩৪.৭৫)	২৬,৫৭০.৬৬ (৬৫.২৫)	৪০,৭২১.৩৮ (১০০)	২,৯৫,১০০	১৩.৮
২০১৬-১৭	১৫,৩৬৪.২২ (৩৪.৩৬)	২৯,৩৫৫.৭৯ (৬৫.৬৪)	৪৪,৭২০.০১ (১০০)	৩,৪০,৬০৫	১৩.১৩
২০১৭-১৮	১৮,৬৫৪.৩৬ (৩৯.৭৩)	২৮,২৯৮.৯৮ (৬০.২৭)	৪৬,৯৫৩.৩৪ (১০০)	৪,০০,২৬৬	১১.৭৩

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যা (অংশ, %)
২০১৮-১৯	১৭,৬৭৭.২ (৩৮.৬৭)	২৮,০৩৪.৫৫ (৬১.৩৩)	৪৫,৭১১.৭৫ (১০০)	৪,৬৪,৫৭৩	৯.৮৪
২০১৯-২০	২১,৫৫০.২ (৪০.৪৬)	৩১,৭১১.৪১ (৫৯.৫৪)	৫৩,২৬১.৬১ (১০০)	৫,২৩,১৯০	১০.১৮
২০২০-২১	২২,৩২৭.৮৩ (৩৭.৮৭)	৩৬,৬৩৬.৯৪ (৬২.১৩)	৫৮,৯৬৪.৭৭ (১০০)	৫,৬৮,০০০	১০.৩৮
২০২১-২২	২৯,০৭৫.২৩ (৩৯.২৮)	৪৪,৯৪৫.৫৩ (৬০.৭২)	৭৪,০২০.৭৬ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	১২.২৬
মোট	২,৩৪,৭৫৫.৬ (৩৬.৪৯)	৪,০৮,৬১৭.১ (৬৩.৫১)	৬,৪৩,৩৭২.৭ (১০০)		(রেঞ্জ) ২৬.৫-৫.৯ (গড়) ১২.২৮

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভান বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ১৯:** জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে গ্রামীণ নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭২-৭৩	২৬.৬২ (৭৯.০১)	৭.০৭ (২০.৯৯)	৩৩.৬৯ (১০০)	১৫.১৩ (৭৯.০১)	৪.০২ (২০.৯৯)	১৯.১৫ (১০০)	৪১.৭৫ (৭৯.০১)	১১.০৯ (২০.৯৯)	৫২.৮৪ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৪৫.১৮ (৯৮.৯৯)	০.৪৬ (১.০১)	৪৫.৬৪ (১০০)	৪০.৪৩ (৯৮.৯৯)	০.৪১ (১.০১)	৪০.৮৪ (১০০)	৮৫.৬১ (৯৮.৯৯)	০.৮৭ (১.০১)	৮৬.৪৮ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	২৮.৭৬ (৮৮.৬৬)	৩.৬৮ (১১.৩৪)	৩২.৪৪ (১০০)	৩০.৬৩ (৮৮.৬৬)	৩.৯২ (১১.৩৪)	৩৪.৫৫ (১০০)	৫৯.৩৯ (৮৮.৬৬)	৭.৬ (১১.৩৪)	৬৬.৯৯ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	৫৬.২৫ (৯৮.৮৬)	০.৬৫ (১.১৪)	৫৬.৯ (১০০)	৩৫.৪৭ (৯৮.৮৬)	০.৪১ (১.১৪)	৩৫.৮৮ (১০০)	৯১.৭২ (৯৮.৮৬)	১.০৬ (১.১৪)	৯২.৭৮ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	৭৭.৮৮ (৯৯.০)	০.৭৯ (১.০)	৭৮.৬৭ (১০০)	৪৮.৯ (৯৯.০)	০.৫ (১.০)	৪৯.৪ (১০০)	১২৬.৭৮ (৯৯.০)	১.২৯ (১.০)	১২৮.০৬ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	৯২.৪২ (৯৮.২)	১.৬৯ (১.৮)	৯৪.১১ (১০০)	৫৫.৫৭ (৯৮.২)	১.০২ (১.৮)	৫৬.৫৯ (১০০)	১৪৮.০ (৯৮.২)	২.৭ (১.৮)	১৫০.৭ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	১১৩.৯৬ (৯৭.৪)	৩.০৪ (২.৬)	১১৭.০ (১০০)	৬৬.১৩ (৯৭.৪)	১.৭৭ (২.৬)	৬৭.৯ (১০০)	১৮০.০৯ (৯৭.৪)	৪.৮১ (২.৬)	১৮৪.৯ (১০০)
১৯৭৯-৮০	১৬০.১৭ (৯৬.১৩)	৬.৪৫ (৩.৮৭)	১৬৬.৬২ (১০০)	৯০.১ (৯৬.১৩)	৩.৬৩ (৩.৮৭)	৯৩.৭৩ (১০০)	২৫০.২৭ (৯৬.১৩)	১০.০৮ (৩.৮৭)	২৬০.৪ (১০০)
১৯৮০-৮১	২১৭.৭৮ (৯২.০)	১৮.৯৫ (৮.০)	২৩৬.৭৩ (১০০)	১১৩.৬ (৯২.০)	৯.৮৮ (৮.০)	১২৩.৪৮ (১০০)	৩৩১.৩৮ (৯২.০)	২৮.৮৩ (৮.০)	৩৬০.৩ (১০০)
১৯৮১-৮২	২২৬.৬২ (৮৯.৮)	২৫.৭৪ (১০.২)	২৫২.৩৬ (১০০)	১২৪.৯২ (৮৯.৮)	১৪.১৯ (১০.২)	১৩৯.১১ (১০০)	৩৫১.৫৪ (৮৯.৮)	৩৯.৯৩ (১০.২)	৩৯১.৫ (১০০)



অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৮২-৮৩	২২২.৮৯ (৯০.৬)	২৩.১৩ (৯.৪)	২৪৬.০২ (১০০)	১২৪.৮৩ (৯০.৬)	১২.৯৫ (৯.৪)	১৩৭.৭৮ (১০০)	৩৪৭.৭ (৯০.৬)	৩৬.১ (৯.৪)	৩৮৩.৮ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	২৬৫.৫৪ (৯১.৩)	২৫.৩ (৮.৭)	২৯০.৮৪ (১০০)	১৫৪.৩৫ (৯১.৩)	১৪.৭১ (৮.৭)	১৬৯.০৬ (১০০)	৪১৯.৯ (৯১.৩)	৪০.০ (৮.৭)	৪৫৯.৯ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	২৮৫.৬৪ (৯০.১)	৩১.৩৮ (৯.৯)	৩১৭.০২ (১০০)	১৭৪.৩৩ (৯০.১)	১৯.১৫ (৯.৯)	১৯৩.৪৮ (১০০)	৪৬০.০ (৯০.১)	৫০.৫ (৯.৯)	৫১০.৫ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	২৮৮.৫৩ (৯১.৯)	২৫.৪৩ (৮.১)	৩১৩.৯৬ (১০০)	১৯০.৩৬ (৯১.৯)	১৬.৭৮ (৮.১)	২০৭.১৪ (১০০)	৪৭৮.৯ (৯১.৯)	৪২.২ (৮.১)	৫২১.১ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৩২৮.৫৫ (৯২.৫)	২৬.৬৪ (৭.৫)	৩৫৫.১৯ (১০০)	২১৮.১২ (৯২.৫)	১৭.৬৯ (৭.৫)	২৩৫.৮১ (১০০)	৫৪৬.৭ (৯২.৫)	৪৪.৩ (৭.৫)	৫৯১.০ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৩২০.৬২ (৯৩.৬৩)	২১.৮ (৬.৩৭)	৩৪২.৪২ (১০০)	২২১.৩১ (৯৩.৬৩)	১৫.০৫ (৬.৩৭)	২৩৬.৩৬ (১০০)	৫৪১.৯৩ (৯৩.৬৩)	৩৬.৮৫ (৬.৩৭)	৫৭৮.৭৮ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	৪১৩.৮১ (৯৩.৬)	২৮.২৯ (৬.৪)	৪৪২.১ (১০০)	৪০৮.৮৫ (৯৩.৬)	২৭.৯৫ (৬.৪)	৪৩৬.৮ (১০০)	৮২২.৬৬ (৯৩.৬)	৫৬.২৪ (৬.৪)	৮৭৮.৯ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৪২৯.৪৩ (৯৬.৬৭)	১৪.৮১ (৩.৩৩)	৪৪৪.২৪ (১০০)	৪৮৫.২৫ (৯৬.৬৭)	১৬.৭৩ (৩.৩৩)	৫০১.৯৮ (১০০)	৯১৪.৬৮ (৯৬.৬৭)	৩১.৫৪ (৩.৩৩)	৯৪৬.২২ (১০০)
১৯৯০-৯১	৫৪৪.৭৬ (৯৬.০২)	২২.৫৭ (৩.৯৮)	৫৬৭.৩৩ (১০০)	৬৮২.৩৪ (৯৬.০২)	২৮.২৭ (৩.৯৮)	৭১০.৬১ (১০০)	১,২২৭.১ (৯৬.০২)	৫০.৮৪ (৩.৯৮)	১,২৭৭.৯৪ (১০০)
১৯৯১-৯২	৪৮০.৫১ (৯৪.০২)	৩০.৫৬ (৫.৯৮)	৫১১.০৭ (১০০)	৪৯৪.১৯ (৯৪.০২)	৩১.৪৩ (৫.৯৮)	৫২৫.৬২ (১০০)	৯৭৪.৭ (৯৪.০২)	৬১.৯৯ (৫.৯৮)	১,০৩৬.৬৯ (১০০)
১৯৯২-৯৩	৫৩৪.১৩ (৯৭.৪৮)	১৩.৭৯ (২.৫২)	৫৪৭.৯২ (১০০)	৪৯০.৮৪ (৯৭.৪৮)	১২.৬৭ (২.৫২)	৫০৩.৫১ (১০০)	১,০২৪.৯৭ (৯৭.৪৮)	২৬.৪৬ (২.৫২)	১,০৫১.৪৩ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	৮৫৭.০৫ (৯৬.৫)	৩১.১ (৩.৫)	৮৮৮.১৫ (১০০)	৮০৮.১৫ (৯৬.৫)	২৯.৩৩ (৩.৫)	৮৩৭.৪৭ (১০০)	১,৬৬৫.২ (৯৬.৫)	৬০.৪৩ (৩.৫)	১,৭২৫.৬২ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	৯৯৮.৬৮ (৯৪.৯৬)	৫৩.০৫ (৫.০৪)	১,০৫১.৭৩ (১০০)	৮৭৭.৫৩ (৯৪.৯৬)	৪৬.৬১ (৫.০৪)	৯২৪.১৪ (১০০)	১,৮৭৭.২১ (৯৪.৯৬)	৯৯.৬৬ (৫.০৪)	১,৯৭৬.৮৭ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	১,০৬৬.৬২ (৯৬.৭১)	৩৬.৩৪ (৩.২৯)	১,১০২.৯৬ (১০০)	৯৪২.৮৩ (৯৬.৭১)	৩২.১২ (৩.২৯)	৯৭৪.৯৫ (১০০)	২,০০৯.৪৫ (৯৬.৭১)	৬৮.৪৬ (৩.২৯)	২,০৭৭.৯১ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	১,১৬৩.৩২ (৯০.৩২)	১২৪.৬১ (৯.৬৮)	১,২৮৭.৯৩ (১০০)	১,১২৬ (৯০.৩২)	১২০.৬১ (৯.৬৮)	১,২৪৬.৬১ (১০০)	২,২৮৮.৩২ (৯০.৩২)	২৪৫.২২ (৯.৬৮)	২,৫৩৪.৫৪ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	১,৪৫৯.২৫ (৯২.৫৪)	১১৭.৫৯ (৭.৪৬)	১,৫৭৬.৮৪ (১০০)	১,৬০১.৫৯ (৯২.৫৪)	১২৯.১৫ (৭.৪৬)	১,৭৩০.৭৪ (১০০)	৩,০৫৯.৮৪ (৯২.৫৪)	২৪৬.৭৪ (৭.৪৬)	৩,৩০৬.৫৮ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	১,৩৬৯.৩৪ (৯৭.৮২)	৩০.৪৯ (২.১৮)	১,৩৯৯.৮৩ (১০০)	১,৬০৫.৭৬ (৯৭.৮২)	৩৫.৭৫ (২.১৮)	১,৬৪১.৫১ (১০০)	২,৯৭৫.১ (৯৭.৮২)	৬৬.২৪ (২.১৮)	৩,০৪১.৩৪ (১০০)
১৯৯৯-০০	১,৫৯৫.৩৩ (৯৮.১১)	৩০.৭৮ (১.৮৯)	১,৬২৬.১১ (১০০)	১,৭২৫.৩৫ (৯৮.১১)	৩৩.২৯ (১.৮৯)	১,৭৫৮.৬৪ (১০০)	৩,৩২০.৬৮ (৯৮.১১)	৬৪.০৭ (১.৮৯)	৩,৩৮৪.৭৫ (১০০)

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০০০-০১	১,৬৫৭.৪৫ (৯৬.০৭)	৬৭.৮৭ (৩.৯৩)	১,৭২৫.৩২ (১০০)	১,৭২১.৯৮ (৯৬.০৭)	৭০.৫১ (৩.৯৩)	১,৭৯২.৪৯ (১০০)	৩,৩৭৯.৪৩ (৯৬.০৭)	১৩৮.৩৮ (৩.৯৩)	৩,৫১৭.৮১ (১০০)
২০০১-০২	১,৮৯৮.৮৯ (৯৭.৫৪)	৪৭.৮৮ (২.৪৬)	১,৯৪৬.৭৭ (১০০)	২,০৬৫.৭৬ (৯৭.৫৪)	৫২.০৯ (২.৪৬)	২,১১৭.৮৫ (১০০)	৩,৯৬৪.৬৫ (৯৭.৫৪)	৯৯.৯৭ (২.৪৬)	৪,০৬৪.৬২ (১০০)
২০০২-০৩	১,৬৬০.২ (৯৮.০৮)	৩২.৪৫ (১.৯২)	১,৬৯২.৬৫ (১০০)	১,৯০৬.৮৬ (৯৮.০৮)	৩৭.২৭ (১.৯২)	১,৯৪৪.১৩ (১০০)	৩,৫৬৭.০৬ (৯৮.০৮)	৬৯.৭২ (১.৯২)	৩,৬৩৬.৭৮ (১০০)
২০০৩-০৪	১,৫০৮.৪২ (৮৯.০৮)	১৮৪.৮৫ (১০.৯২)	১,৬৯৩.২৭ (১০০)	১,৮৯৯.৩৬ (৮৯.০৮)	২৩২.৭৬ (১০.৯২)	২,১৩২.১২ (১০০)	৩,৪০৭.৭৮ (৮৯.০৮)	৪১৭.৬১ (১০.৯২)	৩,৫২৫.৩৯ (১০০)
২০০৪-০৫	৩,২০৬.২৫ (৯৫.৯৭)	১৩৪.৬৪ (৪.০৩)	৩,৩৪০.৮৯ (১০০)	৪,৪৯১.৯৭ (৯৫.৯৭)	১৮৮.৬৩ (৪.০৩)	৪,৬৮০.৬ (১০০)	৭,৬৯৮.২২ (৯৫.৯৭)	৩২৩.২৭ (৪.০৩)	৮,০২১.৪৯ (১০০)
২০০৫-০৬	২,৬৫৬.৭৫ (৯২.৩৬)	২১৯.৬৫ (৭.৬৪)	২,৮৭৬.৪ (১০০)	৩,৭০০.১৭ (৯২.৩৬)	৩০৫.৯২ (৭.৬৪)	৪,০০৬.০৯ (১০০)	৬,৩৫৬.৯২ (৯২.৩৬)	৫২৫.৫৭ (৭.৬৪)	৬,৮৮২.৪৯ (১০০)
২০০৬-০৭	২,৫১৪.৬৪ (৯৫.৪৮)	১১৯.০৪ (৪.৫২)	২,৬৩৩.৬৮ (১০০)	৩,৬৪৫.৫৫ (৯৫.৪৮)	১৭২.৫৮ (৪.৫২)	৩,৮১৮.১২ (১০০)	৬,১৬০.১৯ (৯৫.৪৮)	২৯১.৬২ (৪.৫২)	৬,৪৫১.৮ (১০০)
২০০৭-০৮	২,৮৯৪.২৯ (৯৬.৬২)	১০১.৩৬ (৩.৩৮)	২,৯৯৫.৬৫ (১০০)	৬,৬২০.১৪ (৯৬.৬২)	২৩১.৮৪ (৩.৩৮)	৬,৮৫১.৯৮ (১০০)	৯,৫১৪.৪৩ (৯৬.৬২)	৩৩৩.২ (৩.৩৮)	৯,৮৪৭.৬৩ (১০০)
২০০৮-০৯	২,৯৮৬.১৪ (৯৮.০৩)	৫৯.৮৯ (১.৯৭)	৩,০৪৬.০৩ (১০০)	৮,৬৭৫.০৯ (৯৮.০৩)	১৭৪.০ (১.৯৭)	৮,৮৪৯.০৮ (১০০)	১১,৬৬১.২৩ (৯৮.০৩)	২৩৩.৮৮ (১.৯৭)	১১,৮৯৫.১১ (১০০)
২০০৯-১০	৭,৯৮৪.৫১ (৯৮.৬)	১১৩.১৮ (১.৪)	৮,০৯৭.৬৯ (১০০)	২১৮১২.০১ (৯৮.৬)	৩০৯.১৮ (১.৪)	২২,১২১.১৯ (১০০)	২৯,৭৯৬.৫২ (৯৮.৬)	৪২২.৩৬ (১.৪)	৩০,২১৮.৮৮ (১০০)
২০১০-১১	৮১২৯.৪৫ (৯৮.৭৭)	১০০.৮৮ (১.২৩)	৮,২৩০.৩৩ (১০০)	১৯৭৮১.১৮ (৯৮.৭৭)	২৪৫.৪৭ (১.২৩)	২০,০২৬.৬৫ (১০০)	২৭,৯১০.৬৩ (৯৮.৭৭)	৩৪৬.৩৫ (১.২৩)	২৮,২৫৬.৯৮ (১০০)
২০১১-১২	৮,৮৪৪.৩৮ (৯৯.২৮)	৬৪.০৩ (০.৭২)	৮,৯০৮.৪১ (১০০)	২০,৫৩৫.২৪ (৯৯.২৮)	১৪৮.৬৭ (০.৭২)	২০,৬৮৩.৯১ (১০০)	২৯,৩৭৯.৬২ (৯৯.২৮)	২১২.৭ (০.৭২)	২৯,৫৯২.৩২ (১০০)
২০১২-১৩	১০,৮১৬.৯ (৯৯.১১)	৯৭.১৪ (০.৮৯)	১০,৯১৪.০৪ (১০০)	২৩,৬৭২.৯৯ (৯৯.১১)	২১২.৫৯ (০.৮৯)	২৩,৮৮৫.৫৮ (১০০)	৩৪,৪৮৯.৮৯ (৯৯.১১)	৩০৯.৭৩ (০.৮৯)	৩৪,৭৯৯.৬২ (১০০)
২০১৩-১৪	১১,১৩৮.৫৮ (৯৯.৮২)	২০.১৮ (০.১৮)	১১,১৫৮.৭৬ (১০০)	২৩,১৫১.৪০৭ (৯৯.৮২)	৪১.৯৪ (০.১৮)	২৩,১৯৩.৩৫ (১০০)	৩৪,২৮৯.৯৯ (৯৯.৮২)	৬২.১২ (০.১৮)	৩৪,৩৫২.১১ (১০০)
২০১৪-১৫	১১,৯৯৫.৫৭ (৯৭.৭৫)	২৭৫.৬ (২.২৫)	১২,২৭১.১৭ (১০০)	২২,৮০৩.৩৭ (৯৭.৭৫)	৫২৩.৯১ (২.২৫)	২৩,৩২৭.২৮ (১০০)	৩৪,৭৯৮.৯৪ (৯৭.৭৫)	৭৯৯.৫১ (২.২৫)	৩৫,৫৯৮.৪৫ (১০০)
২০১৫-১৬	১৩,৭৩৬.২৯ (৯৭.০৭)	৪১৪.৪৩ (২.৯৩)	১৪১৫০.৭২ (১০০)	২৫,৭৯২.৪৯ (৯৭.০৭)	৭৭৮.১৭ (২.৯৩)	২৬,৫৭০.৬৬ (১০০)	৩৯,৫২৮.৭৮ (৯৭.০৭)	১,১৯২.৬ (২.৯৩)	৪০,৭২১.৩৮ (১০০)
২০১৬-১৭	১৫,১৬৬.৯৭ (৯৮.৭২)	১৯৭.২৫ (১.২৮)	১৫,৩৬৪.২২ (১০০)	২৮,৯৭৮.৯১ (৯৮.৭২)	৩৭৬.৮৮ (১.২৮)	২৯,৩৫৫.৭৯ (১০০)	৪৪,৯৪৫.৮৮ (৯৮.৭২)	৫৭৪.১৩ (১.২৮)	৪৪,৭২০.০১ (১০০)
২০১৭-১৮	১৮,১২৩ (৯৭.১৫)	৫৩১.৩৬ (২.৮৫)	১৮,৬৫৪.৩৬ (১০০)	২৭,৪৯২.৯ (৯৭.১৫)	৮০৬.০৮ (২.৮৫)	২৮,২৯৮.৯৮ (১০০)	৪৫,৬১৫.৮৯ (৯৭.১৫)	১৩৩৭.৪৪ (২.৮৫)	৪৬,৯৫৩.৩৪ (১০০)

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০১৮-১৯	১৭,৬২০.৮৭ (৯৯.৬৮)	৫৬.৩৩ (০.৩২)	১৭,৬৭৭.২ (১০০)	২৭,৯৪৫.২২ (৯৯.৬৮)	৮৯.৩৩ (০.৩২)	২৮,০৩৪.৫৫ (১০০)	৪৫,৫৬৬.০৯ (৯৯.৬৮)	১৪৫.৬৬ (০.৩২)	৪৫,৭১১.৭৫ (১০০)
২০১৯-২০	২০,৬৯৫.৭৮ (৯৬.০৪)	৮৫৪.৪২ (৩.৯৬)	২১,৫৫০.২ (১০০)	৩০,৪৫৪.১২ (৯৬.০৪)	১,২৫৭.২৯ (৩.৯৬)	৩১,৭১১.৪১ (১০০)	৫১,১৪৪.৯ (৯৬.০৪)	২,১১১.৭১ (৩.৯৬)	৫৩,২৬১.৬১ (১০০)
২০২০-২১	২০,৪৭০.৬৬ (৯১.৬৮)	১,৮৫৭.১৭ (৮.৩২)	২২,৩২৭.৮৩ (১০০)	৩৩,৫৮৯.৫৭ (৯১.৬৮)	৩,০৪৭.৩৬ (৮.৩২)	৩৬,৬৩৬.৯৪ (১০০)	৫৪,০৬০.২৩ (৯১.৬৮)	৪,৯০৪.৫৩ (৮.৩২)	৫৮,৯৬৪.৭৭ (১০০)
২০২১-২২	২৮,৭৫৫.৮৯ (৯৮.৯)	৩১৯.৩৪ (১.১)	২৯,০৭৫.২৩ (১০০)	৪৪,৪৫১.৮৮ (৯৮.৯)	৪৯৩.৬৫ (১.১)	৪৪,৯৪৫.৫৩ (১০০)	৭৩,২০৭.৭৭ (৯৮.৯)	৮১২.৯৯ (১.১)	৭৪,০২০.৭৬ (১০০)
মোট	২,২৮,১৩০.৪ (৯৭.১৮)	৬,৬২৫.০৬ (২.৮২)	২,৩৪,৭৫৫.৬৪ (১০০)	৩,৯৮,১৪০.৯ (৯৭.৪৪)	১০,৪৭৬.০৭ (২.৫৬)	৪,০৮,৬১৭.৯৭ (১০০)	৬,২৬,২৭১.৫ (৯৭.৩৪)	১৭,১০১.৫ (২.৬৬)	৬,৪৩,৩৭৩.০ (১০০)

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আর্বর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আর্বর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ২০:** জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে গ্রামীণ নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়):  
বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭২-৭৩	২৯৮.১৪ (৭৯.০২)	৭৯.১৮ (২০.৯৮)	৩৭৭.৩২ (১০০)	১৬৯.৪৫ (৭৯.০২)	৪৫.০২ (২০.৯৮)	২১৪.৪৮ (১০০)	৪৬৭.৫৯ (৭৯.০২)	১২৪.২১ (২০.৯৮)	৫৯১.৭৯ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৪৯০.৭১ (৯৮.৯৯)	৫.০ (১.০১)	৪৯৫.৭১ (১০০)	৪৩৯.১২ (৯৮.৯৯)	৪.৪৫ (১.০১)	৪৪৩.৫৮ (১০০)	৯২৯.৮৪ (৯৮.৯৯)	৯.৪৫ (১.০১)	৯৩৯.২৯ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	১৮১.৪৫ (৮৮.৬৫)	২৩.২২ (১১.৩৫)	২০৪.৬৭ (১০০)	১৯৩.২৫ (৮৮.৬৫)	২৪.৭৩ (১১.৩৫)	২১৭.৯৮ (১০০)	৩৭৪.৬৯ (৮৮.৬৫)	৪৭.৯৫ (১১.৩৫)	৪২২.৬৪ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	৩২৪.২৮ (৯৮.৮৬)	৩.৭৫ (১.১৪)	৩২৮.০৩ (১০০)	২০৪.৪৮ (৯৮.৮৬)	২.৩৬ (১.১৪)	২০৬.৮৫ (১০০)	৫২৮.৭৭ (৯৮.৮৬)	৬.১১ (১.১৪)	৫৩৪.৮৮ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	৪৩২.৪৭ (৯৯.০)	৪.৩৯ (১.০)	৪৩৬.৮৬ (১০০)	২৭১.৫৪ (৯৯.০)	২.৭৮ (১.০)	২৭৪.৩২ (১০০)	৭০৪.০১ (৯৯.০)	৭.১৬ (১.০)	৭১১.১২ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	৫২৯.২৩ (৯৮.২)	৯.৭ (১.৮)	৫৩৮.৯৩ (১০০)	৩১৮.২২ (৯৮.২)	৫.৮৩ (১.৮)	৩২৪.০৫ (১০০)	৮৪৭.৪৫ (৯৮.২)	১৫.৫৩ (১.৮)	৮৬২.৯৮ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	৬২৮.৭৭ (৯৭.৪)	১৬.৭৮ (২.৬)	৬৪৫.৫৫ (১০০)	৩৬৫.০২ (৯৭.৪)	৯.৭৪ (২.৬)	৩৭৪.৭৬ (১০০)	৯৯৩.৭৮ (৯৭.৪)	২৬.৫৩ (২.৬)	১,০২০.৩১ (১০০)
১৯৭৯-৮০	৯৩৩.৯৩ (৯৬.১৩)	৩৭.৬১ (৩.৮৭)	৯৭১.৫৪ (১০০)	৫২৫.৩৬ (৯৬.১৩)	২১.১৭ (৩.৮৭)	৫৪৬.৫৩ (১০০)	১,৪৫৯.২৯ (৯৬.১৩)	৫৮.৭৮ (৩.৮৭)	১,৫১৮.০৭ (১০০)
১৯৮০-৮১	১,০৫৪.৫৫ (৯২.০)	৯১.৭৬ (৮.০)	১,১৪৬.৩১ (১০০)	৫৫০.০৮ (৯২.০)	৪৭.৮৪ (৮.০)	৫৯৭.৯২ (১০০)	১,৬০৪.৬৩ (৯২.০)	১৩৯.৬০ (৮.০)	১,৭৪৪.২৩ (১০০)

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৮১-৮২	৮৮১.৫৩ (৮৯.৮)	১০০.১৩ (১০.২)	৯৮১.৬৫ (১০০)	৪৮৫.৯২ (৮৯.৮)	৫৫.২ (১০.২)	৫৪১.১২ (১০০)	১,৩৬৭.৪৫ (৮৯.৮)	১৫৫.৩২ (১০.২)	১,৫২২.৭৭ (১০০)
১৯৮২-৮৩	৭৮৫.১৫ (৯০.৬)	৮১.৪৬ (৯.৪)	৮৬৬.৬১ (১০০)	৪৩৯.৭৪ (৯০.৬)	৪৫.৬২ (৯.৪)	৪৮৫.৩৬ (১০০)	১,২২৪.৮৮ (৯০.৬)	১২৭.০৯ (৯.৪)	১,৩৫১.৯৭ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	৯০৯.৭৭ (৯১.৩)	৮৬.৬৯ (৮.৭)	৯৯৬.৪৬ (১০০)	৫২৮.৮৩ (৯১.৩)	৫০.৩৯ (৮.৭)	৫৭৯.২২ (১০০)	১,৪৩৮.৬ (৯১.৩)	১৩৭.০৮ (৮.৭)	১,৫৭৫.৬৮ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	৮৮০.৬৪ (৯০.১)	৯৬.৭৬ (৯.৯)	৯৭৭.৪ (১০০)	৫৩৭.৪৬ (৯০.১)	৫৯.০৫ (৯.৯)	৫৯৬.৫১ (১০০)	১,৪১৮.০৯ (৯০.১)	১৫৫.৮২ (৯.৯)	১,৫৭৩.৯১ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	৮২১.৯৮ (৯১.৯)	৭২.৪৫ (৮.১)	৮৯৪.৪৩ (১০০)	৫৪২.৩০ (৯১.৯)	৪৭.৮০ (৮.১)	৫৯০.১ (১০০)	১,৩৬৪.২৮ (৯১.৯)	১২০.২৫ (৮.১)	১,৪৮৪.৫৩ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৯১৪.৯২ (৯২.৫)	৭৪.১৮ (৭.৫)	৯৮৯.১ (১০০)	৫১৪.৯১ (৯২.৫)	৪১.৭৫ (৭.৫)	৫৫৬.৬৬ (১০০)	১,৫২২.৩৩ (৯২.৫)	১২৩.৪৩ (৭.৫)	১,৬৪৫.৭৬ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৮৭৮.৬১ (৯৩.৬৩)	৫৯.৭৪ (৬.৩৭)	৯৩৮.৩৫ (১০০)	৬০৬.৪৭ (৯৩.৬৩)	৪১.২৪ (৬.৩৭)	৬৪৭.৭১ (১০০)	১,৪৮৫.০৮ (৯৩.৬৩)	১০০.৯৮ (৬.৩৭)	১,৫৮৬.০৬ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	১,১০৩.৮৩ (৯৩.৬)	৭৫.৪৬ (৬.৪)	১,১৭৯.৩ (১০০)	১,০৯০.৬০ (৯৩.৬)	৭৪.৫৬ (৬.৪)	১,১৬৫.১৬ (১০০)	২,১৯৪.৪৩ (৯৩.৬)	১৫০.০২ (৬.৪)	২,৩৪৪.৪৫ (১০০)
১৯৮৯-৯০	১,২০০.৪৬ (৯৬.৬৭)	৪১.৪০ (৩.৩৩)	১,২৪১.৮৬ (১০০)	১,৩৫৬.৫১ (৯৬.৬৭)	৪৬.৭৭ (৩.৩৩)	১,৪০৩.২৮ (১০০)	২,৫৫৬.৯৭ (৯৬.৬৭)	৮৮.১৭ (৩.৩৩)	২,৬৪৫.১৪ (১০০)
১৯৯০-৯১	১,৩১৪.৪৯ (৯৬.০২)	৫৪.৪৬ (৩.৯৮)	১,৩৬৮.৯৫ (১০০)	১,৬৪৬.৪৬ (৯৬.০২)	৬৮.২১ (৩.৯৮)	১,৭১৪.৬৮ (১০০)	২,৯৬০.৯৫ (৯৬.০২)	১২২.৬৮ (৩.৯৮)	৩,০৮৩.৬২ (১০০)
১৯৯১-৯২	১,০৬৩.৯১ (৯৪.০২)	৬৭.৬৬ (৫.৯৮)	১,১৩১.৫৮ (১০০)	১,০৯৪.২০ (৯৪.০২)	৬৯.৫৯ (৫.৯৮)	১,১৬৩.৭৯ (১০০)	২,১৫৮.১১ (৯৪.০২)	১৩৭.২৫ (৫.৯৮)	২,২৯৫.৩৭ (১০০)
১৯৯২-৯৩	১,১৫৮.৮১ (৯৭.৪৮)	২৯.৯২ (২.৫২)	১,১৮৮.৭৩ (১০০)	১,০৬৪.৮৯ (৯৭.৪৮)	২৭.৪৯ (২.৫২)	১,০৯২.৩৮ (১০০)	২,২২৩.৭১ (৯৭.৪৮)	৫৭.৪১ (২.৫২)	২,২৮১.১১ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	১,৮৪০.৮৮ (৯৬.৫)	৬৬.৮০ (৩.৫)	১,৯০৭.৬৮ (১০০)	১,৭৩৫.৮৫ (৯৬.৫)	৬৩.০ (৩.৫)	১,৭৯৮.৮২ (১০০)	৩,৫৭৬.৭৩ (৯৬.৫)	১২৯.৮০ (৩.৫)	৩,৭০৬.৫ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	২,১৫৩.১৬ (৯৪.৯৬)	১১৪.৩৮ (৫.০৪)	২,২৬৭.৫৪ (১০০)	১,৮৯১.৯৬ (৯৪.৯৬)	১০০.৪৯ (৫.০৪)	১,৯৯২.৪৫ (১০০)	৪,০৪৫.১২ (৯৪.৯৬)	২১৪.৮৭ (৫.০৪)	৪,২৫৯.৯৯ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	২,২০৮.৫৫ (৯৬.৭১)	৭৫.২৫ (৩.২৯)	২,২৮৩.৮ (১০০)	১,৯৫২.২৩ (৯৬.৭১)	৬৬.৫১ (৩.২৯)	২,০১৮.৭৪ (১০০)	৪,১৬০.৭৮ (৯৬.৭১)	১৪১.৭৫ (৩.২৯)	৪,৩০২.৫৪ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	২,৩০৩.৬৬ (৯০.৩২)	২৪৬.৭৬ (৯.৬৮)	২,৫৫০.৪২ (১০০)	২,২২৯.৭৬ (৯০.৩২)	২৩৮.৮৪ (৯.৬৮)	২,৪৬৮.৬০ (১০০)	৪,৫৩৩.৪২ (৯০.৩২)	৪৮৫.৬০ (৯.৬৮)	৫,০১৯.০১ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	২,৭২৫.০ (৯২.৫৪)	২১৯.৭৪ (৭.৪৬)	২,৯৪৪.৭৩ (১০০)	২,৯৯২.৮৫ (৯২.৫৪)	২৪১.৩৪ (৭.৪৬)	৩,২৩৪.১৯ (১০০)	৫,৭১৭.৮৫ (৯২.৫৪)	৪৬১.০৮ (৭.৪৬)	৬,১৭৮.৯২ (১০০)

১৬৮ | “অ-জনগণকরণের” রাজনৈতিক অর্থনীতি

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৯৮-৯৯	২,৪৪২.৪৪ (৯৭.৮২)	৫৪.৩৮ (২.১৮)	২,৪৯৬.৮২ (১০০)	২,৮৬৪.১৩ (৯৭.৮২)	৬৩.৭৭ (২.১৮)	২,৯২৭.৯০ (১০০)	৫৩০৬.৫৭ (৯৭.৮২)	১১৮.১৫ (২.১৮)	৫,৪২৪.৭২ (১০০)
১৯৯৯-০০	২৭০৫.৬১ (৯৮.১১)	৫২.২ (১.৮৯)	২,৭৫৭.৮২ (১০০)	২,৯২৬.১২ (৯৮.১১)	৫৬.৪৬ (১.৮৯)	২,৯৮২.৫৮ (১০০)	৫,৬৩১.৭৪ (৯৮.১১)	১০৮.৬৬ (১.৮৯)	৫,৭৪০.৪ (১০০)
২০০০-০১	২,৫২৯.৮৯ (৯৬.০৭)	১০৩.৫৯ (৩.৯৩)	২,৬৩৩.৪৮ (১০০)	২,৬২৮.৩৮ (৯৬.০৭)	১০৭.৬২ (৩.৯৩)	২,৭৩৬.০১ (১০০)	৫,১৫৮.২৭ (৯৬.০৭)	২১১.২২ (৩.৯৩)	৫,৩৬৯.৪৯ (১০০)
২০০১-০২	২,৮৫২.৯৬ (৯৭.৫৪)	৭১.৯৪ (২.৪৬)	২,৯২৪.৮৯ (১০০)	৩,১০৩.৬৭ (৯৭.৫৪)	৭৮.২৬ (২.৪৬)	৩,১৮১.৯৩ (১০০)	৫,৯৫৬.৬৩ (৯৭.৫৪)	১৫০.২ (২.৪৬)	৬,১৩৬.৮৩ (১০০)
২০০২-০৩	২,৪৯৪.৫৬ (৯৮.০৮)	৪৮.৭৬ (১.৯২)	২,৫৪৩.৩১ (১০০)	২,৮৬৫.১৮ (৯৮.০৮)	৫৬.০ (১.৯২)	২,৯২১.১৮ (১০০)	৫,৩৫৯.৭৪ (৯৮.০৮)	১০৪.৭৬ (১.৯২)	৫,৪৬৪.৪৯ (১০০)
২০০৩-০৪	২,২০৮.৪৮ (৮৯.০৮)	২৭০.৬৪ (১০.৯২)	২,৪৭৯.১২ (১০০)	২,৭৮০.৮৬ (৮৯.০৮)	৩৪০.৭৮ (১০.৯২)	৩,১২১.৬৪ (১০০)	৪,৯৮৯.৩৪ (৮৯.০৮)	৬১১.৪২ (১০.৯২)	৫,৬০০.৭৬ (১০০)
২০০৪-০৫	৪,৪৯৯.৭৭ (৯৫.৯৭)	১৮৮.৯৬ (৪.০৩)	৪,৬৮৮.৭৩ (১০০)	৬,৩০৪.২ (৯৫.৯৭)	২৬৪.৭৩ (৪.০৩)	৬,৫৬৯.৯৩ (১০০)	১০,৮০৩.৯৭ (৯৫.৯৭)	৪৫৩.৬৯ (৪.০৩)	১১,২৬৭.৬৬ (১০০)
২০০৫-০৬	৩,৪১১.৫২ (৯২.৩৬)	২৮২.০৫ (৭.৬৪)	৩,৬৯৩.৫৮ (১০০)	৪,৭৫১.৩৮ (৯২.৩৬)	৩৯২.৮৩ (৭.৬৪)	৫,১৪৪.২১ (১০০)	৮,১৬২.৯০ (৯২.৩৬)	৬৭৪.৮৮ (৭.৬৪)	৮,৮৩৭.৭৮ (১০০)
২০০৬-০৭	৩,১৪০.২০ (৯৫.৪৮)	১৪৮.৬৫ (৪.৫২)	৩,২৮৮.৮৫ (১০০)	৪,৫৫২.৪৪ (৯৫.৪৮)	২১৫.৫১ (৪.৫২)	৪,৭৬৭.৯৪ (১০০)	৭,৬৯২.৬৪ (৯৫.৪৮)	৩৬৪.১৭ (৪.৫২)	৮,০৫৬.৭৯ (১০০)
২০০৭-০৮	৩,৬৩৭.৯৮ (৯৬.৬২)	১২৭.৪ (৩.৩৮)	৩,৭৬৫.৩৯ (১০০)	৮,৩২১.২ (৯৬.৬২)	২৯১.৪১ (৩.৩৮)	৮,৬১২.৬১ (১০০)	১১,৯৫৯.১৮ (৯৬.৬২)	৪১৮.৮২ (৩.৩৮)	১২,৩৭৮.০ (১০০)
২০০৮-০৯	৩,৭৪২.৯৪ (৯৮.০৩)	৭৫.০৭ (১.৯৭)	৩,৮১৮.০ (১০০)	১০,৮৭৩.৬৭ (৯৮.০৩)	২১৮.১ (১.৯৭)	১১,০৯১.৭৬ (১০০)	১৪,৬১৬.৬১ (৯৮.০৩)	২৯৩.১৫ (১.৯৭)	১৪,৯০৯.৭৬ (১০০)
২০০৯-১০	৯,৯৫২.৯৫ (৯৮.৬)	১৪১.০৮ (১.৪)	১০,০৯৪.০৩ (১০০)	২৭,১৮৯.৩৬ (৯৮.৬)	৩৮৫.৪০ (১.৪)	২৭,৫৭৪.৭৭ (১০০)	৩৭,১৪২.৩১ (৯৮.৬)	৫২৬.৪৯ (১.৪)	৩৭,৬৬৮.৭৯ (১০০)
২০১০-১১	৯,৮৪৪.৪ (৯৮.৭৭)	১২২.১৬ (১.২৩)	৯,৯৬৬.৫৬ (১০০)	২৩,৯৫৪.১৩ (৯৮.৭৭)	২৯৭.২৫ (১.২৩)	২৪,২৫১.৩৮ (১০০)	৩৩,৭৯৮.৫৩ (৯৮.৭৭)	৪১৯.৪১ (১.২৩)	৩৪,২১৭.৯৫ (১০০)
২০১১-১২	৯,৬২৯.২৯ (৯৯.২৮)	৬৯.৭১ (০.৭২)	৯,৬৯৯.০ (১০০)	২২,৩৫৭.৬৮ (৯৯.২৮)	১৬১.৮৬ (০.৭২)	২২,৫১৯.৫৪ (১০০)	৩১,৯৮৬.৯৭ (৯৯.২৮)	২৩১.৫৮ (০.৭২)	৩২,২১৭.৫৪ (১০০)
২০১২-১৩	১১,৬৬৯.৯৫ (৯৯.১১)	১০৪.৮ (০.৮৯)	১১,৭৭৪.৭৫ (১০০)	২৫,৫৩৯.৯১ (৯৯.১১)	২২৯.৩৬ (০.৮৯)	২৫,৭৬৯.২৬ (১০০)	৩৭,২০৯.৮৬ (৯৯.১১)	৩৩৪.১৬ (০.৮৯)	৩৭,৫৪৪.০২ (১০০)
২০১৩-১৪	১২,৩৫৫.৬২ (৯৯.৮২)	২২.৩৯ (০.১৮)	১২,৩৮২.০১ (১০০)	২৫,৬৮৯.৩২ (৯৯.৮২)	৪৬.৫৪ (০.১৮)	২৫,৭৩৫.৮৬ (১০০)	৩৮,০৪৮.৯৪ (৯৯.৮২)	৬৮.৯৩ (০.১৮)	৩৮,১১৭.৮৭ (১০০)
২০১৪-১৫	১৩,৩১৮.৩১ (৯৭.৭৫)	৩০৫.৯৯ (২.২৫)	১৩,৬২৪.৩ (১০০)	২৫,৩১৭.৮৭ (৯৭.৭৫)	৫৮১.৬৮ (২.২৫)	২৫,৮৯৯.৫৫ (১০০)	৩৮,৬৩৬.১৮ (৯৭.৭৫)	৮৮৭.৬৭ (২.২৫)	৩৬,৫২৩.৮৫ (১০০)

অর্থবছর	গ্রামীণ নারী								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
২০১৫-১৬	১৫,১৩৫.২৯ (৯৭.০৭)	৪৫৬.৬৪ (২.৯৩)	১৫,৫৯১.৯৩ (১০০)	২৮,৪১৯.৩৭ (৯৭.০৭)	৮৫৭.৪২ (২.৯৩)	২৯,২৭৬.৮ (১০০)	৪৩,৫৫৪.৬৬ (৯৭.০৭)	১,৩১৪.০৬ (২.৯৩)	৪৪,৮৬৮.৭২ (১০০)
২০১৬-১৭	১৬,৫২৯.১৩ (৯৮.৭২)	২১৪.৯৭ (১.২৮)	১৬,৭৪৪.০৯ (১০০)	৩১,৫৮১.৫৩ (৯৮.৭২)	৪১০.৭৩ (১.২৮)	৩১,৯৯২.২৬ (১০০)	৪৮,১১০.৬৬ (৯৮.৭২)	৬২৫.৬৯ (১.২৮)	৪৮,৭৩৬.৩৫ (১০০)
২০১৭-১৮	১৯,০৩৫.১১ (৯৭.১৫)	৫৫৮.১ (২.৮৫)	১৯,৫৯৩.২২ (১০০)	২৮,৮৭৬.৫৯ (৯৭.১৫)	৮৪৬.৬৫ (২.৮৫)	২৯,৭২৩.২৪ (১০০)	৪৭,৯১১.৬৯ (৯৭.১৫)	১,৪০৪.৭৫ (২.৮৫)	৪৯,৩১৬.৪৬ (১০০)
২০১৮-১৯	১৮,০৮৪.২৯ (৯৯.৬৮)	৫৭.৮১ (০.৩২)	১৮,১৪২.১ (১০০)	২৮,৬৮০.১৬ (৯৯.৬৮)	৯১.৬৮ (০.৩২)	২৮,৭৭১.৮৫ (১০০)	৪৬,৭৬৪.৪৫ (৯৯.৬৮)	১৪৯.৪৯ (০.৩২)	৪৬,৯১৩.৯৪ (১০০)
২০১৯-২০	২১,০১০.০৬ (৯৬.০৪)	৮৬৭.৩৯ (৩.৯৬)	২১,৮৭৭.৪৫ (১০০)	৩০,৯১৬.৫৯ (৯৬.০৪)	১,২৭৬.৩৮ (৩.৯৬)	৩২,১৯২.৯৭ (১০০)	৫১,৯২৬.৬৫ (৯৬.০৪)	২,১৪৩.৭৮ (৩.৯৬)	৫৪,০৭০.৪২ (১০০)
২০২০-২১	২০,৭৮১.৫০ (৯১.৬৮)	১,৮৮৫.৩৭ (৮.৩২)	২২,৬৬৬.৮৭ (১০০)	৩৪,০৯৯.৬৩ (৯১.৬৮)	৩,০৯৩.৬৩ (৮.৩২)	৩৭,১৯৩.২৬ (১০০)	৫৪,৮৮১.১৩ (৯১.৬৮)	৪,৯৭৯.০ (৮.৩২)	৫৯,৮৬০.১৪ (১০০)
২০২১-২২	২৮,৭৫৫.৮৯ (৯৮.৯)	৩১৯.৩৪ (১.১)	২৯,০৭৫.২৩ (১০০)	৪৪,৪৫১.৮৮ (৯৮.৯)	৪৯৩.৬৫ (১.১)	৪৪,৯৪৫.৫৩ (১০০)	৭৩,২০৭.৭৭ (৯৮.৯)	৮১২.৯৯ (১.১)	৭৪,০২০.৭৬ (১০০)
মোট	২,৬৭,৭৯০.৮৮ (৯৬.৯৬)	৮,৩৮৪.০২ (৩.০৪)	২,৭৬,১৭৪.৯ (১০০)	৪,৫২,৭৯২.৬৮ (৯৭.৩৪)	১২,৩৫৯.৫ (২.৬৬)	৪,৬৫,১৫২.১৮ (১০০)	৭,২০,৬৭৬.২ (৯৭.২)	২০,৭৫১.০৩ (২.৮)	৭,৪১,৩২৭.২৩ (১০০)

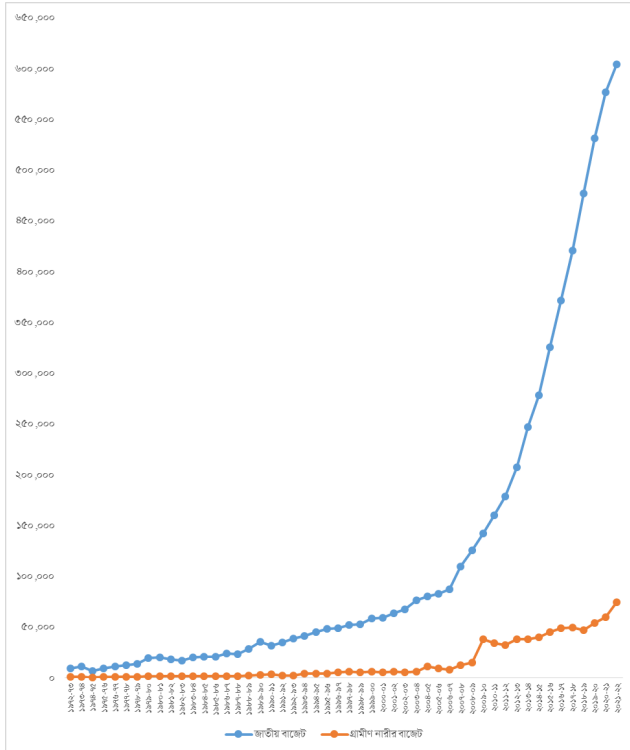
**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।



\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৯: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং গ্রামীণ নারীর বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)





বিগত ৫০ বছরের ( ১৯৭২/৭৩ থেকে ২০২১/২২) সরকারি বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি প্রকল্প কর্মসূচির মধ্যে গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১৪,২২২টি অর্থাৎ ১৩.৩৫%। আর গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট এসব প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ বছরের মোট বরাদ্দের ১২.২৮% যেখানে গ্রামীণ নারী হলেন দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১%। বিষয়টি কীভাবে দেখব?

**প্রথমত:** বিগত ৫০ বছরে পাঁচটি আদমশুমারির ( ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১) তথ্যের ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় যে দেশে গ্রামীণ নারীর জনসংখ্যা হবে গড়ে মোট জনসংখ্যার ৪০.৭৭% (সারণি ১৬)। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার এই ৪০.৭৭% গ্রামীণ নারীর (যারা যেকোনো মানদণ্ডেই প্রান্তিক মানুষ ) জন্য বরাদ্দ হয়েছে জাতীয় বাজেটের মাত্র ১২.২৮%। অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ অতি স্বল্প এবং অতি বৈষম্যমূলক। দেশের অর্থনীতি ও সমাজে গ্রামীণ নারীর অবদান অসামান্য। যদিও তার অর্থমূল্য করা হয় না।

গ্রামীণ নারী কৃষি অর্থনীতিকে জীবিত রাখেন, পরিবার ব্যবস্থাপনায় তারা মূল অনুঘটক, সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে তাদের প্রভাবক ভূমিকা অপরিসীম—এসবই জানা কথা তবে পিতৃতান্ত্রিকতার নিগড়ে এসব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়। এতকিছুর পরেও গ্রামীণ নারী বঞ্চিত।

গ্রামীণ নারীর জীবন ও কর্মফল জিডিপির আকার বাড়ায়, কিন্তু বাজেটের ন্যায্য হিস্যা থেকে তারা বঞ্চিত। আমার ধারণায় গ্রামীণ নারীর এই বঞ্চনার মাত্রা (degree of deprivation) তাদের ওপর শোষণের মাত্রার (degree of exploitation) সাথে সরাসরি সমানুপাতিক (directly proportional)। আর এ সবকিছুই জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর প্রতি “বরাদ্দ বৈষম্য” (allocation inequality) দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

**দ্বিতীয়ত:** গ্রামীণ নারী—বঞ্চিত এবং শোষণের লক্ষ্যবস্তু। তাই-ই যদি হয়, তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন—বাজেটের নিরিখে এই “বঞ্চনার মাত্রা” অথবা একই কথা “শোষণের মাত্রা” কত? এসব প্রশ্ন অতীতে তেমন উত্থাপন করা হয়নি; কেউ এসবের প্রয়োজনও বোধ করেননি। অথবা এমনও হতে পারে যে এসব প্রশ্নের তথ্যভিত্তিক পরিমাণগত উত্তর দেয়া সোজা কাজ নয়। আর এসব কারণেই বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর প্রতি “বঞ্চনার মাত্রা” অথবা “শোষণ মাত্রা” নিরূপণের হিসেবপদ্ধতি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে জরুরি কথা হলো এ রকম: আদর্শ অবস্থায় (in ideal situation) আমরা তখনই বলতে পারি যে বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর প্রতি কোনো বঞ্চনা-বৈষম্য নেই অথবা শোষণ নেই, যখন দেখব যে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য বরাদ্দ তাদের জনসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক (directly proportional to their population size)। আর এই আদর্শ অবস্থা থেকে গ্রামীণ নারীর বাজেটে বরাদ্দ যত পেছনে থাকবে ‘বৈষণা-বৈষম্য-শোষণ’-এর অবস্থাটা হবে ঠিক ততটুকু। বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর প্রতি বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণমাত্রাসংশ্লিষ্ট হিসেবের পদ্ধতিসহ হিসেবপত্রের নিচের বক্সে দেখানো হলো:

(বাজেটের নিরিখে) গ্রামীণ নারীর বঞ্চনা-বৈষম্য-শোষণমাত্রা =

$$\left[ \frac{\text{(জনসংখ্যা অনুপাতে) গ্রামীণ নারীর যতটুকু পাবার কথা তাই পেয়েছে (আদর্শ অবস্থা)}}{\text{গ্রামীণ নারীর জন্য প্রকৃত বরাদ্দ যত}} \times 100\% \right] - 100$$

$$= \left[ \frac{(60,35,813 \times 0.8099)}{981329.2} \times 100\% \right] - 100 = \left( \frac{28,60,882}{9,81,329.2} \times 100\% \right) - 100$$

$$= 331.95 - 100 = 231.95\%$$

উল্লিখিত হিসেব পদ্ধতি প্রয়োগে দেখা যাচ্ছে যে ৫০ বছরের বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে গ্রামীণ নারীর প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা (অর্থাৎ যা থাকলে বলা যেত “বঞ্চনা-বৈষম্য-শোষণ” নেই) ছিল ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গ্রামীণ নারী পেয়েছে (অন্তত বরাদ্দের পরিমাণের নিরিখে) মাত্র ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। এ হিসেবে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” অথবা (একই কথা) “শোষণমাত্রা” দাঁড়ায় ২৩১.৯৫%। আমাদের হিসেবে জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে গ্রামীণ নারীকে তার আদর্শ হিস্যার মাত্র ৩০% দেয়া হয়েছে, আর বাদবাকি ৭০% দেয়া হয়নি (আত্মসাৎ করা হয়েছে)।

**তৃতীয়ত:** উপরে দেখালাম যে জাতীয় বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর প্রতি “বৈষম্য-বঞ্চনামাত্রা” অথবা শোষণমাত্রা ২৩১.৯৫%। প্রশ্ন হলো নারীর প্রতি বাজেটীয় শোষণের মাত্রাটা কি ২৩১.৯৫% এ সীমাবদ্ধ? আসলে এ মাত্রা আরো বেশিও হতে পারে। কারণগুলো এ রকম: (১) গ্রামীণ নারীর জন্য যতটুকুই বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার মাত্র ৩৭.২৫% উন্নয়ন বরাদ্দ; আর বড় অংশ ৬২.৭৫% অনুন্নয়ন বরাদ্দ। অনুন্নয়ন বরাদ্দের কতটুকু আসলে গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকার উন্নয়নউদ্দিষ্ট—এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। সম্ভাব্য উত্তর একটিই যে এসবের বড় অংশ গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা-উন্নয়নউদ্দিষ্ট নয়। (২) গ্রামীণ নারীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটে যতটুকুই উন্নয়ন বাজেট-এর অংশ তারই বা কতটুকু আসলে গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা উন্নয়নউদ্দিষ্ট? এ প্রশ্নেরও সহজ কোনো উত্তর নেই। সুতরাং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে জাতীয় বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর প্রতি প্রকৃত “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” অথবা “শোষণমাত্রা” হবে ২৩১.৯৫% এরও বেশি।

**চতুর্থত:** জাতীয় বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর “বঞ্চনা-বৈষম্য-শোষণমাত্রা” ২৩১.৯৫% হয়ে থাকলে সমপরিমাণ অর্থ (৫০ বছরে মোট ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৫১৫ কোটি) টাকা গেল কোথায়? এই অর্থ যেখানেই যাক গ্রামীণ নারীর কাছে যায়নি। তা গেছে বাজেট-প্রণেতারা জাতীয় বাজেটে যেসব শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছেন তাদের কাছে—যা গ্রামীণ নারী কোনো দিনও টের পাননি, টের পাবেনও না। এটা আত্মসাৎ। আত্মসাৎকৃত ওই অর্থ গেছে সেই আর্থসামাজিক সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে যে সিস্টেম বাজেট-যন্ত্র ব্যবহার করে গ্রামীণ নারীকে কমপক্ষে ২৩১.৯৫% শোষণ করেছে এবং শোষণপদ্ধতিটা জিইয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত। বিষয়টি সিস্টেমগত ও কাঠামোগত। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন-পুনরুৎপাদনকারী চলমান এই সিস্টেমের কাজই হলো গ্রামীণ নারীকে নিরন্তর অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বাস করতে বাধ্য করা।

## ১২.৩ কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত?

### কী হলে বলব অ-জনগণকৃত গ্রামীণ নারীর জনগণকরণ হচ্ছে/হয়েছে?

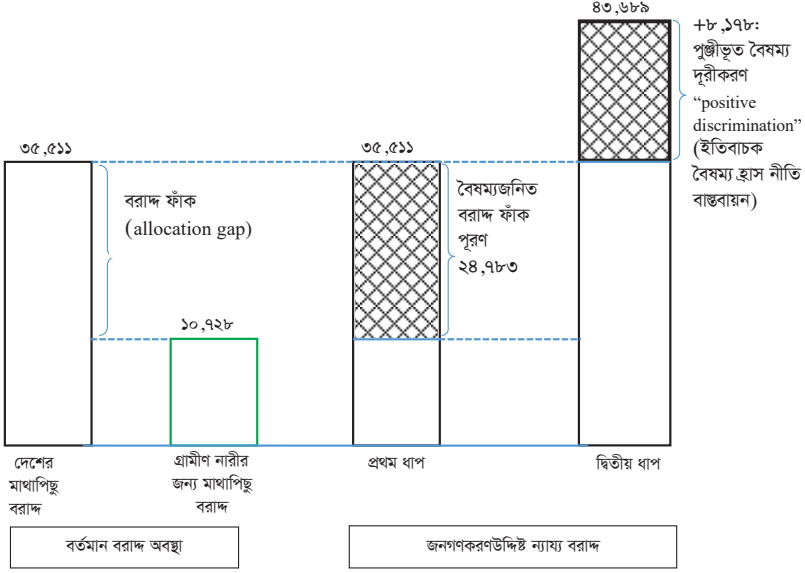
শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নারী পেছনে থাকবে—এ কথা প্রবাসত্য না হবার কোনো কারণ নেই। আর সব নারীর মধ্যে গ্রামের নারী যে আরো পেছনে থাকবে—এটাও সত্য। তাদের ‘জনগণ’ (Citizen) না করে ‘প্রজা’ (Subject) বানিয়ে রাখা হবে—এটাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সাধারণ সূত্র। আর গ্রামীণ নারীকে অ-জনগণ বানিয়ে রাখতে সবসময় প্রয়াস থাকবে—তাদের অজ্ঞতার ঘোমটায় (veils of ignorance) জড়িয়ে রাখতে। এসবে ব্যবহৃত হবে রাষ্ট্রের আইন-কানুন-বিধি-বিধান থেকে শুরু করে বাজেট নামক অস্ত্র। রাষ্ট্র কখনও গ্রামীণ নারীকে বলবে না যে “তোমার কর্মকাণ্ড সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে; আর সে জন্য তার ন্যায্য স্বীকৃতি দিলাম”। বলবে না যে “খাস জমির মালিকানা তোমার ন্যায্য অধিকার—আমি তোমার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল”, বলবে না যে “তোমার জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করলাম”। বলবে না যে “তোমার সন্তানের স্বাস্থ্য-শিক্ষার দায়িত্ব নিলাম”। বলবে না যে, “তোমার ও তোমার সন্তানের প্রতি কোনো ধরনের সহিংসতা বরদাস্ত করা হবে না”। বলবে না যে, “জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে তুমি আমার কাছে সমান শ্রদ্ধার দাবিদার”। তবে ন্যায়ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজে এসবই ঠিক উল্টোটা হবে।

আমাদের সমাজে গ্রামীণ নারী অন্যদের তুলনায় অনেক পেছনে। আর পেছনে রাখতে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা অনেক। যেমন এই গত অর্থবছরের (২০২১-২০২২) কথাও যদি ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ যখন ৩৫,৫১১ টাকা ঠিক একই সময়ে গ্রামীণ নারীর মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১০,৭২৮ টাকা (অর্থাৎ গ্রামীণ নারী জাতীয় গড়ের ৩.৩১ গুণ পেছনে) আর ঠিক একই সময়ে জনসংখ্যা অনুপাতে গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে বাজেটীয় বৈষম্য-মাত্রা (শোষণ-মাত্রা) ২৩১.৯৫%।

গত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২০২২) আমরা আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক অর্থে কয়েক ধরনের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা দেখেছি। যেমন ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সামরিক শাসন, স্বৈরাচার, নির্বাচনী গণতন্ত্র। তবে রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতির ধরননির্বিশেষে দেখছি যে জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর হিস্যার ক্ষেত্রে প্রগতিমুখী কাঠামোগত পরিবর্তন নেই। কাঠামোটা ২০২১-২২ অর্থবছরের মতোই—গ্রামীণ নারীর হিস্যা মাথাপিছু জাতীয় গড়ের ৩-৩.১ গুণ পেছনে আর বাজেটীয় বৈষম্য মাত্রা অতি উচ্চস্তরে ২০০-২৫০% এর মধ্যে ঠাণ্ডানা করছে। এসব দেখে শুনে উপসংহারটি কেমন হবে? উপসংহার হবে বেশ সোজা: শ্রেণিভিত্তিক সমাজে গ্রামীণ নারীর প্রতি (আসলে সকল নারীর প্রতি) বাজেটীয় বৈষম্য থাকাকাটা কোনো দুঃখ-অদুঃখ-অনুশোচনার বিষয় নয়, তা সূত্রবদ্ধ নির্মোহ সত্য।

গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ এখন অতি বৈষম্যমূলক এবং অন্যায়। অন্যায় এ অবস্থা থেকে গ্রামীণ নারীর উত্তরণ ঘটিয়ে তাকে ন্যায্য অবস্থানে আনতে হবে। এ জন্য সোজসাপ্টা যা দরকার তা হলো প্রথমে (প্রথম ধাপে) বাজেটের বরাদ্দ ফাঁক (allocation gap) পূরণ করতে হবে, আর তারপরে দ্বিতীয় ধাপে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত বৈষম্য দূর করার জন্য ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি (principle of positive discrimination) নিশ্চিত অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে (এ ধারণার নমুনার জন্য দেখুন, লেখচিত্র ১০)।

লেখচিত্র ১০: জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায়্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর বাজারমূল্যে টাকায়)



গ্রামীণ নারীকে অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে অন্যতম কৌশল হিসেবে আমাদের সুপারিশ হলো চলমান জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর “বরাদ্দ-ফাঁক” পূরণসহ “ইতিবাচক বৈষম্য দূরীকরণ নীতি” প্রয়োগ করা। আমাদের হিসেবে এ মুহূর্তে দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা আর গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১০,৯২৮ টাকা। অর্থাৎ গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ-ফাঁক ২৪,৯৮৩ টাকা। জাতীয় বাজেটের নিরিখে গ্রামীণ নারীর জনগণকরণে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো মাথাপিছু ২৪,৯৮৩ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করে বাজেটে গ্রামীণ নারীর প্রতি যে বরাদ্দ-বৈষম্য করা হয় তা দূর করতে হবে। আর দ্বিতীয় ধাপে পুঞ্জীভূত বাজেট বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে বরাদ্দ বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” অবলম্বনে বাজেটে চলমান বরাদ্দ-বৈষম্যের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ অর্থ “গ্রামীণ নারীর” জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে। অতিরিক্ত এ বরাদ্দের পরিমাণ হবে মাথাপিছু ৮,১৭৮ টাকা (২৪,৯৮৩ টাকা বরাদ্দ-ফাঁক এর এক-তৃতীয়াংশ)। তাহলে গ্রামীণ নারীর প্রতি বাজেটীয় বৈষম্য দূর করে তাদের জনগণকরণ প্রক্রিয়া স্থায়ীত্বশীল করার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত হিসেবটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম: দেশে যদি মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা হয়, সেক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে ৪৩,৬৮৯ টাকা, যার মধ্যে ২৪,৯৮৩ টাকা হবে বাজেটের বরাদ্দ-ফাঁক পূরণে, ৮,১৭৮ টাকা “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কারণে, আর ১০,৯২৮ টাকা এখন গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় সেটা। গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে আমরা মাথাপিছু যে বাজেট প্রস্তাব করেছি (৪৩,৬৮৯ টাকা) তা চলমান বাজেটে দেশে মাথাপিছু যে বরাদ্দ হচ্ছে তার তুলনায় মাত্র ২৩%

বেশি। ভবিষ্যতের বাজেটে এ ধরনের বরাদ্দ কাঠামো বাস্তবায়ন সম্ভব, তবে সেক্ষেত্রে পুরো জাতীয় বাজেটের যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা শোভন রূপ দিতে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতেই হবে, যার মধ্যে অন্যতম হলো (১) দেশে মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত, (২) তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, (৩) শিশুর জন্মপূর্ব-জন্মকালীন জন্মোত্তর সবধরনের সুযোগসুবিধা, (৪) তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা, (৫) তাদের মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক জীবনসমৃদ্ধি, সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য, (৬) তাদের সংহতিবোধ সমৃদ্ধকরণ, (৭) দেশ গঠনে তাদের সত্যিকারের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব। এসব কর্মকাণ্ড সুপারিকল্পিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নই সে গ্যারান্টি দিতে সক্ষম—যখন আমরা বলতে পারব যে অ-জনগণ প্রক্রিয়া থেকে গ্রামীণ নারীর মুক্তি হচ্ছে এবং তারা প্রকৃত অর্থে জনগণে রূপান্তরিত হচ্ছেন। এসবই লেখচিত্র ১০-এ নমুনা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

“গ্রামীণ নারীর প্রতি বৈষম্য”—বিষয়টি প্রাকৃতিক নয় এবং একইসাথে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যাবে তাও নয়। গ্রামীণ নারীর প্রতি বাজেটীয় বৈষম্য দূর না করতে পারলে যা হবে তা হলো গ্রামীণ নারী অ-জনগণই থেকে যাবেন, নাগরিক হতে পারবেন না—থেকে যাবেন প্রজা হিসেবেই। আর তা হবে অ-দাস যুগে দাসসম অবস্থা। গ্রামীণ নারীর এহেন দাসসম অবস্থা থেকে জনগণকৃত অবস্থানে উত্তরণের বিষয়টি শেষবিচারে রাজনৈতিক। যে রাজনীতি নারী-পুরুষনির্বিশেষে সচেতন মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে সিস্টেমিক-কাঠামোগত বাধা অপসারণউদ্দিষ্ট এবং একইসাথে প্রকৃতির বিধানের সাথে সায়ুজ্যপূর্ণ।



## অধ্যায় ১৩

### বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট “আদিবাসী মানুষ”: অ-জনগণকরণের নিকৃষ্টতম নিদর্শন

#### ১৩.১ কী অনুসন্ধান করলাম?

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্যে আমাদের দেশের ৪৯টি আদিবাসী গোষ্ঠীর আনুমানিক ৫০ লক্ষ মানুষের কিছু বর্ণনামূলক বিষয়াদি পাওয়া গেলেও সেটাও সব গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে পাওয়া যায় না। আর তাদের জীবন-জীবিকার চরম অ-জনগণকরণউদ্দিষ্ট কোনো ধরনের কার্যকারণমূলক (causality) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মোটামুটি অনুপস্থিত বলা চলে (দেখুন, Barkat 2016b)।

অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞানসহ সামাজিক-মানবিক-আইনসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের কোনো শাখা-প্রশাখার গবেষকেরা এ পর্যন্ত আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রীয় গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন—এ কথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে আমাদের দেশে আদিবাসী মানুষের নিরন্তর অতি বৈষম্যপূর্ণ জীবন-জীবিকার রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট কয়েকটি গবেষণাকাজ ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে (দেখুন, Barkat 2016b)।

আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নিয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য যা উদঘাটন করেছে সেটা যথেষ্ট দিকনির্দেশনামূলক। আর সে কারণে এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সংশ্লিষ্ট রচনা থেকে নিচে একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করছি (উৎস: বারকাত ২০২০ক, পৃ-২৯৪-২৯৫):

“উন্নয়নের যেকোনো মানদণ্ডেই—পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে—এ দেশের আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার।<sup>১</sup> হরণ করা হয়েছে আদিবাসী মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, ন্যায়

১ আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul. (2016b), Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh; Adnan, (2004). Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh; Barkat, Abul., & Huda, S. (1988). Politico-Economic Essence of Ethnic Conflicts in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh; Barkat, Abul. et al. (2009a). Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain District of Bangladesh; Barkat, Abul. et al. (2009b). Socio-Economic Baseline Survey— Chittagong Hill Tracts; Barkat, Abul. et al. (2010). Status and Dynamics of Land Rights, Land use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh; Barkat, Abul. (2014c). Political Economy of Indigenous Peoples in Bangladesh, p. 6-79, Barkat, A., Osman, A., Soren, R., & Suhrawardy, GM. (2015). Identity Based Discrimination and Economic Disparity between the Mainstream and Indigenous Communities: An Exploratory Research in the Northern Districts of Bangladesh; বারকাত, আবুল (২০১৫), বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পৃ. ২৬৪-২৮৯।

অধিকার, জন্মগত অধিকার, ঐতিহ্যগত অধিকার, প্রথাগত অধিকার, সামাজিক অধিকার ও গোষ্ঠীগত অধিকার। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এই অধিকার হরণসহ বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার মাত্রা ও গভীরতা বাড়তেই থাকবে। দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার যত রূপ আছে—সবই আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য, যা উত্তরোত্তর তীব্রতর হবে।

আদিবাসী মানুষ—মানুষ হিসেবে কেমন আছেন তা নিয়ে সরকারিভাবে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এমনকি এই দেশে মোট কতটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা কত এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন মানদণ্ডে তারা কে কেমন আছে—এসব বিষয়ে সরকারিভাবে প্রকাশিত গ্রহণযোগ্য তেমন কোনো তথ্য নেই। তবে নির্মোহ গবেষণা বলছে, আদিবাসী মানুষ ভালো নেই। উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের নিরিখে দেশের মানুষের গড় অবস্থার তুলনায় আদিবাসী মানুষের গড় অবস্থা অনেক খারাপ। শুধু তা-ই নয়, উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে এমনকি নিম্নগামী প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

প্রান্তিকতার (marginalization) অর্থে যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে বিভিন্ন রূপের সম্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। আর এসবে সরকার-রাষ্ট্র কখনও প্রভাবক, কখনও নির্বিকার।

জমি-জলা-জঙ্গল থেকে আদিবাসী মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়লে বিপর্যয় অনিবার্য—এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায়। আদিবাসী মানুষের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এককথায় “নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি”। আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিতে আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ভাবতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

পাহাড়-সমতলনির্বিশেষে জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের অধিকার হরণের মূলে আছে মুক্তবাজার দর্শন, যা দরিদ্রবান্ধব নয়, যা আদিবাসীবান্ধব নয়। এ অধিকার হরণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানবপ্রগতির যেকোনো মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়নি। আদিবাসী মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার। নিরন্তর এ বিচ্ছিন্নতা আদিবাসী মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাস-অনাস্থা-বিদ্বেষ-ঘৃণাবোধ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে ও করছে। পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লক্ষ্যে এ অধিকার হরণ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পদ্ধতিগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংসহ যা-কিছু মনুষ্য অধিকার হরণের মাধ্যম হতে পারে—সবকিছুই। পার্বত্য-সমতলনির্বিশেষে আদিবাসী মানুষের জীবন নিয়ে এ দেশে যা হয়েছে, তা সাধারণ কোনো ঐতিহাসিক বিচ্যুতি নয়—তা মনুষ্যসৃষ্ট ঐতিহাসিক বিপর্যয়।

উপরে যা বললাম তা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ দেশের আদিবাসী মানুষ-গোষ্ঠীনির্বিশেষ, পাহাড়-সমতলনির্বিশেষ—নিরন্তর অ-জনগণকৃত স্বত্তা। যে মানুষের এমনকি জন-সংখ্যাটাই ঠিকমত গণনা করা হয় না, যে মানুষের অস্তিত্বটাই সচেতনভাবে উপেক্ষিত। এ ধরনের অবস্থা মেনে নিয়েই আমরা রাষ্ট্রীয় বাজেটে এসব মানুষের প্রকৃত হিস্যা পরিমাপের চেষ্টা করেছি। কাজটি করেছি নিদেনপক্ষে এ জন্য যে বাজেটীয় দৃষ্টিতে আমরা আদিবাসীদের অবস্থা বুঝে আরো এক ধাপ এগুতে চেয়েছি। অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই আমরা বুঝতে চেয়েছি যে, বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) রাষ্ট্রীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা কত ছিল, ন্যায্য হিস্যা কত হওয়া উচিত ছিল, বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষের বৈষম্যমাত্রা এবং শোষণমাত্রা কত এবং অ-জনগণকৃত আদিবাসী মানুষের জনগণকরণে সম্ভাব্য করণীয় কী হতে পারে?



### ১৩.২ কী পেলাম? কী বুঝলাম?

আমাদের দেশে বিগত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় বাজেটে (১৯৭২-২০২২) মোট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৩৫টি। আমাদের গবেষণা বলছে, এসব উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে ৫,৭২৬টিকে (অর্থাৎ ৫.৩৭%) কোনো না কোনোভাবে আদিবাসী মানুষউদ্দিষ্ট বলা যেতে পারে (দেখুন, সারণি ১১)। আদিবাসী মানুষ হলেন দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৯৪% (এটা আমাদের হিসেব; সরকারি হিসেবে ১%) আর তাদের কল্যাণে নিয়োজিত প্রকল্পসংখ্যা দেশের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির ৫.৩৭—বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে ভালো বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতাটা ঠিক উল্টো। আদিবাসী মানুষের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের নিরিখে বিষয়টি ঠিক সে রকমই (সারণি ২১, ২২, ২৩, ২৪, ও লেখচিত্র ১১)।

আমাদের হিসেবে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে সরকারের মোট বরাদ্দ ছিল (২০২১-২২ অর্থবছরের বাজারমূল্যে) ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৫৮ কোটি টাকা (সারণি ২২)। অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ১.৬৭% বরাদ্দ হয়েছে আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে (প্রকল্প ও কর্মসূচিতে)। কিন্তু আদিবাসী মানুষ হলেন দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৯৪%। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষ দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৯৪% হলেও তাদের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে মোট বরাদ্দের ১.৬৭%। আর এই বরাদ্দ গত ৫০ বছরের প্রায় প্রতিবছরেই জনসংখ্যা অনুপাতে কম ছিল (দেখুন সারণি ২১)। আদিবাসী মানুষ-উদ্দিষ্ট এ বরাদ্দে গড়ে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল অনুন্নয়ন বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম (গড়ে ৩৭% উন্নয়ন আর ৬৩% অনুন্নয়ন)।

উপরে যা বললাম তা থেকে এ উপসংহারে উপনীত হতে কোনোই বেগ পেতে হয় না যে রাষ্ট্রের বাজেটে আদিবাসী মানুষের স্বার্থ কখনও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি। উল্টো সবসময়ই তা গুরুত্বহীন বলেই বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য এসব অযৌক্তিক নয়; কারণ আদিবাসী মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত নয়। এসবই আবার অন্যদিক থেকে খুবই অযৌক্তিক; কারণ আদিবাসী মানুষ সাংবিধানিকভাবেই দেশের অন্যান্য মানুষের মতোই ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক’। কিন্তু শেষবিচারে দাঁড়াচ্ছে এ রকম যে আদিবাসী মানুষ আনুষ্ঠানিক অর্থে নাগরিক হলেও বাজেটসহ বিভিন্ন মানদণ্ডের বিচারে তারা অ-জনগণকৃত প্রজা।

জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ অতি নগণ্য। বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ হিস্যা ছিল গড়ে ১.৬৭% (এখন তারা জনসংখ্যার ২.৯৪%)। জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ হিস্যা বিগত ৫০ বছরের ৩২ বছরই ছিল গড় হিস্যার (১.৬৭%) তুলনায় কম, আর এর মধ্যে ৯ বছর তা ছিল ১%-এরও কম, মাত্র ৭ বছর ওই হিস্যা ২% অতিক্রম করে (দেখুন সারণি ২২)। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ০.২৩% (গত ৫০ বছরের সর্বনিম্ন বরাদ্দ), তা অতি ধীর গতিতে বেড়ে ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে ২.১৯%-এ উন্নীত হয়, এরপরে তা ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে ১৯৯৪-৯৫-এ ০.৭৭% এ পৌঁছায়, পরবর্তী সময়ে আবারও অতি ধীর গতিতে বেড়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, ৩.৪১%-এ উন্নীত হয়, এর পরে তা আবারও কমে কমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.০৪% এ

পৌছায়। সুতরাং খালি চোখেই দেখা যায় যে বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ শুধু স্বল্প ছিল বলাই যথেষ্ট নয়, তা কখনও পেছনে পড়া আদিবাসী মানুষকে সামনে আসার লক্ষ্যে দেয়া হয়নি। কারণ, নগণ্যপরিমাণ বরাদ্দের মধ্যেও আবার গড়ে তিন-পঞ্চমাংশ ছিল ‘অনুন্নয়ন’ বরাদ্দ। আবার বরাদ্দ যখনই একটু বেড়েছে, তখনই বর্ধিত বরাদ্দের সিংহভাগ খেয়ে ফেলেছে “অনুন্নয়ন” খাত। গত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষ-উদ্দিষ্ট বরাদ্দকে এককথায় “নগণ্য বরাদ্দ ফাঁদ” (low allocation trap) বলা চলে।

সারণি ২১: জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	১.১৭ (৬৩.৯৩)	০.৬৬ (৩৬.০৭)	১.৮৩ (১০০)	৭৮৬	০.২৩
১৯৭৩-৭৪	২.৮২ (৫২.৬১)	২.৫৪ (৪৭.৩৯)	৫.৩৬ (১০০)	৯৯৫	০.৫৪
১৯৭৪-৭৫	২.৮৩ (৪৮.৩৮)	৩.০২ (৫১.৬২)	৫.৮৫ (১০০)	১,০৮৪	০.৫৪
১৯৭৫-৭৬	৭.৯৬ (৬১.২৮)	৫.০৩ (৩৮.৭২)	১২.৯৯ (১০০)	১,৫৪৯	০.৮৪
১৯৭৬-৭৭	২০.০২ (৬১.৪১)	১২.৬ (৩৮.৬৫)	৩২.৬ (১০০)	১,৯৮৯	১.৬৪
১৯৭৭-৭৮	২১.৫৭ (৬২.১)	১৩.১৬ (৩৭.৯)	৩৪.৭৩ (১০০)	২,১৮৪	১.৫৯
১৯৭৮-৭৯	২৩.৪৭ (৬৩.৪৫)	১৩.৫২ (৩৬.৫৫)	৩৬.৯৯ (১০০)	২,৪৯৯	১.৪৮
১৯৭৯-৮০	২৯.৭৫ (৬৪.০২)	১৬.৭২ (৩৫.৯৮)	৪৬.৪৭ (১০০)	৩,৩১৭	১.৪০
১৯৮০-৮১	৫৯.০৮ (৬৫.৭)	৩০.৮৪ (৩৪.৩)	৮৯.৯২ (১০০)	৪,১০৮	২.১৯
১৯৮১-৮২	৫২.৩৫ (৬৪.৪১)	২৮.৯২ (৩৫.৫৯)	৮১.২৭ (১০০)	৪,৬৭৭	১.৭৪
১৯৮২-৮৩	৫১.৩১ (৬৩.৭)	২৯.২৪ (৩৬.৩)	৮০.৫৫ (১০০)	৪,৭৩৮	১.৭০

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৮৩-৮৪	৬২.৮৮ (৬৪.২৫)	৩৪.৯৯ (৩৫.৭৫)	৯৭.৮৭ (১০০)	৫,৮৯৬	১.৬৬
১৯৮৪-৮৫	৮১.৩৮ (৬২.৩)	৪৯.২৫ (৩৭.৭)	১৩০.৬৩ (১০০)	৬,৬৯৯	১.৯৫
১৯৮৫-৮৬	৭৫.৫ (৬১.৫)	৪৭.২৭ (৩৮.৫)	১২২.৭৭ (১০০)	৭,১৩৮	১.৭২
১৯৮৬-৮৭	৮১.৪৭ (৫৯.৮৮)	৫৪.৫৯ (৪০.১২)	১৩৬.০৬ (১০০)	৮,৫০৪	১.৬০
১৯৮৭-৮৮	৮২.৪৩ (৫৮.৩৬)	৫৮.৮১ (৪১.৬৪)	১৪১.২৪ (১০০)	৮,৫২৭	১.৬৩
১৯৮৮-৮৯	৭৯.৬২ (৫০.২৭)	৭৮.৮ (৪৯.৭৬)	১৫৮.৩৭ (১০০)	১০,৫৬৫	১.৫০
১৯৮৯-৯০	৬৭.১ (৪৭.০৬)	৭৫.৪৭ (৫২.৯৪)	১৪২.৫৭ (১০০)	১২,৭০৩	১.১২
১৯৯০-৯১	৭৯.৯৭ (৪৪.৩৯)	১০০.১৮ (৫৫.৬১)	১৮০.১৫ (১০০)	১২,৯৬০	১.৩৯
১৯৯১-৯২	৫৫.০৫ (৪৯.১৭)	৫৬.৯১ (৫০.৮৩)	১১১.৯৬ (১০০)	১৫,৫৮৪	০.৭২
১৯৯২-৯৩	৬৩.৭১ (৫২.২৬)	৫৮.১৯ (৪৭.৭৪)	১২১.৯ (১০০)	১৭,৬০৭	০.৬৯
১৯৯৩-৯৪	৮৩.১৫ (৫১.৫২)	৭৮.২৩ (৪৮.৪৮)	১৬১.৩৮ (১০০)	১৯,০৫০	০.৮৫
১৯৯৪-৯৫	৬৮.৮৩ (৫৩.১১)	৬০.৭৬ (৪৬.৮৯)	১২৯.৫৯ (১০০)	২০,৯৪৮	০.৬২
১৯৯৫-৯৬	৯৪.৫৯ (৫৩.০৬)	৮৩.৬৯ (৪৬.৯৪)	১৭৮.২৮ (১০০)	২৩,১৭০	০.৭৭
১৯৯৬-৯৭	১২৬.৩৫ (৫০.৮৩)	১২২.২৪ (৪৯.১৭)	২৪৮.৫৯ (১০০)	২৪,৬০৩	১.০১
১৯৯৭-৯৮	১৬০.৪১ (৪৭.৬৯)	১৭৫.৯৮ (৫২.৩১)	৩৩৬.৩৯ (১০০)	২৭,৭৮৬	১.২১
১৯৯৮-৯৯	১৮৭.১৯ (৪৫.৯৮)	২১৯.৯৩ (৫৪.০২)	৪০৭.১২ (১০০)	২৯,৫৩৭	১.৩৮

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯৯-০০	২৬০.০৬ (৪৮.০৪)	২৮১.২৪ (৫১.৯৬)	৫৪১.৩ (১০০)	৩৪,২৫২	১.৫৮
২০০০-০১	৩১২.৬৬ (৪৮.৯৬)	৩২৫.৯১ (৫১.০৪)	৬৩৮.৫৭ (১০০)	৩৮,৫২৪	১.৬৬
২০০১-০২	২৫৬.৯৯ (৪৭.৮৭)	২৭৯.৮৮ (৫২.১৩)	৫৩৬.৮৭ (১০০)	৪২,৩০৬	১.২৭
২০০২-০৩	২৪০.৯ (৪৬.৬৩)	২৭৫.৬৮ (৫৩.৩৭)	৫১৬.৫৮ (১০০)	৪৪,৮৫৪	১.১৫
২০০৩-০৪	২৬৪.২১ (৪৪.২৩)	৩৩৩.১৪ (৫৫.৭৭)	৫৯৭.৩৫ (১০০)	৫১,৯৮০	১.১৫
২০০৪-০৫	৪১৮.০৭ (৪১.৬৯)	৫৮৪.৭ (৫৮.৩১)	১,০০২.৭৩ (১০০)	৫৭,২৪৮	১.৭৫
২০০৫-০৬	৪৮২.২৬ (৪১.১৯)	৬৮৮.৪৯ (৫৮.৮১)	১,১৭০.৭৫ (১০০)	৬৪,৩৮৩	১.৮২
২০০৬-০৭	৪১৬.৭৪ (৪০.৮৮)	৬০২.৬৪ (৫৯.১২)	১,০১৯.৩৮ (১০০)	৬৯,৭৪০	১.৪৬
২০০৭-০৮	৪৫৫.৬১ (৩০.৪)	১,০৪২.৯৬ (৬৯.৬)	১,৪৯৮.৫৭ (১০০)	৮৭,১৩৭	১.৭২
২০০৮-০৯	৪৮২.৯৪ (২৫.৫৭)	১,৪০৫.৪৪ (৭৪.৪৩)	১,৮৮৮.৩৮ (১০০)	৯৯,৯৬২	১.৮৯
২০০৯-১০	১,০৩৯.২৩ (২৬.৭৮)	২,৮৪১.১৮ (৭৩.২২)	৩,৮৮০.৪১ (১০০)	১,১৩,৮১৯	৩.৪১
২০১০-১১	১,১৬১.৯৬ (২৯.১২)	২,৮২৮.৮৩ (৭০.৮৮)	৩,৯৯০.৭৯ (১০০)	১,৩২,১৭০	৩.০২
২০১১-১২	১,৩২৯.৪২ (৩০.০৬)	৩,০৯২.৫৯ (৬৯.৯৪)	৪,৪২২.০১ (১০০)	১,৬৩,৫৮৯	২.৭০
২০১২-১৩	১,৪৮২.৫৬ (৩১.৩২)	৩,২৫০.৫৪ (৬৮.৬৮)	৪,৭৩৩.১ (১০০)	১,৯১,৭৩৮	২.৪৭
২০১৩-১৪	১,৪৬৬.৪২ (৩২.৪৭)	৩,০৪৯.৩৮ (৬৭.৫৩)	৪,৫১৫.৮ (১০০)	২,২২,৪৯১	২.০৩
২০১৪-১৫	১,৭৪৭ (৩৪.৫)	৩,৩১৬.০৫ (৬৫.৫)	৫,০৬৩.০৫ (১০০)	২,৫০,৫০৬	২.০২

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
২০১৫-১৬	২,০৪৪.৬৭ (৩৪.৮)	৩,৮৩১.৫৭ (৬৫.২)	৫,৮৭৬.২৪ (১০০)	২,৯৫,১০০	১.৯৯
২০১৬-১৭	১,৮৬৬.১৭ (৩৪.২৮)	৩, ৫৭৭.২৫ (৬৫.৭২)	৫,৪৪৩.৪২ (১০০)	৩,৪০,৬০৫	১.৬০
২০১৭-১৮	৩,২৫৫.০১ (৩৯.৬৯)	৪,৯৪৫.৬৯ (৬০.৩১)	৮,২০০.৭ (১০০)	৪,০০,২৬৬	২.০৫
২০১৮-১৯	১,৯০৩.৯১ (৩৮.৬৭)	৩,০১৯.৯৮ (৬১.৩৩)	৪,৯২৩.৮৯ (১০০)	৪,৬৪,৫৭৩	১.০৬
২০১৯-২০	২,১৬৬.২৭ (৪০.৫৪)	৩,১৭৭.৩৭ (৫৯.৪৬)	৫,৩৪৩.৬৪ (১০০)	৫,২৩,১৯০	১.০২
২০২০-২১	২,২২৭.২৩ (৩৭.৭৬)	৩,৬৭০.৭৫ (৬২.২৪)	৫,৮৯৭.৯৮ (১০০)	৫,৬৮,০০০	১.০৪
২০২১-২২	৪,৬০৮.৫৯ (৩৯.৩২)	৭,১১২.১ (৬০.৬৮)	১১,৭২০.৬৯ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	১.৯৪
মোট	৩১,৬১৩.৮৪ (৩৬.৪৮)	৫৫,০৪৪.৭৭ (৬৩.৫২)	৮৬,৬৫৮.৬১ (১০০)		(রেঞ্জ) ০.২৩-৩.৪১

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S. N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা  $\times$  (৮৬.২৪  $\div$  ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আর্বর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আর্বর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ২২: জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	১৩.১ (৬৩.৯৩)	৭.৪ (৩৬.০৭)	২০.৫ (১০০)	৮,৮০৩	০.২৩
১৯৭৩-৭৪	৩০.৬৩ (৫২.৬১)	২৭.৫৯ (৪৭.৩৯)	৫৮.২২ (১০০)	১০,৮০৭	০.৫৪
১৯৭৪-৭৫	১৭.৮৫ (৪৮.৩৮)	১৯.০৫ (৫১.৬২)	৩৬.৯১ (১০০)	৬,৮৩৯	০.৫৪
১৯৭৫-৭৬	৪৫.৮৯ (৬১.২৮)	২৯.০ (৩৮.৭২)	৭৪.৮৯ (১০০)	৮,৯৩০	০.৮৪
১৯৭৬-৭৭	১১১.১৭ (৬১.৪১)	৬৯.৯৭ (৩৮.৬৫)	১৮১.০৩ (১০০)	১১,০৪৫	১.৬৪
১৯৭৭-৭৮	১২৩.৪৯ (৬২.১)	৭৫.৩৭ (৩৭.৯)	১৯৮.৮৬ (১০০)	১২,৫০৭	১.৫৯

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭৮-৭৯	১২৯.৪৮ (৬৩.৪৫)	৭৪.৫৮ (৩৬.৫৫)	২০৪.০৬ (১০০)	১৩,৭৮৮	১.৪৮
১৯৭৯-৮০	১৭৩.৪৭ (৬৪.০২)	৯৭.৪৯ (৩৫.৯৮)	২৭০.৯৬ (১০০)	১৯,৩৪১	১.৪০
১৯৮০-৮১	২৮৬.০৮ (৬৫.৭)	১৪৯.৩৪ (৩৪.৩)	৪৩৫.৪২ (১০০)	১৯,৮৯২	২.১৯
১৯৮১-৮২	২০৩.৬৪ (৬৪.৪১)	১১২.৫ (৩৫.৫৯)	৩১৬.১৩ (১০০)	১৮,১৯৩	১.৭৪
১৯৮২-৮৩	১৮০.৭৫ (৬৩.৭)	১০৩.০ (৩৬.৩)	২৮৩.৭৫ (১০০)	১৬,৬৯১	১.৭০
১৯৮৩-৮৪	২১৫.৪৬ (৬৪.২৫)	১১৯.৮৮ (৩৫.৭৫)	৩৩৫.৩৪ (১০০)	২০,২০১	১.৬৬
১৯৮৪-৮৫	২৫০.৯৩ (৬২.৩)	১৫১.৮৪ (৩৭.৭)	৪০২.৭৭ (১০০)	২০,৬৫৫	১.৯৫
১৯৮৫-৮৬	২১৫.১ (৬১.৫)	১৩৪.৬৭ (৩৮.৫)	৩৪৯.৭৮ (১০০)	২০,৩৩৬	১.৭২
১৯৮৬-৮৭	২২৬.৮৭ (৫৯.৮৮)	১৫২.০১ (৪০.১২)	৩৭৮.৮৮ (১০০)	২৩,৬৮০	১.৬০
১৯৮৭-৮৮	২২৫.৮৯ (৫৮.৩৬)	১৬১.১৬ (৪১.৬৪)	৩৮৭.০৫ (১০০)	২৩,৩৬৭	১.৬৩
১৯৮৮-৮৯	২১২.৩৯ (৫০.২৭)	২১০.২ (৪৯.৭৬)	৪২২.৪৫ (১০০)	২৮,১৮২	১.৫০
১৯৮৯-৯০	১৮৭.৫৮ (৪৭.০৬)	২১০.৯৭ (৫২.৯৪)	৩৯৮.৫৫ (১০০)	৩৫,৫১১	১.১২
১৯৯০-৯১	১৯২.৯৬ (৪৪.৩৯)	২৪১.৭৩ (৫৫.৬১)	৪৩৪.৭০ (১০০)	৩১,২৭২	১.৩৯
১৯৯১-৯২	১২১.৮৯ (৪৯.১৭)	১২৬.০১ (৫০.৮৩)	২৪৭.৮৯ (১০০)	৩৪,৫০৫	০.৭২
১৯৯২-৯৩	১৩৮.২২ (৫২.২৬)	১২৬.২৫ (৪৭.৭৪)	২৬৪.৪৭ (১০০)	৩৮,১৯৯	০.৬৯
১৯৯৩-৯৪	১৭৮.৬ (৫১.৫২)	১৬৮.০৩ (৪৮.৪৮)	৩৪৬.৬৩ (১০০)	৪০,৯১৮	০.৮৫
১৯৯৪-৯৫	১৪৮.৪ (৫৩.১১)	১৩১.০ (৪৬.৮৯)	২৭৯.৪ (১০০)	৪৫,১৬৪	০.৬২

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯৫-৯৬	১৯৫.৮৬ (৫৩.০৬)	১৭৩.২৯ (৪৬.৯৪)	৩৬৯.১৫ (১০০)	৪৭,৯৭৬	০.৭৭
১৯৯৬-৯৭	২৫০.২ (৫০.৮৩)	২৪২.০৭ (৪৯.১৭)	৪৯২.২৭ (১০০)	৪৮,৭২০	১.০১
১৯৯৭-৯৮	২৯৯.৭৫ (৪৭.৬৯)	৩২৮.৮৫ (৫২.৩১)	৬২৮.৬ (১০০)	৫১,৯২৩	১.২১
১৯৯৮-৯৯	৩৩৩.৮৮ (৪৫.৯৮)	৩৯২.২৮ (৫৪.০২)	৭২৬.১৬ (১০০)	৫২,৬৮৪	১.৩৮
১৯৯৯-০০	৪৪১.০৫ (৪৮.০৪)	৪৭৬.৯৭ (৫১.৯৬)	৯১৮.০২ (১০০)	৫৮,০৯০	১.৫৮
২০০০-০১	৪৭৭.২৪ (৪৮.৯৬)	৪৯৭.৪৬ (৫১.০৪)	৯৭৪.৭ (১০০)	৫৮,৮০২	১.৬৬
২০০১-০২	৩৮৬.১১ (৪৭.৮৭)	৪২০.৫ (৫২.১৩)	৮০৬.৬১ (১০০)	৬৩,৫৬২	১.২৭
২০০২-০৩	৩৬১.৯৭ (৪৬.৬৩)	৪১৪.২৩ (৫৩.৩৭)	৭৭৬.১৯ (১০০)	৬৭,৩৯৬	১.১৫
২০০৩-০৪	৩৮৬.৮৩ (৪৪.২৩)	৪৮৭.৭৫ (৫৫.৭৭)	৮৭৪.৫৮ (১০০)	৭৬,১০৪	১.১৫
২০০৪-০৫	৫৮৬.৭৪ (৪১.৬৯)	৮২০.৫৯ (৫৮.৩১)	১,৪০৭.২৭ (১০০)	৮০,৩৪৪	১.৭৫
২০০৫-০৬	৬১৯.২৭ (৪১.১৯)	৮৮৪.০৯ (৫৮.৮১)	১,৫০৩.৩৬ (১০০)	৮২,৬৭৪	১.৮২
২০০৬-০৭	৫২০.৪১ (৪০.৮৮)	৭৫২.৫৬ (৫৯.১২)	১,২৭২.৯৭ (১০০)	৮৭,০৮৯	১.৪৬
২০০৭-০৮	৫৭২.৬৮ (৩০.৪)	১,৩১০.৯৫ (৬৯.৬)	১,৮৮৩.৬৩ (১০০)	১,০৯,৫২৭	১.৭২
২০০৮-০৯	৬০৫.৩৩ (২৫.৫৭)	১,৭৬১.৬৩ (৭৪.৪৩)	২,৩৬৬.৯৬ (১০০)	১,২৫,২৯৬	১.৮৯
২০০৯-১০	১,২৯৫.৪৩ (২৬.৭৮)	৩,৫৪১.৬২ (৭৩.২২)	৪,৮৩৭.০৫ (১০০)	১,৪১,৮৭৯	৩.৪১
২০১০-১১	১,৪০৭.০৮ (২৯.১২)	৩,৪২৫.৫৯ (৭০.৮৮)	৪,৮৩২.৬৭ (১০০)	১,৬০,০৫২	৩.০২
২০১১-১২	১,৪৪৭.৪ (৩০.০৬)	৩,৩৬৭.০৫ (৬৯.৯৪)	৪,৮১৪.৪৫ (১০০)	১,৭৮,১০৭	২.৭০



অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যা (অংশ, %)
২০১২-১৩	১,৫৯৯.৪৮ (৩১.৩২)	৩,৫০৬.৮৯ (৬৮.৬৮)	৫,১০৬.৩৭ (১০০)	২,০৬,৮৫৯	২.৪৭
২০১৩-১৪	১,৬২৭.১৭ (৩২.৪৭)	৩,৩৮৩.৬৬ (৬৭.৫৩)	৫,০১০.৮৩ (১০০)	২,৪৬,৮৮১	২.০৩
২০১৪-১৫	১,৯৩৯.৬৪ (৩৪.৫)	৩,৬৮১.৭১ (৬৫.৫)	৫,৬২১.৩৫ (১০০)	২,৭৮,১২৯	২.০২
২০১৫-১৬	২,২৫২.৯১ (৩৪.৮)	৪,২২১.৮ (৬৫.২)	৬,৪৭৪.৭২ (১০০)	৩,২৫,১৫৫	১.৯৯
২০১৬-১৭	২,০৩৩.৭৭ (৩৪.২৮)	৩,৮৯৮.৫৩ (৬৫.৭২)	৫,৯৩২.৩ (১০০)	৩,৭১,১৯৫	১.৬০
২০১৭-১৮	৩,৪১৮.৮৩ (৩৯.৬৯)	৫,১৯৪.৬ (৬০.৩১)	৮,৬১৩.৪৩ (১০০)	৪,২০,৪১১	২.০৫
২০১৮-১৯	১,৯৫৩.৯৮ (৩৮.৬৭)	৩,০৯৯.৪ (৬১.৩৩)	৫,০৫৩.৩৯ (১০০)	৪,৭৬,৭৯১	১.০৬
২০১৯-২০	২,১৯৯.১৭ (৪০.৫৪)	৩,২২৫.৬২ (৫৯.৪৬)	৫,৪২৪.৭৯ (১০০)	৫,৩১,১৩৫	১.০২
২০২০-২১	২,২৬১.০৫ (৩৭.৭৬)	৩,৭২৬.৪৯ (৬২.২৪)	৫,৯৮৭.৫৪ (১০০)	৫,৭৬,৬২৫	১.০৪
২০২১-২২	৪,৬০৮.৫৯ (৩৯.৩২)	৭,১১২.১ (৬০.৬৮)	১১,৭২০.৬৯ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	১.৯৪
মোট	৩৭,৭১১.৬৭ (৩৭.৪৩)	৬৩,০৪৭.২৮ (৬২.৫৭)	১,০০,৭৫৮.৯৫ (১০০)	৬০,৩৫,৯১৩ (বার্ষিক গড় ১,২০,৭১৮.২৬)	(রেঞ্জ) ০.২৩-৩.৪১ (গড়) ১.৬৭

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ঘ থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্মানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://>

www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S. N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: https://www.bb.org.bd/econdata/index.php, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ২৩: জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে আদিবাসী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭২-৭৩	১.১৪ (৯৭.৪৪)	০.০৩ (২.৫৬)	১.১৭ (১০০)	০.৬৪ (৯৬.৯৭)	০.০২ (৩.০৩)	০.৬৬ (১০০)	১.৭৮ (৯৭.২৭)	০.০৫ (২.৭৩)	১.৮৩ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	২.৭৫ (৯৭.৫২)	০.০৭ (২.৪৮)	২.৮২ (১০০)	২.৪৮ (৯৭.৬৪)	০.০৬ (২.৩৬)	২.৫৪ (১০০)	৫.২৩ (৯৭.৫৭)	০.১৩ (২.৪৩)	৫.৩৬ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	২.৪ (৮৪.৮১)	০.৪৩ (১৫.১৯)	২.৮৩ (১০০)	২.৫৬ (৮৪.৭৭)	০.৪৬ (১৫.২৩)	৩.০২ (১০০)	৪.৯৬ (৮৪.৭৯)	০.৮৯ (১৫.২১)	৫.৮৫ (১০০)

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭৫-৭৬	৭.৮৭ (৯৮.৮৭)	০.০৯ (১.১৩)	৭.৯৬ (১০০)	৪.৯৭ (৯৮.৮১)	০.০৬ (১.১৯)	৫.০৩ (১০০)	১২.৮৪ (৯৮.৮৫)	০.১৫ (১.১৫)	১২.৯৯ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	১৮.৯৬ (৯৪.৭১)	১.০৬ (৫.২৯)	২০.০২ (১০০)	১১.৯ (৯৪.৪৪)	০.৭ (৫.৫৬)	১২.৬ (১০০)	৩০.৮৭ (৯৪.৬৯)	১.৭৩ (৫.৩১)	৩২.৬ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	২০.৮৪ (৯৬.৬০)	০.৭৩ (৩.৪০)	২১.৫৭ (১০০)	১২.৭১ (৯৬.৬০)	০.৪৫ (৩.৪০)	১৩.১৬ (১০০)	৩৩.৫৫ (৯৬.৬০)	১.১৮ (৩.৪০)	৩৪.৭৩ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	২৩.০৬ (৯৮.২৫)	০.৪১ (১.৭৫)	২৩.৪৭ (১০০)	১৩.২৮ (৯৮.২৫)	০.২৪ (১.৭৫)	১৩.৫২ (১০০)	৩৬.৩৪ (৯৮.২৫)	০.৬৫ (৯৮.২৫)	৩৬.৯৯ (১০০)
১৯৭৯-৮০	২৮.৯৩ (৯৭.২৪)	০.৮২ (২.৭৬)	২৯.৭৫ (১০০)	১৬.৩ (৯৭.৪৯)	০.৪৬ (২.৭৫)	১৬.৭২ (১০০)	৪৫.১৯ (৯৭.২৫)	১.২৮ (২.৭৫)	৪৬.৪৭ (১০০)
১৯৮০-৮১	৫৭.৭৭ (৯৭.৭৮)	১.৩১ (২.২২)	৫৯.০৮ (১০০)	৩০.২০ (৯৭.৯২)	০.৬৪ (২.০৮)	৩০.৮৪ (১০০)	৮৭.৯২ (৯৭.৭৮)	১.৯৯ (২.২১)	৮৯.৯২ (১০০)
১৯৮১-৮২	৫১.৪৭ (৯৮.৩২)	০.৮৮ (১.৬৮)	৫২.৩৫ (১০০)	২৮.৪৩ (৯৮.৩১)	০.৪৯ (১.৬৯)	২৮.৯২ (১০০)	৭৯.৯ (৯৮.৩১)	১.৩৭ (১.৬৯)	৮১.২৭ (১০০)
১৯৮২-৮৩	৪৯.১৩ (৯৫.৭৫)	২.১৮ (৪.২৫)	৫১.৩১ (১০০)	২৮.০ (৯৫.৭৫)	১.২৪ (৪.২৫)	২৯.২৪ (১০০)	৭৭.১৩ (৯৫.৭৫)	৩.৪২ (৪.২৫)	৮০.৫৫ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	৫৮.১৬ (৯২.৫০)	৪.৭২ (৭.৫০)	৬২.৮৮ (১০০)	৩২.৩৭ (৯২.৫০)	২.৬২ (৭.৫০)	৩৪.৯৯ (১০০)	৯০.৫৩ (৯২.৫০)	৭.৩৪ (৭.৫০)	৯৭.৮৭ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	৬৭.২৮ (৮২.৬৭)	১৪.১০ (১৭.৩৩)	৮১.৩৮ (১০০)	৪০.৭১ (৮২.৬৭)	৮.৫৪ (১৭.৩৩)	৪৯.২৫ (১০০)	১০৭.৯৯ (৮২.৬৭)	২২.৬৪ (১৭.৩৩)	১৩০.৬৩ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	৫৮.৭৪ (৭৭.৮০)	১৬.৭৬ (২২.২০)	৭৫.৫০ (১০০)	৩৬.৭৮ (৭৭.৮০)	১০.৪৯ (২২.২০)	৪৭.২৭ (১০০)	৯৫.৫২ (৭৭.৮০)	২৭.২৫ (২২.২০)	১২২.৭৭ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৫৮.৭৪ (৭২.১০)	২২.৭৩ (২৭.৯০)	৮১.৪৭ (১০০)	৩৯.৩৬ (৭২.১০)	১৫.২৩ (২৭.৯০)	৫৪.৫৯ (১০০)	৯৮.১০ (৭২.১০)	৩৭.৯৬ (২৭.৯০)	১৩৬.০৬ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৫৬.৫৪ (৬৮.৫৯)	২৮.৮৯ (৩৫.০৫)	৮২.৪৩ (১০০)	৩৮.৯২ (৬৬.১৮)	১৯.৮৯ (৩৩.৮২)	৫৮.৮১ (১০০)	৯৫.৪৬ (৬৭.৫৯)	৪৮.৭৮ (৩৪.৫৪)	১৪১.২৪ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	৫২.৩৮ (৬৫.৭৯)	২৭.২৪ (৩৪.২১)	৭৯.৬২ (১০০)	৫১.৮১ (৬৫.৭৫)	২৬.৯৪ (৩৪.১৯)	৭৮.৮ (১০০)	১০৪.১৯ (৬৫.৭৯)	৫৪.১৮ (৩৪.২১)	১৫৮.৩৭ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৫৪.৫২ (৮১.২৫)	১২.৫৮ (১৮.৭৫)	৬৭.১ (১০০)	৬১.৩২ (৮১.২৫)	১৪.১৫ (১৮.৭৫)	৭৫.৪৭ (১০০)	১১৫.৮৪ (৮১.২৫)	২৬.৭৩ (১৮.৭৫)	১৪২.৫৭ (১০০)
১৯৯০-৯১	৭২.২৪ (৯০.৩৩)	৭.৭৩ (৯.৬৭)	৭৯.৯৭ (১০০)	৯০.৪৯ (৯০.৩৩)	৯.৬৮ (৯.৬৬)	১০০.১৮ (১০০)	১৬২.৭৩ (৯০.৩৩)	১৭.৪১ (৯.৬৬)	১৮০.১৫ (১০০)
১৯৯১-৯২	৪৬.২৫ (৮৪.০১)	৮.৮ (১৫.৯৯)	৫৫.০৫ (১০০)	৪৭.৮১ (৮৪.০১)	৯.১০ (১৫.৯৯)	৫৬.৯১ (১০০)	৯৪.০৬ (৮৪.০১)	১৭.৯০ (১৫.৯৯)	১১১.৯৬ (১০০)
১৯৯২-৯৩	৫৩.৯৬ (৮৪.৭০)	৯.৭৫ (১৫.৩০)	৬৩.৭১ (১০০)	৪৯.২৯ (৮৪.৭১)	৮.৯১ (১৫.৩১)	৫৮.১৯ (১০০)	১০৩.২৫ (৮৪.৭)	১৮.৬৬ (১৫.৩১)	১২১.৯০ (১০০)

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৯৩-৯৪	৫৫.৫৪ (৬৬.৭৯)	২৭.৬১ (৩৩.২১)	৮৩.১৫ (১০০)	৫২.২৫ (৬৬.৭৯)	২৫.৯৭ (৩৩.২)	৭৮.২৩ (১০০)	১০৭.৭৯ (৬৬.৭৯)	৫৩.৫৮ (৩৩.২)	১৬১.৩৮ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	৩৯.২১ (৫৬.৯৭)	২৯.৬২ (৪৩.০৩)	৬৮.৮৩ (১০০)	৩৪.৬১ (৫৬.৯৬)	২৬.১৫ (৪৩.০৪)	৬০.৭৬ (১০০)	৭৩.৮২ (৫৬.৯৬)	৫৫.৭৭ (৪৩.০৪)	১২৯.৫৯ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	৬৫.৮৪ (৬৯.৬১)	২৮.৭৫ (৩০.৩৯)	৯৪.৫৯ (১০০)	৫৮.২৫ (৬৯.৬)	২৫.৪৪ (৩০.৪)	৮৩.৬৯ (১০০)	১২৪.০৯ (৬৯.৬)	৫৪.১৯ (৩০.৪)	১৭৮.২৮ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	১০২.৩৯ (৮১.০৪)	২৩.৯৬ (১৮.৯৬)	১২৬.৩৫ (১০০)	৯৯.১০ (৮১.০৭)	২৩.১৪ (১৮.৯৩)	১২২.২৪ (১০০)	২০১.৪৫ (৮১.০৪)	৪৭.১৪ (১৮.৯৬)	২৪৮.৫৯ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	১৪১.৯১ (৮৮.৪৭)	১৮.৫ (১১.৫৩)	১৬০.৪১ (১০০)	১৫৫.৬৯ (৮৮.৪৭)	২০.৩ (১১.৫৪)	১৭৫.৯৮ (১০০)	২৯৭.৬ (৮৮.৪৭)	৩৮.৮ (১১.৫৩)	৩৩৬.৩৯ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	১৪৬.৯২ (৭৮.৪৯)	৪০.২৭ (২১.৫২)	১৮৭.১৯ (১০০)	১৭২.৬২ (৭৮.৪৯)	৪৭.৩১ (২১.৫১)	২১৯.৯৩ (১০০)	৩১৯.৫৪ (৭৮.৪৯)	৮৭.৫৮ (২১.৫১)	৪০৭.১২ (১০০)
১৯৯৯-০০	১৯৪.৭৫ (৭৪.৮৯)	৬৫.৩১ (২৫.১১)	২৬০.০৬ (১০০)	২১০.৬১ (৭৪.৮৯)	৭০.৬৩ (২৫.১১)	২৮১.২৪ (১০০)	৪০৫.৩৬ (৭৪.৮৯)	১৩৫.৯৪ (২৫.১১)	৫৪১.৩ (১০০)
২০০০-০১	২৩৮.৮৫ (৭৬.৩৯)	৭৩.৮১ (২৩.৬১)	৩১২.৬৬ (১০০)	২৪৮.৯৭ (৭৬.৩৯)	৭৬.৯৪ (২৩.৬১)	৩২৫.৯১ (১০০)	৪৮৭.৮২ (৭৬.৩৯)	১৫০.৭৫ (২৩.৬১)	৬৩৮.৫৭ (১০০)
২০০১-০২	১৯৬.৯২ (৭৬.৬৩)	৬০.০৭ (২৩.৩৭)	২৫৬.৯৯ (১০০)	২১৪.৪৬ (৭৬.৬৩)	৬৫.৪২ (২৩.৩৭)	২৭৯.৮৮ (১০০)	৪১১.৩৮ (৭৬.৬৩)	১২৫.৪৯ (২৩.৩৭)	৫৩৬.৮৭ (১০০)
২০০২-০৩	১৮৭.৪৬ (৭৭.৮২)	৫৩.৪৪ (২২.১৮)	২৪০.৯ (১০০)	২১৪.৫২ (৭৭.৮১)	৬১.১৫ (২২.১৮)	২৭৫.৬৮ (১০০)	৪০১.৯৮ (৭৭.৮২)	১১৪.৫৯ (২২.১৮)	৫১৬.৫৮ (১০০)
২০০৩-০৪	১৯৪.০৫ (৭৩.৪৫)	৭০.১৬ (২৬.৫৫)	২৬৪.২১ (১০০)	২৪৪.৬৮ (৭৩.৪৫)	৮৮.৪৭ (২৬.৫৬)	৩৩৩.১৪ (১০০)	৪৩৮.৭৩ (৭৩.৪৫)	১৫৮.৬৩ (২৬.৫৬)	৫৯৭.৩৫ (১০০)
২০০৪-০৫	৩৪৩.৯ (৮২.২৬)	৭৪.১৭ (১৭.৭৪)	৪১৮.০৭ (১০০)	৪৮০.৯৩ (৮২.২৫)	১০৩.৭২ (১৭.৭৪)	৫৮৪.৭ (১০০)	৮২৪.৮৩ (৮২.২৬)	১৭৭.৮৯ (১৭.৭৪)	১,০০২.৭৩ (১০০)
২০০৫-০৬	৩৭৩.০৯ (৭৭.৩৬)	১০৯.১৭ (২২.৬৪)	৪৮২.২৬ (১০০)	৫৩২.৬৩ (৭৭.৩৬)	১৫৫.৮৫ (২২.৬৪)	৬৮৮.৪৯ (১০০)	৯০৫.৭২ (৭৭.৩৬)	২৬৫.০২ (২২.৬৪)	১,১৭০.৭৫ (১০০)
২০০৬-০৭	৩৪৪.১৯ (৮২.৫৯)	৭২.৫৫ (১৭.৪১)	৪১৬.৭৪ (১০০)	৪৯৭.৭৩ (৮২.৫৯)	১০৪.৯১ (১৭.৪১)	৬০২.৬৪ (১০০)	৮৪১.৯২ (৮২.৫৯)	১৭৭.৪৬ (১৭.৪১)	১,০১৯.৩৮ (১০০)
২০০৭-০৮	৪৪৩.৭২ (৯৭.৩৯)	১১.৮৯ (২.৬১)	৪৫৫.৬১ (১০০)	১,০১৫.৭৪ (৯৭.৩৯)	২৭.২২ (২.৬১)	১,০৪২.৯৬ (১০০)	১,৪৫৯.৪৬ (৯৭.৩৯)	৩৯.১১ (২.৬১)	১,৪৯৮.৫৭ (১০০)
২০০৮-০৯	৪৬৬.৮৭ (৯৬.৬৭)	১৬.০৭ (৩.৩৩)	৪৮২.৯৪ (১০০)	১,৩৫৮.৬৮ (৯৬.৬৭)	৪৬.৮ (৩.৩৩)	১,৪০৫.৪৪ (১০০)	১,৮২৫.৫৫ (৯৬.৬৭)	৬২.৮৪ (৩.৩৩)	১,৮৮৮.৩৮ (১০০)
২০০৯-১০	১,০২২.০৭ (৯৮.৩৫)	১৭.১৬ (১.৬৫)	১,০৩৯.২৩ (১০০)	২,৭৯৪.২৬ (৯৮.৩৫)	৪৬.৯১ (১.৬৫)	২,৮৪১.১৮ (১০০)	৩,৮১৬.৩৩ (৯৮.৩৫)	৬৪.০৭ (১.৬৫)	৩,৮৮০.৪১ (১০০)
২০১০-১১	১,১৪৪.৭৬ (৯৮.৫২)	১৭.২ (১.৪৮)	১,১৬১.৯৬ (১০০)	২,৭৮৬.৯৬ (৯৮.৫২)	৪১.৮৭ (১.৪৮)	২,৮২৮.৮৩ (১০০)	৩,৯৩১.৭২ (৯৮.৫২)	৫৯.০৭ (১.৪৮)	৩,৯৯০.৭৯ (১০০)

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০১১-১২	১,৩২১.৬১ (৯৯.৪১)	৭.৮১ (০.৫৯)	১,৩২৯.৪২ (১০০)	৩,০৭৪.৪২ (৯৯.৪১)	১৮.১৭ (০.৫৯)	৩,০৯২.৫৯ (১০০)	৪,৩৯৬.০৩ (৯৯.৪১)	২৫.৯৮ (০.৫৯)	৪,৪২২.০১ (১০০)
২০১২-১৩	১,৪৫৯.৯২ (৯৮.৪৭)	২২.৬৪ (১.৫৩)	১,৪৮২.৫৬ (১০০)	৩,২০০.৯১ (৯৮.৪৭)	৪৯.৬৪ (১.৫৩)	৩,২৫০.৫৪ (১০০)	৪,৬৬০.৮৩ (৯৮.৪৭)	৭২.২৮ (১.৫৩)	৪,৭৩৩.১ (১০০)
২০১৩-১৪	১,৪৪২.১২ (৯৮.৩৪)	২৪.৩ (১.৬৬)	১,৪৬৬.৪২ (১০০)	২,৯৯৮.৮৫ (৯৮.৩৪)	৫০.৫৩ (১.৬৬)	৩,০৪৯.৩৮ (১০০)	৪,৪৪০.৯৭ (৯৮.৩৪)	৭৪.৮৩ (১.৬৬)	৪,৫১৫.৮ (১০০)
২০১৪-১৫	১,৫৬৮.৮১ (৮৯.৮০)	১৭৮.১৯ (১০.২০)	১,৭৪৭.০ (১০০)	২,৯৭৭.৮২ (৮৯.৮)	৩৩৮.২৩ (১০.২)	৩,৩১৬.০৫ (১০০)	৪,৫৪৬.৬৩ (৮৯.৮)	৫১৬.৪২ (১০.২)	৫,০৬৩.০৫ (১০০)
২০১৫-১৬	১,৭৪১.৭৬ (৮৫.১৯)	৩০২.৯১ (১৪.৮১)	২,০৪৪.৬৭ (১০০)	৩,২৬৩.৯৩ (৮৫.১৯)	৫৬৭.৬৩ (১৪.৮১)	৩,৮৩১.৫৭ (১০০)	৫,০০৫.৬৯ (৮৫.১৯)	৮৭০.৫৪ (১৪.৮১)	৫,৮৭৬.২৪ (১০০)
২০১৬-১৭	১,৮৩৮.০৩ (৯৮.৪৯)	২৮.১৪ (১.৫১)	১,৮৬৬.১৭ (১০০)	৩,৫২৩.৩১ (৯৮.৪৯)	৫৩.৯৪ (১.৫১)	৩,৫৭৭.২৫ (১০০)	৫,৩৬১.৩৪ (৯৮.৪৯)	৮২.০৮ (১.৫১)	৫,৪৪৩.৪২ (১০০)
২০১৭-১৮	২,৩৮৮ (৭৩.৩৬)	৮৬৭.০১ (২৬.৬৪)	৩,২৫৫.০১ (১০০)	৩,৬২৮.৩৫ (৭৩.৩৬)	১৩১৭.৩৪ (২৬.৬৪)	৪,৯৪৫.৬৯ (১০০)	৬,০১৬.৩৫ (৭৩.৩৬)	২১৮৪.৩৫ (২৬.৬৪)	৮,২০০.৭০ (১০০)
২০১৮-১৯	১,৯০৩.৮৫ (১০০.০)	০.০৬ (০.০)	১,৯০৩.৯১ (১০০)	৩,০১৯.৮৯ (১০০.০)	০.১ (০.০)	৩,০১৯.৯৮ (১০০)	৪,৯২৩.৭৪ (১০০.০)	০.১৬ (০.০)	৪,৯২৩.৯৪ (১০০)
২০১৯-২০	২,১৬৩.৮৫ (৯৯.৮৯)	২.৪২ (০.১১)	২,১৬৬.২৭ (১০০)	৩,১৭৩.৮২ (৯৯.৮৯)	৩.৫৫ (০.১১)	৩,১৭৭.৩৭ (১০০)	৫,৩৩৭.৬৭ (৯৯.৮৯)	৫.৯৭ (০.১১)	৫,৩৪৩.৬৪ (১০০)
২০২০-২১	২,১২৭.৫১ (৯৫.৫২)	৯৯.৭২ (৪.৪৮)	২,২২৭.২৩ (১০০)	৩,৫০৬.৪ (৯৫.৫২)	১৬৪.৩৫ (৪.৪৮)	৩,৬৭০.৭৫ (১০০)	৫,৬৩৩.৯১ (৯৫.৫২)	২৬৪.০৭ (৪.৪৮)	৫,৮৯৭.৯৮ (১০০)
২০২১-২২	৪,৫৬২.৪৮ (৯৯.০)	৪৬.১১ (১.০)	৪,৬০৮.৫৯ (১০০)	৭,০৪০.৯৪ (৯৯.০)	৭১.১৬ (১.০)	৭,১১২.১ (১০০)	১১,৬০৩.৪২ (৯৯.০)	১১৭.২৭ (১.০)	১১,৭২০.৬৯ (১০০)
মোট	২৯,০৬৩.৫১ (৯১.৯৩)	২,৫৫০.৩৩ (৮.০৭)	৩১,৬১৩.৮৪ (১০০)	৫১,২২১.৫৫ (৯৩.০৫)	৩,৮২৩.২২ (৬.৯৫)	৫৫,০৪৪.৭৭ (১০০)	৮০,২৮৫.০৬ (৯২.৬৫)	৬,৩৭৩.৫৫ (৭.৩৫)	৮৬,৬৫৮.৬১ (১০০)

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পদায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভান বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from [https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-](https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh)

in-budget-how-the-economy-has grown ; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S. N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ২৪:** জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে আদিবাসী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭২-৭৩	১২.৭৭ (৯৭.৪১)	০.৩৪ (২.৫৯)	১৩.১১ (১০০)	৭.১৭ (৯৭.০২)	০.২২ (২.৯৮)	৭.৩৯ (১০০)	১৯.৯৪ (৯৭.২৭)	০.৫৬ (২.৭৩)	২০.৫ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	২৯.৮৭ (৯৭.৫২)	০.৭৬ (২.৪৮)	৩০.৬৩ (১০০)	২৬.৯৪ (৯৭.৬৪)	০.৬৫ (২.৩৬)	২৭.৫৯ (১০০)	৫৬.৮০ (৯৭.৫৬)	১.৪১ (২.৪২)	৫৮.২২ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	১৫.১৪ (৮৪.৮২)	২.৭১ (১৫.১৮)	১৭.৮৫ (১০০)	১৬.১৫ (৮৪.৭৮)	২.৯০ (১৫.২২)	১৯.০৫ (১০০)	৩১.২৯ (৮৪.৭৭)	৫.৬২ (১৫.২৩)	৩৬.৯১ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	৪৫.৩৭ (৯৮.৮৭)	০.৫২ (১.১৩)	৪৫.৮৯ (১০০)	২৮.৬৫ (৯৮.৭৯)	০.৩৫ (১.২১)	২৯.০ (১০০)	৭৪.০২ (৯৮.৮৪)	০.৮৬ (১.১৫)	৭৪.৮৯ (১০০)

অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭৬-৭৭	১০৫.২৯ (৯৪.৭১)	৫.৮৯ (৫.৩০)	১১১.১৭ (১০০)	৬৬.০৮ (৯৪.৪৪)	৩.৮৯ (৫.৫৬)	৬৯.৯৭ (১০০)	১৭১.৪২ (৯৪.৬৯)	৯.৬১ (৫.৩১)	১৮১.০৩ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	১১৯.২৯ (৯৬.৬০)	৪.২০ (৩.৪০)	১২৩.৪৯ (১০০)	৭২.৮১ (৯৬.৬০)	২.৫৬ (৩.৪০)	৭৫.৩৭ (১০০)	১৯২.১০ (৯৬.৬০)	৬.৭৬ (৩.৪০)	১৯৮.৮৬ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	১২৭.২১ (৯৮.২৫)	২.২৭ (১.৭৫)	১২৯.৪৮ (১০০)	৭৩.২৭ (৯৮.২৫)	১.৩১ (১.৭৫)	৭৪.৫৮ (১০০)	২০০.৪৯ (৯৮.২৫)	৩.৫৭ (১.৭৫)	২০৪.০৬ (১০০)
১৯৭৯-৮০	১৬৮.৬৯ (৯৭.২৪)	৪.৭৮ (২.৭৬)	১৭৩.৪৭ (১০০)	৯৫.০৪ (৯৭.৪৯)	২.৬৮ (২.৭৫)	৯৭.৭২ (১০০)	২৬৩.৫০ (৯৭.২৫)	৭.৪৬ (২.৭৫)	২৭০.৯৬ (১০০)
১৯৮০-৮১	২৭৯.৭৪ (৯৭.৭৮)	৬.৩৪ (২.২২)	২৮৬.০৮ (১০০)	১৪৬.২৪ (৯৭.৯২)	৩.২৯ (২.২০)	১৪৯.৫৩ (১০০)	৪২৫.৭৩ (৯৭.৭৭)	৯.৬৪ (২.২১)	৪৩৫.৪২ (১০০)
১৯৮১-৮২	২০০.২১ (৯৮.৩২)	৩.৪২ (১.৬৮)	২০৩.৬৪ (১০০)	১১০.৫৯ (৯৮.৩০)	১.৯১ (১.৭০)	১১২.৫০ (১০০)	৩১০.৮০ (৯৮.৩১)	৫.৩৩ (১.৬৯)	৩১৬.১৩ (১০০)
১৯৮২-৮৩	১৭৩.০৭ (৯৫.৭৫)	৭.৬৮ (৪.২৫)	১৮০.৭৫ (১০০)	৯৮.৬২ (৯৫.৭৫)	৪.৩৮ (৪.২৫)	১০৩.০ (১০০)	২৭১.৬৯ (৯৫.৭৫)	১২.০৬ (৪.২৫)	২৮৩.৭৫ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	১৯৯.৩০ (৯২.৫০)	১৬.১৬ (৭.৫০)	২১৫.৪৬ (১০০)	১১০.৮৯ (৯২.৫০)	৮.৯৯ (৭.৫০)	১১৯.৮৮ (১০০)	৩১০.১৯ (৯২.৫০)	২৫.১৫ (৭.৫০)	৩৩৫.৩৪ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	২০৭.৪৪ (৮২.৬৭)	৪৩.৪৯ (১৭.৩৩)	২৫০.৯৩ (১০০)	১২৫.৫৩ (৮২.৬৭)	২৬.৩১ (১৭.৩৩)	১৫১.৮৪ (১০০)	৩৩২.৯৭ (৮২.৬৭)	৬৯.৮০ (১৭.৩৩)	৪০২.৭৭ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	১৬৭.৩৫ (৭৭.৮০)	৪৭.৭৫ (২২.২০)	২১৫.১ (১০০)	১০৪.৭৭ (৭৭.৮০)	২৯.৯০ (২২.২০)	১৩৪.৬৭ (১০০)	২৭২.১৩ (৭৭.৮০)	৭৭.৬৫ (২২.২০)	৩৪৯.৭৮ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	১৬৩.৫৭ (৭২.১০)	৬৩.৩০ (২৭.৯০)	২২৬.৮৭ (১০০)	১০৯.৬০ (৭২.১০)	৪২.৪১ (২৭.৯০)	১৫২.০১ (১০০)	২৭৩.১৭ (৭২.১০)	১০৫.৭১ (২৭.৯০)	৩৭৮.৮৮ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	১৫৪.৯৪ (৬৮.৫৯)	৭৯.১৭ (৩৫.০৫)	২২৫.১১ (১০০)	১০৬.৬৫ (৬৬.১৮)	৫৪.৫১ (৩৩.৮২)	১৬১.১৬ (১০০)	২৬১.৫৯ (৬৭.৫৯)	১৩৩.৬৭ (৩৪.৫৪)	৩৯৫.২৬ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	১৩৯.৭২ (৬৫.৭৮)	৭২.৬৬ (৩৪.২১)	২১২.৩৮ (১০০)	১৩৮.২০ (৬৫.৭৫)	৭১.৮৬ (৩৪.১৯)	২১০.০৬ (১০০)	২৭৭.৯৩ (৬৫.৭৯)	১৪৪.৫২ (৩৪.২১)	৪২২.৪৫ (১০০)
১৯৮৯-৯০	১৫২.৪১ (৮১.২৫)	৩৫.১৭ (১৮.৭৫)	১৮৭.৫৮ (১০০)	১৭১.৪২ (৮১.২৫)	৩৯.৫৬ (১৮.৭৫)	২১০.৯৭ (১০০)	৩২৩.৮৩ (৮১.২৫)	৭৪.৭২ (১৮.৭৫)	৩৯৮.৫৫ (১০০)
১৯৯০-৯১	১৭৪.৩১ (৯০.৩৩)	১৮.৬৫ (৯.৬৭)	১৯২.৯৬ (১০০)	২১৮.৩৫ (৯০.৩৩)	২৩.৩৬ (৯.৬৬)	২৪১.৭১ (১০০)	৩৯২.৬৬ (৯০.৩৩)	৪২.০১ (৯.৬৬)	৪৩৪.৬৭ (১০০)
১৯৯১-৯২	১০২.৪০ (৮৪.০১)	১৯.৪৮ (১৫.৯৮)	১২১.৮৮ (১০০)	১০৫.৮৬ (৮৪.০১)	২০.১৫ (১৫.৯৯)	১২৬.০১ (১০০)	২০৮.২৬ (৮৪.০১)	৩৯.৬৩ (১৫.৯৯)	২৪৭.৮৯ (১০০)
১৯৯২-৯৩	১১৭.০৭ (৮৪.৭)	২১.১৫ (১৫.৩)	১৩৮.২২ (১০০)	১০৬.৯৪ (৮৪.৭)	১৯.৩৩ (১৫.৩১)	১২৬.২৫ (১০০)	২২৪.০ (৮৪.৭০)	৪০.৪৮ (১৫.৩১)	২৬৬.৭৩ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	১১৯.৩০ (৬৬.৮০)	৫৯.৩০ (৩৩.২০)	১৭৮.৬০ (১০০)	১১২.২৩ (৬৬.৭৯)	৫৫.৭৮ (৩৩.২)	১৬৮.০৩ (১০০)	২৩১.৫২ (৬৬.৭৯)	১১৫.০৯ (৩৩.২)	৩৪৬.৬৩ (১০০)



অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৯৪-৯৫	৮৪.৫৪ (৫৬.৯৭)	৬৩.৮৬ (৪৩.০৩)	১৪৮.৪০ (১০০)	৭৪.৬২ (৫৬.৯৬)	৫৬.৩৮ (৪৩.০৪)	১৩১.০ (১০০)	১৫৯.১৬ (৫৬.৯৬)	১২০.২৪ (৪৩.০৪)	২৭৯.৪ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	১৩৬.৩৩ (৬৯.৬১)	৫৯.৫৩ (৩০.৩৯)	১৯৫.৮৬ (১০০)	১২০.৬১ (৬৯.৬)	৫২.৬৮ (৩০.৪)	১৭৩.২৯ (১০০)	২৫৬.৯৪ (৬৯.৬০)	১১২.২১ (৩০.৪)	৩৬৯.১৫ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	২০২.৭৬ (৮১.০৪)	৪৭.৪৫ (১৮.৯৬)	২৫০.২০ (১০০)	১৯৬.২৪ (৮১.০৭)	৪৫.৯০ (১৮.৯৬)	২৪২.০৭ (১০০)	৩৯৮.৯২ (৮১.০৪)	৯৩.৩৫ (১৮.৯৬)	৪৯২.২৭ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	২৬৫.১৮ (৮৮.৪৭)	৩৪.৫৭ (১১.৫৩)	২৯৯.৭৫ (১০০)	২৯০.৯৩ (৮৮.৪৭)	৩৭.৯৩ (১১.৫৩)	৩২৮.৮৫ (১০০)	৫৫৬.১২ (৮৮.৪৭)	৭২.৫০ (১১.৫৩)	৬২৮.৬ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	২৬২.০৬ (৭৮.৪৯)	৭১.৮৩ (২১.৫১)	৩৩৩.৮৮ (১০০)	৩০৭.৯০ (৭৮.৪৯)	৮৪.৩৯ (২১.৫১)	৩৯২.২৮ (১০০)	৫৬৯.৯৫ (৭৮.৪৯)	১৫৬.২১ (২১.৫১)	৭২৬.১৬ (১০০)
১৯৯৯-০০	৩৩০.২৯ (৭৪.৮৯)	১১০.৭৬ (২৫.১১)	৪৪১.০৫ (১০০)	৩৫৭.১৯ (৭৪.৮৯)	১১৯.৭৯ (২৫.১১)	৪৭৬.৯৭ (১০০)	৬৮৭.৪৭ (৭৪.৮৯)	২৩০.৫৫ (২৫.১১)	৯১৮.০২ (১০০)
২০০০-০১	৩৬৪.৫৭ (৭৬.৩৯)	১১২.৬৬ (২৩.৬১)	৪৭৭.২৪ (১০০)	৩৮০.০২ (৭৬.৩৯)	১১৭.৪৪ (২৩.৬১)	৪৯৭.৪৬ (১০০)	৭৪৪.৬০ (৭৬.৩৯)	২৩০.১০ (২৩.৬১)	৯৭৪.৭ (১০০)
২০০১-০২	২৯৫.৮৬ (৭৬.৬৩)	৯০.২৫ (২৩.৩৭)	৩৮৬.১১ (১০০)	৩২২.২১ (৭৬.৬৩)	৯৮.২৯ (২৩.৩৭)	৪২০.৫০ (১০০)	৬১৮.০৭ (৭৬.৬৩)	১৮৮.৫৪ (২৩.৩৭)	৮০৬.৬১ (১০০)
২০০২-০৩	২৮১.৬৭ (৭৭.৮২)	৮০.৩০ (২২.১৮)	৩৬১.৯৭ (১০০)	৩২২.৩৩ (৭৭.৮১)	৯১.৮৮ (২২.১৮)	৪১৪.২৩ (১০০)	৬০৪.০ (৭৭.৮২)	১৭২.১৮ (২২.১৮)	৭৭৬.১৯ (১০০)
২০০৩-০৪	২৮৪.১১ (৭৩.৪৫)	১০২.৭২ (২৬.৫৫)	৩৮৬.৮৩ (১০০)	৩৫৮.২৪ (৭৩.৪৫)	১২৯.৫৩ (২৬.৫৬)	৪৮৭.৭৫ (১০০)	৬৪২.৩৫ (৭৩.৪৫)	২৩২.২৫ (২৬.৫৬)	৮৭৪.৫৮ (১০০)
২০০৪-০৫	৪৮২.৬৪ (৮২.২৬)	১০৪.০৯ (১৭.৭৪)	৫৮৬.৭৪ (১০০)	৬৭৪.৯৬ (৮২.২৫)	১৪৫.৫৬ (১৭.৭৪)	৮২০.৫২ (১০০)	১,১৫৭.৬০ (৮২.২৬)	২৪৯.৬৬ (১৭.৭৪)	১,৪০৭.২৭ (১০০)
২০০৫-০৬	৪৭৯.০৮ (৭৭.৩৬)	১৪০.১৮ (২২.৬৪)	৬১৯.২৭ (১০০)	৬৮৩.৯৫ (৭৭.৩৬)	২০০.১৩ (২২.৬৪)	৮৮৪.০৯ (১০০)	১,১৬৩.০৩ (৭৭.৩৬)	৩৪০.৩১ (২২.৬৪)	১,৫০৩.৩৬ (১০০)
২০০৬-০৭	৪২৯.৮১ (৮২.৫৯)	৯০.৬০ (১৭.৪১)	৫২০.৪১ (১০০)	৬২১.৫৫ (৮২.৫৯)	১৩১.০১ (১৭.৪১)	৭৫২.৫৬ (১০০)	১,০৫১.৩৬ (৮২.৫৯)	২২১.৬১ (১৭.৪১)	১,২৭৩.৯৭ (১০০)
২০০৭-০৮	৫৫৭.৭৩ (৯৭.৩৯)	১৪.৯৫ (২.৬১)	৫৭২.৬৮ (১০০)	১,২৭৬.৭৪ (৯৭.৩৯)	৩৪.২১ (২.৬১)	১,৩১০.৯৫ (১০০)	১,৮৩৪.৪৭ (৯৭.৩৯)	৪৯.১৬ (২.৬১)	১,৮৮৩.৬৩ (১০০)
২০০৮-০৯	৫৮৫.১৯ (৯৬.৬৭)	২০.১৪ (৩.৩৩)	৬০৫.৩৩ (১০০)	১,৭০৩.০২ (৯৬.৬৭)	৫৮.৬৬ (৩.৩৩)	১,৭৬১.৬৩ (১০০)	২,২৮৮.২১ (৯৬.৬৭)	৭৮.৭৭ (৩.৩৩)	২,৩৬৬.৯৬ (১০০)
২০০৯-১০	১,২৭৪.০৪ (৯৮.৩৫)	২১.৩৯ (১.৬৫)	১,২৯৫.৪৩ (১০০)	৩,৪৮৩.১৩ (৯৮.৩৫)	৫৮.৪৭ (১.৬৫)	৩,৫৪১.৬২ (১০০)	৪,৭৫৭.১৮ (৯৮.৩৫)	৭৯.৮৭ (১.৬৫)	৪,৮৩৭.০৫ (১০০)
২০১০-১১	১,৩৮৬.২৫ (৯৮.৫২)	২০.৮৩ (১.৪৮)	১,৪০৭.০৮ (১০০)	৩,৩৭৪.৮৮ (৯৮.৫২)	৫০.৭০ (১.৪৮)	৩,৪২৫.৫৮ (১০০)	৪,৭৬১.১৪ (৯৮.৫২)	৭১.৫৩ (১.৪৮)	৪,৮৩২.৬৭ (১০০)
২০১১-১২	১,৪৩৮.৯০ (৯৯.৪১)	৮.৫০ (০.৫৯)	১,৪৪৭.৪০ (১০০)	৩,৩৪৭.২৬ (৯৯.৪১)	১৯.৭৮ (০.৫৯)	৩,৩৬৭.০৫ (১০০)	৪,৭৮৬.১৬ (৯৯.৪১)	২৮.২৯ (০.৫৯)	৪,৮১৪.৪৫ (১০০)



অর্থবছর	আদিবাসী মানুষ								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
২০১২-১৩	১,৫৭৫.০৫ (৯৮.৪৭)	২৪.৪৩ (১.৫৩)	১,৫৯৯.৪৮ (১০০)	৩,৪৫৩.৩৪ (৯৮.৪৭)	৫৩.৫৫ (১.৫৩)	৩,৫০৬.৮৯ (১০০)	৫,০২৮.৪০ (৯৮.৪৭)	৭৭.৯৮ (১.৫৩)	৫,১০৬.৩৭ (১০০)
২০১৩-১৪	১,৬০০.২১ (৯৮.৩৪)	২৬.৯৬ (১.৬৬)	১,৬২৭.১৭ (১০০)	৩,৩২৭.৫৯ (৯৮.৩৪)	৫৬.০৭ (১.৬৬)	৩,৩৮৩.৬৬ (১০০)	৪,৯২৭.৮০ (৯৮.৩৪)	৮৩.০৩ (১.৬৬)	৫,০১০.৮৩ (১০০)
২০১৪-১৫	১,৭৪১.৮০ (৮৯.৮০)	১৯৭.৮৪ (১০.২০)	১,৯৩৯.৬৪ (১০০)	৩,৩০৬.১৮ (৮৯.৮০)	৩৭৫.৫৩ (১০.২০)	৩,৬৮১.৭১ (১০০)	৫,০৪৭.৯৮ (৮৯.৮০)	৫৭৩.৩৭ (১০.২০)	৫,৬২১.৩৫ (১০০)
২০১৫-১৬	১,৯১৯.১৫ (৮৫.১৯)	৩৩৩.৭৬ (১৪.৮১)	২,২৫২.৯১ (১০০)	৩,৫৯৬.৩৫ (৮৫.১৯)	৬২৫.৪৪ (১৪.৮১)	৪,২২১.৮০ (১০০)	৫,৫১৫.৫০ (৮৫.১৯)	৯৫৯.২০ (১৪.৮১)	৬,৪৭৪.৭২ (১০০)
২০১৬-১৭	২,০০৩.১০ (৯৮.৪৯)	৩০.৬৭ (১.৫১)	২,০৩৩.৭৭ (১০০)	৩,৮৩৯.৭৪ (৯৮.৪৯)	৫৮.৭৮ (১.৫১)	৩,৮৯৮.৫৩ (১০০)	৫,৮৪২.৮৫ (৯৮.৪৯)	৮৯.৪৫ (১.৫১)	৫,৯৩২.৩ (১০০)
২০১৭-১৮	২,৫০৮.১৯ (৭৩.৩৬)	৯১০.৬৫ (২৬.৬৪)	৩,৪১৮.৮৩ (১০০)	৩,৮১০.৯৬ (৭৩.৩৬)	১৩৮৩.৬৪ (২৬.৬৪)	৫,১৯৪.৬০ (১০০)	৬,৩১৯.১৫ (৭৩.৩৬)	২,২৯৪.২৯ (২৬.৬৪)	৮,৬১৩.৪৩ (১০০)
২০১৮-১৯	১,৯৫৩.৯২ (১০০.০)	০.০৬ (০.০)	১,৯৫৩.৯৮ (১০০.০)	৩,০৯৯.৩১ (১০০.০)	০.১০ (০.০)	৩,০৯৯.৪১ (১০০.০)	৫,০৫৩.২৩ (১০০.০)	০.১৬ (০.০)	৫,০৫৩.৩৯ (১০০.০)
২০১৯-২০	২,১৯৬.৭১ (৯৯.৮৯)	২.৪৬ (০.১১)	২,১৯৯.১৭ (১০০)	৩,২২২.০২ (৯৯.৮৯)	৩.৬০ (০.১১)	৩,২২৫.৬২ (১০০)	৫,৪১৮.৭৩ (৯৯.৮৯)	৬.০৬ (০.১১)	৫,৪২৪.৭৯ (১০০)
২০২০-২১	২,১৫৫.৮২ (৯৫.৫২)	১০১.২৩ (৪.৪৮)	২,২৬১.০৫ (১০০)	৩,৫৫৯.৬৪ (৯৫.৫২)	১৬৬.৮৫ (৪.৪৮)	৩,৭২৬.৪৯ (১০০)	৫,৭১৯.৪৬ (৯৫.৫২)	২৬৮.০৮ (৪.৪৮)	৫,৯৮৭.৫৪ (১০০)
২০২১-২২	৪,৫৬২.৪৮ (৯৯.০)	৪৬.১১ (১.০)	৪,৬০৮.৫৯ (১০০)	৭,০৪০.৯৪ (৯৯.০)	৭১.১৬ (১.০)	৭,১১২.১০ (১০০)	১১,৬০৩.৪২ (৯৯.০)	১১৭.২৭ (১.০)	১১,৭২০.৬৯ (১০০)
মোট	৩৪,৩৩৫.৯১ (৯১.০৩)	৩,৩৮৩.৯৮ (৮.৯৭)	৩৭,৭১৯.৮৯ (১০০)	৫৮,৩০৩.৮৬ (৯২.৪৮)	৪,৭৪৩.৭৬ (৭.৫২)	৬৩,০৪৭.৬২ (১০০)	৯২,৬৩৯.২৯ (৯১.৯৩)	৮,১২৭.৫৩ (৮.০৭)	১,০০,৭৬৬.৮২ (১০০)

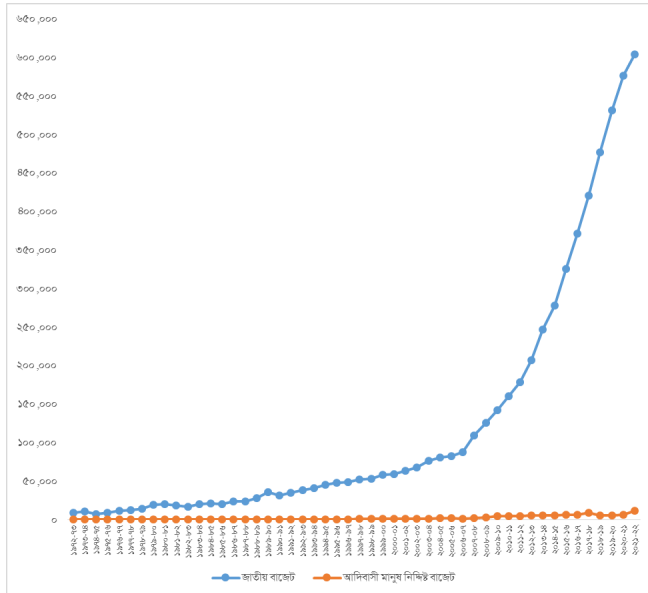
**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পদায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S. N.

& Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪.৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫.৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত—অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১১: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেট এবং আদিবাসী মানুষ উদ্দিষ্ট বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজারমূল্যে)



রাষ্ট্রীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের স্থান-অবস্থান নিয়ে আমরা যা পেলাম তা এ রকম: বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩ থেকে ২০২১/২২ অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারি বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি, যার মধ্যে ৫,৭২৬টি (৫.৩৭%) কোনো না কোনোভাবে আদিবাসী মানুষউদ্দিষ্ট। আর আদিবাসী মানুষসংশ্লিষ্ট এসব প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ বছরের মোট সরকারি বাজেটে বরাদ্দের মাত্র ১.৬৭%, যেখানে তারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৯৪%। বিষয়টি যেভাবে দেখা সঙ্গত ও সম্ভব তা হলো নিম্নরূপ:

**প্রথমত:** আদিবাসী মানুষ দেশের জনসংখ্যার ২.৯৪% অথচ বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ (মোট বরাদ্দের) ১.৬৭%। আদিবাসী মানুষের প্রতি বাজেট বরাদ্দ যে বৈষম্যমূলক এটা তাই-ই নির্দেশ করে। তবে একটি ছোট জনসংখ্যায় (বড় জনসংখ্যার তুলনায়) বাজেটীয় এই বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য চিত্র দেখায় না। এমনকি ছোট জনসংখ্যায় বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি হার যদি বড় জনসংখ্যায় ওই হারের চেয়ে একটু বেশিও হয় তাহলেও বৈষম্য চিত্রে তেমন হেরফের হয় না (গত ৫০ বছরে দেশের মোট বাজেটের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৭.৯৭% আর আদিবাসীদের জন্য তা ৮.৩৭%) (দেখুন সারণি ৮)। এসবের মূল কারণ ছোট জনসংখ্যায় স্বল্প বরাদ্দও বড় জনসংখ্যায় অনেক বেশি বরাদ্দের তুলনায় অনুকূল অবস্থা দেখাতে সক্ষম।

**দ্বিতীয়ত:** আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চনা ও শোষণের লক্ষ্যবস্তু। সেটাই যদি হয় তাহলে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন—রাষ্ট্রের বাজেটের নিরিখে এই “বঞ্চনার মাত্রা” অথবা (একই কথা) “শোষণের মাত্রা” কত? যেহেতু রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্য নিয়ে আগে তেমনটি ভাবা হয়নি, সেহেতু সংশ্লিষ্ট বঞ্চনামাত্রা এবং শোষণমাত্রা নিরূপণের হিসেব পদ্ধতিটা সহজে বলা দরকার। এ প্রসঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের কথা হলো এ রকম: আদর্শ অবস্থায় তখনই বলা যেতে পারে যে বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয় না/হচ্ছে না, যখন বাজেটে তারা (আদিবাসী মানুষ) তাদের জনসংখ্যার সমানুপাতিক বরাদ্দ পান (allocation directly proportional to population size)। এটাকে আদর্শ অবস্থা ধরে নিলে, এ অবস্থা থেকে বরাদ্দ মান যত পেছনে থাকবে বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণ-এর মান হবে ঠিক ততটুকু। বাজেট বরাদ্দের নিরিখে আদিবাসী মানুষের বৈষম্য অবস্থা (মান/মাত্রা) আমরা দুই পদ্ধতিতে নিরূপণের চেষ্টা করেছি: প্রথম পদ্ধতিতে বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় বরাদ্দ বিবেচনা করে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শুধু উন্নয়ন বরাদ্দ বিবেচনা করে (অনুন্নয়ন বরাদ্দ বাদ দিয়ে)। এসব হিসেবপত্রের নিচের বক্সে দেখানো হলো।

$$\begin{aligned}
 & \text{হিসেব পদ্ধতি ১: উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বরাদ্দসহ} \\
 & \text{রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে} \\
 & \text{আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা-} \\
 & \text{বৈষম্য-শোষণমাত্রা} \\
 & \text{(পদ্ধতি ১)} = \left[ \frac{\text{(জনসংখ্যা অনুপাতে) আদিবাসী মানুষের যতটুকু পাবার} \\
 & \text{কথা তাই-ই পেয়েছে (আদর্শ অবস্থা)}}{\text{আদিবাসী মানুষ যে বরাদ্দ পেয়েছে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে)}} \times 100\% \right] - 100 \\
 & = \left[ \frac{6035913 \times 0.0298}{100958.95} \times 100\% \right] - 100 \\
 & = 96.12\%
 \end{aligned}$$

হিসেব পদ্ধতি ২: শুধু উন্নয়ন বরাদ্দ বিবেচনায় (অনুন্নয়ন বরাদ্দ বাদে)

$$\begin{aligned}
 &\text{রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে} \\
 &\text{আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা-} \\
 &\text{বৈষম্য-শোষণমাত্রা} \\
 &\text{(পদ্ধতি ২)} \\
 &= \left[ \frac{\text{(জনসংখ্যা অনুপাতে) আদিবাসী মানুষের যতটুকু পাবার} \\
 &\quad \text{কথা তাই-ই পেয়েছে (আদর্শ অবস্থা)}}{\text{আদিবাসী মানুষ উন্নয়ন বরাদ্দ হিসেবে যা পেয়েছে}} \times 100\% \right] - 100 \\
 &= \left[ \frac{6035913 \times 0.0298}{39280} \times 100\% \right] - 100 \\
 &= 396\%
 \end{aligned}$$

আমাদের হিসেবপত্র বলছে যে বিগত ৫০ বছরের বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে আদিবাসী মানুষের প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা (অর্থাৎ যা হলে বলা যেত যে বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষ বঞ্চিত না) ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা, কিন্তু তাদের জন্য মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৭৫৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে উন্নয়ন বরাদ্দ মাত্র ৩৭ হাজার ২৮০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট বাজেট বরাদ্দে ৫০ বছরে তাদের বঞ্চিত হিস্যার পরিমাণ ৭৬ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা অথবা বর্তমান বাজারমূল্যে বছরে ১ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা)। জনসংখ্যাভিত্তিক এ হিসেবে জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের “বৈষম্য-বঞ্চনামাত্রা” অথবা একই কথা “শোষণমাত্রা” দাঁড়ায় ৭৬.১২%। এ হিসেব প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রশ্নবিদ্ধ এ হিসেব আমলে নিলেও বলা যায় যে জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে আদিবাসী মানুষকে তার আদর্শ হিস্যার মাত্র ৫৭% দেয়া হয়েছে; আর বাদবাকি ৪৩% দেয়া হয়নি।

**তৃতীয়ত:** উপরে দেখালাম যে জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষের প্রতি “বৈষম্য-বঞ্চনামাত্রা” অথবা “শোষণমাত্রা” ৭৬.১২%। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন হলো এই “বৈষম্যমাত্রা”, “বঞ্চনামাত্রা”, “শোষণমাত্রা” “পরিবারিক কৃষির” ক্ষেত্রে ৪০৩.৩৫% আর গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে ২৩১.৯৫%; অথচ “আদিবাসী মানুষের” ক্ষেত্রে তা ৭৬.১২%— শেষোক্তটা কি যৌক্তিক? আসলে আদিবাসী মানুষের নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের বিচারে শেষের হিসেবটি প্রকৃত সত্যের অবমূল্যায়িত রূপমাত্র (underestimated form/suffers from underestimation)। কারণটি আগেই বলেছি যে স্বল্প জনসংখ্যায় স্বল্প বাজেট বরাদ্দ বড় জনসংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বড় বরাদ্দের তুলনায় পাটিগাণিতিকভাবে তুলনামূলক ভালো অবস্থা দেখাতে সক্ষম। আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দে যে সেটাই ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে যদি আমরা হিসেবটা অন্যভাবে করি। আসলে আদিবাসী মানুষের জন্য যে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৬৩%-ই অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ, যার সাথে আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নয়নের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আর সে কারণেই আমরা আদিবাসী মানুষের জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বিবেচনা করে দেখছি যে “বাজেট বঞ্চনা” বা “বাজেট বৈষম্যমাত্রা” দাঁড়ায় ৭৬.১২% নয় ৩৭৬% (দেখুন, হিসেব পদ্ধতি ২)। অন্যভাবে বলা যায় যে জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে আদিবাসী মানুষকে

(উন্নয়নবাজেট বরাদ্দের নিরিখে) দেয়া হয়েছে তার প্রাপ্য আদর্শ হিস্যার মাত্র ২১%; আর বাদবাকি ৭৯% দেয়া হয়নি। তাহলে প্রশ্ন—আদিবাসী মানুষদের জন্য বাজেটে কী পরিমাণ বরাদ্দ দিলে তা তুলনামূলক ন্যায্য বলে বিবেচনা করা যাবে? (এ প্রশ্নে পরে আসছি)।

**চতুর্থত:** জনসংখ্যা অনুপাতে রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দের (উন্নয়ন বরাদ্দের) নিরিখে আদিবাসী মানুষের ‘বঞ্চনা-বৈষম্য-শোষণমাত্রা’ ৩৭৬%ই যদি হয়, তাহলে সমপরিমাণ অর্থ—৫০ বছরে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা (২০২১-২২ এর বাজারমূল্যে) গেল কোথায়? তা যেখানেই যাক আদিবাসী মানুষের কাছে যায়নি। তা গেছে রাষ্ট্রীয় বাজেট যে শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত তাদের কাছে। আর এসব হয়েছে আদিবাসী মানুষের সম্মতি ছাড়াই। তা আত্মসাৎ হয়েছে। আর আত্মসাৎকৃত ওই অর্থ-সম্পদ প্রবাহিত হয়েছে সেই আর্থসামাজিক সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে যে সিস্টেমে রাষ্ট্র বাজেটযন্ত্র ব্যবহার করে আদিবাসী মানুষকে চিরন্তন বৈষম্য-বঞ্চনার পরিবেশে থাকতে বাধ্য করতে সক্ষম। বিষয়টি কাঠামোগত, সিস্টেমগত। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদনকারী-পুনরুৎপাদনকারী চলমান এই সিস্টেমের কাজই হলো আদিবাসী মানুষকে নিরন্তর অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত রাখা; এবং এমনভাবে কাজটা করা যেন আদিবাসী মানুষ বুঝতেই না পারে—কী দিয়ে কী হয়ে গেল।

### ১৩.৩ কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত?

#### কী হলে বলব অ-জনগণকৃত আদিবাসী মানুষের জনগণকরণ হচ্ছে/হয়েছে?

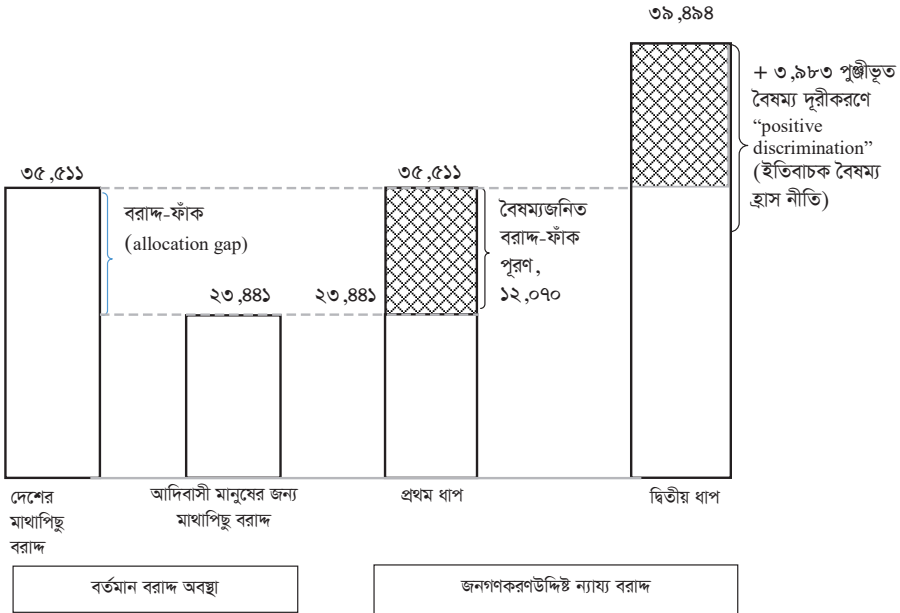
শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণের লক্ষ্যবস্তু হবে—এসব ধ্রুবসত্য। এক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষ পাহাড়ের নাকি সমতলের, খ্রিষ্টান নাকি বৌদ্ধ নাকি হিন্দু নাকি মুসলমান—এসব গৌণ বিষয়। তাদের ‘জনগণ’ না করে ‘প্রজা’ বানিয়ে রাখা হবে—এটাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অমোঘ সূত্র। আর অন্যান্য “প্রজাসম” গোষ্ঠীর মতোই আদিবাসী মানুষকে অ-জনগণ বানিয়ে রাখার অব্যাহত প্রয়াস হিসেবেই তাদের “অজ্ঞতার ঘোমটা”য় (veils of ignorance) জড়িয়ে রাখা হবে। আবার কখনও ঘোমটা খুলে বেরুতে চাইলে তা দমন করা হবে। এসব কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রাংশই ব্যবহার করা হবে। আর এসব যন্ত্রাদি কার্যকর রাখতেই ব্যবহৃত হবে বাজেটের আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ থেকে শুরু করে আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-জঙ্গল দখলের নিরন্তর কর্মকাণ্ড।

শুরুতেই বলেছি—প্রান্তিকতার (marginalization) যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য এবং উন্নয়নের যেকোনো মানদণ্ডেই এ দেশের আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার। আর এসব কারণেই আদিবাসী মানুষের প্রান্তিকতা, বৈষম্য, বঞ্চনা নিরসনে (অন্তত হ্রাসে) বাজেটে যে কাজটি করা ন্যায়সঙ্গত তা হলো—তাদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হওয়া উচিত মাথাপিছু জাতীয় বরাদ্দের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি এবং সেটাই করা উচিত আগামী দশ বছরব্যাপী। আর সেক্ষেত্রে (হিসেবের সুবিধার জন্য) গত অর্থবছরের (২০২১-২২) কথাও যদি ধরি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেশে যখন মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫,৫১১ টাকা, ঠিক একই সময়ে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে) ছিল ২৩,৪৪০ টাকা (মোট বরাদ্দ ছিল ১১,৭২০ কোটি টাকা)।

গত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) আমরা আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক অর্থে কয়েক ধরনের রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি দেখেছি। যেমন ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, নির্বাচনী গণতন্ত্রসহ বিভিন্ন মিশ্র পদ্ধতি। তবে রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতিবিশেষে জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখছি না। গত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের হিস্যার রেঞ্জ (বিস্তৃতি) ছিল ০.২৩% থেকে ৩.৪১% (গড় ১.৫১%)। জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ প্যাটার্ন (কাঠামো) থেকে যে উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় তা হলো এ রকম: শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আদিবাসী মানুষের প্রতি বাজেটের বৈষম্য সূত্রবদ্ধ একটি বিষয়।

আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দ বরাবরই (অন্তত গত ৫০ বছরের তথ্য যা দেখায়) অতি বৈষম্যমূলক এবং অন্যায়। বাজেটীয় এই অন্যায় অবস্থা থেকে আদিবাসী মানুষকে ন্যায়্য অবস্থানে আনতে হবে। এ জন্য সোজাসাপ্টা যা দরকার তা হলো: **প্রথম ধাপ**—প্রচলিত বাজেট বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap) পূরণ করতে হবে, আর **দ্বিতীয় ধাপ**—পুঞ্জীভূত বৈষম্য-অসমতা দূর করার জন্য “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” (principle of positive discrimination) গ্রহণ করে আদিবাসী মানুষের জন্য সামনের দিকে কমপক্ষে ১০ বছর মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি (আমাদের এই ধারণার নমুনা হিসেবে ছক ১২ দেখুন)।

লেখচিত্র ১২: জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায়্য বরাদ্দ (২০২০-২১ এর অর্থবছরের বাজারমূল্যে, টাকায়)





মানুষের প্রান্তিকতার যত মাত্রা ও মানদণ্ড আছে তার সবই আদিবাসী মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষ নিরন্তর অ-জনগণ। আদিবাসী মানুষকে অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ উত্তরণ-রূপান্তরের অন্যতম কৌশল হিসেবে আমাদের প্রস্তাব গবেষণাউদ্ভিষ্ট অন্যান্য বর্গের (পারিবারিক কৃষির মানুষ, গ্রামীণ নারী এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্ভিষ্ট মানুষ) মতোই— জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের “বরাদ্দ বৈষম্য” দূরীকরণসহ (অথবা একই কথা “বরাদ্দ-ফাঁক” পূরণসহ) “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করা। আমাদের হিসেবে এ মুহূর্তে দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা, যা আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ২৩,৪১১ টাকা। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ফাঁক ১২,০৭০ টাকা। এমতাবস্থায় জাতীয় বাজেটের নিরিখে আদিবাসী মানুষের জনগণকরণে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো—আদিবাসী মানুষকে বাজেটে মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় (এখনকার হিসেবে ২৩,৪১১ টাকা) তার সাথে মাথাপিছু ১২,০৭০ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে বাজেটে আদিবাসী মানুষের প্রতি যে বরাদ্দ বৈষম্য করা হয় তা দূর করা। তবে এটা করেও পুঞ্জীভূত বরাদ্দ বৈষম্যজনিত অ-জনগণকরণ প্রক্রিয়া রোধ করা যাবে না। আর সে জন্য দ্বিতীয় ধাপে (হতে পারে একই সঙ্গে) পুঞ্জীভূত বাজেট বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো চলমান বাজেটে আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে বাজেটে মাথাপিছু যে বৈষম্য বিদ্যমান তার আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ অর্থ আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হবে। অতিরিক্ত এ বরাদ্দের পরিমাণ হবে মাথাপিছু ৩,৯৮৩ টাকা (১২,০৭০ টাকা বরাদ্দ বৈষম্য বা বরাদ্দ-ফাঁকের এক-তৃতীয়াংশ)। তাহলে আদিবাসী মানুষের প্রতি বৈষম্য বরাদ্দ দূর করে তাদের জনগণকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম: দেশে যদি মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা হয়, সেক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হতে হবে ৩৯,৪৯৪ টাকা, যার মধ্যে ১২,০৭০ টাকা হবে বাজেট বরাদ্দ-ফাঁক পূরণ, ৩,৯৮৩ টাকা “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কারণে, আর ২৩,৪৪১ টাকা এখন আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় সেটা। আদিবাসী মানুষের জন্য আমরা মাথাপিছু যে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি (৩৯,৪৯৪ টাকা) তা চলমান বাজেটে দেশে মাথাপিছু যে বরাদ্দ হচ্ছে তার তুলনায় মাত্র ১১.২% বেশি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আদিবাসী মানুষ যে বাজেটে শুধু তাদের জন্য প্রস্তাবিত অংশের হকদার হবেন তা-ই নয়, তারা পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী এবং ভূমি সংস্কারউদ্ভিষ্ট বাজেটীয় প্রস্তাবের হিস্যাও পাবেন। কারণ আদিবাসী মানুষ শেষোক্ত তিনবর্গের প্রতিনিধিত্বকারী মানুষ। অ-জনগণকৃত আদিবাসী মানুষের জনগণকরণে ভবিষ্যতের বাজেটে আমাদের প্রস্তাবের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বরাদ্দ কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব, তবে সেক্ষেত্রে পুরো বাজেটের যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন।

উপরোল্লিখিত দুই ধাপ বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয় বাজেটের মধ্যস্থতায় সম্ভব এবং সঙ্গত। এই দুই ধাপে সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হবে আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা শোভনকরণ, যেখানে বৈষম্য-অসমতা দূরীভূত হবে। এ কর্মকাণ্ডে লক্ষ্য রাখতে হবে আদিবাসী মানুষ যেন একক শোভন সমাজে তার নিজ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক-পরিবেশগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিকশিত করতে সক্ষম হন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, নিরাপত্তাবোধ, জীবন ও প্রাণবৈচিত্র্যসহ মানসিক বিকাশের পথ সুপ্রস্তুত হয়। আর আদিবাসী মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব কার্মকাণ্ড সুপারিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নই সে গ্যারান্টি দিতে সক্ষম যখন এখনকার অ-জনগণকৃত আদিবাসী মানুষের জনগণকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

আদিবাসী মানুষের প্রতি বৈষম্য বিষয়টি যেমন প্রাকৃতিক নয়, তেমনি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যাবে এমনও নয়। আদিবাসী মানুষের প্রতি বাজেটীয় বৈষম্য দূর করতে না পারলে যা অবশ্যম্ভাবী তা হলো তারা উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় অ-জনগণকৃত হবেন—‘নাগরিক’ না হয়ে ‘অধীনস্থ প্রজাসম’ সত্তা হিসেবেই থেকে যাবেন। বাড়বে তাদের এ অসম অবস্থার তীব্রতা ও গভীরতা, যা প্রাকৃতিকও নয় কাম্যও নয়। কারণ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য, যা প্রচলিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করবে—বেজে উঠবে ওই ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা। আদিবাসী মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ রূপান্তরের বিষয়টি শেষবিচারে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক। যে রাজনীতির ঐতিহাসিক লক্ষ্য হবে আদিবাসী মানুষের জন্য শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রচলিত সিস্টেমিক-কাঠামোগত বাধাসমূহ এমনভাবে অপসারণ করা, যা হবে প্রকৃতির বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সায়ুজ্যপূর্ণ।



## অধ্যায় ১৪

### বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার”: যেখানে হাত-ই দেয়া হয়নি

#### ১৪.১ কী অনুসন্ধান করলাম?

“কৃষি-ভূমি-জলা” বরাবরই ছিল আমাদের জীবন-জীবিকার প্রাণকেন্দ্র। আর এই প্রাণকেন্দ্রে প্রাণ সঞ্চয়ের লড়াইটা হয়েছে নিরন্তর (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, ২০১৬ক, বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি)। ১৯৭১-এর মুক্তির যুদ্ধটাও হয়েছে প্রধানত পাকিস্তানি দুই অর্থনীতির শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) কৃষক ও কৃষিকে মুক্ত-স্বাধীন করতে। ওই সময়ে, ১৯৬৯-৭০ সালে আমাদের দেশের (এখনকার বাংলাদেশের) মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ৫৩%, আর কর্মনিয়োগ হার ছিল ৭৭.৮% (দেখুন, বারকাত ২০২০ক, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, পৃ: ৩৬১)। আর এসব কারণেই কৃষকের মুক্তি ও কৃষির প্রগতির লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “৬৫ হাজার গ্রামে দরিদ্র-প্রান্তিক-খুদে কৃষকের জন্য গণমুখী-বহুমুখী সমবায়” গঠনের নির্দেশ দিলেন।

ওই নির্দেশ তেমন ফলপ্রদ হয়নি—কিছুটা সময়ের কারণে আর কিছুটা বাধা-বিপত্তির কারণে (কারণ ১৯৭৫-এর, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা না হলে কি হতো তা জানি না, আর ওই ঘোষণাপরবর্তী বাধা-বিপত্তি শ্রেণিসমাজে অস্বাভাবিক কিছু নয়)। একদিকে এসব আর অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে যারাই যখন ক্ষমতায় আসতে চেয়েছে, তারাই তখন ভূমি সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসে কেউই এ কথা রাখেননি। এসব বিবেচনায় রেখেই আমরা প্রথমেই যা বুঝতে চেয়েছি তা হলো বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে—সরকারে যে-ই থাকুক না কেন—কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ কতটুকু করেছেন। আর একইসাথে বুঝতে চেয়েছি যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ যদি কিছু হয়েও থাকে তা আসলেই কি ওই সংস্কারের মৌল লক্ষ্যউদ্দিষ্ট না কি অন্য কিছু/ভিন্ন কিছু?

ভাবনা থেকে হারিয়ে যাবার আগেই কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও অন্তত দু’টি বিষয় বলা উচিত: (১) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বললে আমরা কী বুঝব? (২) এ নিয়ে আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিটা কী?

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সমগ্রক বিষয়, দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়।<sup>১</sup> কৃষি সংস্কার-এর (agrarian reform) প্রকৃত অর্থ হলো—কৃষিতে এমন ধরনের

১ বাংলাদেশে সমগ্রক কৃষি সংস্কার নিয়ে যে দুজন অর্থনীতিবিদ মৌলিক গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান। মৌলিকত্বের বিচারে তারা যা বলেছেন তা এ রকম: “গ্রামীণ

কাঠামোগত রূপান্তর, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদনসম্পর্ক (production relations, যার নির্ধারক জমি ও জলার মালিকানা সহ অভিজগম্যতা কাঠামোর পরিবর্তন) পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষিতে শ্রেণিসম্পর্ক (class relations) কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। আর ভূমি সংস্কার (land reform অর্থে) হলো ওই কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ। ভূমি সংস্কারকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কার। ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি মালিকানার খাস জলা-জমির বন্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন, তাদের স্বার্থসংরক্ষণসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। কৃষি সংস্কারের অনুষঙ্গ হলো ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থার সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের মধ্যে বন্টন, সংশ্লিষ্ট আইনকানূনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখল স্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ভূমি আইন, বাজার, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, বিপণন, মজুরি, কৃষি-বীমা, কৃষি-ঋণ, ভর্তুকি, পরিবেশবান্ধব কৃষি, জমি-জলায় নারীর অধিকার উত্তরাধিকারসহ কৃষিতে নারী শ্রমের স্বীকৃতি, জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের অধিকার, শত্রু ও অপিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, চর-হাওর-বাওরসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সুদবিহীন ঋণ, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ, উৎপাদন অঞ্চল গঠন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন, বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার— রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থরাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ, বিষয়টি আসলে উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তিকেন্দ্রিক।

“কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার”—বিষয়টি আমাদের দেশ পরিচালনের দলিল সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর ভিত্তিমূল হতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত নিম্নলিখিত বিষয় “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার

দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে পূর্ণাঙ্গ কৃষি সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় অনুসন্ধানে কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার পাশাপাশি সামাজিক রূপান্তরের গতিময়তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ কৃষক সমাজে ব্যাপক দারিদ্র্য ও হতাশাকে জমি-জলায় ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে” (বিস্তারিত দেখুন, Sobhan, R. (1993). Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development); “কৃষি-জমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের যুক্তিসঙ্গত দাবি। দেশের উন্নয়নে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ১৯৭২ সনে পরিকল্পনা কমিশন ভূমি-সংস্কারের একটি খসড়া প্রস্তাব ও প্রণয়ন করেছিল। যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে জমির বন্টনে পূর্ণ ইকুইটি এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা কেবল সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক (যৌথ) মালিকানা ও যৌথ চাষের মাধ্যমেই হতে পারে যাতে ইকনমি অব স্কেল আদায় করা যায় এবং ফসলের বন্টন শ্রম অনুযায়ী হতে পারে” (বিস্তারিত দেখুন, রহমান, আনিসুর মো. (২০০৪), পথে যা পেয়েছি, দ্বিতীয় পর্ব); “তবু যদি কোনো জনদরদী পার্টি আগামী নির্বাচনে ম্যানিফেস্টোতে কিছু মৌলিক গ্রামীণ সংস্কারের সর্বৌক্তিক প্রতিশ্রুতি রাখেন তাহলে এসব মন্দের মধ্যে একটু ভালো হতো” (রহমান, আনিসুর, মো. ২০০৮, বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার, পৃ. ১৬)। অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমানের কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে মৌলিক ভাবনাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Barkat, A., Zaman, S., & Raihan, S. (2001), Political Economy of Khas Land in Bangladesh, pp. 15-18.

মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন”। সরকারে যে-ই থাকুক না কেন তাকে এ কাজটি করতেই হবে। কারণ, এসব প্রতিশ্রুতি সাধারণ নয় সাংবিধানিক এবং “রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। আর এটা সেই রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রটি ‘প্রজাতান্ত্রিক’ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১) এবং সংবিধান মোতাবেকই এই “প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে” (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১)। আর সংবিধান অনুযায়ীই এই প্রজাতন্ত্রে “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ” [অনুচ্ছেদ ৭ (১)] এবং “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে” [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]। তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন, সংবিধানের কোন বিধানবলে জমি-জলা-জঙ্গলসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের (মনুষ্যসৃষ্ট নয়) মালিকানা ব্যক্তিগত হয়? এই সবকিছুর মালিকানা হবে জনগণের—জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের। আর এ কথাও তো সংবিধানে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি যে, “উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সূষ্ঠ ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা ... , এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা” (অনুচ্ছেদ ১৩)।

এতক্ষণ যা বললাম সেসব বিবেচনায় রেখেই জাতীয় বাজেটে—কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বরাদ্দ পরিমাপের চেষ্টা করেছি। আমরা বুঝতে চেয়েছি যে বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) রাষ্ট্রীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের হিস্যা (প্রকৃত বরাদ্দ) কত ছিল, ন্যায্য হিস্যা কত হওয়া উচিত ছিল, বাজেটের নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “বঞ্চনামাত্রা” কতটুকু, এবং এসব বঞ্চনা-বৈষম্য দূর করতে অন্তত বাজেটের নিরিখে সম্ভাব্য করণীয় কী হতে পারে?

### ১৪.২ কী পেলাম? কী বুঝলাম?

আমাদের দেশে বিগত ৫০ বছরে—১৯৭২-২০২২—জাতীয় বাজেটের অন্তর্গত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৩৫টি। আমাদের গবেষণায় দেখা

যাচ্ছে যে এসব উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে মাত্র ৫২২টিকে (অর্থাৎ মোট প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ০.৪৯%) কোনো না কোনোভাবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বলা যেতে পারে (০.৪০% প্রত্যক্ষ ও ০.০৯% পরোক্ষ) (দেখুন, সারণি ১১)।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন গ্রামের দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন এবং নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ থেকে শুরু করে শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। গত ৫টি আদমশুমারির ভিত্তিতে এসব মানুষের জনসংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭% মানুষ। আর সেক্ষেত্রে যতই দুঃখজনক এবং/অথবা অবাস্তব মনে হোক না কেন প্রথম হিসেবটা হবে এ রকম: বিগত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট দেশের ৮২.৭% মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা মাত্র ০.৪৯%। অর্থাৎ দ্রুতই এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়টি বিগত ৫০ বছরের বাজেটে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্প) কখনও নিম্নতম মাত্রার গুরুত্বও পায়নি। আমাদের এই উপসংহারটি আরো সঠিক প্রমাণিত হয় যখন জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট প্রকল্প সংখ্যা দেখার পরে আমরা সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পরিমাণ দেখি (এসবই দেখানো হয়েছে সারণি ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও লেখচিত্র ১৩-তে)।

বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-২০২২) জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (২০২১-২২ অর্থবছরের বাজারমূল্যে) ছিল ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা। আমাদের হিসেবে এর মধ্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ১৬ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা (সারণি ২৬)। অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মাত্র ০.২৭% বরাদ্দ হয়েছে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ডে (প্রকল্প ও কর্মসূচিতে)। অথচ আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭% (আগেই উল্লেখ করেছি)। তাহলে দুঃখজনক ও লজ্জাকর বিষয়টি হবে এ রকম: যুগ যুগ ধরে যে কৃষি-কৃষক ও ভূমিউদ্দিষ্ট মানুষের স্বার্থে লড়াই-সংগ্রাম করা হলো তারা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৮২.৭% মানুষ হলেও তাদের জন্য কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দ হলো রাষ্ট্রীয় বাজেটের মাত্র ০.২৭%। এ শুধু অতি অন্যায় বিষয়ই নয়—সংবিধানের প্রতিশ্রুতিরও গুরুতর লঙ্ঘন। জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দ গত ৫০ বছরের প্রত্যেক বছরই উদ্দিষ্ট জনসংখ্যানুপাতে কয়েক হাজার গুণ কম ছিল। আর স্বল্প বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ৩৭.৬% ছিল উন্নয়ন আর ৬২.৪% অনুন্নয়ন বরাদ্দ।

প্রগতিশীল কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার যাদের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হবার কথা, তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ—আমাদের হিসেবে জনসংখ্যার ৮২.৭% মানুষ (গ্রাম ও শহরে)। অথচ জাতীয় বাজেটে এসব মানুষের জন্য কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দ নেই বললেই চলে। আমাদের হিসেবে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট বরাদ্দের মাত্র ০.২৭% (অথচ সম্ভাব্য সুফলভোগীরা হবেন জনসংখ্যার ৮২.৭% মানুষ)। গত ৫০ বছরে কখনও ওই বরাদ্দ হার ১% অতিক্রম করেনি।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ হার সর্বনিম্ন ছিল ১৯৯৮-৯৯ ও ২০০৫-০৬ অর্থবছরে, উভয় ক্ষেত্রে মাত্র ০.০৮% আর সর্বোচ্চ ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে, ০.৬৩%। বিগত ৫০ বছরের মধ্যে ২৫ বছরই বাজেটে ওই বরাদ্দ হার ছিল গড় বরাদ্দের নিচে (অর্থাৎ ০.২৭%-এর কম)। আবার

যখনই ওই বরাদ্দ হার একটু-আধটু প্রান্তিকভাবে বেড়েছে, তখনই উন্নয়ন বরাদ্দের তুলনায় অধিক হারে বেড়েছে অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ—যেমন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে বাজেটের ০.৭২%, ০.৫৮% এবং ০.৪৫% আর একই সময়ে অনুন্নয়ন বরাদ্দ হার ছিল যথাক্রমে (বরাদ্দকৃত বাজেটের) ৭৪.৫%, ৭৩.৩% এবং ৭০.৭% (দেখুন সারণি ২৬)। সুতরাং যেকোনো বিচারেই জাতীয় বাজেটের নিরিখে আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ হলেন “রাষ্ট্রের নগণ্য বরাদ্দ-ফাঁদ”-এ পড়া রাষ্ট্রের রেডারের বাইরের মানুষ—নিরন্তর অ-জনগণ সত্তা।

উপরে যা বললাম তা থেকে অতি সহজেই এ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব যে আমাদের রাষ্ট্রের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার এবং সংশ্লিষ্ট মানুষের স্বার্থ সবসময়ই উপেক্ষিত। আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লব”-এর কথা সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১৬) যতই বলা হোক না কেন তা রাষ্ট্রীয় বাজেটসহ কোনো নীতিনির্ধারণী উন্নয়ন দলিলে স্বীকৃত নয়। এসবই যখন বাস্তব সত্য, তখন “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ” তো সরাসরি অ-জনগণ।

সারণি ২৫: জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	০.৪৬ (৬৩.৮৯)	০.২৬ (৩৬.১১)	০.৭২ (১০০)	৭৮৬	০.০৯
১৯৭৩-৭৪	০.৫৪ (৫৩.৪৭)	০.৪৭ (৪৬.৫৩)	১.০১ (১০০)	৯৯৫	০.১০
১৯৭৪-৭৫	০.৯৫ (৪৮.৪৭)	১.০১ (৫১.৫৩)	১.৯৬ (১০০)	১,০৮৪	০.১৮
১৯৭৫-৭৬	৩.৫৩ (৬১.৩৯)	২.২২ (৩৮.৬১)	৫.৭৫ (১০০)	১,৫৪৯	০.৩৭
১৯৭৬-৭৭	৩.৪৪ (৬১.৫৪)	২.১৫ (৩৮.৪৬)	৫.৫৯ (১০০)	১,৯৮৯	০.২৮
১৯৭৭-৭৮	৩.৩১ (৫৮.৩৫)	২.৩৭ (৪১.৬৫)	৫.৬৮ (১০০)	২,১৮৪	০.২৬
১৯৭৮-৭৯	৩.৭৩ (৫৯.৭০)	২.৫২ (৪০.৩০)	৬.২৫ (১০০)	২,৪৯৯	০.২৫

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭৯-৮০	৫.১০ (৬৩.৯৯)	২.৮৭ (৩৬.০১)	৭.৯৭ (১০০)	৩,৩১৭	০.২৪
১৯৮০-৮১	৫.৬৯ (৬৫.৭৮)	২.৯৬ (৩৪.২২)	৮.৬৫ (১০০)	৪,১০৮	০.২১
১৯৮১-৮২	৪.২৪ (৬৪.৫৪)	২.৩৩ (৩৫.৪৬)	৬.৫৭ (১০০)	৪,৬৭৭	০.১৪
১৯৮২-৮৩	৫.৩৩ (৬২.৪৯)	৩.২০ (৩৭.৫১)	৮.৫৩ (১০০)	৪,৭৩৮	০.১৮
১৯৮৩-৮৪	৭.২৯ (৬১.৮৩)	৪.৫০ (৩৮.১৭)	১১.৭৯ (১০০)	৫,৮৯৬	০.২০
১৯৮৪-৮৫	৯.৮১ (৬৩.৬৬)	৫.৬০ (৩৬.৩৪)	১৫.৪১ (১০০)	৬,৬৯৯	০.২৩
১৯৮৫-৮৬	৮.০২ (৫৯.১৪)	৫.৫৪ (৪০.৮৬)	১৩.৫৬ (১০০)	৭,১৩৮	০.১৯
১৯৮৬-৮৭	৮.৯২ (৬৫.৫৪)	৪.৬৯ (৩৪.৪৬)	১৩.৬১ (১০০)	৮,৫০৪	০.১৬
১৯৮৭-৮৮	৬.৪৮ (৫৮.৮৬)	৪.৫৩ (৪১.১৪)	১১.০১ (১০০)	৮,৫২৭	০.১৩
১৯৮৮-৮৯	২৩.৬৪ (৫০.৫৮)	২৩.১০ (৪৯.৪২)	৪৬.৭৪ (১০০)	১০,৫৬৫	০.৪৪
১৯৮৯-৯০	৩৭.৪৫ (৪৬.৮৭)	৪২.৪৫ (৫৩.১৩)	৭৯.৯০ (১০০)	১২,৭০৩	০.৬৩
১৯৯০-৯১	২৯.৬৮ (৪৪.১৯)	৩৭.৪৮ (৫৫.৮১)	৬৭.১৬ (১০০)	১২,৯৬০	০.৫২
১৯৯১-৯২	৪০.৯০ (৪৯.৪০)	৪১.৮৯ (৫০.৬০)	৮২.৭৯ (১০০)	১৫,৫৮৪	০.৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৫.৬৪ (৫২.০৩)	৩২.৮৯ (৪৮.০১)	৬৮.৫৫ (১০০)	১৭,৬০৭	০.৩৯
১৯৯৩-৯৪	৩৫.০৩ (৫১.৩৯)	৩৩.১৩ (৪৮.৬১)	৬৮.১৬ (১০০)	১৯,০৫০	০.৩৬
১৯৯৪-৯৫	২৩.২২ (৫৩.০১)	২০.৫৮ (৪৬.৯৯)	৪৩.৮০ (১০০)	২০,৯৪৮	০.২১

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯৫-৯৬	২৭.৪৯ (৫৩.৪৮)	২৩.৯১ (৪৬.৫২)	৫১.৪০ (১০০)	২৩,১৭০	০.২২
১৯৯৬-৯৭	২৭.১২ (৫০.৪৬)	২৬.৬৩ (৪৯.৫৪)	৫৩.৭৫ (১০০)	২৪,৬০৩	০.২২
১৯৯৭-৯৮	২১.৯৯ (৪৭.০৮)	২৪.৭২ (৫২.৯২)	৪৬.৭১ (১০০)	২৭,৭৮৬	০.১৭
১৯৯৮-৯৯	১০.৯১ (৪৬.১১)	১২.৭৫ (৫৩.৮৯)	২৩.৬৬ (১০০)	২৯,৫৩৭	০.০৮
১৯৯৯-০০	২৯.৩৯ (৪৭.৮৪)	৩২.০৪ (৫২.১৬)	৬১.৪৩ (১০০)	৩৪,২৫২	০.১৮
২০০০-০১	৩৫.৮৭ (৪৯.০২)	৩৭.৩০ (৫০.৯৮)	৭৩.১৭ (১০০)	৩৮,৫২৪	০.১৯
২০০১-০২	৫৪.৫৭ (৪৭.৮৪)	৫৯.৫০ (৫২.১৬)	১১৪.০৭ (১০০)	৪২,৩০৬	০.২৭
২০০২-০৩	৫০.২৬ (৪৬.৬৩)	৫৭.৫৩ (৫৩.৩৭)	১০৭.৭৯ (১০০)	৪৪,৮৫৪	০.২৪
২০০৩-০৪	৫৬.৩০ (৪৩.৭৪)	৭২.৪২ (৫৬.২৬)	১২৮.৭২ (১০০)	৫১,৯৮০	০.২৫
২০০৪-০৫	৬১.৩৪ (৪১.৩৯)	৮৬.৮৬ (৫৮.৬১)	১৪৮.২০ (১০০)	৫৭,২৪৮	০.২৬
২০০৫-০৬	২০.৬৪ (৪০.৫৫)	৩০.২৬ (৫৯.৪৫)	৫০.৯০ (১০০)	৬৪,৩৮৩	০.০৮
২০০৬-০৭	৫০.৪৫ (৪০.৪৪)	৭৪.৩০ (৫৯.৫৬)	১২৪.৭৫ (১০০)	৬৯,৭৪০	০.১৮
২০০৭-০৮	৩৭.৫৩ (৩০.৬৬)	৮৪.৮৯ (৬৯.৩৪)	১২২.৪২ (১০০)	৮৭,১৩৭	০.১৪
২০০৮-০৯	১৮৩.১৯ (২৫.৪৯)	৫৩৫.৪১ (৭৪.৫১)	৭১৮.৬০ (১০০)	৯৯,৯৬২	০.৭২
২০০৯-১০	১৭৬.৩৪ (২৬.৭৩)	৪৮৩.২৫ (৭৩.২৭)	৬৫৯.৫৯ (১০০)	১,১৩,৮১৯	০.৫৮
২০১০-১১	১৭৪.৪৭ (২৯.২৭)	৪২১.৫২ (৭০.৭৩)	৫৯৫.৯৯ (১০০)	১,৩২,১৭০	০.৪৫



অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা (অংশ, %)
২০১১-১২	১২৭.৬৯ (৩০.২৮)	২৯৩.৯৭ (৬৯.৭২)	৪২১.৬৬ (১০০)	১,৬৩,৫৮৯	০.২৬
২০১২-১৩	২৭৩.৭৯ (৩১.১৪)	৬০৫.৩৬ (৬৮.৮৫)	৮৭৯.২ (১০০)	১,৯১,৭৩৮	০.৪৬
২০১৩-১৪	২২২.৯৫ (৩২.৩৮)	৪৬৫.৬৭ (৬৭.৬৩)	৬৮৮.৬ (১০০)	২,২২,৪৯১	০.৩১
২০১৪-১৫	১৯৯.৬৫ (৩৪.৫৯)	৩৭৭.৫৭ (৬৫.৪১)	৫৭৭.২২ (১০০)	২,৫০,৫০৬	০.২৩
২০১৫-১৬	২১১.২৭ (৩৪.৩২)	৪০৪.৩৪ (৬৫.৬৮)	৬১৫.৬১ (১০০)	২,৯৫,১০০	০.২১
২০১৬-১৭	২৫২.৬৮ (৩৩.৯৪)	৪৯১.৮৭ (৬৬.০৬)	৭৪৪.৫৫ (১০০)	৩,৪০,৬০৫	০.২২
২০১৭-১৮	৫৩১.৫৫ (৪০.০৪)	৭৯৬.১৩ (৫৯.৯৬)	১,৩২৭.৬৮ (১০০)	৪,০০,২৬৬	০.৩৩
২০১৮-১৯	৫৯০.৩২ (৩৮.৫৭)	৯৪০.১৮ (৬১.৪৩)	১,৫৩০.৫০ (১০০)	৪,৬৪,৫৭৩	০.৩৩
২০১৯-২০	৪২৮.৬৩ (৪০.৭৬)	৬২৩.০১ (৫৯.২৪)	১,০৫১.৬৪ (১০০)	৫,২৩,১৯০	০.২০
২০২০-২১	১৯৫.১৬ (৩৮.০৬)	৩১৭.৬৬ (৬১.৯৪)	৫১২.৮২ (১০০)	৫,৬৮,০০০	০.০৯
২০২১-২২	৬৩৬.০৩ (৩৯.১২)	৯৮৯.৮ (৬০.৮৮)	১,৬২৫.৮৬ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	০.২৭
মোট	৪,৯৮৯.৯৮ (৩৬.৫৯)	৮,৬৪৭.৬২ (৬৩.৪১)	১৩,৬৩৭.৬০ (১০০)		(রেঞ্জ) ০.০৮-০.৬৩

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রহণকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৮৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years



of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (৯) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (১০) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (১১) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫.৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ২৬:** জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭২-৭৩	৫.১৫ (৬৩.৮৯)	২.৯১ (৩৬.১১)	৮.০৬ (১০০)	৮,৮০৩	০.০৯
১৯৭৩-৭৪	৫.৮৭ (৫৩.৪৭)	৫.১০ (৪৬.৫৩)	১০.৯৭ (১০০)	১০,৮০৭	০.১০

সারণি ২৬ চলমান...

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৭৪-৭৫	৫.৯৯ (৪৮.৪৭)	৬.৩৭ (৫১.৫৩)	১২.৩৭ (১০০)	৬,৮৩৯	০.১৮
১৯৭৫-৭৬	২০.৩৫ (৬১.৩৯)	১২.৮০ (৩৮.৬১)	৩৩.১৫ (১০০)	৮,৯৩০	০.৩৭
১৯৭৬-৭৭	১৯.১০ (৬১.৫৪)	১১.৯৪ (৩৮.৪৬)	৩১.০৪ (১০০)	১১,০৪৫	০.২৮
১৯৭৭-৭৮	১৮.৯৮ (৫৮.৩৫)	১৩.৫৪ (৪১.৬৫)	৩২.৫২ (১০০)	১২,৫০৭	০.২৬
১৯৭৮-৭৯	২০.৫৮ (৫৯.৭০)	১৩.৮৯ (৪০.৩০)	৩৪.৪৭ (১০০)	১৩,৭৮৮	০.২৫
১৯৭৯-৮০	২৯.৭৪ (৬৩.৯৯)	১৬.৭৩ (৩৬.০১)	৪৬.৪৭ (১০০)	১৯,৩৪১	০.২৪
১৯৮০-৮১	২৭.৫৫ (৬৫.৭৮)	১৪.৩৩ (৩৪.২২)	৪১.৮৯ (১০০)	১৯,৮৯২	০.২১
১৯৮১-৮২	১৬.৪৯ (৬৪.৫৪)	৯.০৬ (৩৫.৪৬)	২৫.৫৬ (১০০)	১৮,১৯৩	০.১৪
১৯৮২-৮৩	১৮.৭৭ (৬২.৪৯)	১১.২৭ (৩৭.৫১)	৩০.০৪ (১০০)	১৬,৬৯১	০.১৮
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৮ (৬১.৮৩)	১৫.৪২ (৩৮.১৭)	৪০.৪০ (১০০)	২০,২০১	০.২০
১৯৮৪-৮৫	৩০.২৪ (৬৩.৬৬)	১৭.২৭ (৩৬.৩৪)	৪৭.৫১ (১০০)	২০,৬৫৫	০.২৩
১৯৮৫-৮৬	২২.৮৫ (৫৯.১৪)	১৫.৭৯ (৪০.৮৬)	৩৮.৬৪ (১০০)	২০,৩৩৬	০.১৯
১৯৮৬-৮৭	২৪.৮৩ (৬৫.৫৪)	১৩.০৬ (৩৪.৪৬)	৩৭.৮৯ (১০০)	২৩,৬৮০	০.১৬
১৯৮৭-৮৮	১৭.৭৬ (৫৮.৮৬)	১২.৪১ (৪১.১৪)	৩০.১৭ (১০০)	২৩,৩৬৭	০.১৩
১৯৮৮-৮৯	৬৩.০৬ (৫০.৫৮)	৬১.৬২ (৪৯.৪২)	১২৪.৬৮ (১০০)	২৮,১৮২	০.৪৪
১৯৮৯-৯০	১০৪.৬৯ (৪৬.৮৭)	১১৮.৬৭ (৫৩.১৩)	২২৩.৩৬ (১০০)	৩৫,৫১১	০.৬৩

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর হিস্যা (অংশ, %)
১৯৯০-৯১	৭১.৬২ (৪৪.১৯)	৯০.৪৪ (৫৫.৮১)	১৬২.০৫ (১০০)	৩১,২৭২	০.৫২
১৯৯১-৯২	৯০.৫৬ (৪৯.৪০)	৯২.৭৫ (৫০.৬০)	১৮৩.৩১ (১০০)	৩৪,৫০৫	০.৫৩
১৯৯২-৯৩	৭৭.৩২ (৫২.০৩)	৭১.৩৬ (৪৮.০১)	১৪৮.৬১ (১০০)	৩৮,১৯৯	০.৩৯
১৯৯৩-৯৪	৭৫.২৪ (৫১.৩৯)	৭১.১৬ (৪৮.৬১)	১৪৬.৪০ (১০০)	৪০,৯১৮	০.৩৬
১৯৯৪-৯৫	৫০.০৬ (৫৩.০১)	৪৪.৩৭ (৪৬.৯৯)	৯৪.৪৩ (১০০)	৪৫,১৬৪	০.২১
১৯৯৫-৯৬	৫৬.৯২ (৫৩.৪৮)	৪৯.৫১ (৪৬.৫২)	১০৬.৪৩ (১০০)	৪৭,৯৭৬	০.২২
১৯৯৬-৯৭	৫৩.৭০ (৫০.৪৬)	৫২.৭৩ (৪৯.৫৪)	১০৬.৪৪ (১০০)	৪৮,৭২০	০.২২
১৯৯৭-৯৮	৪১.০৯ (৪৭.০৮)	৪৬.১৯ (৫২.৯২)	৮৭.২৯ (১০০)	৫১,৯২৩	০.১৭
১৯৯৮-৯৯	১৯.৪৬ (৪৬.১১)	২২.৭৪ (৫৩.৮৯)	৪২.২০ (১০০)	৫২,৬৮৪	০.০৮
১৯৯৯-০০	৪৯.৮৪ (৪৭.৮৪)	৫৪.৩৪ (৫২.১৬)	১০৪.১৮ (১০০)	৫৮,০৯০	০.১৮
২০০০-০১	৫৪.৭৫ (৪৯.০২)	৫৬.৯৩ (৫০.৯৮)	১১১.৬৮ (১০০)	৫৮,৮০২	০.১৯
২০০১-০২	৮১.৯৯ (৪৭.৮৪)	৮৯.৩৯ (৫২.১৬)	১৭১.৩৮ (১০০)	৬৩,৫৬২	০.২৭
২০০২-০৩	৭৫.৫২ (৪৬.৬৩)	৮৬.৪৪ (৫৩.৩৭)	১৬১.৯৬ (১০০)	৬৭,৩৯৬	০.২৪
২০০৩-০৪	৮২.৪৩ (৪৩.৭৪)	১০৬.০৩ (৫৬.২৬)	১৮৮.৪৬ (১০০)	৭৬,১০৪	০.২৫
২০০৪-০৫	৮৬.০৯ (৪১.৩৯)	১২১.৯০ (৫৮.৬১)	২০৭.৯৯ (১০০)	৮০,৩৪৪	০.২৬
২০০৫-০৬	২৬.৫০ (৪০.৫৫)	৩৮.৮৬ (৫৯.৪৫)	৬৫.৩৬ (১০০)	৮২,৬৭৪	০.০৮

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর হিস্যা (অংশ, %)
২০০৬-০৭	৬৩.০০ (৪০.৪৪)	৯২.৭৮ (৫৯.৫৬)	১৫৫.৭৮ (১০০)	৮৭,০৮৯	০.১৮
২০০৭-০৮	৪৭.১৭ (৩০.৬৬)	১০৬.৭০ (৬৯.৩৪)	১৫৩.৮৮ (১০০)	১,০৯,৫২৭	০.১৪
২০০৮-০৯	২২৯.৬২ (২৫.৪৯)	৬৭১.১০ (৭৪.৫১)	৯০০.৭২ (১০০)	১,২৫,২৯৬	০.৭২
২০০৯-১০	২১৯.৮১ (২৬.৭৩)	৬০২.৩৯ (৭৩.২৭)	৮২২.২০ (১০০)	১,৪১,৮৭৯	০.৫৮
২০১০-১১	২১১.২৮ (২৯.২৭)	৫১০.৪৪ (৭০.৭৩)	৭২১.৭২ (১০০)	১,৬০,০৫২	০.৪৫
২০১১-১২	১৩৯.০২ (৩০.২৮)	৩২০.০৬ (৬৯.৭২)	৪৫৯.০৮ (১০০)	১,৭৮,১০৭	০.২৬
২০১২-১৩	২৯৫.৩৮ (৩১.১৪)	৬৫৩.১০ (৬৮.৮৫)	৯৪৮.৫৪ (১০০)	২,০৬,৮৫৯	০.৪৬
২০১৩-১৪	২৪৭.৩৯ (৩২.৩৮)	৫১৬.৭২ (৬৭.৬৩)	৭৬৪.০৯ (১০০)	২,৪৬,৮৮১	০.৩১
২০১৪-১৫	২২১.৬৭ (৩৪.৫৯)	৪১৯.২০ (৬৫.৪১)	৬৪০.৮৭ (১০০)	২,৭৮,১২৯	০.২৩
২০১৫-১৬	২৩২.৭৯ (৩৪.৩২)	৪৪৫.৫২ (৬৫.৬৮)	৬৭৮.৩১ (১০০)	৩,২৫,১৫৫	০.২১
২০১৬-১৭	২৭৫.৩৭ (৩৩.৯৪)	৫৩৬.০৫ (৬৬.০৬)	৮১১.৪২ (১০০)	৩,৭১,১৯৫	০.২২
২০১৭-১৮	৫৫৮.৩০ (৪০.০৪)	৮৩৬.২০ (৫৯.৯৬)	১,৩৯৪.৫২ (১০০)	৪,২০,৪১১	০.৩৩
২০১৮-১৯	৬০৫.৮৫ (৩৮.৫৭)	৯৬৪.৯১ (৬১.৪৩)	১,৫৭০.৭৬ (১০০)	৪,৭৬,৭৯১	০.৩৩
২০১৯-২০	৪৩৫.১৪ (৪০.৭৬)	৬৩২.৪৭ (৫৯.২৪)	১,০৬৭.৬১ (১০০)	৫,৩১,১৩৫	০.২০
২০২০-২১	১৯৮.১২ (৩৮.০৬)	৩২২.৪৮ (৬১.৯৪)	৫২০.৬১ (১০০)	৫,৭৬,৬২৫	০.০৯
২০২১-২২	৬৩৬.০৩ (৩৯.১২)	৯৮৯.৮০ (৬০.৮৮)	১,৬২৫.৮৩ (১০০)	৬,০৩,৬৮১	০.২৭

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার			মোট জাতীয় বাজেট	
	উন্নয়ন (%)	অনুন্নয়ন (%)	মোট (%)	কোটি টাকা	মোট জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর হিস্যা (অংশ, %)
মোট	৬,০৮৬.০২ (৩৭.৬৩)	১০,০৮৭.২৭ (৬২.৩৭)	১৬,১৭৩.২৯ (১০০)	(মোট) ৬০,৩৫,৯১৩ (বার্ষিক গড়) ১,২০,৭১৮.২৬	(রেঞ্জ) ০.০৮- ০.৬৩

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ. ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক

উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ২৭: জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৭২-৭৩	০.৪৫ (৯৭.৮৩)	০.০১ (২.১৭)	০.৪৬ (১০০)	০.২৫ (৯৬.১৫)	০.০১ (৩.৮৫)	০.২৬ (১০০)	০.৭০ (৯৭.২২)	০.০২ (২.৭৮)	০.৭২ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	০.৫১ (৯৪.৪৪)	০.০৩ (৫.৫৬)	০.৫৪ (১০০)	০.৪৪ (৯৩.৬২)	০.০৩ (৬.৩৮)	০.৪৭ (১০০)	০.৯৫ (৯৪.০৬)	০.০৬ (৫.৯৪)	১.০১ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	০.৮১ (৮৫.২৬)	০.১৪ (১৪.৭৪)	০.৯৫ (১০০)	০.৮৬ (৮৫.১৫)	০.১৫ (১৪.৮৫)	১.০১ (১০০)	১.৬৭ (৮৫.২০)	০.২৯ (১৪.৮০)	১.৯৬ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	২.১০ (৫৯.৪৯)	১.৪৩ (৪০.৫১)	৩.৫৩ (১০০)	১.৩২ (৫৯.৪৬)	০.৯০ (৪০.৫৪)	২.২২ (১০০)	৩.৪২ (৫৯.৪৮)	২.৩৩ (৪০.৫২)	৫.৭৫ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	২.২৮ (৬৬.২৮)	১.১৬ (৩৩.৭২)	৩.৪৪ (১০০)	১.৪২ (৬৬.০৫)	০.৭২ (৩৩.৪৯)	২.১৫ (১০০)	৩.৭০ (৬৬.১৯)	১.৮৮ (৩৩.৬৩)	৫.৫৯ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	২.১৩ (৬৪.৩৫)	১.১৮ (৩৫.৬৫)	৩.৩১ (১০০)	১.৫২ (৬৪.১৪)	০.৮৫ (৩৫.৮৬)	২.৩৭ (১০০)	৩.৬৫ (৬৪.২৬)	২.০৩ (৩৫.৭৪)	৫.৬৮ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	২.৫২ (৬৭.৫৬)	১.২১ (৩২.৪৪)	৩.৭৩ (১০০)	১.৭০ (৬৭.৪৬)	০.৮২ (৩২.৫৪)	২.৫২ (১০০)	৪.২২ (৬৭.৫২)	২.০৩ (৩২.৪৮)	৬.২৫ (১০০)
১৯৭৯-৮০	৩.২০ (৬২.৭৫)	১.৯০ (৩৭.২৫)	৫.১০ (১০০)	১.৮০ (৬২.৭২)	১.০৭ (৩৭.২৮)	২.৮৭ (১০০)	৫.০০ (৬২.৭৪)	২.৯৭ (৩৭.২৬)	৭.৯৭ (১০০)
১৯৮০-৮১	২.৮৯ (৫০.৭৯)	২.৮০ (৪৯.২১)	৫.৬৯ (১০০)	১.৫০ (৫০.৬৮)	১.৪৬ (৪৯.৩২)	২.৯৬ (১০০)	৪.৩৯ (৫০.৭৫)	৪.২৬ (৪৯.২৫)	৮.৬৫ (১০০)
১৯৮১-৮২	২.২১ (৫২.১২)	২.০৩ (৪৭.৮৮)	৪.২৪ (১০০)	১.২১ (৫১.৯৩)	১.১১ (৪৭.৬৪)	২.৩৩ (১০০)	৩.৪২ (৫২.০৫)	৩.১৪ (৪৭.৭৯)	৬.৫৭ (১০০)
১৯৮২-৮৩	২.৮৮ (৫৪.০৩)	২.৪৫ (৪৫.৯৭)	৫.৩৩ (১০০)	১.৭৩ (৫৪.০৬)	১.৪৭ (৪৫.৯৪)	৩.২০ (১০০)	৪.৬১ (৫৪.০৪)	৩.৯২ (৪৫.৯৬)	৮.৫৩ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	৪.৩৯ (৬০.২২)	২.৯০ (৩৯.৭৮)	৭.২৯ (১০০)	২.৭১ (৬০.২২)	১.৭৯ (৩৯.৭৮)	৪.৫০ (১০০)	৭.১০ (৬০.২২)	৪.৬৯ (৩৯.৭৮)	১১.৭৯ (১০০)

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
১৯৮৪-৮৫	৬.৬৯ (৬৮.২০)	৩.১২ (৩১.৮০)	৯.৮১ (১০০)	৩.৮২ (৬৮.২১)	১.৭৮ (৩১.৭৯)	৫.৬০ (১০০)	১০.৫১ (৬৮.২০)	৪.৯০ (৩১.৮০)	১৫.৪১ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	৬.২৭ (৭৮.১৮)	১.৭৫ (২১.৮২)	৮.০২ (১০০)	৪.৩৩ (৭৮.১৬)	১.২১ (২১.৮৪)	৫.৫৪ (১০০)	১০.৬০ (৭৮.১৭)	২.৯৬ (২১.৮৩)	১৩.৫৬ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	৮.০৪ (৯০.১৩)	০.৮৮ (৯.৮৭)	৮.৯২ (১০০)	৪.২৩ (৯০.১৯)	০.৪৬ (৯.৮১)	৪.৬৯ (১০০)	১২.২৬ (৯০.০৮)	১.৩৫ (৯.৯২)	১৩.৬১ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	৬.৪৮ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৬.৪৮ (১০০)	৪.৫৩ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৪.৫৩ (১০০)	১১.০১ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১১.০১ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	১৪.২২ (৬০.১৫)	৯.৪২ (৩৯.৮৫)	২৩.৬৪ (১০০)	১৩.৯০ (৬০.১৭)	৯.২০ (৩৯.৮৩)	২৩.১০ (১০০)	২৮.১২ (৬০.১৬)	১৮.৬২ (৩৯.৮৪)	৪৬.৭৪ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৩০.৪৫ (৮১.৩১)	৭.০০ (১৮.৬৯)	৩৭.৪৫ (১০০)	৩৪.৫১ (৮১.৩০)	৭.৯৩ (১৮.৬৮)	৪২.৪৫ (১০০)	৬৪.৯৬ (৮১.৩০)	১৪.৯৩ (১৮.৬৯)	৭৯.৯০ (১০০)
১৯৯০-৯১	২৩.০৩ (৭৭.৫৯)	৬.৬৫ (২২.৪১)	২৯.৬৮ (১০০)	২৯.০৮ (৭৭.৫৯)	৮.৪০ (২২.৪১)	৩৭.৪৮ (১০০)	৫২.১১ (৭৭.৫৯)	১৫.০৫ (২২.৪১)	৬৭.১৬ (১০০)
১৯৯১-৯২	২৯.৪ (৭১.৮৮)	১১.৫০ (২৮.১২)	৪০.৯০ (১০০)	৩০.১১ (৭১.৮৮)	১১.৮০ (২৮.১৭)	৪১.৮৯ (১০০)	৫৯.৫১ (৭১.৮৮)	২৩.৩০ (২৮.১৪)	৮২.৭৯ (১০০)
১৯৯২-৯৩	২৩.৭৪ (৬৬.৬১)	১১.৯০ (৩৩.৩৯)	৩৫.৬৪ (১০০)	২১.৯১ (৬৬.৬২)	১০.৯৮ (৩৩.৩৮)	৩২.৮৯ (১০০)	৪৫.৬৫ (৬৬.৬৪)	২২.৮৮ (৩৩.৪০)	৬৮.৫ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	১৯.০৩ (৫৪.৩২)	১৬.০০ (৪৫.৬৮)	৩৫.০৩ (১০০)	১৮.০০ (৫৪.৩৩)	১৫.১৩ (৪৫.৬৭)	৩৩.১৩ (১০০)	৩৭.০৩ (৫৪.৩৩)	৩১.১৩ (৪৫.৬৭)	৬৮.১৬ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	২৩.২২ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২৩.২২ (১০০)	২০.৫৮ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২০.৫৮ (১০০)	৪৩.৮০ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৪৩.৮০ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	২৭.২৯ (৯৯.২৭)	০.২০ (০.৭৩)	২৭.৪৯ (১০০)	২৩.৭৪ (৯৯.২৯)	০.১৭ (০.৭১)	২৩.৯১ (১০০)	৫১.০৩ (৯৯.২৮)	০.৩৭ (০.৭২)	৫১.৪০ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	২৭.০৬ (৯৯.৭৮)	০.০৬ (০.২২)	২৭.১২ (১০০)	২৬.৬ (৯৯.৮৯)	০.০৬ (০.২৩)	২৬.৬৬ (১০০)	৫৩.৬৩ (৯৯.৭৮)	০.১২ (০.২২)	৫৩.৭৫ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	২০.৭৫ (৯৪.৩৬)	১.২৪ (৫.৬৪)	২১.৯৯ (১০০)	২৩.৩৩ (৯৪.৩৮)	১.৩৯ (৫.৬২)	২৪.৭২ (১০০)	৪৪.০৮ (৯৪.৩৭)	২.৬৩ (৫.৬৩)	৪৬.৭১ (১০০)
১৯৯৮-৯৯	৮.৪৩ (৭৭.২৭)	২.৪৮ (২২.৭৩)	১০.৯১ (১০০)	৯.৮৫ (৭৭.২৫)	২.৯০ (২২.৭৫)	১২.৭৫ (১০০)	১৮.২৮ (৭৭.২৬)	৫.৩৮ (২২.৭৪)	২৩.৬৬ (১০০)
১৯৯৯-০০	২৯.২৩ (৯৯.৪৬)	০.১৬ (০.৫৪)	২৯.৩৯ (১০০)	৩১.৮৭ (৯৯.৪৭)	০.১৭ (০.৫৩)	৩২.০৪ (১০০)	৬১.১০ (৯৯.৪৬)	০.৩৩ (০.৫৪)	৬১.৪৩ (১০০)
২০০০-০১	৩৫.৮৭ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৩৫.৮৭ (১০০)	৩৭.৩০ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৩৭.৩০ (১০০)	৭৩.১৭ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৭৩.১৭ (১০০)

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০০১-০২	৫৪.৪২ (৯৯.৭৩)	০.১৫ (০.২৭)	৫৪.৫৭ (১০০)	৫৯.৩৪ (৯৯.৭৩)	০.১৬ (০.২৭)	৫৯.৫০ (১০০)	১১৩.৭৬ (৯৯.৭৩)	০.৩১ (০.২৭)	১১৪.০৭ (১০০)
২০০২-০৩	৫০.২৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫০.২৬ (১০০)	৫৭.৫৩ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫৭.৫৩ (১০০)	১০৭.৭৯ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১০৭.৭৯ (১০০)
২০০৩-০৪	৫৫.৬৩ (৯৮.৮১)	০.৬৭ (১.১৯)	৫৬.৩০ (১০০)	৭১.৫৬ (৯৮.৮১)	০.৮৬ (১.১৯)	৭২.৪২ (১০০)	১২৭.১৯ (৯৮.৮১)	১.৫৩ (১.১৯)	১২৮.৭২ (১০০)
২০০৪-০৫	৬০.৭৮ (৯৯.০৯)	০.৫৬ (০.৯১)	৬১.৩৪ (১০০)	৮৬.০৭ (৯৯.০৯)	০.৭৯ (০.৯১)	৮৬.৮৬ (১০০)	১৪৬.৮৫ (৯৯.০৯)	১.৩৫ (০.৯১)	১৪৮.২০ (১০০)
২০০৫-০৬	২০.৬৪ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২০.৬৪ (১০০)	৩০.২৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৩০.২৬ (১০০)	৫০.৯০ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫০.৯০ (১০০)
২০০৬-০৭	৪৬.৩৮ (৯১.৯৩)	৪.০৭ (৮.০৭)	৫০.৪৫ (১০০)	৬৮.৩০ (৯১.৯২)	৫.৯৯ (৮.০৬)	৭৪.৩০ (১০০)	১১৪.৬৮ (৯১.৯৩)	১০.০৬ (৮.০৬)	১২৪.৭৫ (১০০)
২০০৭-০৮	৩৪.৫৫ (৯২.০৬)	২.৯৮ (৭.৯৪)	৩৭.৫৩ (১০০)	৭৮.১৫ (৯২.০৬)	৬.৭৪ (৭.৯৪)	৮৪.৮৯ (১০০)	১১২.৭০ (৯২.০৬)	৯.৭২ (৭.৯৪)	১২২.৪২ (১০০)
২০০৮-০৯	১৬৬.২২ (৯০.৭৪)	১৬.৯৭ (৯.২৬)	১৮৩.১৯ (১০০)	৪৮৫.৮১ (৯০.৭৪)	৪৯.৬০ (৯.২৬)	৫৩৫.৪১ (১০০)	৬৫২.০৩ (৯০.৭৪)	৬৬.৫৭ (৯.২৬)	৭১৮.৬০ (১০০)
২০০৯-১০	১৫৬.৯৭ (৮৯.০২)	১৯.৩৭ (১০.৯৮)	১৭৬.৩৪ (১০০)	৪৩০.১৭ (৮৯.০২)	৫৩.০৮ (১০.৯৮)	৪৮৩.২৫ (১০০)	৫৮৭.১৪ (৮৯.০২)	৭২.৪৫ (১০.৯৮)	৬৫৯.৫৯ (১০০)
২০১০-১১	৮০.৮৩ (৪৬.৩৩)	৯৩.৬৪ (৫৩.৬৭)	১৭৪.৪৭ (১০০)	১৯৫.২৮ (৪৬.৩৩)	২২৬.২৩ (৫৩.৬৭)	৪২১.৫১ (১০০)	২৭৬.১১ (৪৬.৩৩)	৩১৯.৮৭ (৫৩.৬৭)	৫৯৬.৯৯ (১০০)
২০১১-১২	৬৭.৭২ (৫৩.০৩)	৫৯.৯৭ (৪৬.৯৭)	১২৭.৬৯ (১০০)	১৫৫.৯১ (৫৩.০৪)	১৩৮.০৭ (৪৬.৯৭)	২৯৩.৯৭ (১০০)	২২৩.৬৩ (৫৩.০৪)	১৯৮.০৪ (৪৬.৯৭)	৪২১.৬৬ (১০০)
২০১২-১৩	২৬২.৭৪ (৯৫.৯৬)	১১.০৫ (৪.০৪)	২৭৩.৭৯ (১০০)	৫৮০.৯৩ (৯৫.৯৬)	২৪.৪৩ (৪.০৪)	৬০৫.৩৬ (১০০)	৮৪৩.৬৭ (৯৫.৯৬)	৩৫.৪৮ (৪.০৪)	৮৭৯.২ (১০০)
২০১৩-১৪	২২২.৯৫ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২২২.৯৫ (১০০)	৪৬৫.৬৭ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৪৬৫.৬৭ (১০০)	৬৮৮.৬২ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৬৮৮.৬ (১০০)
২০১৪-১৫	১৩৮.৭৬ (৬৯.৫০)	৬০.৮৯ (৩০.৫০)	১৯৯.৬৫ (১০০)	২৬২.৪২ (৬৯.৫০)	১১৫.১৫ (৩০.৫০)	৩৭৭.৫৭ (১০০)	৪০১.১৮ (৬৯.৫০)	১৭৬.০৪ (৩০.৫০)	৫৭৭.২২ (১০০)
২০১৫-১৬	১৫১.৭৩ (৭১.৮২)	৫৯.৫৪ (২৮.১৮)	২১১.২৭ (১০০)	২৯০.৩৯ (৭১.৮২)	১১৩.৯৫ (২৮.১৮)	৪০৪.৩৪ (১০০)	৪৪২.১২ (৭১.৮২)	১৭৩.৪৯ (২৮.১৮)	৬১৫.৬১ (১০০)
২০১৬-১৭	২১৩.৫৯ (৮৪.৫৩)	৩৯.০৯ (১৫.৪৭)	২৫২.৬৮ (১০০)	৪১৫.৭৮ (৮৪.৫৩)	৭৬.০৯ (১৫.৪৭)	৪৯১.৮৭ (১০০)	৬২৯.৩৭ (৮৪.৫৩)	১১৫.১৮ (১৫.৪৭)	৭৪৪.৫৫ (১০০)
২০১৭-১৮	২১৯.৯৫ (৪১.৩৮)	৩১১.৬০ (৫৮.৬২)	৫৩১.৫৫ (১০০)	৩২৯.৪৩ (৪১.৩৮)	৪৬৬.৭০ (৫৮.৬২)	৭৯৬.১৩ (১০০)	৫৪৯.৩৮ (৪১.৩৮)	৭৭৮.৩০ (৫৮.৬২)	১,৩২৭.৬৮ (১০০)



অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)	প্রত্যক্ষ (%)	পরোক্ষ (%)	মোট (%)
২০১৮-১৯	৫১৮.৮৬ (৮৭.৮৯)	৭১.৪৬ (১২.১১)	৫৯০.৩২ (১০০)	৮২৬.৩৭ (৮৭.৮৯)	১১৩.৮১ (১২.১১)	৯৪০.১৮ (১০০)	১,৩৪৫.২৩ (৮৭.৮৯)	১৮৫.২৭ (১২.১১)	১,৫৩০.৫০ (১০০)
২০১৯-২০	৪২৪.৪৩ (৯৯.০২)	৪.২০ (০.৯৮)	৪২৮.৬৩ (১০০)	৬১৬.৯১ (৯৯.০২)	৬.১০ (০.৯৮)	৬২৩.০১ (১০০)	১,০৪১.৩৪ (৯৯.০২)	১০.৩০ (০.৯৮)	১,০৫১.৬৪ (১০০)
২০২০-২১	১৮৪.৩৬ (৯৪.৪৭)	১০.৮০ (৫.৫৩)	১৯৫.১৬ (১০০)	৩০০.০৮ (৯৪.৪৭)	১৭.৫৮ (৫.৫৩)	৩১৭.৬৬ (১০০)	৪৮৪.৪৪ (৯৪.৪৭)	২৮.৩৮ (৫.৫৩)	৫১২.৮২ (১০০)
২০২১-২২	৬৩৫.৮১ (৯৯.৯৭)	০.২২ (০.০৩)	৬৩৬.০৩ (১০০)	৯৮৯.৪৯ (৯৯.৯৭)	০.৩৪ (০.০৩)	৯৮৯.৮৩ (১০০)	১,৬২৫.৩০ (৯৯.৯৭)	০.৫৬ (০.০৩)	১,৬২৫.৮৬ (১০০)
মোট	৪,১৩৩.১৫ (৮২.৮৩)	৮৫৬.৮৩ (১৭.১৭)	৪,৯৮৯.৯৮ (১০০)	৭,১৪৯.৯৭ (৮২.৬৮)	১,৪৯৭.৬৫ (১৭.৩২)	৮,৬৪৭.৬২ (১০০)	১১,২৮৩.১১ (৮২.৭৪)	২,৩৫৪.৪৪ (১৭.২৬)	১৩,৬৩৭.৬০ (১০০)

**তথ্য উৎস:** নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পদায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভান বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপি তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

**সারণি ২৮:** জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে\*, কোটি টাকায়): বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রবণতা

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৭২-৭৩	৫.০৪ (৯৭.৮৩)	০.১১ (২.১৭)	৫.১৫ (১০০)	২.৮০ (৯৭.৮৩)	০.১১ (২.১৭)	২.৯১ (১০০)	৭.৮৪ (৯৭.৮৩)	০.২২ (২.১৭)	৮.০৬ (১০০)
১৯৭৩-৭৪	৫.৫৪ (৯৪.৪৪)	০.৩৩ (৫.৫৬)	৫.৮৭ (১০০)	৪.৭৮ (৯৪.৪৪)	০.৩৩ (৫.৫৬)	৫.১০ (১০০)	১০.৩২ (৯৪.৪৪)	০.৬৫ (৫.৫৬)	১০.৯৭ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	৫.১১ (৮৫.২৬)	০.৮৮ (১৪.৭৪)	৫.৯৯ (১০০)	৫.৪৩ (৮৫.২৬)	০.৯৫ (১৪.৭৪)	৬.৩৭ (১০০)	১০.৫৪ (৮৫.২৬)	১.৮৩ (১৪.৭৪)	১২.৩৭ (১০০)
১৯৭৫-৭৬	১২.১১ (৫৯.৪৯)	৮.২৪ (৪০.৫১)	২০.৩৫ (১০০)	৭.৬১ (৫৯.৪৯)	৫.১৯ (৪০.৫১)	১২.৮০ (১০০)	১৯.৭২ (৫৯.৪৯)	১৩.৪৩ (৪০.৫১)	৩৩.১৫ (১০০)
১৯৭৬-৭৭	১২.৬৬ (৬৬.২৮)	৬.৪৪ (৩৩.৭২)	১৯.১০ (১০০)	৭.৮৯ (৬৬.২৮)	৪.০ (৩৩.৭২)	১১.৯৪ (১০০)	২০.৫৫ (৬৬.২৮)	১০.৪৪ (৩৩.৭২)	৩১.০৪ (১০০)
১৯৭৭-৭৮	১২.২১ (৬৪.৩৫)	৬.৭৭ (৩৫.৬৫)	১৯.৯৮ (১০০)	৮.৭১ (৬৪.৩৫)	৪.৮৩ (৩৫.৬৫)	১৩.৫৪ (১০০)	২০.৯২ (৬৪.৩৫)	১১.৬০ (৩৫.৬৫)	৩২.৫২ (১০০)
১৯৭৮-৭৯	১৩.৮৮ (৬৭.৫৬)	৬.৭০ (৩২.৪৪)	২০.৫৮ (১০০)	৯.৩৭ (৬৭.৫৬)	৪.৫২ (৩২.৪৪)	১৩.৮৯ (১০০)	২৩.২৫ (৬৭.৫৬)	১১.২২ (৩২.৪৪)	৩৪.৪৭ (১০০)
১৯৭৯-৮০	১৮.৬৬ (৬২.৭৫)	১১.০৮ (৩৭.২৫)	২৯.৭৪ (১০০)	১০.৫০ (৬২.৭৫)	৬.২৪ (৩৭.২৫)	১৬.৭৩ (১০০)	২৯.১৫ (৬২.৭৫)	১৭.৩২ (৩৭.২৫)	৪৬.৪৭ (১০০)
১৯৮০-৮১	১৩.৯৯ (৫০.৭৯)	১৩.৫৬ (৪৯.২১)	২৭.৫৫ (১০০)	৭.২৬ (৫০.৭৯)	৭.০৭ (৪৯.২১)	১৪.৩৩ (১০০)	২১.২৬ (৫০.৭৯)	২০.৬৩ (৪৯.২১)	৪১.৮৯ (১০০)

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৮১-৮২	৮.৬০ (৫২.১২)	৭.৯০ (৪৭.৮৮)	১৬.৪৯ (১০০)	৪.৭১ (৫২.১২)	৪.৩২ (৪৭.৮৮)	৯.০৬ (১০০)	১৩.৩০ (৫২.১২)	১২.২১ (৪৭.৮৮)	২৫.৫৬ (১০০)
১৯৮২-৮৩	১০.১৫ (৫৪.০৩)	৮.৬২ (৪৫.৯৭)	১৮.৭৭ (১০০)	৬.১০ (৫৪.০৩)	৫.১৭ (৪৫.৯৭)	১১.২৭ (১০০)	১৬.২৫ (৫৪.০৩)	১৩.৭৯ (৪৫.৯৭)	৩০.০৪ (১০০)
১৯৮৩-৮৪	১৫.০৪ (৬০.২২)	৯.৯৪ (৩৯.৭৮)	২৪.৯৮ (১০০)	৯.২৮ (৬০.২২)	৬.১৪ (৩৯.৭৮)	১৫.৪২ (১০০)	২৪.৩২ (৬০.২২)	১৬.০৮ (৩৯.৭৮)	৪০.৪০ (১০০)
১৯৮৪-৮৫	২০.৬২ (৬৮.২০)	৯.৬২ (৩১.৮০)	৩০.২৪ (১০০)	১১.৭৮ (৬৮.২০)	৫.৪৯ (৩১.৮০)	১৭.২৭ (১০০)	৩২.৪০ (৬৮.২০)	১৫.১১ (৩১.৮০)	৪৭.৫১ (১০০)
১৯৮৫-৮৬	১৭.৮৭ (৭৮.১৮)	৪.৯৮ (২১.৮২)	২২.৮৫ (১০০)	১২.৩৫ (৭৮.১৮)	৩.৪৪ (২১.৮২)	১৫.৭৯ (১০০)	৩০.২২ (৭৮.১৮)	৮.৪২ (২১.৮২)	৩৮.৬৪ (১০০)
১৯৮৬-৮৭	২২.৩৭ (৯০.১৩)	২.৪৬ (৯.৮৭)	২৪.৮৩ (১০০)	১১.৭৭ (৯০.১৩)	১.২৯ (৯.৮৭)	১৩.০৬ (১০০)	৩৪.১৪ (৯০.১৩)	৩.৭৫ (৯.৮৭)	৩৭.৮৯ (১০০)
১৯৮৭-৮৮	১৭.৭৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১৭.৭৬ (১০০)	১২.৪১ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১২.৪১ (১০০)	৩০.১৭ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৩০.১৭ (১০০)
১৯৮৮-৮৯	৩৭.৯৩ (৬০.১৫)	২৫.১৩ (৩৯.৮৫)	৬৩.০৬ (১০০)	৩৭.০৮ (৬০.১৫)	২৪.৫৪ (৩৯.৮৫)	৬১.৬২ (১০০)	৭৫.০১ (৬০.১৫)	৪৯.৬৭ (৩৯.৮৫)	১২৪.৬৮ (১০০)
১৯৮৯-৯০	৮৫.১২ (৮১.৩১)	১৯.৫৭ (১৮.৬৯)	১০৪.৬৯ (১০০)	৯৬.৪৭ (৮১.৩১)	২২.১৭ (১৮.৬৯)	১১৮.৬৭ (১০০)	১৮১.৫৯ (৮১.৩১)	৪১.৭৪ (১৮.৬৯)	২২৩.৩৬ (১০০)
১৯৯০-৯১	৫৫.৫৭ (৭৭.৫৯)	১৬.০৫ (২২.৪১)	৭১.৬২ (১০০)	৭০.১৭ (৭৭.৫৯)	২০.২৭ (২২.৪১)	৯০.৪৪ (১০০)	১২৫.৭৪ (৭৭.৫৯)	৩৬.৩২ (২২.৪১)	১৬২.০৫ (১০০)
১৯৯১-৯২	৬৫.১০ (৭১.৮৮)	২৫.৪৬ (২৮.১২)	৯০.৫৬ (১০০)	৬৬.৬৭ (৭১.৮৮)	২৬.১৩ (২৮.১২)	৯২.৭৫ (১০০)	১৩১.৭৬ (৭১.৮৮)	৫১.৫৯ (২৮.১২)	১৮৩.৩১ (১০০)
১৯৯২-৯৩	৫১.৫০ (৬৬.৬১)	২৫.৮২ (৩৩.৩৯)	৭৭.৩২ (১০০)	৪৭.৫৩ (৬৬.৬১)	২৩.৮২ (৩৩.৩৯)	৭১.৩৬ (১০০)	৯৯.০৪ (৬৬.৬১)	৪৯.৬৪ (৩৩.৩৯)	১৪৮.৬১ (১০০)
১৯৯৩-৯৪	৪০.৮৮ (৫৪.৩২)	৩৪.৩৭ (৪৫.৬৮)	৭৫.২৪ (১০০)	৩৮.৬৬ (৫৪.৩২)	৩২.৫০ (৪৫.৬৮)	৭১.১৬ (১০০)	৭৯.৫৪ (৫৪.৩২)	৬৬.৮৬ (৪৫.৬৮)	১৪৬.৪০ (১০০)
১৯৯৪-৯৫	৫০.০৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫০.০৬ (১০০)	৪৪.৩৭ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৪৪.৩৭ (১০০)	৯৪.৪৩ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৯৪.৪৩ (১০০)
১৯৯৫-৯৬	৫৬.৫১ (৯৯.২৭)	০.৪১ (০.৭৩)	৫৬.৯২ (১০০)	৪৯.১৬ (৯৯.২৭)	০.৩৫ (০.৭৩)	৪৯.৫১ (১০০)	১০৫.৬৬ (৯৯.২৭)	০.৭৭ (০.৭৩)	১০৬.৪৩ (১০০)
১৯৯৬-৯৭	৫৩.৫৯ (৯৯.৭৮)	০.১২ (০.২২)	৫৩.৭০ (১০০)	৫২.৬৭ (৯৯.৭৮)	০.১২ (০.২২)	৫২.৭৩ (১০০)	১০৬.২০ (৯৯.৭৮)	০.২৪ (০.২২)	১০৬.৪৪ (১০০)
১৯৯৭-৯৮	৩৮.৭৮ (৯৪.৩৬)	২.৩২ (৫.৬৪)	৪১.০৯ (১০০)	৪৩.৬০ (৯৪.৩৬)	২.৬০ (৫.৬৪)	৪৬.১৯ (১০০)	৮২.৩৭ (৯৪.৩৬)	৪.৯১ (৫.৬৪)	৮৭.২৯ (১০০)

অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৯৮-৯৯	১৫.০৪ (৭৭.২৭)	৪.৪২ (২২.৭৩)	১৯.৪৬ (১০০)	১৭.৫৭ (৭৭.২৭)	৫.১৭ (২২.৭৩)	২২.৭৪ (১০০)	৩২.৬১ (৭৭.২৭)	৯.৬০ (২২.৭৩)	৪২.২০ (১০০)
১৯৯৯-০০	৪৯.৫৭ (৯৯.৪৬)	০.২৭ (০.৫৪)	৪৯.৮৪ (১০০)	৫৪.০৫ (৯৯.৪৬)	০.২৯ (০.৫৪)	৫৪.৩৪ (১০০)	১০৩.৬২ (৯৯.৪৬)	০.৫৬ (০.৫৪)	১০৪.১৮ (১০০)
২০০০-০১	৫৪.৭৫ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫৪.৭৫ (১০০)	৫৬.৯৩ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫৬.৯৩ (১০০)	১১১.৬৮ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১১১.৬৮ (১০০)
২০০১-০২	৮১.৭৬ (৯৯.৭৩)	০.২৩ (০.২৭)	৮১.৯৯ (১০০)	৮৯.১৫ (৯৯.৭৩)	০.২৪ (০.২৭)	৮৯.৩৯ (১০০)	১৭০.৯২ (৯৯.৭৩)	০.৪৭ (০.২৭)	১৭১.৩৮ (১০০)
২০০২-০৩	৭৫.৫২ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৭৫.৫২ (১০০)	৮৬.৪৪ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৮৬.৪৪ (১০০)	১৬১.৯৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	১৬১.৯৬ (১০০)
২০০৩-০৪	৮১.৪৫ (৯৮.৮১)	০.৯৮ (১.১৯)	৮২.৪৩ (১০০)	১০৪.৭৭ (৯৮.৮১)	১.২৬ (১.১৯)	১০৬.০৩ (১০০)	১৮৬.২২ (৯৮.৮১)	২.২৪ (১.১৯)	১৮৮.৪৬ (১০০)
২০০৪-০৫	৮৫.৩০ (৯৯.০৯)	০.৭৯ (০.৯১)	৮৬.০৯ (১০০)	১২০.৭৯ (৯৯.০৯)	১.১১ (০.৯১)	১২১.৯০ (১০০)	২০৬.০৯ (৯৯.০৯)	১.৮৯ (০.৯১)	২০৭.৯৯ (১০০)
২০০৫-০৬	২৬.৫০ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২৬.৫০ (১০০)	৩৮.৮৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৩৮.৮৬ (১০০)	৬৫.৩৬ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৬৫.৩৬ (১০০)
২০০৬-০৭	৫৭.৯২ (৯১.৯৩)	৫.০৮ (৮.০৭)	৬৩.০০ (১০০)	৮৫.২৯ (৯১.৯৩)	৭.৪৮ (৮.০৭)	৯২.৭৮ (১০০)	১৪৩.২১ (৯১.৯৩)	১২.৫৬ (৮.০৭)	১৫৫.৭৮ (১০০)
২০০৭-০৮	৪৩.৪৩ (৯২.০৬)	৩.৭৫ (৭.৯৪)	৪৭.১৭ (১০০)	৯৮.২৩ (৯২.০৬)	৮.৪৭ (৭.৯৪)	১০৬.৭০ (১০০)	১৪১.৬৬ (৯২.০৬)	১২.২২ (৭.৯৪)	১৫৩.৮৮ (১০০)
২০০৮-০৯	২০৮.৩৫ (৯০.৭৪)	২১.২৭ (৯.২৬)	২২৯.৬২ (১০০)	৬০৮.৯৩ (৯০.৭৪)	৬২.১৭ (৯.২৬)	৬৭১.১০ (১০০)	৮১৭.২৮ (৯০.৭৪)	৮৩.৪৪ (৯.২৬)	৯০০.৭২ (১০০)
২০০৯-১০	১৯৫.৬৭ (৮৯.০২)	২৪.১৫ (১০.৯৮)	২১৯.৮১ (১০০)	৫৩৬.২২ (৮৯.০২)	৬৬.১৭ (১০.৯৮)	৬০২.৩৯ (১০০)	৭৩১.৮৯ (৮৯.০২)	৯০.৩১ (১০.৯৮)	৮২২.২০ (১০০)
২০১০-১১	৯৭.৮৮ (৪৬.৩৩)	১১৩.৩৯ (৫৩.৬৭)	২১১.২৮ (১০০)	২৩৬.৪৮ (৪৬.৩৩)	২৭৩.৯৫ (৫৩.৬৭)	৫১০.৪৪ (১০০)	৩৩৪.৩৬ (৪৬.৩৩)	৩৮৭.৩৫ (৫৩.৬৭)	৭২১.৭২ (১০০)
২০১১-১২	৭৩.৭৩ (৫৩.০৩)	৬৫.২৯ (৪৬.৯৭)	১৩৯.০২ (১০০)	১৬৯.৭৫ (৫৩.০৩)	১৫০.৩২ (৪৬.৯৭)	৩২০.০৬ (১০০)	২৪৩.৪৮ (৫৩.০৩)	২১৫.৬২ (৪৬.৯৭)	৪৫৯.১০ (১০০)
২০১২-১৩	২৮৩.৪৬ (৯৫.৯৬)	১১.৯২ (৪.০৪)	২৯৫.৩৮ (১০০)	৬২৬.৭৪ (৯৫.৯৬)	২৬.৩৬ (৪.০৪)	৬৫৩.১০ (১০০)	৯১০.২০ (৯৫.৯৬)	৩৮.২৮ (৪.০৪)	৯৪৮.৫৪ (১০০)
২০১৩-১৪	২৪৭.৩৯ (১০০.০)	০.০ (০.০)	২৪৭.৩৯ (১০০)	৫১৬.৭২ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৫১৬.৭২ (১০০)	৭৬৪.১১ (১০০.০)	০.০ (০.০)	৭৬৪.১১ (১০০)
২০১৪-১৫	১৫৪.০৬ (৬৯.৫০)	৬৭.৬০ (৩০.৫০)	২২১.৬৭ (১০০)	২৯১.৩৬ (৬৯.৫০)	১২৭.৮৫ (৩০.৫০)	৪১৯.২০ (১০০)	৪৪৫.৪২ (৬৯.৫০)	১৯৫.৪৫ (৩০.৫০)	৬১৪.৮৭ (১০০)

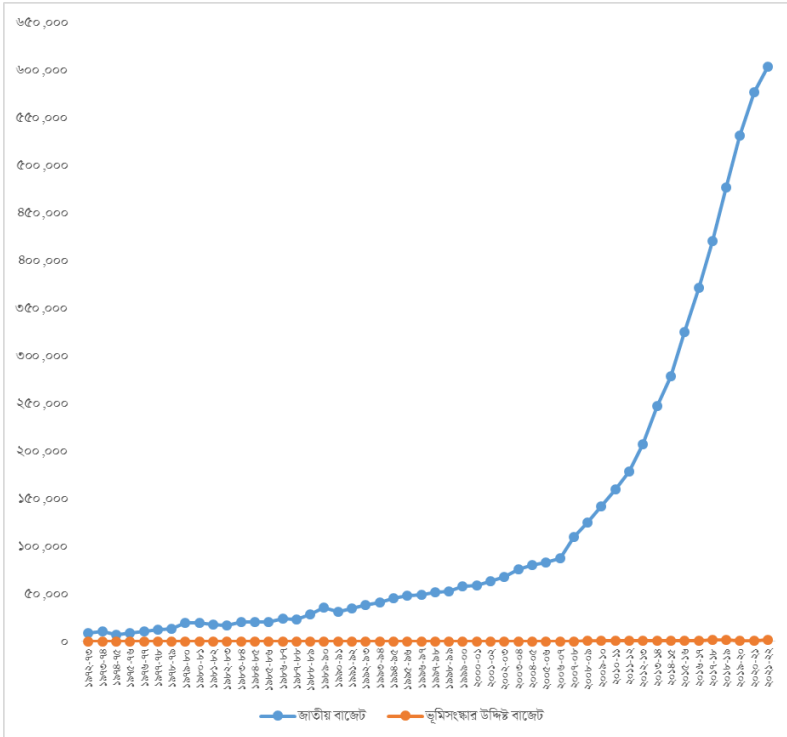
অর্থবছর	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার								
	উন্নয়ন			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
২০১৫-১৬	১৬৭.১৮ (৭১.৮২)	৬৫.৬০ (২৮.১৮)	২৩২.৭৯ (১০০)	৩১৯.৯৭ (৭১.৮২)	১২৫.৫৬ (২৮.১৮)	৪৪৫.৫২ (১০০)	৪৮৭.১৫ (৭১.৮২)	১৯১.১৬ (২৮.১৮)	৬৭৮.৩১ (১০০)
২০১৬-১৭	২৩২.৭৭ (৮৪.৫৩)	৪২.৬০ (১৫.৪৭)	২৭৫.৩৭ (১০০)	৪৫৩.১২ (৮৪.৫৩)	৮২.৯২ (১৫.৪৭)	৫৩৬.০৫ (১০০)	৬৮৫.৮৯ (৮৪.৫৩)	১২৫.৫২ (১৫.৪৭)	৮১১.৪২ (১০০)
২০১৭-১৮	২৩১.০২ (৪১.৩৮)	৩২৭.২৮ (৫৮.৬২)	৫৫৮.৩০ (১০০)	৩৪৬.০১ (৪১.৩৮)	৪৯০.১৯ (৫৮.৬২)	৮৩৬.২০ (১০০)	৫৭৭.০৩ (৪১.৩৮)	৮১৭.৪৭ (৫৮.৬২)	১,৩৯৪.৫২ (১০০)
২০১৮-১৯	৫৩২.৫১ (৮৭.৮৯)	৭৩.৩৪ (১২.১১)	৬০৫.৮৫ (১০০)	৮৪৮.১০ (৮৭.৮৯)	১১৬.৮০ (১২.১১)	৯৬৪.৯১ (১০০)	১,৩৮০.৬১ (৮৭.৮৯)	১৯০.১৪ (১২.১১)	১,৫৭০.৭৫ (১০০)
২০১৯-২০	৪৩০.৮৮ (৯৯.০২)	৪.২৬ (০.৯৮)	৪৩৫.১৪ (১০০)	৬২৬.২৮ (৯৯.০২)	৬.১৯ (০.৯৮)	৬৩২.৪৭ (১০০)	১,০৫৭.১৫ (৯৯.০২)	১০.৪৬ (০.৯৮)	১,০৬৭.৬১ (১০০)
২০২০-২১	১৮৭.১৬ (৯৪.৪৭)	১০.৯৬ (৫.৫৩)	১৯৮.১২ (১০০)	৩০৪.৬৪ (৯৪.৪৭)	১৭.৮৫ (৫.৫৩)	৩২২.৪৮ (১০০)	৪৯১.৮০ (৯৪.৪৭)	২৮.৮১ (৫.৫৩)	৫২০.৬১ (১০০)
২০২১-২২	৬৩৫.৮১ (৯৯.৯৭)	০.২২ (০.০৩)	৬৩৬.০৩ (১০০)	৯৮৯.৪৯ (৯৯.৯৭)	০.৩৪ (০.০৩)	৯৮৯.৮০ (১০০)	১,৬২৫.৩০ (৯৯.৯৭)	০.৫৬ (০.০৩)	১,৬২৫.৮৬ (১০০)
মোট	৪,৯৯৫.৭৪ (৮২.০৯)	১,০৯০.২৯ (১৭.৯১)	৬,০৮৬.০৩ (১০০)	৮,৩০৫.০১ (৮২.৩৩)	১,৭৮২.২৬ (১৭.৬৭)	১০,০৮৭.২৭ (১০০)	১৩,৩০০.৬৯ (৮২.২৪)	২,৮৭২.৫৫ (১৭.৭৬)	১৬,১৭৩.২৪ (১০০)

তথ্য উৎস: নিম্নবর্ণিত উৎসে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত: (১) বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (২) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৩) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৪) ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবী (সমূহ) (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৫) ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ; (৭) বড় পদায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্ষয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধান, বারকাত, আবুল (২০২০) (পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬); (৮) 50 years of Bangladesh in Budget. (June 2, 2021). *DhakaTribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>; (9) Chronology of national budget. (June 12, 2019). *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>; (10) A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties, Ahmed, S.N. & Hamid, F. (2004) (P. 752); (11) Bangladesh Bank (2020). Time series data since 1972 (downloaded from: <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>, accessed on 03 August 2020) থেকে নেয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (১২) ২০২১-২২-এর জিডিপি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রক্ষেপিত।

\* ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.২৪ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০২১-২২ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৬.২৪ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৫,৮৩২ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি হিসেব করা হয়েছে।

**বিশেষ নোট:** (১) মোট বাজেটে তিন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয়। উপরিলিখিত সারণিতে অনুন্নয়ন ব্যয়-এর সাথে অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে (উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে)। (২) ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় একসাথে হিসেব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ব্যয়টাকে এডিপি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত— অনুন্নয়ন/ রাজস্ব/ পরিচালন আবর্তক ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়, এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে হিসেব করা হয়েছে। (৩) ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘এডিপি’-তে অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেটা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা একসাথে ‘উন্নয়ন ব্যয়’ হিসেবে হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয় (অনুন্নয়ন ব্যয়) বাজেটে পৃথকভাবে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ রয়েছে। (৪) ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত ‘এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত এডিপির অংশ বাদ দিয়ে মোট অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১৩: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট এবং ভূমি সংস্কারউদ্ভিষ্ট বাজেট: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়, ২০২১-২০২২-এর বাজারমূল্যে)



রাষ্ট্রীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দ নিয়ে আমাদের হিসেবপত্তর যা বলছে তা এ রকম: বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২/৭৩ থেকে ২০২১/২২ অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারি বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি, যার মধ্যে ৫২২টি (০.৪৯%) কোনো না কোনোভাবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর সাথে সম্পর্কিত। আর কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট এসব প্রকল্প/কর্মসূচিতে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ বছরের মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ০.২৭%, যেখানে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭%। এসব হিসেবপত্তর থেকে যা অনুধাবন সম্ভব তা হলো নিম্নরূপ:

**প্রথমত:** আমাদের দেশের যেসব মানুষ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার থেকে সরাসরি ফল ভোগ করার যোগ্য তারা হলেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ—মোট জনসংখ্যার ৮২.৭% (যারা গ্রাম ও শহরে বাস করেন) অথচ রাষ্ট্রীয় বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ (মোট বরাদ্দের) মাত্র ০.২৭%। বিগত ৫০ বছরে দেশের মোট বাজেট যখন ক্রমবর্ধমান তখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট অতি নিম্নস্তরে ভূমি অক্ষের সাথে মিশে আছে (দেখুন লেখচিত্র ১৩)। শুধু তা-ই নয় গত ৫০ বছরে যখন জাতীয় বাজেটের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ৭.৯৭%, তখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বাজেটের গড় প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক, -১.৭৪%, (দেখুন সারণি ৮)। এসবই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—এজেডাহীন বিষয়। সংবিধান যেখানে দেশের মানুষে-মানুষে বৈষম্য নিরসনে ‘কৃষি বিপ্লবের’ কথা বলে সেখানে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে বাজেটের মাত্র ০.২৭% বরাদ্দ স্পষ্ট নির্দেশ করে যে খাতটি অতি বৈষম্যের শিকার; আর খাতের মানুষেরা রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার লক্ষ্যবস্তু। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দের যে হাল-হকিকত তা থেকে এ কথাটিও নির্দিধায় বলা যায়, বিগত ৫০ বছরে ওই সংস্কার রাষ্ট্রের সামাজিক চয়ন নীতিতে (principle of social choice of the state) কখনও নিম্নতম মাত্রার গুরুত্ব পায়নি।

**দ্বিতীয়ত:** বিগত ৫০ বছরের বাজেট বরাদ্দের নিরিখে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিরন্তর বঞ্চনা, বৈষম্য ও অসমতার লক্ষ্যবস্তু। রাষ্ট্রের বাজেটের নিরিখে এই “বৈষম্যমাত্রা” অথবা (একই কথা) “বঞ্চনার মাত্রা” কত? আমরা এসব বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা নিরূপণ করেছি। এ প্রসঙ্গে সহজবোধ্য ফর্মুলাটা এ রকম: একটি আদর্শ অবস্থায় (ideal situation) তখনই বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার খাতে এবং সংশ্লিষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হয় না/হচ্ছে না যখন বাজেটে এ খাত-ক্ষেত্রের মানুষেরা তাদের জনসংখ্যার সমানুপাতিক বরাদ্দ পান (budget allocation directly proportional to their population size)। এটা হলো আদর্শ অবস্থান। আর এই অবস্থান থেকে বাজেট বরাদ্দ যত পেছনে থাকবে, সংশ্লিষ্ট বৈষম্য-বঞ্চনার মান হবে ঠিক ততটুকু। রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “বৈষম্য-বঞ্চনামাত্রা” নিচে বক্সে দেখানো হলো:



$$\begin{aligned}
 \text{রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা} &= \left[ \frac{(\text{জনসংখ্যা অনুপাতে}) \text{ বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষের ন্যায্য হিস্যা/যা পাবার কথা (আদর্শ অবস্থা)/}}{\text{তারা প্রকৃত যে বরাদ্দ পেয়েছেন}} \times 100\% \right] - 100 \\
 &= \left( \frac{6035813 \times 0.829}{16193.28} \times 100\% \right) - 100 \\
 &= \left( \frac{8981900}{16193.28} \times 100\% \right) - 100 \\
 &= 30963.8\%
 \end{aligned}$$

রাষ্ট্রীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দের নিরিখে “বৈষম্য-মাত্রা” নিরূপণে আমরা এক মারাত্মক এবং অবিশ্বাস্য হিসেবে উপনীত হয়েছি। আমাদের হিসেবপত্র বলছে যে বিগত ৫০ বছরের বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে (eligible population) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা (অর্থাৎ যা হলে বলা যেত যে বাজেটের নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ বঞ্চিত নন, তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয়নি) হবার কথা ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, কিন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১৬ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে তাদের মোট বঞ্চিত বরাদ্দের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫২ কোটি টাকা অথবা বছরে ৯৯ হাজার ৫১১ কোটি টাকা (২০১১-২২ অর্থবছরের বাজারমূল্যে)। আমাদের হিসেব বলছে যে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “বঞ্চনামাত্রা” (degree of deprivation) হলো ৩০,৭৬৩.৮% (!!!)। এসবই অন্যভাবেও বলা যায়। আর তা হলো জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষকে তার ন্যায্য (আদর্শ) হিস্যার মাত্র ০.৩২% দেয়া হয়েছে, বাদবাকি ৯৯.৬৮% দেয়া হয়নি। তা আত্মসাৎ করা হয়েছে—বছরের পর বছর ধরে, নিয়মবদ্ধভাবে।

**তৃতীয়ত:** জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “বঞ্চনামাত্রা” ৩০,৭৬৩.৮%—এতদূর মারাত্মক কেন? এর একটা সহজ উত্তর হলো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বলতে আমরা যা বুঝি (আগে বলেছি) তার কোনো কিছুই রাষ্ট্রীয় বাজেটে স্পর্শ করা হয়নি। উল্টো যা করা হয়েছে তা হলো স্বাধীনতাগের বিগত ৫০ বছরে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দর্শন হিসেবেই প্রথমে মুক্তবাজার আর তারপরে (মধ্য ১৯৭০ এর দশক থেকে) নয়া-উদারবাদী আগ্রাসী মুক্তবাজার দর্শন গ্রহণ করা হয়েছে। যে দর্শন অনুযায়ী সমাজ ও অর্থনীতিতে উন্নয়নের নামে পরিপুষ্ট করা হয়েছে মুক্তবাজার (অবশ্য “মুক্ত” বাজার কি’না সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ), অবাধ উদারীকরণ (wholesale liberalization), অবাধ বাণিজ্য, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের স্বার্থবিরোধী নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন, অবাধ ব্যক্তি মালিকানাধীনকরণ (wholesale privatization), এবং নিয়ন্ত্রণহীনতা (সরকারি), অবাধ রেন্টসিকিং (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক), মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার নির্বিচার বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি-ভূমি-জলার মারাত্মক বাণিজ্যিকীকরণ। আর এসব করলে আর যাই-ই হোক গণমুখী কৃষি-ভূমি-জলা



সংস্কার কর্মকাণ্ডে হাত দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এখন ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ নয় যে সামনের দিকে সম্ভবত প্রান্তিক, দরিদ্র, খুদে কৃষক বলে কিছুর অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে—তারা ভূমিহীন-নিঃস্ব-সর্বস্বহারা হবেন, তাদের কৃষি-ভূমি-জলা দখল করবে বাণিজ্যিক কৃষি, যা পরে কর্পোরেট কৃষিতে রূপান্তরিত হবে, যেখানে বহুজাতিক কোম্পানিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে তখন এখনকার প্রান্তিক, দরিদ্র, ভূমিহীন, খুদে কৃষকের কী হবে? তারা হবেন শ্রমদাস, যাদের মালিকানায় নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রি করবার মতো আর কিছুই থাকবে না। আর তারা যদি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ (এখন ৮২.৭%) মানুষ হন সেক্ষেত্রে তারা সক্রিয় পরিবর্তনকামী হলে তা পুরো কৃষি-ভূমি-জলাউখিত সৌধটির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস প্রবণতা এসবই নির্দেশ করে।

**চতুর্থত:** জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় বরাদ্দের দৃষ্টিতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের বণ্ডনা-বৈষম্যমাত্রা ৩০৭৬৩.৮%-ই যদি হয়, তাহলে সমপরিমাণ অর্থসম্পদ—৫০ বছরে মোট ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরের বাজারমূল্য) গেল কোথায়? তা যেখানেই যাক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে যায়নি। আসলে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন তা নির্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়েছে তাদের কাছে, রাষ্ট্রীয় বাজেট যাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করেছে। আর এসবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের কখনও-কোনোই সম্মতি (consent) নেয়া হয়নি। সুতরাং বিষয়টি আত্মসাৎ। যে সিস্টেমে আত্মসাৎ করা হয়েছে তা করা হয়েছে ওই সিস্টেমকে জিইয়ে রাখতে এবং তা উত্তরোত্তর শক্তিশালী করতে। আর এসব কারণে এই ৩০ বছর আগেও যেখানে “ভূমি সংস্কার” নিয়ে কথাবার্তা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হতো এখন এসব হয় না। বলা হয় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার এখন “non-issue”; বলা হয় “Hands, Not Land”; বলা হয় “বৃহদায়তন কর্পোরেট কৃষি লাভজনক” এবং এসবে “বিদেশি বিনিয়োগ আরো লাভজনক”; বলা হয় প্রয়োজনে “বিদেশি বিনিয়োগের জন্য মুক্ত কৃষি জোন বানাতে সবার লাভ হবে” ইত্যাদি। অবশ্য এসব বলার সময় একবারও ভাবা হয় না যে বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে “জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। আর জনগণের অভিপ্রায়ের বিপক্ষে যে আইন যতটুকু সে আইন ততটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হবে”। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে সাংবিধানিক এসব কথাবার্তা বাজেটপ্রণেতাদের কানে পৌঁছায় না, কারণ তাদের কাজ হলো প্রচলিত আর্থসামাজিক সিস্টেমের সেবা-দাসত্ব করা। আর এসবই রাষ্ট্রের বাজেট যন্ত্র ব্যবহার করে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট গণমানুষকে চিরন্তন বৈষম্য-বণ্ডনা-অসমতার পরিবেশে থাকতে বাধ্য করে—অন্তত উদ্দেশ্যটাই তা-ই। অবস্থাটা এমন যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন হয়তো বা মনের গভীরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” বাস্তবে আর সম্ভব নয়। একসময়ের গভীর বিশ্বাস এখন অবিশ্বাস অথবা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্তত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে।

### ১৪.৩ কী হওয়া উচিত? কোন পথে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত?

কী হলে বলব অ-জনগণকৃত কৃষি-ভূমি-সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জনগণকরণ হচ্ছে/হয়ছে?

সমাজ যেখানে পরম্পরবিপরীতমুখী শ্রেণিতে বিভক্ত সেখানে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ নিরন্তর বণ্ডনা-বৈষম্য-শোষণের লক্ষ্যবস্তু হবে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এহেন অবস্থায় ভূমিহীন

কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, নিম্নবিত্ত কৃষক, খুদে কৃষক, জলাহীন জলজীবী, বনহীন বনজীবী, শহর-নগরের দারিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত (সবাই মিলে যারা জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৮২.৭% মানুষ)—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে উত্তরোত্তর অধিকারে বহুমুখী বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হবেন এ কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। অথচ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট মৌলিক যুক্তি আছে—ন্যায়বিচারিক যুক্তি, নৈতিক যুক্তি, বৈষম্য হ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনে ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিকাশসংশ্লিষ্ট যুক্তি, এমনকি মহামারি-অতিমারি-উদ্ভূত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতার যুক্তি। সমগ্রকতার নিরিখে মানুষের সামাজিক মুক্তির (human social liberation) স্বপক্ষে যত বহুমুখী পথ-পদ্ধতি আছে তার পুরোটাই গণমুখী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য প্রযোজ্য।

কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে—বিদ্যমান জাতীয় ও বৈশ্বিক কাঠামোতে—কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ বহিঃস্থই থেকে যাবেন। তাদের অন্তর্ভুক্তি থাকবে না, আর যদি একটু একটু থাকেও সেটি হয়ে যায় “বৈরী অন্তর্ভুক্তি” (“adverse inclusion”)। এসব কথা বাস্তবে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অংশের অতিনগণ্য হিস্যা থেকেও প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে ওই হিস্যা যতটুকুই বা আছে, তা সংশ্লিষ্ট সংস্কারউদ্দিষ্ট নয়, বরঞ্চ প্রকৃত সংস্কার রহিতকরণউদ্দিষ্ট। যেমন ভূমিমালিকানা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে আসার জন্য বাজেট বরাদ্দ করে তা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিমিত্ত বলা হয়ে থাকে। শেষবিচারে দেখা যায় এসবই করা হয়ে থাকে স্বল্প ভূমি-জলার খুদে কৃষকদের জমি-জলা বিজ্ঞানসম্মত পথে (প্রযুক্তি জ্ঞান ব্যবহার করে) দ্রুততার সাথে ধনী-রেন্টসিকারদের হাতে উঠিয়ে দেবার লক্ষ্যে। ঠিক একই ধরনের কথা প্রযোজ্য দ্রুত ভিত্তিতে ভূমি বিবাদ নিষ্পত্তির আইনকানুন (সংশ্লিষ্ট বাজেট) এবং অল হোল্ডার কৃষি উন্নয়ন বাজেট। এসবের সাথে একধরনের সংস্কারের সম্পর্ক অবশ্যই আছে—আর তা হলো দরিদ্র মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত করে ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করা। এসবই হলো বাজেটের মধ্যস্থতায় ধনিক শ্রেণি কর্তৃক “নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার দখল” (regulatory capturing)। আর তাই-ই যদি হয় তাহলে “নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা” উল্টো দখলের বিকল্প কোথায়?

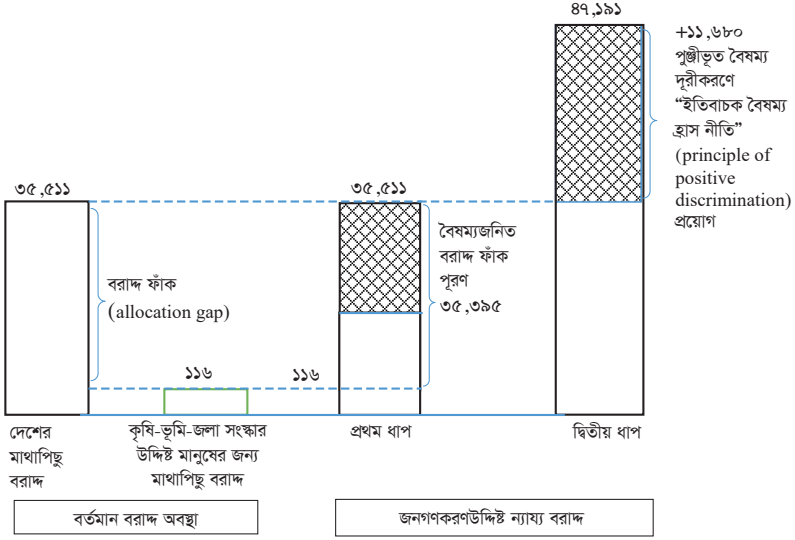
গণমুখী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিশ্চিত করতে অন্তত জাতীয় বাজেটে যে কাজটি হতে পারে যুক্তিসঙ্গত তা হলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হওয়া উচিত মাথাপিছু জাতীয় বাজেট বরাদ্দের কমপক্ষে সমান সমান। আর সেক্ষেত্রে (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়) গত অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেটে মাথাপিছু (জাতীয়) বরাদ্দ (৩৫,৫১১ টাকা) যদি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য মোট বরাদ্দ হয় ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা। যেখানে গত বছরের প্রকৃত বরাদ্দ ছিল এ অংকের তুলনায় ৩০৬ গুণ কম, ১৬২৫.৮৬ কোটি টাকা। এখানে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-২০২২) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট “বাজেট বঞ্চনা”র পরিমাণ মোট ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা (অর্থাৎ গড়ে বছরে ৯৯ হাজার ৫১১ কোটি টাকা)। আর বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ঋণাত্মক, -১.৭৪%।

যে-কেউই এ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের “বাজেট বঞ্চনা” গড়ে বছরে ৯৯ হাজার ৫১১ কোটি টাকা যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবিত অংকটা ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা কেন? এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য সোজা উত্তর হলো:

(১) বহুকালব্যাপী যে বঞ্চনা তার সুরাহা করতে আশুবরাদে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করতে হবে। (২) কয়েক বছর তুলনামূলক বেশি বরাদ্দের পরে বরাদ্দ হ্রাস করা যেতে পারে অথবা অত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। কারণ, কৃষি-ভূমি-জলাউখিত কর্মকাণ্ড ততদিনে অনেক গুণ বেশি “স্ব-প্রসারণ সক্ষম” (self-generating capacity) হয়ে যাবে। আগেই বলেছি যে জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বরাদ্দ গত ৫০ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০২১/২২) প্রত্যেক বছরই নগণ্য এবং জনসংখ্যানুপাতে তা কয়েক হাজার গুণ কম ছিল। গত ৫০ বছরে আমরা আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক অর্থে কয়েক ধরনের রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি দেখেছি। যেমন ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, নির্বাচনী গণতন্ত্রসহ বিভিন্ন পদ্ধতি। তবে শাসন-পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের হিস্যা ০.০৮% থেকে ০.৬৩%-এর মধ্যে ঠাণ্ডানা করেছেন। আবার এমনও নয় যে স্বল্প হিস্যার মধ্যেও গণতন্ত্রামলে তা বেড়েছে আর স্বৈরাচারামলে তা কমেছে, অথবা উল্টো। অর্থাৎ রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতিনির্বিশেষে জাতীয় বাজেটে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” কখনও গুরুত্বপূর্ণ খাত-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়নি (অবশ্য নির্বাচনী ইশতেহারে এ নিয়ে প্রতিশ্রুতির কমতি ছিল না)। সুতরাং জাতীয় বাজেটে “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” খাতের যে প্যটর্ন পাওয়া যায়, তা থেকে নির্বিঘ্নে যে উপসংহারে আসা যায় তা হলো এ রকম: গত ৫০ বছরে শ্রেণিবিভক্ত বাংলাদেশ সমাজে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রতি বাজেটীয় চরম বৈষম্য একটি সূত্রবদ্ধ বিষয়; এমনই সূত্রবদ্ধ বিষয়, যা কৃষি-ভূমি-জলায় শ্রেণিবিভাজন বৃদ্ধি করেছে, বাড়িয়েছে বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা।

গত ৫০ বছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ বরাবরই অতিনগণ্য এবং অত্যাচ্চ বৈষম্যমূলক। অত্যাচ্চ-অনাকাঙ্ক্ষিত এই বৈষম্য দূর করে প্রগতিমুখী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংগঠিত করতে অন্যসব অ-জনগণ-এর ক্ষেত্রে যে নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে, এক্ষেত্রে একই নীতিকৌশল অবলম্বন করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপে প্রচলিত ব্যাপক বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap) পূরণ করতে হবে (যদিও তা যথেষ্ট দুরূহ হতে পারে), আর দ্বিতীয় ধাপে পুঞ্জীভূত বৈষম্য-অসমতা দূর করার জন্য “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” (principle of positive discrimination) গ্রহণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষদের জন্য প্রথম ধাপে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ জাতীয়পর্যায়ের মাথাপিছু বরাদ্দের সমপরিমাণ স্তরে নিতে হবে; আর দ্বিতীয় ধাপে প্রগতি-পরিস্থিতি বিবেচনায় “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে। তবে এমনও অসম্ভব নয় যে, যেহেতু কৃষি-ভূমি-জলাউখিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড “স্ব-প্রসারণ সক্ষম” সেহেতু একটা সময়ের পরে বাজেট বরাদ্দ তুলনামূলক হ্রাস পেতে পারে (আমাদের প্রস্তাবিত এই সংস্কারের নমুনা ছক ১৪-এ দেখানো হয়েছে)।

লেখচিত্র ১৪: জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ: চলমান বাস্তবতা এবং জনগণকরণউদ্দিষ্ট ন্যায্য বরাদ্দ (২০২০-২১ অর্থবছরের বাজারমূল্যে, টাকায়)



কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে (জনসংখ্যার ৮২.৭%) অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ উত্তরণ-রূপান্তরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম হলো জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য “বাজেটীয় বরাদ্দ বৈষম্য দূরীকরণসহ ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করা। আমাদের হিসেবে এ মুহূর্তে দেশে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা, যা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে মাথাপিছু মাত্র ১১৬ টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap) ৩৫,৩৯৫ টাকা। এহেন অবস্থায় জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জনগণকরণে আমাদের প্রস্তাবে প্রথম যে কাজটি করতে হবে, তা হলো সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় (এখন মাত্র ১১৬ টাকা) তার সাথে মাথাপিছু ৩৫,৩৯৫ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে বাজেটে তাদের প্রতি যে বরাদ্দ বৈষম্য করা হয় তা দূর করা। আর দ্বিতীয় ধাপে (হতে পারে প্রথম ধাপের পাশাপাশি একই সাথে) পুঞ্জীভূত বাজেট বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো চলমান বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রতি মাথাপিছু যে পরিমাণ বৈষম্য হচ্ছে তার আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ অর্থ ওই খাতে মাথাপিছু অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে। অতিরিক্ত এ বরাদ্দের পরিমাণ হবে মাথাপিছু ১১,৬৮০ টাকা (বিদ্যমান ৩৫,৩৯৫ টাকা বরাদ্দ বৈষম্যের এক-তৃতীয়াংশ)। তাহলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রতি বাজেটীয় বৈষম্য দূর করে তাদের জনগণকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত হিসেবপত্রের দাঁড়াচ্ছে এ রকম: দেশে যদি মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৫১১ টাকা হয়, সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে ৪৭,১৯১ টাকা, যার মধ্যে ৩৫,৩৯৫ টাকা হবে

বিদ্যমান বাজেট বরাদ্দ-ফাঁক পূরণের লক্ষ্যে; ১১,৬৮০ টাকা “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কারণে; আর ১১৬ টাকা এখন মাথাপিছু যে বরাদ্দ হচ্ছে তা রাখা। জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য আমরা যে বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, তা চলমান বাজেটে দেশে এখন যে মাথাপিছু বরাদ্দ দেয়া তার তুলনায় ৩২.৯% বেশি। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭% মানুষ-এর জনগণকরণে ভবিষ্যতের জাতীয় বাজেটে আমাদের প্রস্তাবের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বরাদ্দ দেবার বিকল্প নেই, তা যতদিন না হবে ততদিন এসব মানুষ অ-জনগণই রয়ে যাবেন—এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট প্রস্তাবিত দুই ধাপবিশিষ্ট বাজেট বরাদ্দের মূল লক্ষ্য হবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বৈষম্য-বঞ্চনা দূর করে তাদের জীবণ-জীবিকা ব্যবস্থার শোভন রূপান্তর। এ এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, নিরাপত্তা, জীবন ও প্রাণবৈচিত্র্যসহ মানবিক বিকাশের পথ অব্যাহত হয়। আর কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের সর্বাঙ্গিক-স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড সুপারিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নই সে গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে সক্ষম যখন এখনকার নিয়ত অ-জনগণকরণে গ্রাম-শহরের সংশ্লিষ্ট মানুষের জনগণকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রতি বৈষম্য—বিষয়টি যেমন প্রাকৃতিক সূত্রাধীন নয়, তেমনি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হবে এমনটিও নয়। এসব মানুষের প্রতি বাজেটীয় বৈষম্যসহ সবধরনের বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হলে এসব মানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে অ-জনগণকৃত হবেন। ফলে তারা ‘নাগরিক’ না হয়ে উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় প্রজাসম, অধীনস্থ, দাস সত্তা হিসেবেই জীবন-জীবিকা পরিচালনে বাধ্য হবেন। এসবই প্রকৃতিবিরুদ্ধ; আর তাই অনাকাঙ্ক্ষিত। আর অবস্থা এমনটিই চলতে থাকলে, অপরিবর্তিত থাকলে—সামাজিক পরিবর্তন হবে অনিবার্য, যে পরিবর্তন প্রচলিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্তিত্বের মুখে ফেলতে বাধ্য—যেটা হতে পারে প্রচলিত সিস্টেমের মৃত্যুঘণ্টা। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরের বিষয়টি শেষবিচারে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। যে রাজনীতির ঐতিহাসিক লক্ষ্য হবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট গ্রাম ও শহরের মানুষের জন্য শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রচলিত সিস্টেমিক-কাঠামোগত বাধা অপসারণ করা, যে বাধা প্রকৃতির বিধানের সাথে পুরোপুরি বিরোধাত্মক, অসাযুজ্যপূর্ণ।



## অধ্যায় ১৫

### বিগত ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, ভূমি সংস্কার: অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে জনগণকরণে উত্তরণ প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৪৮% (আনুপাতিক এ সংখ্যাটা হবে গত ৫০ বছরের আনুমানিক গড়), অনুপাতটা গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে হবে আনুমানিক ৪১%, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৩%, আর আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৩% (সরকারি হিসেবে ১%)। এই চারবর্গের মানুষের জন্য জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ (বর্গের নিজ নামে) কখনও দেয়া হয়নি। আর বহু হিসেবপত্তর করে আমরা যা দেখছি, তা থেকে স্পষ্ট—জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যা অনুপাতে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ অতিনগণ্য। অতি হতাশাজনক এ অবস্থা গত ৫০ বছর (১৯৭২-২০২২) প্রতিবছরের জন্যই প্রযোজ্য। আর সে কারণেই নির্দিধায় বলা যায় যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের নিরিখে আমাদের দেশে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—প্রত্যেকেই অ-জনগণকৃত সত্তা। জাতীয় বাজেটের নিরিখে এই চারবর্গের অবস্থার প্রবণতা এটাও নির্দেশ করে যে অ-জনগণকৃত সত্তা থেকে এদের জনগণ-এ উত্তরণ-রূপান্তরের কোনো লক্ষণই নেই।

বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-২০২২) আমাদের দেশে জাতীয় বাজেটে “পারিবারিক কৃষি”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার”উদ্দিষ্ট বাজেটবরাদ্দ হিসেবপত্তরসহ ওই চারবর্গের মানুষের অ-জনগণকরণ-এর মর্মবস্তু ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি (অধ্যায় ১১, ১২, ১৩, ১৪)। বিশ্লেষণপরবর্তী সংশ্লেষণ-এর আগে কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও মূল কথা আরো একবার উত্থাপন করা সঙ্গত হবে।

আমাদের দেশে জাতীয় বাজেটে বিগত ৫০ বছরে (অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২) মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৫টি উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ-বাবদ ৫০ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরের টাকার মূল্যমানে)। “পারিবারিক কৃষি”, “গ্রামীণ নারী”, “আদিবাসী মানুষ” এবং “ভূমি-সংস্কার”—ওই চারবর্গের প্রতিটিতে বাজেটীয় এসব বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচির মধ্যে কতটি এবং কী পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে—সরকারিভাবে এসবের কোনো পরিসংখ্যান নেই এবং কেউই এ পর্যন্ত এসব হিসেবপত্তর করেননি। বেশ জটিল এবং দুরূহ হলেও এ কাজটি আমরা করার চেষ্টা করেছি (হিসেবপত্তরের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি অধ্যায় ১০-এ দেখানো হয়েছে)। উল্লেখিত চারবর্গের জন্য প্রযোজ্য ৫০ বছরের বাজেটীয় হিসেবপত্তরের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:



- ১। **পারিবারিক কৃষি:** পারিবারিক কৃষির সাথে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬৩%। কিন্তু ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচির মাত্র ১৩.৩৪% ছিল পারিবারিক কৃষিউদ্দিষ্ট, আর তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের মাত্র ১০.৭৭%। জনসংখ্যানুপাতে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ শুধু নগণ্যই নয়, বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারও তুলনামূলক স্বল্প (জাতীয় বাজেটের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ৭.৯৭% আর পারিবারিক কৃষি বাজেটের ৪.৭%)। সেই সাথে বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap) ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যা অনুপাতে বাজেট বরাদ্দে “অন্যায়তার মাত্রা” অথবা একই কথা বঞ্চনা-বৈষম্য মাত্রা” হবে ৪০৩.৩৫%। জাতীয় বাজেট থেকে পরিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ পেয়েছেন তাদের ন্যায্য হিস্যার মাত্র ১৯.৮৭% আর বাদবাকি ৮০.১৩% আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবই জাতীয় বাজেটের নিরিখে পারিবারিক কৃষির সাথে সম্পর্কিত মানুষের নিরন্তর অ-জনগণকরণ নির্দেশ করে।
- ২। **গ্রামীণ নারী:** দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০.৭৭% গ্রামীণ নারী। কিন্তু বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ১৩.৩৫% ছিল গ্রামীণ নারীউদ্দিষ্ট, আর তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১২.২৮%। জনসংখ্যা অনুপাতে গ্রামীণ নারীর জন্য ওই বরাদ্দ শুধু নগণ্যই নয় বাজেট বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারও তুলনামূলক স্বল্প (জাতীয় বাজেটের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯৭% আর গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে তা ৬.৯%)। একই সাথে বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap) ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ যদি ন্যায্যতার মানদণ্ড হয় (অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে সমানুপাতিক বরাদ্দ) সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দে “অন্যায়তার মাত্রা” অথবা একই কথা “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” হবে ২৩১.৯৫। জাতীয় বাজেট থেকে গ্রামীণ নারীরা পেয়েছেন তাদের ন্যায্য হিস্যার (অথবা আদর্শ হিস্যার) বড়জোর ৩০% আর বাদবাকি ৭০% তারা পাননি—তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবই নির্দেশ করে যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের নিরিখে গ্রামীণ নারী নিরন্তর বঞ্চিত—অ-জনগণকৃত।
- ৩। **আদিবাসী মানুষ:** আমাদের দেশে আদিবাসী মানুষের মোট জনসংখ্যা নিয়ে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই—সরকারি হিসেবে তা মোট জনসংখ্যার ১%-এর কম আর আমাদের হিসেবে মোট জনসংখ্যার ২.৯৪%। বিগত ৫০ বছরের বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির ৫.৩৭% কোনো না কোনোভাবে আদিবাসী মানুষউদ্দিষ্ট বলা যেতে পারে (তবে এসবের কতটুকু নিঃশর্তভাবে আদিবাসী মানুষের জন্য কল্যাণকর তা তর্কাতীত নয়)। অবশ্য প্রকল্প-কর্মসূচির সংখ্যার বিপরীতে জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষউদ্দিষ্ট অর্থ-বরাদ্দ ভিন্ন চিত্র দেখায়। গত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দের বড়জোর ১.৬৭% বরাদ্দ হয়েছে আদিবাসী মানুষের জন্য (যেখানে তারা মোট জনসংখ্যার ২.৯৪%)। শুধু তাই-ই নয় আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দের ৬৩%ই অনুন্নয়ন বরাদ্দ (উন্নয়ন বরাদ্দ মাত্র ৩৭%)। আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দ স্বল্প আর একই সাথে বরাদ্দের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধিও স্বল্প (৮.৩৭%)। আর তাই আনুভূমিক এই বরাদ্দ উত্তরোত্তর আনুভূমিকই থেকে যায়। আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দ-ফাঁক (allocation gap)-এর



কোনোই উন্নতি নেই; একদিকে অতিনগণ্য বরাদ্দ, আর অন্যদিকে বরাদ্দ-ফাঁক কমছে না। জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ যদি ন্যায্যতার মানদণ্ড হয় (অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে সমানুপাতিক বরাদ্দ যদি ন্যায্য অথবা আদর্শ হয়) সেক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দে “অন্যায্যতার মাত্রা” অথবা “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” প্রাথমিক হিসেবে দাঁড়ায় ৭৬.১২%। আসলে আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটীয় “অন্যায্যতার মাত্রা” অথবা “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” ৭৬.১২% এরও অনেক বেশি হবে। কারণ একদিকে তুলনামূলক ছোট জনসংখ্যায় স্বল্প বরাদ্দও আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সন্তোষজনক মনে হতে পারে, আর অন্যদিকে স্বল্প বরাদ্দের ৬৩%ই অনুন্নয়ন বরাদ্দ। যেহেতু বাজেটে অনুন্নয়ন বরাদ্দ আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকায় খুব একটা কল্যাণকর ভূমিকা রাখে না, সেহেতু উন্নয়ন বরাদ্দ দিয়ে বিচার করলে বাজেটে আদিবাসী মানুষের “বঞ্চনামাত্রা” “বৈষম্যমাত্রা” বা “অন্যায্যতার মাত্রা” দাঁড়ায় ৩৭৬% (কোনোভাবেই ৭৬.১২% নয়)। এসবই যথেষ্ট মাত্রায় নির্দেশ করে যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের নিরিখে আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চিত—নিরন্তর অ-জনগণকৃত।

- ৪। **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার:** জমি-জলা-জঙ্গল-জনমানুষসমৃদ্ধ বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষই হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, জনসংখ্যার ৮২.৭%। এ দেশে কখনও কোনো ধরনের জনকল্যাণউদ্দিষ্ট কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার হয়নি—বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বিষয়াদি থেকে তা স্পষ্ট। বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২-২০২২) বাজেটীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ০.৪৯% ছিল কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট, আর এ লক্ষ্যে বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ০.২৭%। নগণ্য এই বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি যখন দেখি যে গত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ৭.৯৭% আর কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেটের গড় প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক (-১.৭৪%), তখন ভূমি সংস্কার যে জাতীয়ভাবে এজেডাহীন বিষয় এ উপসংহারে উপনীত হতে বেগ পেতে হয় না।

উদ্দিষ্ট জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ যদি ন্যায্যতার মানদণ্ড হয় (অর্থাৎ জনসংখ্যানুপাতে সমানুপাতিক বরাদ্দ) সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দে “অন্যায্যতার মাত্রা” অথবা “বঞ্চনা-বৈষম্যমাত্রা” হবে কল্পনাতীত, ৩০,৭৬৩%! অন্যভাবে বলা যায় যে জাতীয় বাজেটে জনসংখ্যানুপাতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষকে দেয়া হয়েছে তাদের ন্যায্য হিস্যার মাত্র ০.৩২%, বাদবাকি ৯৯.৬৮% দেয়া হয়নি—বঞ্চিত করা হয়েছে, আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবই হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। বিষয়টি এখন সূত্রবদ্ধ; নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। সূত্রাং জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট গ্রাম-শহরের মানুষ শুধু উপেক্ষিতই নয়, তারা সন্দেহাতীতভাবে নিরন্তর অ-জনগণকৃত।

পরিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—এই চারবর্গের মানুষ বাংলাদেশে জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। আমরা বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২-২০২২) জাতীয় বাজেটে এই চারবর্গের মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দ হিসেবপত্তর করেছি। এসব হিসেবপত্তর থেকে দেখতে চেয়েছি যে রাষ্ট্র

প্রতিটি বর্গের মানুষকে কোন চোখে দেখে; রাষ্ট্র-সরকার তাদের ব্যয়-বরাদ্দে (বাজেটে) এইসব মানুষের জীবনসমৃদ্ধিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা করে কি না। নির্মোহ হিসেবপত্তর বলছে, জাতীয় বাজেটের নিরিখে উল্লেখিত চারবর্গের প্রত্যেক বর্গের মানুষই রাষ্ট্রের রেডারে অন্তর্ভুক্ত নয়; তারা বহিষ্কৃত—অ-জনগণ।

এই গ্রন্থে পারিবারিক কৃষি (ও সংশ্লিষ্ট মানুষ), গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট চারবর্গের প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের ভিন্ন ভিন্ন হিসেবপত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখিত চারবর্গের জন্য সম্মিলিত হিসেবপত্তর উত্থাপন সমীচীন—যদিও হিসেবটা সরল নয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো নির্দিষ্ট কোনো বর্গের মানুষ অন্য বর্গেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একই ব্যক্তি একাধিক বর্গভুক্ত হবার কারণে একাধিকবার হিসেবভুক্ত হতে পারে (যাকে বলে double counting)। যেমন “পারিবারিক কৃষি” বর্গের প্রত্যেকেই “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার” বর্গভুক্ত; “গ্রামীণ নারী” বর্গভুক্ত মানুষের বড় অংশই “পারিবারিক কৃষি”র সাথে সম্পর্কিত যাদের সবাই আবার “কৃষি-ভূমি-জলাসংস্কার” বর্গভুক্ত; শহরের দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত নারী-পুরুষও “ভূমিসংস্কার” বর্গভুক্ত (অন্তত আবাসনউদ্দিষ্ট ভূমি সংস্কারের নিরিখে)। এভাবে ভাবলে দেখা যাবে যে উল্লেখিত চারবর্গের মানুষ হবেন দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০% মানুষ। এসব মানুষ হবেন সমাজে শ্রেণিমইয়ের উপরের দিকের কিছু মানুষ ছাড়া সবাই।

উল্লেখ্য একই বর্গভুক্ত মানুষ যেহেতু একাধিক বর্গে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন (issue of double counting), সেহেতু বর্গভিত্তিক “বাজেট বৈষম্যমাত্রা” অথবা “অন্যায়তার মাত্রা” যা দেখানো হয়েছে, তার চেয়ে কিছু কমও হতে পারে। তবে তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর তেমন কোনো হেরফের হবে না, হিসেবপত্তর করে প্রবণতাসমূহ যা দেখানো হয়েছে, তার ব্যত্যয় হবে না।

পারিবারিক কৃষি (ও সংশ্লিষ্ট মানুষ), গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ —সম্মিলিতভাবে এই চারবর্গের মানুষ হবেন দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০%। অথচ বিগত ৫০ বছরের (১৯৭২-২০২২) মোট জাতীয় বাজেটে সম্মিলিতভাবে তারা পাচ্ছেন তাদের ন্যায্য হিস্যার মাত্র ১৩% অর্থাৎ বাদবাকি ৮৭% তাদের দেওয়া হয়নি। এ হিসেবে বিগত ৫০ বছরের বাজেটে তাদের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে মোট ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা (অর্থাৎ গড়ে বছরে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৭৯ কোটি টাকা)। আমাদের হিসেবে বিগত ৫০ বছরে উল্লেখিত চারবর্গের উদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দে “অন্যায়তার মাত্রা” অথবা “বঞ্চনামাত্রা” হবে ৬৬৯%— পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে ৪০৩%, গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে ২৩২%, আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে ৩৭৬% আর কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের ক্ষেত্রে ৩০,৭৬৩% (সারণি ২৯)। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে গত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটের নিরিখে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট প্রতিটি বর্গের মানুষ একক এবং সম্মিলিতভাবে অ-জনগণ। যদি তাই-ই হয়, তাহলে দেশের ৯০% মানুষই অ-জনগণ। আর যদি সেটাই সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে “জনগণ” কে এবং কোথায়?

সারণি ২৯: বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে (১৯৭২-২০২২) জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যাবস্থা

চার বর্গ	মোট জনসংখ্যায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত (%)	বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়, ২০২১-২২-এর মূল্যমানে)			(বাজেট) বরাদ্দ বৈষম্য হার (%)
		জনসংখ্যা অনুপাতে কত বরাদ্দ হওয়ার কথা (আদর্শ অবস্থা)	প্রকৃত বরাদ্দ	বরাদ্দ-ফাঁক	
পারিবারিক কৃষি (সংশ্লিষ্ট মানুষ)	৪৭.৬৩	২৮,৭৪,৯০৫	৫,৭১,১৫৩	২৩,০৩,৭৫২	৪০৩.৩৫
গ্রামীণ নারী	৪০.৭৭	২৪,৬০,৮৪২	৭,৪১,৩২৭	১৭,১৯,৫১৫	২৩১.৯৫
আদিবাসী মানুষ	২.৯৪ (সরকারি ভাষে ১.০৫)	১,৭৭,৪৫৬	৩৭,২৮০	১,৪০,১৭৬	৩৭৬.০০
কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ	৮২.৭০	৪৯,৯১,৭০০	১৬,১৭৩	৪৯,৭৫,৫২৭	৩০৭৬৩.৮০
৫০ বছরের সম্মিলিত অবস্থা		১০৫,০৪,৯০৩	১৩,৬৫,৯৩৩	৯১,৩৮,৯৭০	৬৬৯.০৬

উৎস: গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাজেটীয় বরাদ্দ-বৈষম্য ওইসব জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক বঞ্চনা-বৈষম্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে। আর ক্রমবর্ধমান বরাদ্দ বৈষম্য তাদের উত্তরোত্তর অধিক হারে অ-জনগণকরণে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। এসব কারণেই পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট চারবর্গের ক্ষেত্রে বিগত ৫০ বছরে বাজেটীয় বরাদ্দ-বৈষম্য প্রবণতা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমরা এই দৃঢ় প্রাক-সিদ্ধান্তে (axiom অর্থে) উপনীত হয়েছি যে উল্লিখিত চারবর্গের মানুষকে অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ উত্তরণ-রূপান্তরে প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ হতে হবে জাতীয় মাথাপিছু গড়ের তুলনায় বেশি এবং তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যাপী অনুসরণ করতে হবে (দীর্ঘকাল কত দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করবে তাদের জনগণকরণের অবস্থার ওপর)। এটাকেই আমরা বলছি “বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ” এবং “বাজেটের গণতন্ত্রীকরণ”। আমাদের প্রস্তাবিত এই ন্যায্য বরাদ্দ নিশ্চিত করার (এবং হিসেবপত্তর করার) নীতি-কৌশল হলো দুটি বিষয়ের সম্মিলন: (১) সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বর্গের ক্ষেত্রে বাজেটীয় বরাদ্দ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে তাদের মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু পর্যায়ে নেওয়া, (২) ক্রমপুঞ্জীভূত বরাদ্দ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগ করা। এসব নীতি-কৌশল ও প্রাক-সিদ্ধান্ত

মাথায় রেখেই আমরা উল্লেখিত চারবর্গের মানুষকে অ-জনগণ থেকে জনগণ-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে বাজেটে মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি (দেখুন সারণি ৩০)। পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উল্লেখ প্রয়োজন যে আমরা মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের যে প্রস্তাব করেছি, তা টাকার অঙ্কে পরিবর্তনীয় তবে আপেক্ষিক হার অথবা অনুপাতের নিরিখে আপাতত অপরিবর্তনীয়। আমাদের প্রস্তাবের পেছনের পদ্ধতিগত যৌক্তিক বিষয়াদি উত্থাপনের পরে এখন বলা প্রয়োজন যে উল্লেখিত চারবর্গের মানুষের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কি দাঁড়ালো।

পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষকে তাদের অ-জনগণকৃত অবস্থা থেকে জনগণ-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দে যে পরিবর্তন করতে হবে তা নিয়ে হিসেবপত্রভিত্তিক আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিম্নরূপ:

- ১। **পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ:** দেশের জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৬,০৩০ টাকা, যা জাতীয়ভাবে বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দের (৩৫, ৫১১ টাকা) মাত্র ১৭% এর সমপরিমাণ। আমাদের প্রস্তাব হলো এই বর্গের মানুষের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হতে হবে ৪৫,২৪০ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৭.৪% বেশি (সারণি ৩০)। প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের ৬৫% হবে এই বর্গের মানুষের ক্ষেত্রে বাজেটীয় বরাদ্দ বৈষম্য বা বরাদ্দ-ফাঁক দূর করার লক্ষ্যে, আর ২২% হবে বাজেটে ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” কার্যকর করার জন্য, বাকি ১৩% হলো এই বর্গে এখনকার বাজেট বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে। অর্থাৎ পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের (৪৫,২৪০ টাকা) ৮৭%ই (৩৯,২১০ টাকা) অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা এখনকার বাজেটে অনুপস্থিত। জাতীয় বাজেটে যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বরাদ্দ না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব মানুষ অ-জনগণই থেকে যাবেন—অন্তত বাজেটের নিরিখে।
- ২। **গ্রামীণ নারী:** জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১০,৭২৮ টাকা, যা বাজেটে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় (৩৫,৫১১ টাকা) তার ৩০.২% এর সমপরিমাণ (সারণি ৩০)। আমাদের প্রস্তাব হলো গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ হতে হবে ৪৩,৬৮৯ টাকা যা জাতীয় মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৩% বেশি। গ্রামীণ নারীর জন্য প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের ৫৬.৭% হবে গ্রামীণ নারীর প্রতি যে বাজেট বৈষম্য করা হয় অথবা একই কথা বরাদ্দ-ফাঁক পূরণের লক্ষ্যে, আর ১৮.৭% হবে বাজেটসৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” কার্যকর করতে, বাকিটা বর্তমান বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে। গ্রামীণ নারীর জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের (৪৩,৬৮৯ টাকা) ৭৫%ই (৩২,৯৬১ টাকা) অতিরিক্ত বরাদ্দ যা চলমান বাজেটে দেয়া হয় না। জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীকে যতক্ষণ এসব বরাদ্দ না দেয়া হবে, ততক্ষণ তারা অ-জনগণই রয়ে যাবেন এবং তাদের অ-জনগণকরণের গভীরতা ও তীব্রতা (depth and intensity) বাড়বে।
- ৩। **আদিবাসী মানুষ:** জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ মাথাপিছু ২৩,৪৪১ টাকা, যা বাজেটে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় (৩৫,৫১১ টাকা) তার ৬৬%-এর সমপরিমাণ। আমাদের প্রস্তাব হলো জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ

হতে হবে ৩৯,৪৯৪ টাকা যা জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের তুলনায় মাত্র ১১.২% বেশি। আদিবাসী মানুষের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের ৩১% হবে তাদের প্রতি এখন বাজেটে যে বৈষম্য করা হয় সে বৈষম্য-ফাঁক পূরণের লক্ষ্যে আর ১০% হবে বাজেটসৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কারণে (বাকি ৫৯% এখনকার বাজেট বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে) (দেখুন সারণি ৩০)। আদিবাসী মানুষের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের (৩৯,৪৯৪ টাকা) ৪০%ই (১৬,০৫৩ টাকা) অতিরিক্ত বা নতুন বরাদ্দ যা কখনও কোনো বাজেটে দেয়া হয়নি। জাতীয় বাজেটে আদিবাসী মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বরাদ্দ না দেয়া হবে এবং যতক্ষণ ওইসব বরাদ্দ কার্যকরভাবে আদিবাসী মানুষের জনসমৃদ্ধি নিশ্চিত না করবে, ততক্ষণ তারা নিরন্তর অ-জনগণই রয়ে যাবেন।

সারণি ৩০: বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষিউদ্ভিদ মানুষ, গ্রামীণ নারী আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্ভিদ মানুষকে অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরের একটি প্রস্তাব

চার বর্গ	মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ (২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে ভিত্তি ধরে: ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫,৫১১ টাকা)				প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের কত % বেশি
	বাজেটে বরাদ্দ- বৈষম্য- ফাঁক দূর করার লক্ষ্যে	ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগে	বর্তমান বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ রাখা	মোট	
১। পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ (টাকা)	২৯,৪৮১	৯,৭২৯	৬,০৩০	৪৫,২৪০	২৭.৪
- জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের %	৮৩.০২	২৭.৪০	১৭.০০	১২৭.৪০	-
- এই বর্গে প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের %	৬৫.১৭	২১.৫১	১৩.৩৩	১০০	-
২। গ্রামীণ নারী (টাকা)	২৪,৭৮৩	৮,১৭৮	১০,৭২৮	৪৩,৬৮৯	২৩.০
- জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের %	৬৯.৮০	২৩.০৩	৩০.২১	১২৩.০৩	-
- এই বর্গে প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের %	৫৬.৭৩	১৮.৭২	২৪.৫৫	১০০	-
৩। আদিবাসী মানুষ (টাকা)	১২,০৭০	৩,৯৮৩	২৩,৪৪১	৩৯,৪৯৪	১১.২
- জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের %	৩৩.৮৯	১১.২২	৬৬.০১	১১১.২২	-
- এই বর্গে প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের %	৩০.৫৬	১০.০৯	৫৯.৩৫	১০০	-

চার বর্গ	মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ (২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে ভিত্তি ধরে: ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫,৫১১ টাকা)				প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের কত % বেশি
	বাজেটে বরাদ্দ- বৈষম্য- ফাঁক দূর করার লক্ষ্যে	ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগে	বর্তমান বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ রাখা	মোট	
৪। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষ (টাকা)	৩৫,৩৯৫	১১,৬৮০	১১৬	৪৭,১৯১	৩২.৯
- জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের %	৯৯.৬৭	৩২.৮৯	০.৩২	১৩২.৮৯	-
- এই বর্গে প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের %	৭৫.০০	২৪.৭৫	০.২৫	১০০	-

উৎস: গ্রহকার কর্তৃক হিসেবকৃত

৪। **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ:** কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য আমাদের জাতীয় বাজেটে তেমন কোনো বরাদ্দ নেই বললেই চলে। এই বর্গউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১১৬ টাকা, যা বাজেটে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেয়া হয় (৩৫,৫১১ টাকা) তার মাত্র ০.৩২%। আমাদের প্রস্তাব হলো জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হতে হবে ৪৭,১৯১ টাকা, যা জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় ৩২.৯% বেশি (সারণি ৩০ দেখুন)। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের ৭৫% হবে চলমান বাজেটে এই বর্গের মানুষদের প্রতি যে বৈষম্য করা হয় সেই বৈষম্য-ফাঁক পূরণের লক্ষ্যে আর ২৪.৮% হবে বাজেটসৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত বৈষম্য দূরীকরণে “ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি” প্রয়োগের কারণে। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু বরাদ্দের (৪৭,১৯১ টাকা) ৯৯.৭৫%ই (৪৭,০৭৫ টাকা) নতুন বরাদ্দ (বা অতিরিক্ত বরাদ্দ) যা আগে কখনও দেয়া হয়নি। দেশের ৮২.৭% মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর সম্ভাব্য সুফলভোগী হতে পারে। অথচ তাদের জন্য জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ দেশের গড় বরাদ্দের তুলনায় ৪০৭ গুণ কম। এ অবস্থা যেকোনো দৃষ্টিতেই অকাম্য। সুতরাং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জনগণকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে এই বর্গে আমাদের প্রস্তাবিত মাথাপিছু ৪৭,১৯১ টাকা অথবা একই কথা চলমান বাজেটে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তার তুলনায় ৩২.৯% বেশি বরাদ্দ দিতে হবে। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণে উত্তরণ-রূপান্তরে জাতীয় বাজেটে আমাদের প্রস্তাব বেশ র্যাডিক্যাল মনে হলেও তা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এসবই হতে পারে বাজেট-ন্যায্যতা বৃদ্ধি ও বাজেটের গণতন্ত্রায়ণসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জনসমৃদ্ধির সম্ভাব্য পথ-পদ্ধতি।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণে উত্তরণ রূপান্তরের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি। এ লক্ষ্যে বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাবনা



উত্থাপন করা সম্ভব। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে জনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য এমন এক বাজেট প্রণয়ন করতে চাই যেখানে এই বর্গে গত ৫০ বছরে যে বাজেটবঞ্চনা সৃষ্টি করা হয়েছে তা আগামী বাজেটবর্ষ থেকে শূন্যপর্যায়ের নামিয়ে আনা হবে এবং একই সাথে ক্রমপুঞ্জীভূত বঞ্চনার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বর্গে শূন্য বঞ্চনাউদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে (২০২১-২২ অর্থবছরের মূল্যমান) বছরে ৯৯,৮৩৪ কোটি টাকা (গত ৫০ বছর ন্যায্য বাজেট বরাদ্দ হওয়ার কথা ছিল ৪৯,৯১,৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ৯৯,৮৩৪ কোটি টাকা, অথচ বরাদ্দ হয়েছে এই ন্যায্য বরাদ্দের মাত্র ০.৩২% অর্থাৎ তেমন কোনো বরাদ্দই হয়নি) আর তার সাথে যোগ করতে হবে পেছনের ৫০ বছরের বঞ্চনার আর্থিক ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ—বছরে ৯৯,৫১০ কোটি টাকা। এই হিসেবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বর্গের জন্য “শূন্য বঞ্চনা বাজেট” হতে হবে বছরে ১,৯৯,৩৩৫ কোটি টাকা (এবং তা বছরবছর ব্যাপী মূল্যক্ষীতির সাথে সমন্বয় করতে হবে)। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বর্গে শূন্য বঞ্চনাউদ্দিষ্ট এই বাজেট মোট জাতীয় বাজেটের আনুমানিক ২৯% এর সমপরিমাণ (জাতীয় বাজেট এখন ৬ লক্ষ ৭৮ কোটি টাকা)। এখানেই শেষ নয়। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষেরা হলেন দেশের ৮২.৭% মানুষ। যদি ধরেই নিই যে এই বর্গের শূন্য বঞ্চনা বাজেট বাস্তবায়ন করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য তিন বর্গের (পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী ও আদিবাসী মানুষ) ওপর এমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম যে অন্য তিনবর্গের ক্ষেত্রে আর তেমন বড় ধরনের কোনো বাজেট বরাদ্দ না করলেও চলবে সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট শূন্য বঞ্চনা বাজেটে বরাদ্দকৃত বার্ষিক ১,৯৯,৩৩৫ কোটি টাকার মধ্যে (বছরে) ১,০৪,০৫২ কোটি টাকা পাবে পারিবারিক কৃষি; ৮৮,৯০৩ কোটি টাকা পাবে গ্রামীণ নারী এবং ৬,৩৭৯ কোটি টাকা পাবে আদিবাসী মানুষ। আমাদের অনুসন্ধানউদ্দিষ্ট চারবর্গের অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণে উত্তরণ-রূপান্তরে বিকল্প এই প্রস্তাবটি মানতে বাধা কোথায়?

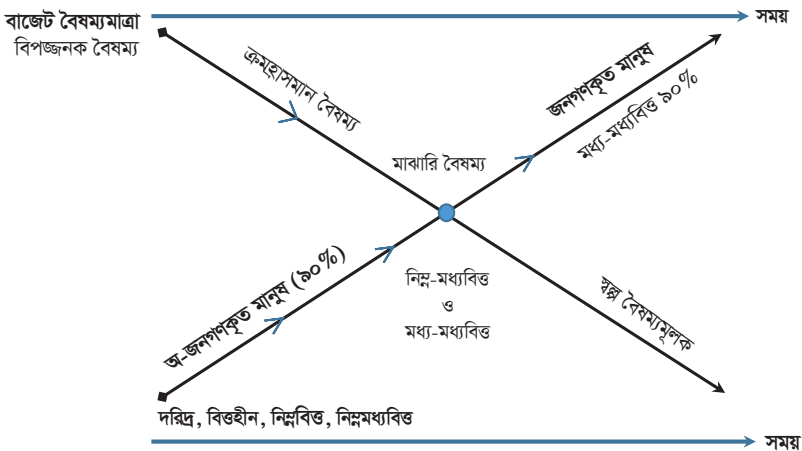
পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের প্রতি বাজেট বৈষম্যের যে প্রবণতা তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে মানুষের অ-জনগণকরণপ্রক্রিয়া বাড়তেই থাকবে। বাড়তে থাকবে এসব মানুষের অ-জনগণকরণের গভীরতা ও তীব্রতা। আর সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমাগত বাড়বে এবং একপর্যায়ে তা এমন সামাজিক সংঘাতে রূপান্তরিত হবে, যা থেকে প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ পথ-পদ্ধতিতে উত্তরণ সম্ভব নাও হতে পারে।

মোদ্দা কথা হলো—রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যস্থতায় পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ যে বৈষম্যজনিত কারণে ক্রমাগতভাবে অধিক হারে প্রান্তস্থ এবং অ-জনগণকৃত হচ্ছেন—এসবই এখন বাস্তব সত্য। আর এসবের অভিঘাত যে সম্ভাব্য সামাজিক সংঘাত সেটাও নেহায়েত তত্ত্বকথা নয়। বাজেট বৈষম্যসৃষ্ট অনাকাজিফত এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণে করণীয় কিছু আছে কিংনা? যেভাবে চলছে সেভাবেই যদি চলতে থাকে, তাহলে পরিত্রাণমুখী পরিবর্তন হবে না। কিন্তু উল্লেখিত চারবর্গের বাজেট বরাদ্দে যদি বৈষম্য দূর করা যায় সেক্ষেত্রে বৈষম্যসৃষ্ট অ-জনগণকরণ সত্তার জনগণকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে (বিষয়টি উপরে আলোচনা করেছি; সারণি ৩০ দেখুন)। পরিণতিতে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০%—

তারা সময়ের সাথে সাথে একপর্যায়ে দরিদ্র-বিভূহীন-নিম্নবিত্ত মানুষ থেকে জীবন-জীবিকার নিরিখে মধ্য-মধ্যবিত্ত মানবসত্তায় রূপান্তরিত হতে পারেন (লেখচিত্র ১৫)। বিষয়টি শুধু রাষ্ট্রীয় বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামোর পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট নয় তা বাজেটে আয় কাঠামোর পরিবর্তনসংশ্লিষ্টও—যেখানে আয় কাঠামোকেও বৈষম্য নিরসনমুখী হতে হবে। আর রাষ্ট্রীয় বাজেটে বৈষম্য নিরসনমুখী আয় কাঠামো বিনির্মাণের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ধনী-বিত্তশালীদের ওপর বর্ধিত হারে সম্পদ করারোপ, ধনী-বিত্তশালীদের ওপর কর হার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর করারোপ, কালোটাকা উদ্ধার, অর্থপাচার উদ্ধার, বিলাসী দ্রব্য-আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি ইত্যাদি। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যা রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করবে। বিষয়টি শোভন বাজেট বিনির্মাণ ও তা বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট। এটাই সে প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তর সম্ভব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অন্তত এ কারণে যে সংবিধানের প্রাধান্য অনুযায়ী জনগণই “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক”।

উপরে যা বললাম তা থেকে মনে হতে পারে যে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করলেই মানুষের অ-জনগণকরণ নিমিত্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসলে এ সংস্কার হলো ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অ-জনগণ থেকে জনগণে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary precondition), পর্যাপ্ত শর্ত (sufficient precondition) নয়। পর্যাপ্ত শর্ত পূরণে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পাশাপাশি আরো যেসব সংস্কার করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো—অর্থনীতির শিল্প ও সেবা খাতে (অর্থাৎ বস্তুগত উৎপাদন খাতে) এবং সামাজিক—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে (নৈতিক দ্রব্য উৎপাদন খাতে) জনকল্যাণমুখী সংস্কার। অর্থাৎ সংস্কারকাজটি হতে হবে আংশিক নয়—পূর্ণাঙ্গ-সামূহিক-সামষ্টিক। আর এ সংস্কারে রাষ্ট্রীয় বাজেট হবে অন্যতম ফলপ্রদ রাজনৈতিক-অর্থনীতিক হাতিয়ার।

লেখচিত্র ১৫: বাজেট বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট অ-জনগণকৃত মানুষের জনগণ-এ রূপান্তর প্রক্রিয়া (শোভন বাজেট)





## তথ্যপঞ্জি

- এএলআরডি ও এইচডিআরসি (২০১৯), প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং বাজেট ভাবনা। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)।
- খান, আকবর আলী (২০২১), বাংলাদেশে বাজেট অর্থনীতি ও রাজনীতি। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (১৯৭১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, এপ্রিল ১০, ১৯৭১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৩ক), বাজেট বক্তৃতা, বার্ষিক বাজেট, ১৯৭৩-৭৪। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৩খ), বার্ষিক বাজেট, ১৯৭৩-৭৪। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৪ক), বাজেট বক্তৃতা, বার্ষিক বাজেট, ১৯৭৪-৭৫। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৪খ), বার্ষিক বাজেট, ১৯৭৪-৭৫। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৫), মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, ১৯৭৫-৭৬। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৬), মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, ১৯৭৬-৭৭। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৭), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৭৭-৭৮। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৮), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৭৮-৭৯। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৯), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৭৯-৮০। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮০-৮১। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮১ক), বাজেট বক্তৃতা, বাৎসরিক বাজেট, ১৯৭২-৭৩। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮১খ), বাৎসরিক বাজেট, ১৯৭২-৭৩। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮১গ), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮১-৮২। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮২-৮৩। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮৩-৮৪। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৪), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮৪-৮৫। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮৫-৮৬। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬), মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ (উন্নয়ন), ১৯৮৬-৮৭। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।





- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭), *বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)*, *বাৎসরিক বাজেট*, ২০১৭-১৮। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৮), *বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)*, *বাৎসরিক বাজেট*, ২০১৮-১৯। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯ক), *বাজেট বক্তৃতা*, ২০১৯-২০। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯খ), *বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)*, *বাৎসরিক বাজেট*, ২০১৯-২০। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২০ক), *বাজেট বক্তৃতা*, ২০২০-২১। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২০খ), *বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)*, *বাৎসরিক বাজেট*, ২০২০-২১। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২১ক), *বাজেট বক্তৃতা*, ২০২১-২২। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২১খ), *বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)*, *বাৎসরিক বাজেট*, ২০২১-২২। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- বায়েস, আবদুল., ও হোসেন, মাহবুব (২০০৭), *থামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি*। ঢাকা: রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও স্বরাজ প্রকাশনী।
- বারকাত, আবুল (২০১০), বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা ও দারিদ্র্যের চক্র: ব্যয়-বরাদ্দ ও করণীয়। *Bangladesh Journal of Political Economy*, 26 (1), 243-253.
- বারকাত, আবুল (২০১৫), বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি। *স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদ.)*, *জাগরণ ও অভ্যুদয়, সেমিনার-১*, (পৃ. ২৬৪-২৮৯)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), সেমিনার, রাজশাহী: ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১৪।
- বারকাত, আবুল (২০১১), বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে। *Bangladesh Journal of Political Economy*, 27 (1 & 2), 29-36.
- বারকাত, আবুল (২০১৬ক), *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল (২০১৬খ), বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগের আঞ্চলিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা। রাজশাহী: জুলাই, ১৬, ২০১৬।
- বারকাত, আবুল (২০১৭), *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক-অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল (২০১৮), *অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল (২০১৯), *বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান। উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল (২০২০ক), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

- বারকাত, আবুল (২০২০খ), করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র। ঢাকা: মার্চ ৩০, ২০২০। Retrived from [http://www.hdrc\\_bd.com/coronavirus-19-shombhabbo-onishchoyota-o-koronio-kolpocitro-by-prof-abulbarkat-year-2020](http://www.hdrc_bd.com/coronavirus-19-shombhabbo-onishchoyota-o-koronio-kolpocitro-by-prof-abulbarkat-year-2020)
- বারকাত, আবুল (২০২০গ), করোনাভাইরাস (কভিড-১৯)-এ লকডাউনের আগে-পরে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন-রূপান্তর। ঢাকা: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার। Retrived from <http://117.103.87.26/covid19-survey/>
- বারকাত, আবুল (২০২০ঘ), কভিড-১৯ কালীন সময়ে বাংলাদেশে অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসার চালচিত্র। ঢাকা: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার।
- বারকাত, আবুল (২০২২), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট। ঢাকা: ২২ মে, ২০২২।
- বারকাত, আবুল., সেনগুপ্ত, সুভাষ. কুমার., এবং রহমান, ওবায়দুর (বাংলা অনুবাদ: দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ ২০০৯), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি ও জলায় দরিদ্রদের অধিকার। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি।
- বারকাত, আবুল., ও সোহরাওয়ার্দী, গাজী. মোহাম্মদ (২০১৯), বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল., ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০১৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০। ঢাকা: মে ২৫, ২০১৯।
- বারকাত, আবুল., ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০২০), করোনা (কভিড-১৯)-র মহাবিপর্ষয় থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা। ঢাকা: জুন ৮, ২০২০।
- বারকাত, আবুল., সোহরাওয়ার্দী, গাজী. মোহাম্মদ., এবং রহমান, মুহাম্মদ. ইরফানুর (২০১৯), আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ভূমি সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবনা। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এএলআরডি, বাংলাদেশ-এর জন্য। ঢাকা: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)।
- বারকাত, আবুল., সোহরাওয়ার্দী, গাজী. মোহাম্মদ., এবং ইসলাম, মো:. অলিউল (২০২১), পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: ২০২০-২১ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবনা। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এএলআরডি, বাংলাদেশ-এর জন্য। ঢাকা: এইচডিআরসি।
- বারকাত, আবুল., ওসমান, আসমার., সোহরাওয়ার্দী, গাজী. মোহাম্মদ., এবং ইসলাম, মো:. অলিউল (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।
- বারকাত, আবুল., সোহরাওয়ার্দী গাজী. মোহাম্মদ., এবং ইসলাম, মো:. অলিউল (২০২২), পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবনা। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এএলআরডি, বাংলাদেশ-এর জন্য। ঢাকা: এইচডিআরসি।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০০৮), ২০০৮ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার। ঢাকা: আওয়ামী লীগের প্রচার কমিটি।

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০১৪), ২০১৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার। ঢাকা: আওয়ামী লীগের প্রচার কমিটি।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ। ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২), জনগণ ও গৃহগণনা ২০২২: প্রাথমিক প্রতিবেদন। ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- রহমান, মোঃ. আনিসুর (২০০৪), পথে যা পেয়েছি (দ্বিতীয় পর্ব)। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।
- রহমান, মোঃ. আনিসুর (২০০৮), বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার। হুদা, শামসুল (সম্পা.), দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি, কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য (পৃ. ৯-১৬)। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।
- Adnan, S. (2004). *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Dhaka: Research and Advisory Services
- Adnan, S. & Dastidar, R. (2011). *Alienation of the Lands of Indigenous Peoples in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) and International Work Group for Indigenous Affairs.
- Ahmed, S. N. & Hamid, F. (2004). A Comparative Analysis of the Budgets of Bangladesh during the Decade of Nineties. *Khulna University Studies 4 (2): 746-753*, Economics Discipline, Khulna University, Khulna.
- Bangladesh Bank. (2020). *Bangladesh Bank Open Data Initiative: Time series data since 1972*. Retrieved from <https://www.bb.org.bd/econdata/index.php>
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1977). *Bangladesh Population Census Report 1974 (National Volume)*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1981a). *Bangladesh Population Census 1981*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1981b). *Report on the Agricultural Census of Bangladesh, 1977 (National Volume)*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1986). *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock: 1983-84*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1994). *Bangladesh Population Census, 1991*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (1999). *Census of Agriculture 1996*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (2003). *Population Census-2001*. Dhaka: Planning Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (2010). *Census of Agriculture 2008*. Dhaka: Statistics Division, Ministry of Planning.
- Bangladesh Bureau of Statistics. (2015). *Population & Housing Census 2011*. Dhaka: Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning.



- Bangladesh Bureau of Statistics. (2019). *Preliminary Report on Agriculture Census 2019*. Dhaka: Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning.
- Barkat, A. (2007). *Violence against Women in Bangladesh: How Serious We Are? Achieving Millennium Development Goals 4 and 5: Where We Are and What Needs to be done*. Dhaka: Institute of Child and Mother Health (ICMH NC-1).
- Barkat, A. (2008). Women's ownership of and access to land and land-related interests: Perspective from agrarian-land-aquarian reform in Bangladesh. In *South Asian workshop on access to land, water and forest resources of the poor, women and indigenous people: Towards an action agenda*. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD).
- Barkat, A., (2010a). *Arsenic Poisoning in Drinking Water: Economic and Social Consequences*. Dhaka: BUET Alumni Association in Collaboration with Delta life Insurance Co. Ltd.
- Barkat, A. (2010b). Political economy of health care in Bangladesh. *Social Science Review*. Dhaka University Studies, Part-D, 27 (1), 25—54.
- Barkat, A. (2010c). Political Economy of Women's Empowerment and Land Rights: Issues to ponder upon. *Inaugural ceremony of the Asian regional workshop on women and land rights*. Dhaka: ALRD, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) & International Land Coalition.
- Barkat, A. (2012a). *Minorities and human rights: Democracy matters*. Keynote presentation at the Regional Seminar on Minority and Democracy organized by Bangladesh-India Friendship Society. Dhaka: October 19, 2012.
- Barkat, A. (2012b). People's Right to Land: Political Economy of Agrarian and Land Reforms. South Asia regional workshop on “*human rights, people's rights to land and food*”. Dhaka: National Human Rights Commission-Bangladesh, ALRD & IMSE India.
- Barkat, A. (2014a). A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Act and Vested Property Act. *Bangladesh Journal of Political Economy*, 30 (1), 1-62.
- Barkat, A. (2014b). *Political, Economic and Social Issues of Vested Property Act in Bangladesh*. Dhaka: Empowerment through Law of the Common People (ELCoP).
- Barkat, A. (2014c). Political Economy of Indigenous Peoples in Bangladesh. In S. Zaman (Ed.), *Survival on Extinction? Adibashi Rights in Bangladesh* (pp. 6-79). Dhaka: National Human Rights Commission (JAMAKON), Bangladesh.
- Barkat, A. (2015). Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A High Probability Global Catastrophe with Reference to Bangladesh, *Lead Speaker's paper, IISS*. London: September 9, 2015.

- Barkat, A. (2016a). Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with Reference to Bangladesh, *Keynote paper presented at International Seminar: Combating Fundamentalism and Imperialism in South Asia*. Dhaka: May 29, 2015.
- Barkat, A. (2016b). *Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.
- Barkat, A. (Ed.) (2019). *Bangladesh Land Status Report 2019: Land Grabbing in a Rent Seeking Society*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.
- Barkat, A., & Huda, S. (1988). Politico-Economic Essence of Ethnic Conflicts in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. In *Social Science Review*, 5(2), 103-127.
- Barkat, A., Zaman, S., Rahman, A., & Poddar, A. (1997). *Political Economy of the Vested Property Act in Rural Bangladesh*, Dhaka: ALRD.
- Barkat, A., Zaman, S., Rahman, A., Poddar, A., Ullah, M., Hussain, K. A., & Gupta, S. K. (2000). *An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act—Framework for a Realistic Solution*. Dhaka: PRIP TRUST.
- Barkat, A., & Akhter, S. (2001). A mushrooming population: The threat of slumization instead of urbanization in Bangladesh. *The Harvard Asia Pacific Review*, 5(1), 27—30.
- Barkat, A., Munir, A. K. M., & Akhter, S. (2001). *Arsenic Contamination of Drinking Water in Bangladesh: Overcoming Sickness and Measure to Improve Health Situation*. DLB, Germany.
- Barkat, A., Zaman, S., & Raihan, S. (2001). *Political economy of KHAS land in Bangladesh*. Dhaka: ALRD.
- Barkat, A., & Akhter, S. (2003). Urbanization and internal migration in Bangladesh: The onset of massive slumization. In C. R. Abrar & M. P. Lama (Eds.) *Displaced within homelands: The IDPs of Bangladesh and the region* (pp. 125—145). Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU).
- Barkat, A., & Roy, P. K. (2004). *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*. Dhaka: ALRD & Nijera Kori.
- Barkat, A., Roy, P. K., & Khan, M. S. (2007). *Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource*. Dhaka: Pathak Shamabesh, SAMATA & HDRC.
- Barkat, A., & Hussain, A. (2008). Provisioning of arsenic-free water in Bangladesh: A human rights challenge. Session I: Engineering and Special Vulnerabilities, at Workshop on *Engineering, social justice, and sustainable community development*. Organized by The National Academy of Engineering (NAE) Centre for Engineering, Ethics, and Society (co-sponsored by the Association for Practical and Professional Ethics, and the National Science Foundation), Washington, DC: October 2—3, 2008. Retrieved from <<https://www.nae.edu/File.aspx?id=14703&v=4e6605d0>>



- Barkat, A., Zaman, S., Khan, M.S., Poddar, A., Hoque, S., & Uddin, M.T. (2008a). *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property*, Dhaka: Pathak Shamabesh.
- Barkat, A., Halim, S., Poddar, A., Osman, A., & Badiuzzaman, M. (2008b). *Development as Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh*. Dhaka: Pathak Shamabesh.
- Barkat, A., Zaman, S., Khan, S., Poddar, A., Hoque, S., & Uddin, M. T. (2008c). *Deprivation of Hindu minority in Bangladesh: Living with Vested Property*. Justice Mohammad Gholam Rabbani (Foreword). Dhaka: Pathak Shamabesh.
- Barkat, A., Hoque, M., Halim, S., & Osman, A. (2009a). *Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh*. Dhaka: Pathak Shamabesh.
- Barkat, A., Halim, S., Poddar, A., Badiuzzaman, M., Osman, A., Khan, S., Rahman, M., Majid, M., Mahiyuddin, G., Chakma, S., & Bashir, S. (2009b). *Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts*. Prepared for UNDP, Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF). Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).
- Barkat, A., Halim, S., Osman, A., Hossain, Md. I., & Ahsan, M. (2010). *Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Prepared for Human Rights and Good Governance Programme, DANIDA. Dhaka: HDRC.
- Barkat, A., Osman, A., Soren, R., & Suhrawardy, G. M. (2015). *Identity Based Discrimination and Economic Disparity between the Mainstream and Indigenous Communities: An Exploratory Research in the Northern Districts of Bangladesh*. Dhaka: HDRC.
- Barkat, A., Suhrawardy, G. M., Osman, A., & Barkat, Aroni, (2017). *Rural Land Market in Bangladesh: An Exploratory Study with the Poor and Marginalized People*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.
- Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019a). Char Land: Paradise of Land Grabbing. In A. Barkat (Ed.), *Bangladesh Land Status Report 2017: Land grabbing in a rent seeking society (pp. 91-104)*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.
- Barkat, A. Hoque, K. E., Ahmed, J., Ullah, M. R., Zaman, H. U. A. K. M., Chowdhury, T. I. M. N. N., Sengupta, S. K. & Osman, A. (2019b). *Land Laws in Bangladesh: A Rights-based Analysis and Suggested Changes (in 13 Volumes)*. Titles: *Vested Property related Act: Proposed amendments; Trust Act: Proposed amendments; Land Record and Survey Act; Proposed Acts and amendments; Indigenous People's Land Rights (including forest) 1<sup>st</sup> part: Proposed laws and amendments-1; Indigenous People's Land Rights (including forest) 2<sup>nd</sup> part: Proposed laws and amendments-2; De-*

*bottor property and Waqf related laws: Proposed laws and amendments; Jalmohal related laws: Proposed laws and amendments; Balumohal, Char land, Chingrimohal, Pathamohal, Tea land related laws, Act and Rules: Proposed laws and amendments; Agricultural and Non-agricultural Khas land related laws: Proposed laws and amendments; Administration of Land Management related laws: Proposed laws and amendments; Abandon property, Acquisition and Requisition related laws: Proposed laws and amendments; Background and Methodology, Key learning at a glance.* Dhaka: Manusher Jonno Foundation (MJF).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M. & Nurunnahar. (2020a). *National Budget Allocation for Rural Women, Indigenous Peoples and Land Reform: Analysis of FY 2019-20 and Proposal for FY 2020-21.* Prepared for ALRD Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat, A., Osman, A., Ahmed, F. M., Mamun, M.H., Rabby, F., Begum, L., & Sarwer, N. (2020b). *Socio-Economic Assessment of COVID-19 under National Urban Poverty Reduction Programme.* Dhaka: United Nations Development Programme (UNDP) and Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., Islam, M. W., & Rahman, A. S. M. O. (2022). *An Analytical Study on Status of Bangladesh Allocation and Budget Spent for Development of Indigenous Peoples in Bangladesh (CHT and Plain Land).* Prepared for MJF Bangladesh. Dhaka: HDRC.

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., Nurunnahar., & Islam, M. W., (2021). *Bangladesh Land Governance Report 2020.* Prepared for ALRD. Dhaka: HDRC.

Chittagong Hill Tracts Peace Accord, National Committee on CHT Affairs, on behalf of the Government of the People’s Republic of Bangladesh — the Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti, on behalf of the inhabitants of the Chittagong Hill Tracts, Dec. 2, 1997. Retrieved from [http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/accords/Chittagong\\_Hill\\_Tracts\\_Peace\\_Accord.pdf](http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/accords/Chittagong_Hill_Tracts_Peace_Accord.pdf)

Chomsky, N. (2003). *Hegemony or survival: America’s quest for global dominance.* London: Penguin Books.

Chomsky, N. (2005). *Imperial ambitions.* London: Penguin Books.

Chomsky, N., & Vltchek, A. (2013). *On western terrorism: From Hiroshima to drone warfare.* London: Pluto Press.

Cohen, Joel. E. (1996). *How many people can the earth support?* London: W. W. Norton & Company.

Dhaka Tribune. (June 2, 2021). 50 years of Bangladesh in Budget: How the economy has grown. *Dhaka Tribune.* Retrieved from <<https://archive.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/02/50-years-of-bangladesh-in-budget-how-the-economy-has-grown>>

- Garner, E., & Campos, A. P. de la O. (2014). *Identifying the “family farm”: an informal discussion of the concepts and definition. ESA Working Paper No. 10-14*, Rome, FAO.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh (GoB). (1997). *Budget Speech, 1997-1998*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (1998). *Budget Speech, 1998-1999*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (1999). *Budget Speech, 1999-2000*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2005). *Budget Speech, 2005-2006*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2006). *Budget Speech, 2006-2007*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2007). *Budget Speech, Annual Budget, 2007-08*. Dhaka: Ministry of Finance.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2008). *Budget Speech, Annual Budget, 2008-09*. Dhaka: Ministry of Finance.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2009). *Budget Speech, 2009-10*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2010). *Budget Speech: Budget 2010-11*. Dhaka: Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2011). *Budget Speech 2011-12*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2013). *Budget Speech 2013-14*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2014). *Budget Speech 2014-15*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2015). *Budget Speech 2015-16*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2016). *Budget Speech 2016-17*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2017a). *Budget Speech 2017-18*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2017b). *Framework for tribal peoples’ plan (FTPP)*, Ministry of Health and Family Welfare.

- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2018). *Budget Speech 2018-19*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance & National Parliament Secretariat.
- Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2021). *Gender Budget Report 2018-19*. Dhaka: Finance Division, Ministry of Finance.
- Grant, P. (Ed.) (2015). *State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2015*. London: Minority Rights Group International.
- International Work Group for Indigenous Affairs. (March 31, 2020). *Indigenous peoples at increased risk due to coronavirus*. Retrieved from <https://www.iwgia.org/en/news-alerts/news-covid-19/3546-iphrd-health-covid-19.html>
- Kane, J. (1995). *Savages*. New York: Alfred A. Knopf.
- Lovejoy, P. E. (2000). *Transformation in slavery*. London: Cambridge University Press.
- Orwell, G. (1949). *Nineteen eighty-four*. London: Seaker & Warburg.
- Parkins, J. (2006). *Confessions of Economic Hit Man*. London: Ebury Press.
- Rahman, S. H., & Talukder, S. K. (2016). *The costs and benefits of digitization of land records via simplified application process: Bangladesh priorities*. Copenhagen Consensus Centre, Smarter Solution for Bangladesh & BRAC. Retrieved from <https://www.copenhagenconsensus.com/publication/bangladesh-priorities-land-digitization-rahman-and-talukder>
- Raihan, S., Fatehin, S., & Haque, I. (2009). *Access to Land and Other Natural Resources by the Rural Poor: The Case of Bangladesh*. Dhaka: SANEM.
- Skidelsky, R. (2010). *Keynes: The Return of the Master*. London: Allen lane.
- Sobhan, R. (1993). *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development*. Dhaka: The University Press Limited.
- Stiglitz, Joseph. E. (2013). *The Price of Inequality*. USA: W.W Norton Company
- Taleb, N. (2010). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. USA: Random House Publishing Group.
- The Financial Express. (June 12, 2019). Chronology of national budget. *The Financial Express*. Retrieved from <<https://www.thefinancialexpress.com.bd/economy/chronology-of-national-budget-1560342073>>.
- Toppo, A., Rahman, R., Ali, Y., & Javed, A. (2016). Socio-economic condition of plain land tribal people in Bangladesh. *Social Sciences*. 5 (4), pp. 58–63.
- United Nations. (2007). *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Indigenous Peoples Indigenous Voices*. New York
- Zinn, H. (2009). *A People’s History of the United States*. New York: Harper Collins Publishers.

## নির্ঘণ্ট

## অ

অজ্ঞতার ঘোমটা, xix, ৯, ১৭৩, ১৯৯  
 অ-জনগণ, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx,  
 xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi,  
 xxvii, ৩, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬,  
 ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১,  
 ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৬১, ৬৬,  
 ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৭, ১০৯, ১২৭,  
 ১৫২, ১৫৩, ১৭৩, ১৭৪, ১৯৯, ২০১,  
 ২০২, ২০৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৬,  
 ২৩৭, ২৪১, ২৪২  
 অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি, xv,  
 xvii, xxviii, ৩, ৫১, ২৩৩  
 অ-জনগণকরণ, xv, xvii, xviii, xx, xxiv,  
 xxvii, ৩, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ৩৭, ৪০,  
 ৫০, ৫১, ৫৮, ১০৯, ১৪৮, ১৫৮, ১৭২,  
 ১৯৯, ২০১, ২৩৩, ২৩৪, ২৪১, ২৪২  
 অজয় কুমার সাহা, xvi  
 অর্থনৈতিক মন্দা, ২৭  
 অর্থনীতি ব্যালেন্স, ৯১  
 অর্থ মন্ত্রণালয়, ৯৯, ১০১, ১০৫, ১১০, ১১১, ১১২,  
 ১১৯, ১২৪, ১২৬, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪,  
 ১৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৭,  
 ১৯১, ১৯৫, ২১০, ২১৫, ২১৯, ২২৩  
 অঘোষিত বিধি, ৩২  
 অটোনমি, ৩০  
 অটোমান, ৮২  
 অন্যায্যতার মাত্রা, xxiv, xxv, ২৩৪, ২৩৫,  
 ২৩৬  
 অনাদিবাসী, ৩৭, ৪৭, ৫০, ১১৪  
 অনুন্নয়ন বরাদ্দ, xxv, xxvi, ৯৩, ৯৪, ১২২,  
 ১৪৭, ১৫৩, ১৭২, ১৯৭, ১৯৮, ২০৬,  
 ২০৭, ২৩৪, ২৩৫  
 অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেল, ২৯  
 অভ্যন্তরীণ দাস, ৭৬, ৮০  
 অলিউল ইসলাম, xvi  
 অশনাক্ত খাস, ৫৮

অস্ট্রেলিয়া, ৩৭

## আ

আখচাষের দাস, ৭৭  
 অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ৬৯  
 অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাস-অনাস্থা-বিদ্বেষ-ঘৃণাবোধ,  
 ৫২, ৬৪, ১৭৮  
 আত্মপ্রবঞ্চনার স্বরূপ, ৩১  
 আত্মসাৎকারী, ১৪, ১৫  
 আদমশুমারি, ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫৮, ১৪৬, ১৫২,  
 ১৭১, ২০৬  
 আধুনিক দাসত্ব, ৭৫  
 আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ৫৪  
 আটলান্টিক মহাসাগর, ৩৮, ৭৭, ৭৯, ৮০  
 আদিবাসী মানুষ, xv, xvi, xvii, xxii, xxiii,  
 xxiv, xxv, xxvi, xxvii, ৪, ৫, ৮, ১১,  
 ১৪, ১৭, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩,  
 ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৬৪,  
 ৬৭, ৭৫, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৭, ১০৮,  
 ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১২০,  
 ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৬,  
 ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২,  
 ১৮৩, ১৮৪-২০১, ২৩৩-২৪১, ২৪২  
 আক্ষিপ চিত্র, xxvi  
 আব্রাহাম লিঙ্কন, ৮৩  
 আবাসনের দারিদ্র্য, ২৭  
 আর্সেনিকোসিস, ১৮, ৬১  
 আফ্রিকা, ৪, ৭, ২৯, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৭৭, ৭৮,  
 ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩  
 আলী, সাবেদ, xvi  
 আহমেদ, জামালউদ্দিন, xv  
 আহমেদ, ফয়সাল এম, xvi  
 আহমেদ, শাহীন, xvi  
 ই  
 ইউরোপীয়-শ্রেষ্ঠত্ব, ৪

ইতিবাচক বৈষম্য হ্রাস নীতি, xxiv, ১৪৭, ১৭৩,  
 ১৭৪, ২০০, ২০১, ২২৯, ২৩০, ২৩১,  
 ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০  
 ইন্দোনেশিয়া, ৩৯  
 ইয়েলো ড্র, ৭৯  
 ইনস্ট্রুমেন্টাল অর্থনীতিবাদী, ৭২  
 ইনফ্লুয়েঞ্জা, ৫, ৭, ৭৮, ৭৯  
 ইসলাম, আইনুল, xv

## উ

উন্নয়ন প্রবণতা, ২৩  
 উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ, xxii, xxv, ৮৯  
 উন্নয়ন বরাদ্দ, xxvi, ৯৩, ৯৪, ১১২, ১২১, ১১২,  
 ১৫৩, ১৭২, ১৭৯, ১৯৭, ১৯৮, ২৩৪, ২৩৫  
 উন্নয়ন বাজেট, ৮৯, ১০৯, ১১২, ১২২, ১২৩,  
 ১৪৭, ১৭২, ১৯৮, ২২৮  
 উগাভা, ৩৮  
 উৎপাদনে ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি, ২২৮  
 উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, ২২৮  
 উৎপাদনসম্পর্ক, ৫৫, ৬৬, ২০৪  
 উৎপাদিকা শক্তি, ৫৫, ১৪৯, ২০৪  
 উপনিবেশে সাবজেক্ট-ভ্যতা, ৯

## এ

এক-শতাংশ মানসিকতা, ৫০  
 এস এম তারিকুল ইসলাম, xvi  
 অ্যাংলো স্ফেয়ার, ৩৭

## ঐ

ঐতিহাসিক নির্মোহ সত্য, ৩৭

## ও

ওরাও কিন্তু মানুষ, ২৮  
 ওয়ানটাইম ডিসপোজেবল পাবলিক, xix, ৮

## ক

কর্মসংস্থানহীনতার দারিদ্র্য, ২৭  
 কালো অধ্যায়, ৪৮

কালোটাকা উদ্ধার, xxvii, ২৩, ২৬, ৩৪, ২৪২  
 কানাডা, ৩৭  
 কাজ পাবার অধিকার, ৩৬  
 কেরাটোমেলানোসিস, ৬১  
 কেরাটোসিস, ৬১  
 কিচুওয়া, ৪০  
 কৃষি খানা ২০, ২২, ৭২  
 কৃষিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা, ২২  
 কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, ২০৪  
 কৃষি-প্রযুক্তি, ৭  
 কৃষি-ভূমি-জলাসংস্কার, xvii, xxi, xxii, xxiii,  
 xxiv, xxv, xxvi, xxvii, ৮, ১১, ১৪,  
 ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬২,  
 ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ১০৯, ১১১,  
 ১১২, ১১৪, ১২৪, ১২৬, ১৪৬, ২০১,  
 ২০৩-২৪২  
 কৃষি বীমা, ২০৪  
 কৃষ্ণাঙ্গ দাস, ৮২  
 ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ৩৮, ৮২  
 ক্ষমতাস্বতন্ত্র সন্দেহ, ৫  
 ক্ষমতায়ন-সদৃশ্যত, ৩১  
 ক্ষমতার বৈধতা, ১৫  
 ক্ষোভ-বিক্ষোভ চিত্র, xxvi  
 ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী, ৪৫  
 ক্ষুদ্রদের মধ্যে একদম নিচে অতিক্ষুদ্র, ২১  
 ক্ষুধার দারিদ্র্য, ২৭

## খ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি, ৫৮  
 খান মেনন, রাশেদ, xv  
 খানার আয়-ব্যয় জরিপ, ২৬, ১৪৭  
 খাস জমি ও জলা, ৫৭, ৫৮  
 খিয়াং, ৪৬  
 খুদে কৃষক, xv, ৭, ৮, ২১, ২২৭, ২২৮

## গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র,  
 ১১  
 গলাধাক্কা অভিবাসন, ৫৭, ৫৯  
 গলাধাক্কা অভিবাসিত মানুষ, xxii

গারো, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৪৯  
 গৃহদাস, ১৮  
 গৃহভৃত্য, ১৮  
 গৃহঙ্গনে খাদ্য উৎপাদনব্যবস্থা, ৭০  
 গ্রামীণ নারী, xv, xvi, xvii, xxi, xxii, xxiii,  
 xxiv, xxv, xxvi, xxvii, ৮, ১১, ১৪,  
 ২৫, ৩০, ৭৫, ৮৭, ১০৮, ১০৯, ১১১,  
 ১১২, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪,  
 ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ১৭৫, ২০১, ২৩৩,  
 ২৩৪, ২৪২  
 গ্রামীণ নারীর প্রতি বৈষম্য, ১৭৫

## চ

চরের মানুষ, ৬২, ৬৭  
 চরের জমি-জলা, ৫৭  
 চরম দরিদ্র, ২৬, ২৭  
 চাক, ৪৬  
 চাকমা, xvi, ৪২

## ছ

ছোটদের মধ্যে মাঝারি, ২১

## জ

জনপ্রশাসন, ১১২  
 জনশুমারি ও গৃহগণনা, ৪২, ৫০  
 জনসংখ্যা স্থানান্তর, ৪৮  
 জনগণই সার্বভৌম, ১৪, ১৬  
 জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক, ৩৫, ৪১  
 জনমিতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩৯  
 জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা, ৫৩, ৫৭  
 জলমহাল, ৬৪, ৬৯  
 জলবায়ু ও পরিবেশ বিপর্যস্ত মানুষ, xxi  
 জলাভূমি, ৪৫, ৬১, ৬৪  
 জাপারোস্, ৪০  
 জার্মান, ৩৮  
 জাল দলিল, ৫১  
 জাল যার জলা তার, ৬৪  
 জাটকা জালে, ৩০  
 জাতীয় আর্কাইভ, ১১০, ১১১

জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, ১১০, ১১১  
 জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড, ৭১  
 জোসেফ সিটগলিজ, ৪৩  
 জোরদখলকারী, ৫০, ৫৫, ৬১  
 জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন-বিচ্ছ্যতি, ৬৩  
 জোরজবরদস্তি, ৩৭, ৭৬

## ট

টার্মিনেটর টেকনোলজি, ৭১  
 টোকাই, ১৮  
 টুটসি, ৩৮  
 ট্রান্স-আটলান্টিক, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

## ড

ডেমোগ্রাফিক ও পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৪৩,  
 ৪৭, ৫১, ৫২, ১৭৮  
 ডোম, ১৭  
 ডোমিনিকান রিপাবলিক, ৩৮

## থ

থুকোডাইডিস নীতি, ৭০

## দ

দর্শনশাস্ত্র, ৩, ১৭৭  
 দরিদ্রবিদ্বেষী, ৩৫  
 দক্ষিণ আমেরিকা, ৭, ৪০, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২  
 দাসবাণিজ্য, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২  
 দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন, ৮৩, ৮৪  
 দাস যুগের দাস, ৯  
 দাস সত্তা, ৫৫, ২৩১  
 দাস-দাসত্ব-দাসব্যবস্থা, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮২  
 দাসবন্ধ, ৮০  
 দাসকথন, ৫৮  
 দাসসম মানুষ, ৯  
 দাসতুল্য মানুষ, xvii  
 দুর্দশগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি, ২৩  
 দুর্বৃত্ত, ২৩, ৫৫, ৫৯, ৬৯



**ধ**

ধর্মীয় সংখ্যাগন্য মানুষ, xxi, xxiii, ১৭, ৫৭,  
৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৭  
ধ্রুবসত্য, ১৫, ১৭৩, ১৯৯

**ন**

নগরায়ণ, ৫৭, ৫৯  
নলকুপ সেচ প্রকল্প, ১২০  
নয়া-উদারবাদী স্বর্ণযুগ, ৯  
নারীপ্রধান খানা, xxi, xxiii, ১৭, ৩৫, ৬৭  
নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ৩৫  
নারীর ক্ষমতায়ন ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১,  
৩৪  
নারীবিদ্বেষী, ৩৫, ১৫২  
নারী-জিডিপি, ৩৪  
নাপিত, ১৭  
নুরুল্লাহর, xvi  
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম,  
১২০  
ন্যায়বিচারিক যুক্তি, ২২৮  
নিগ্রো দাস বিক্রয় কেন্দ্র, ৮৩  
নিগ্রো দাস বিক্রয়, ৮৩, ৮৪  
নিউ জার্সি, ৮২  
নিউইয়র্ক, ২৯, ৮২  
নির্বাচনী গণতন্ত্র, ১৭৩, ২০০, ২২৯  
নিরঙ্কুশ দরিদ্র, ১৭, ২৬  
নিরঙ্কুশ সত্য, ১৫, ২৫  
নিরন্তর বধিত, xxiv, ৪৪, ২৩৪, ২৩৫  
নিরন্তর বধনোর এক ফাঁদ বা চক্র, ৬৩  
নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা, ১৪, ৬৪  
নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ২৭  
নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা দখল, ২২৮  
নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ৪, ৩৭  
নিঃস্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন, ৫৭  
নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা, ৬৯  
নৃতত্ত্ব, ১৭৭  
নৈতিক যুক্তি, ২২৮

**প**

পত্তনি চাষ, ৬৫

পর্তুগাল, ৮১  
পরজীবী শ্রেণি, ৫৫  
পশ্চিম সাহারা, ৩৯  
পরিবেশবিনাশী রাসায়নিক দ্রব্য, ২২  
পরিবেশবান্ধব কৃষি, ২০৪  
পরিবার পরিকল্পনা, ৪  
পরিচালন বাজেট, ৮৯  
পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫২,  
১৭৮  
পানখুয়া, ৪৬  
পালিয়ে-বেড়াতে-বাধ্য, ১৮  
পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ৪১  
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প, ১২৩  
পাট সম্পর্কে কৃষি গবেষণা, ১২০  
পারিবারিক কৃষি, xv, xvi, xvii, xxi, xxii,  
xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, ১১, ২১,  
২২, ৭৫, ৮৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২,  
১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০,  
১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৮,  
১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪,  
১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০,  
১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯,  
২০১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮,  
২৩৯, ২৪১, ২৪২  
পুরুষ বেটা, ৩২  
পুরুষ-জিডিপি, ৩৩, ৩৪  
পুঁজিবাদী কমাার্শিয়াল কৃষির দাস, ২৩  
পিতৃতান্ত্রিক, ২৫, ২৬, ৩৩, ৩৪, ১৭১  
প্রকৃতিবিদ্বেষী, ৩৫  
প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ৩১  
প্রজা, xv, xvii, xviii, ৯, ১৫, ১৭৩, ১৭৯,  
১৯৯  
প্রজা কৃষক, xviii  
প্রজাস্বত্ব আইন, ৫১  
প্রজাতন্ত্রের মালিক, ১৪, ২০, ৩৫, ৩৬, ৪১  
প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, xix,  
১১, ৫৭, ২০৫  
প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ হিস্যা, ১১৫  
প্রাকৃতিক মানদণ্ডে, ২৬  
প্রান্তিক, xv

**ফ**

ফরাসী, ৩৮

ফাউ-খাওয়া শ্রেণি, ৫৫

ফাটকাবাজ গোষ্ঠী, ৫৫

**ব**

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, ৯৯, ১০১,  
১০৫, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪,  
১৪৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৩,  
১৮৭

বঞ্চনামাত্রা, xxiv, xxv, ১৪৭, ১৪৮, ১৭২,  
১৯৭, ১৯৮, ২০৫, ২২৫, ২২৬, ২৩৫,  
২৩৬

বঞ্চনার মাত্রা, ১৪৬, ১৪৭, ১৭১, ১৯৭, ২২৫

বঞ্চনা সূচক, ৪৯

বঞ্চনা-বৈষম্য মাত্রা, ২২, ১৭২, ২২৬, ২২৭,  
২৩৪, ২৩৫

বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা, xviii, ৪১, ৪২

বডি ওয়ারেন্ট, ১৮

বড়-বৃহৎ কৃষি খানা, ২১

বনাঞ্চল, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৫১, ৫৮

বম, ৪৬

বর্ণ বৈষম্যবাদী মতাদর্শ, ৮৭

বরাদ্দ ফাঁক, xxiv, xxvi, xxvii, ১২৯, ১৪৮,  
১৭৩, ১৭৪, ২০০, ২০১, ২২৯, ২৩০,  
২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮

বরাদ্দ-বৈষম্য, xxiv, ১৭৪, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০

বলকান, ৮২

বস্তিগায়ন, ৫৭, ৫৯

বহুমুখী দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য, ২২

বাজে অর্থনীতি, ৬৫

বাজেটের গণতন্ত্রায়ণ, xxvi, ২৪০

বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ, xxvi, ২৩৭

বাজেটের গণতন্ত্রীকরণ, ২৩৭

বাজেট ব্যালেন্স, ৯১

বাদশা, ফজলে হোসেন, xvi, ২০৩, ২১০,

২১৫, ২১৯

বারকাত, অরনি, iv

বারকাত, আবুল, xvi, ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৩,  
৩৪, ৪২, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১,

৬৫, ৬৯, ৭৩, ৯১, ৯৫, ৯৯, ১০১, ১০৫,  
১০৯, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৫৭,  
১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৭,  
১৯১, ১৯৫

বাজারের দাস, ২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, xxii, ৮৯, ৯৯, ১০২,  
১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৭, ১২১,  
১২৩, ১২৫, ১২৫, ১৩৩, ১৩৭, ১৪১,  
১৪৩, ১৪৬, ১৫৮, ১৬২, ১৬৬, ১৭০,  
১৭১, ১৮৪, ১৮৮, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭,  
২০৫, ২০৬, ২১১, ২১৬, ২২০, ২২৪,  
২২৫

বাণিজ্যিক গবাদিপশু পালন, ৭

বেয়াড়া, ৯

বোকা মানুষ, ৩০

বাংলাদেশে খাস জমি, ৬১

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ৯৯, ১০১, ১০৫,  
১১০,

বাংলাদেশ ব্যাংক, ১১০, ১১১

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, ১৬

ব্যাঙের বিষ, ৪০

বিপ্রতীপ বর্ণা, ৬৬, ৬৯

বিশুদ্ধ দাস, ৭৫

বিশুদ্ধতম রূপ, xviii

বিশুদ্ধ অ-জনগণ, ৭৫

বিশ্বব্যাপক, ২৯, ৫৪, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১২৫,  
১৩৩, ১৩৭, ১৪১, ১৪৫, ১৫৭, ১৬১,  
১৬৫, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৮, ১৯২, ১৯৬,  
২১১, ২১৫, ২১৯, ২২৩

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, ৫৪

বিষয়ের বাহ্যিকতা, ২০, ৬৩

বিচার বিভাগ, ১৬, ২৯

বিচ্ছিন্নতা, xv, xviii, ১৪, ১৯, ২৮, ৪০, ৪১,  
৪২, ৪৩, ৪৭, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৪, ১৫১,  
১৭৮, ২২৯

বৃহদায়তন কর্পোরেট কৃষি লাভজনক, ২২৭

বৈধ বিধান, xviii

বৈষম্য, ১২, ৩৬

বৈষম্য দূরীকরণে কৃষি বিপ্লব, ৫৮

বৈষম্যহ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি, ২২৮

## ভ

ভঙ্গুর মানুষ, ৬৭  
 ভরণপোষণ-উদ্দিষ্ট কৃষি, ২১  
 ভর্তুকি, ৩০, ২০১৪  
 ভালোবাসার অর্থনীতি, ৩৪  
 ভারত মহাসাগর, ৮২  
 ভারতবর্ষের ধনদৌলত, ৩৮  
 ভাষাবিজ্ঞান, ১১৭  
 ভাষাজগৎ, ২৬  
 ভাসমান মানুষ, xxi, ১৭, ৩৫  
 ভার্জিনিয়া, ৮২, ৮৩, ৮৪  
 ভিক্ষুক, ১৭, ২৩, ২৭, ৫৭, ৬৭  
 ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া, ২৩, ৬৭  
 ভীতির সংস্কৃতি, ১৯  
 ভোটের ইস্যু, ৫৪,  
 ভূমধ্যসাগর, ৭৭, ৮২  
 ভূমি সংস্কার, xv, xvi, xxii, ৫৩, ৫৬, ৬২,  
 ৭২, ৭৩, ৭৫, ১০৮, ২০১, ২০৩, ২০৪,  
 ২২৪, ২২৭, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬,  
 ভূমি ব্যবহার আইন, ২৪৭  
 ভূমি মামলা, ৫১, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৬৮  
 ভূমিহীন, xv, xvi, xxiii, xxv, ৭, ৮, ১১, ১৪,  
 ১৭, ২১, ৩৫, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৭,  
 ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯,  
 ৭২, ৭৩, ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১২৪,  
 ১২৭, ১৪৮, ২০৪, ২২৭  
 ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক, xxi, xxiii, ১৭, ৭২  
 ভৃত্যসম সত্তা, ১৫

## ম

মডেল শহর, ৩৯  
 মহা অ-জনগণ, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৪, ১৫২  
 মহাদাস, ৯  
 মহা দুর্নীতিবাজ, ২৮  
 মহাবুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি, ৫৪,  
 মহামারি-অতিমারি উদ্ভূত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতার  
 যুক্তি, ২১৮  
 মঈনউদ্দিন আহমেদ রাসেল, xvi  
 মায়ের পুত্রশোক, ৬৩  
 মানবপ্রজাতির অভিবাসন ইতিহাস, ৮২

মানবসম্পদ বিনষ্ট, ৬৩  
 মানবিক উন্নয়ন, ২৭, ৪৩  
 মানসিক বঞ্চনা, ২৮  
 মানসিক যন্ত্রণা, ৬৩  
 মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক দুশ্চিন্তা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ২৭  
 মানুষকে অজ্ঞ রাখার ঘোমটা, ৯৩  
 মামলার সংখ্যা, ৬৬  
 মারমা, ৪২  
 মালয়েশিয়া, ৩৯  
 মাঝারি কৃষি খানা, ২১  
 মাঝারিদের মধ্যে বড়, ২১  
 মাল্টিন্যাশনাল ব্যবসা, ২২  
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৩৭, ৩৮, ৪০  
 মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ৬৬  
 মেথর, ১৭  
 মেয়ে মানুষ, ২৬, ২৮  
 মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা, ৩৩  
 মেলানোসিস, ৬১  
 মিজ য়েন য়েন, xvi  
 মিসর, ৮২  
 মুক্তবাজার দর্শন, ৪২, ৫১, ৬৪, ১৭৮, ২২৬  
 মুক্তির প্রলেপ, xx  
 মুক্তির প্রলেপযুক্ত দাস, xviii, xx, ৭৫  
 মুক্তিযুদ্ধ, ১১৩, ২০৩  
 মুচি, ১৭  
 ম্যাসাচুসেটস, ৮২  
 ম্যালেরিয়া, ৭৮, ৭৯

## র

রহমান, আনিসুর মো., ২০৩, ২০৪  
 রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর, ৫৫, ৯৪, ২০৩  
 রহমান, মো. ইরফানুর, xvi  
 রাখাইন, ৪৬, ৪৮, ৪৯  
 রাণিমাতা, ৩৮  
 রাষ্ট্রদ্রোহী, ১৫  
 রাষ্ট্রপতি, ১১২  
 রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৭৭  
 রাজনৈতিক দাস, ৮৫  
 রেন্ট-সিকার, ২৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬৩, ৬৭, ৬৮,  
 ৬৯

রেকর্ডসিকিং, ২৩, ৩০, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৬,  
৬৭, ২২৬  
রেকর্ড সংরক্ষণ, ৬৮  
রেজা, সেলিম, xvi  
রেজিস্ট্রেশন, ৬৮, ২০৪  
রূপালী বিপ্লব, ৫৯, ৭১  
রুয়াভা, ৩৮

## ল

লেবানন, ৮২  
লোহিত সাগর, ৮২  
লকডাউনপরবর্তী সময়ে দরিদ্র, ২৭  
লারমা, ৪২  
লুটেরা, xx, xxi, xxvi, ১৫, ১৬, ৫৫, ৫৬  
লুসাই, ৪৬  
লিওপোল্ড-২, ৩৮

## শ

শক্রসম্পত্তি আইন, ৫০  
শফিক উজ জামান, xv  
শ্রমসম্পদ, ৭৯  
শ্রমের তীব্রতা, ২২  
শারীরিক বিপর্যয়, ৬৩  
শারীরিক-দৈহিক দাসত্ব, ৮৫  
শান্তিচুক্তি, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫১, ৫২  
শ্রেণিনিরপেক্ষ, ৩১, ৫৩, ৭০, ৭২  
শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব, ৪  
শিশুর বিকাশ, ২৫  
শিওয়ার, ৪০  
শিকারবৃত্তি, xviii, ৪, ৫, ৭, ৭৬, ৭৭  
শোভন অর্থনীতি-সমাজব্যবস্থা, ৩৪  
শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, ৯৯, ১০১, ১০৫,  
১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৫৭,  
১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৭, ১৯১,  
১৯৫, ২০৩, ২১০, ২১৫, ২১৯, ২২৩  
শোভন সমাজ, xxviii, ২৯, ৩৫, ৯০  
শোভন জীবনব্যবস্থা, ২৭, ৩১, ৯১, ২০২, ২৩১  
শোষণের মাত্রা, ১৪৬, ১৪৭, ১৭১, ১৭২, ১৯৭  
শূন্য বঞ্চনা, ২৪১

## স

সবুজ বিপ্লব, ৬৯, ৭১  
সমবায়, ২৯, ৬৪, ৬৯, ৭০, ১১২, ২০৩, ২০৫  
সমাজবিজ্ঞান, ১৭৭  
সমাজদোষে-অসুস্থ, ২৭  
সমতল, ৪১, ৪৪, ৪৮, ৫০  
সরকারের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, ৬৮  
সহস্রাব্দ উন্নয়নউদ্দিষ্ট, ২৯  
সন্তানের মাতৃশোক, ৬৩  
সবসাচী হাজারা, xvi  
সঞ্জিব দ্রুং, xv  
স্মল পব্জ, ৭, ৭৮, ৭৯  
সেটেলম্যান্ট, ১৭, ৬৮  
সংবিধান, xvii, xx, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২০,  
২৩, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৫৫, ৫৬, ২০৫,  
২১৫  
সাঁওতাল, ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৪৯  
সাদা বিপ্লব, ৬৯, ৭১  
সম্পদহীনতার দারিদ্র্য, ২৭, ৬৩  
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ৬৩  
সাধারণ বঞ্চনা, xx, ৩  
সাইমন কুজনেৎস, ৫৪  
সামাজিক মুক্তি, ২২৮  
সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, ১২, ১৪, ৩৬  
সামরিক শাসন, ১৭৩, ২০০, ২২৯  
সাহারাও, ৩৯  
সোহরাওয়াদী, গাজী মো., xvi, ১৯, ৬৯  
সুদবিহীন ঋণ, ২০৪  
সুস্থ আয়ু, ৩২, ৩৩  
সুযোগের সমতা, xix, ১২, ১৩, ৫৮  
সিরিয়া, ৮২  
সৌহার্দ্য ও সংহতি, ৬৭  
স্ব-প্রসারণ সক্ষম, ২২৯  
স্বজাত আফ্রিকান, ৭৮  
স্বাস্থ্য দারিদ্র্য, ২৭  
স্বল্প বরাদ্দ ফাঁদ, xxv  
স্বাধীনতাহীনতা, ৬৩  
স্বৈরাচার, xv, ১৭৩, ২২৯

**হ**

হক, মোজাম্মেল, xvi  
 হতদরিদ্র, ২৬, ২৭  
 হতাশা চিত্র, xxv  
 হস্তান্তরের রেকর্ড, ৬৮

**A**

absolute poverty, ৪৫  
 absolute truth, ১৫  
 absolute un-people, xxi  
 adverse inclusion, ৬১, ২২৮  
 agrarian reform, ৫৩, ২০৩, ২০৪  
 agricultural techniques, ৭  
 agriculture household, ২১  
 Ahmed, S. N., ৯৯, ১০২, ১০৬, ১২৪, ১৩২,  
 ১৩৫, ১৪১, ১৪৪, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫,  
 ১৬৯, ১৮৩, ১৮৮, ১৯২, ১৯৫, ২১১,  
 ২১৫, ২১৯, ২২৩  
 alienation, xv, xviii, ১৪, ৪৪, ৫১, ১৫১,  
 ১৭৭  
 alienation in perpetuity, ১৪  
 allocation gap, xxiv, ১৪৮, ১৪৯, ১৭৩,  
 ১৭৪, ২০০, ২২৯, ২৩০, ২৩৪  
 allocation inequality, xxiv, ১৪৬, ১৭১  
 Anglosphere, ৩৭  
 Annual Development Program, xxii, ৮৯  
 anti-nature, ৬৬  
 appearance of things, ২০  
 axiom, xxvi, ২৩৭

**B**

bad economics', ৬৫  
 Bangladesh Bureau of Statistics, ২১  
 Barkat, Abul, ৪১, ৪৪, ৫০, ৫৯, ৬২, ৬৬,  
 ৬৯, ১৭৭  
 Barkat, Aroni, ৬৫  
 biologically inferior, ৭৮  
 breaking deprivation trap, ২৮

হস্তশিল্প ও লিপিলেখনি, ৭  
 হেঁসেলের অর্থনীতি, ৩৩  
 হুদা, শামসুল, xv  
 হুটু,  
 হুয়াত্তরানি, ৪০

burden of impoverishment, ২৭

**C**

centre-periphery, ৪১, ৪২  
 child development, ২৫  
 Chomsky, ৩, ৩৮, ৩৯  
 Chronology of national budget, ৯৯,  
 ১০১, ১০৬, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৩৭,  
 ১৪০, ১৪৪, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯,  
 ১৮৩, ১৮৮, ১৯২, ১৯৫, ২১১, ২১৫,  
 ২১৯, ২১৩  
 citizens rights, ৯  
 class neutral, ৫৩, ৭০  
 commercial livestock, ৭  
 conscientization, ৩৬  
 Constitution, ১৪, ২৮, ৪৩  
 constitutional rights, ৪৩  
 CSIR: South African Council for  
 Scientific and Industrial Research,  
 ৪০

**D**

degree of deprivation, xxiv, ১৪৬, ১৭১,  
 ২২৬  
 degree of exploitation, ১৪৬, ১৭১  
 deprivation index, ১৪৯  
 deprivation-inequality-alienation, xviii  
 development budget, ৮৯  
 development expenditure, ৮৯  
 Dhaka Tribune, ২৫২

**E**

ecologically suicidal, ৬৫, ১৫১

economically unjust, ৬৫, ১৫১  
 Economics of Love, ৩৪  
 emancipation, ৮৩, ৮৫  
 Emancipation Proclamation, ৮৩  
 emperor, ৫  
 empowerment-related rights, ২৫  
 end of ideology, ৫৪  
 engage's a temps, ৮১  
 epistemologically, ৫৩  
 essence, ১১, ২০, ৩১, ১৫১, ১৭৭  
 European's superior intellect, ৪  
 export duty, ৮৯

## **F**

Family Firming, iv, xvii, ২১  
 Fellow African, ৭৮  
 feminization of poverty, ২৫  
 fight or flee, ৭৯  
 final estimations, xxii  
 frog poison, ৪০

## **G**

Government as concept, xx  
 Grant, P., ৩৯  
 Gupta, S. S., ৬৩

## **H**

Hamid, F., ৯৯, ১০২, ১০৬, ১২৫, ১৩২,  
 ১৩৭, ১৪১, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯,  
 ১৮৩, ১৮৮, ১৯২, ১৯৬, ২১১, ২১৫,  
 ২১৯, ২২৩  
 Hands, Not Land, ৫৭, ২২৭  
 hard issue, ৫৬  
 healthy longevity, ৩২  
 history of human migration, ৮২  
 Hoque, S., ৬৩  
 Household agriculture, xvii  
 human social liberation, ২২৮  
 humane development, ২৭  
 Humburabi Code, ২৭  
 Hussain, K. A., ৬৩

## **I**

import duty, ৮৯  
 inclusion of excluded, ৪৩  
 inclusive development, ২০  
 Indentured Slavery, ৮৪  
 independent as concepts, ২৫  
 Indigenous Peoples, xv, xvii, ৮, ১৭,  
 ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৫০, ১৭৭  
 industrialization, ৫৯  
 informal sector, ১৭, ৫৯  
 intellectual fraud, ৫৪, ৫৫  
 internal slave, ৭৬  
 issue of double counting, ২২৬

## **J**

justiciable rights, ২৮, ৪৩

## **K**

Khan, M. S., ৬৩

## **L**

labor intensive, ৭৬, ৭৮  
 Land Reform, ৫৩, ৫৬, ৭২, ২০৪  
 landless, ৭, ২১, ৬০  
 large land holding households, ২১  
 libertos, ৮১

## **M**

marginal, ২১  
 marginalization, ৫৩, ১৭৮, ১৯৯  
 methodological aspects of estimation,  
 ১০৯  
 methodological framework, xvii  
 micro, ২১  
 movable property, ৮২, ৮৪

## **N**

National Budget of Bangladesh, iv  
 nature as reason, ২৬  
 natural desire, xxviii

neo-liberal development ideology, ৫৪  
Nineteen eighty-four, ৩

## **Q**

Operating expenses, ৮৯  
ordinary deprivation, ৩  
Orwell, ৩  
Osman, A., ৬, ৫, ১৭৭

## **P**

Permanent Slavery, ৮৯  
physical slavery, ৮৫  
plantation farming, ৭, ৭৬  
plantation farming slave, ৭৬  
Poddar, A., ৬৩  
Political Pricing, ৭০  
political slavery, ৮৫  
political structure, ৬  
primary estimations, xxii  
principle of positive discrimination,  
    ১৪৮, ১৭৩, ২০০, ২২৯, ২৩০  
Proclamation of Independence 1971, ১৪  
productive forces, ২০৪  
pure un-people, xviii

## **R**

racist ideology, ৭৮  
Rahman, A, ৬৩  
Rahman, I., ৬২  
Red Indian, ৩৮  
regulatory capturing, ২২৮  
Resource Envelope, ৯০  
Roy, P. K., ৬৬  
Rural Women, xvii, ৮

## **S**

self-generating capacity, ২২৯  
silent mode, ৯  
slave trade, ৮২  
slave with semblance of liberty, xviii,  
    ৭৫

Slavery code, ৮৪  
Slave-Slavery-Slave System, ৭৬  
slumization, ৫৯  
small land holding farmers, ২১  
small land holding households, ২১  
Sobhan, R., ২০৪  
social hierarchy, ৬  
soft issue, ৫৬  
solidarity, ৬৭  
State as concept, xx  
state as mere nightguard, ৫৪  
Stiglitz, Joseph. E, ৪৩  
subsistence agriculture, xvii, ২১  
Suhrawardy, G. M., ৬২, ৬৫, ১৭৭  
supplementary duty, ৮৯  
Supreme Law of the Republic, ১৪  
surplus food, xviii, ৬

## **T**

The Black Swan, ৫৫  
The Financial Express, ৯৯, ১০১, ১০৬,  
    ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৫৭,  
    ১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৮, ১৯২,  
    ১৯৫, ২১১, ২১৫, ২১৯, ২২৩  
The Price of Inequality, ৪৩  
The Return of the Master, ৬০  
total fertility rate, ৫  
Trickle down theory, ৫৪

## **U**

Uddin, M. T., ৬৩  
Ullah, M., ৬৩  
unpeopling of people, xvii  
unpeople as concept, xv, xviii  
urbanization, ৫৯

## **V**

veils of ignorance, xix, ৯, ১৭৩, ১৯৯  
ventilation, ৭৯  
Vested Property Repeal Act, ৬৩  
Vltchek, ৩, ৩৮, ৩৯



## W

Water Preservation Act, ৫৯  
waterbodies, ৫৩  
welfare producing, ৩৩  
wholesale liberalization, ২২৬  
Wise Europeans, ৪  
women's empowerment, ২৫

## Y

yellow fever, ৭

## Z

Zaman, S., ৬১, ৬৩, ২০৪



## আবুল বারকাত-এর নির্বাচিত গ্রন্থ



১. *Marginalised Communities in Bangladesh : State and Marginalisation Index 2021*. Principal Author: Abul Barkat, Co-authors: Md Rafiul Islam, Asmar Osman, Faisal M Ahamed, Md Fazle Rabby, Rowshan Ara, Laila Begum, Dhaka: MuktoBuddhi Publishers, February 2023, ISBN: 978-984-95689-8-8.
২. ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহলেখক: আসমার ওসমান, গাজী মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী এবং মো. অলিউল ইসলাম। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০২২। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৫৬৮৯-৪-০।
৩. নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ: ২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত- ২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, মার্চ ২০২১। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৯০১-১।
৪. বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্দায় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, নভেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮৩৬৪-৫।
৫. বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী- ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও সুপারিশ (খণ্ড ১)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নূরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১।
৬. বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী- পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (খণ্ড ২)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নূরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।
৭. বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী- ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন (খণ্ড ৩)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নূরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৩।
৮. বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী- কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত (খণ্ড ৪)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নূরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৪।



কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১৩।

১৮. *Bangladesh Migration Governance Framework*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: Asmar Osman & Sk Ali Ahmed. Dhaka: International Organization for Migration (IOM), 2020.
১৯. উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ১, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৫০৩৯-৫।
২০. বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: গাজী মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৬৬২৯-৭।
২১. *Bangladesh Land Status Report 2017: Land Grabbing in a Rent Seeking Society*. Abul Barkat (Ed). Principal Author: Abul Barkat, Co-authors: A. Osman, G. M. Suhrawardy, H. H. Shawaly, M. Ahsan, M. W. Islam, M. I. Rahman, R. B. Rafique, R. J. Moni, S. I. Ali & S. K. Sengupta, Dhaka: MuktoBuddhi Publishers. ISBN: 978-984-34-6764-5.
২২. বাংলাদেশে মৌলবাদ: জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৩২৩৫-৩।
২৩. অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য, দ্বিতীয় প্রকাশ। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-২৪৬৭-৯।
২৪. *Agriculture Production Practices in Chittagong Hill Tracts*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman, M. A. Sobhan & R. B. Rafique. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and Human Development Research Centre (HDRC), 2017. ISBN: 978-84-34-2552-2.
২৫. *Bangladesh Land Status Report 2015*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: K. E. Hoque, S. Zaman, D. Roy, S. Halim & S. Huda, Dhaka: Ramon Publishers. ISBN: 984-70350-0259-0.
২৬. বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এম তাহের উদ্দিন, রওশন আরা, ফরিদ এম. জাহিদ, এবং এম. বদিউজ্জামান। বাংলা অনুবাদ: সেলিম রেজা ও সাজেদা রেহানা, ২০১৭। ঢাকা: র্যামন পাবলিশার্স। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০৩৫০-০২৫১-৪।
২৭. *Rural Land Market in Bangladesh: An Exploratory Study with Poor and Marginalized People*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman & A (Aroni). Barkat. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and HDRC, 2017. ISBN: 978-984-34-1450-2.
২৮. বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।
২৯. *Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers, 2016. ISBN: 978-984-34-0891-4.
৩০. বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বৈচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩৭৬-০।

৩১. বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৭৯১-১।
৩২. *Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. H. Khan, S. Majumder, M. Badiuzzaman, N. Sabina, K. Ahamed & Md. Abdullah. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2015. ISBN: 978-984-8866-99-3.
৩৩. *Economic Impacts of Inadequate Sanitation in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-author: Marc P. DE Francis. Dhaka: The World Bank, 2012.
৩৪. *The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. U. Chowdhury, N. Nargis, M. Rahman, M. S. Khan, A. P. Kumar, S. Bashir & F. J. Chaloupka. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2012.
৩৫. *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: R. Ara, M. Taher Uddin, F. M. Zahid & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Ramon Publishers, 2011. ISBN: 984-70350-0080-0.
৩৬. *Social Protection Measures in Bangladesh: As Means to Improve Child Well-being*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. Karim & A. A. Hussain. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2011. ISBN: 978-984-8866-38-2.
৩৭. *Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Hoque, S. Halim & A. Osman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2009. ISBN: 978-984-70212-0021-4.
৩৮. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. জামান, এম. এস. খান, এ. পোদ্দার, এস. হক এবং এম. তাহের উদ্দিন। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৭-৭।
৩৯. বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি ও জলায় দরদ্রের অধিকার। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. জামান ও এস. রায়হান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং ওবায়দুর রহমান। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৩-৯।
৪০. চেতনায়নেই উন্নয়ন: বাংলাদেশে নিজেরা করি'র অভিজ্ঞতা। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. হালিম, এ. পোদ্দার এবং এ. গুসমান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং সেলিম রেজা। ঢাকা: নিজেরা করি, এইচডিআরসি ও পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৮৬৬-১৪-৬।
৪১. *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, M. S. Khan, A. Poddar & M. Taheruddin. Justice Mohammad Gholam Rabbani. (Foreword). Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0017-7.
৪২. *Development As Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Halim, A. Poddar, A. Osman & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0005-4.

৪৩. *Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: P. K. Roy & M. S. Khan. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2007. ISBN: 984-8120-67-X.
৪৪. বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: পি. কে. রায়। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, ওবায়দুর রহমান ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৭। আইএসবিএন: ৯৮৪-৮১২০-৬৬-১।
৪৫. *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*. Principal author: Abul Barkat, Co-author: P. K. Roy. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori, 2004. ISBN: 984-32-1577-X.
৪৬. বিশ্বায়ন ও নারী: শ্রেণিক্ত বাংলাদেশ। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এ কে এম. মাকসুদ ও মাহবুব কবীর। ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০২। আইএসবিএন: ৯৮৪-৩২-০১৭০-৬।
৪৭. *Political Economy of Khas Land in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman & S. Raihan. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 2001. ISBN: 984-31-482-5.
৪৮. *An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman, A. Poddar, M. Ullah, K. A. Hussain & S. K. Sengupta. Dhaka: PRIP Trust, 2000. ISBN: 984-31-0920-6.
৪৯. *Political Economy of Vested Property Act in Rural Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman & A. Poddar. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 1997. ISBN: 984-30-0251-4.
৫০. *Family Planning Unmet Need in Bangladesh: Shaping of a Client-Oriented Strategy*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. R. Howlader, B. Khuda, J. Ross & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation Bangladesh, 1997. ISBN: 984-8175-17-2.
৫১. *Transforming Human Deprivation into Human Development: DipShetu Experience of Integrated Socio-economic and Health Programs for the Destitute in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Ullah & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation, Bangladesh, 1995. ISBN: 984-8175-00-8.





---

এই গ্রন্থে বড় মাপের দু'টো কাজ করতে হয়েছে। প্রথম কাজটি হলো—“অ-জনগণ” ধারণাটি সুসংহত করা; এবং তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সারবত্তা উদ্ঘাটন করা। গ্রন্থ রচনার প্রক্রিয়ায় বহুবার পরীক্ষা-নীরিক্ষাপূর্বক “অ-জনগণ” ধারণাটি পরিবর্তন-পরিমার্জন করতে হয়েছে। আর দ্বিতীয় কাজটি হলো, বিভিন্ন বৃহৎ বর্গের “অ-জনগণ” মানুষকে রাষ্ট্র-সরকার কোন দৃষ্টিতে দেখেন—সেটা উন্মোচন করা। দ্বিতীয় কাজটি করা হয়েছে গত ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে বৃহৎ বর্গের “অ-জনগণ” মানুষের হিস্যার বিবর্তন ও ধারা অনুসন্ধান করে। একই সঙ্গে করা হয়েছে “অ-জনগণ” মানুষের “জনগণকরণ” রূপান্তরে জাতীয় বাজেটে ন্যায়সঙ্গত-ন্যায্য হিস্যা কী হতে পারে এবং কেন—সেসবেরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

---



ISBN 978-984-95689-7-1



9 789849 568971